INDEX

DATE | PAGE

WEDNESDAY, THE 20TH MARCH, 1985

THURSDAY, THE 21ST MARCH, 1985

CORRIGENDA

to the " Head lines " of the Assembly Proceedings for the 21st March, 1985

"Head lines" are to be read	At Pages
1) Short Discussion on matter of urgent Public importance	69 & 71
2) Papers laid on the Table [Motion for Vote on Account]	115 to 121

PROCEEDINGS OF THE THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

WEDNESDAY, THE 20TH MARCH, 1985.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma Speaker in the chair, the Deputy Speaker, the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, 9 (nine) Ministers and 39 Members.

Questions & Answers

মিঃ স্পীকার : আজকের কার্যাসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্য-দেগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস এবং সমীর কুমার নাথ।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫।

শ্রীরামকুমার নাথ : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৮৪-৮৫ ইং আর্থিক বৎসরে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ত্রিপুরায় মোট কি পরিমাণ সিমেন্ট আমদানী করা হয়েছিল ?

২। উক্ত সময়ে কোন মহকুমায় কত ব্যাগ সিমেন্ট বণ্টন করা হয়েছিল ? তার হিসাব, এবং

৩। উপরোক্ত বণ্টনকৃত সিমেণ্ট ১৯৮১-৮২ আর্থিক বৎসরের তুলনায় কম না বেশী ?

৪। ইহা কি সত্য যে বর্তমানে যে পরিমাণ সিমেণ্ট বেসরকারী কাজের জন্য জনসাধারণের নিকট বণ্টন করা হচ্ছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম ?

৫। সত্য হলে সিমেণ্টের চাহিদা মেটানোর জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

উত্তর

১। ১৯৮৩-৮৪ ইং সনে ৬,৭৬ মেঃ টন এবং ১৯৮৪-৮৫ ইং সনে ৪,৯৮৬ মেঃ টন আমদানী করা হয়েছিল।

২। মহকুমা ভিত্তিক সিমেণ্ট বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নরূপ :

১৯৮৩-৮৪ ইং — ১৯৮৪-৮৫

ধর্মনগর— ৩,৭৫৭ ব্যাগ
কৈলাশহর— ৩,০৫২ ব্যাগ
কমলপুর— ২,১২৩ ব্যাগ
খোয়াই— ৬,৯৮৬ ব্যাগ — তথ্য সংগ্রহাধীন আছে
সোনামুড়া— ৪,০৪৯ ব্যাগ
সদর— ৯৩,৬৫৩ ব্যাগ
উদয়পুর—, বিলোনীয়া—, অমরপুর—, সাব্রুম— } ১০,২৭৬ ব্যাগ।

৩। সিমেণ্টের বরাদ্দ আগের থেকে কম।

৪। হ্যাঁ।

৫। এই রাজ্যের জন্য মাসিক বরাদ্দকৃত সিমেণ্ট নিয়মিত ভাবে সরবরাহ করার জন্য ভারত সরকারের সিমেণ্ট কণ্ট্রোল বিভাগকে ও সংশ্লিষ্ট সিমেণ্ট উৎপাদক সংস্থাকে বার বার অনুরোধ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতিত সিমেণ্ট কণ্ট্রোলারকে ধর্মনগরে একটি সিমেণ্ট

ড্যাম্প খোলার জন্যও অনুরোধ করা হইয়াছে যাহাতে এই রাজ্যে বর্দ্ধিত হারে সিমেন্ট সরবরাহ করা যায়।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানিয়েছেন যে সিমেন্ট ত্রিপুরায় আমদানি করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। আমি জানতে চাই প্রয়োজন মেটানোর মতো সিমেন্ট আমদানি করার জন্য আর কি কি উদ্যোগ নেওয়ার কথা সরকার ভাবছেন ?

শ্রীরামকুমার নাথ : স্যার, জনসাধারণের মধ্যে বিলি বণ্টনের জন্য রাজ্য সরকার নিয়মিত ভাবে ত্রৈমাসিক প্রায় ৫,০০০ মেঃ টন সিমেন্ট পাইতেছে যদিও বরাদ্দ মোটামুটি সন্তোষজনক, কিন্তু সরবরাহ বরাদ্দের অনেক কম। ১৯৮৪ ইং সালে বরাদ্দকৃত সিমেন্টের মাত্র ২৫ শতাংশ এর বেশী পাওয়া যায় নাই। যাহার ফলে সারা রাজ্যে সিমেন্টের অভাব পরিলক্ষিত হয়। উৎপাদক সংস্থাগুলির মতে প্রয়োজনীয় রেল ওয়াগনের অপ্রতুলতার জন্য সিমেন্ট পাঠানো সম্ভব হয় নাই। তথাপি উৎপাদক সংস্থাগুলিও এই কম সরবরাহের জন্য আংশিক দায়ী।

সিমেন্টের অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বাড়তি পরিবহণ খরচ সত্ত্বেও সরকার সড়ক পথে পাণ্ডু হইতে সিমেন্ট আনার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন এবং পাণ্ডুতে সিমেন্ট পাওয়া গেলে এই ব্যবস্থা অনুযায়ী সহসাই সিমেন্ট আনা হইবে।

ইতিপূর্বে করিমগঞ্জের গুদাম হইতে সড়ক পথে সিমেন্ট আনা হইয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জনসাধরেণের মধ্যে বণ্টনের জন্য জেলা শাসকের নিকট বরাদ্দ করা হইয়া থাকে দক্ষিণ ত্রিপুরায় মহকুমা ভিত্তিক অত্র সময়ে সিমেন্ট বণ্টনের তথ্য সংগ্রহাধীন আছে। ১৯৮৪-৮৫ সনের মহকুমা ভিত্তিক সিমেন্ট বণ্টনের তথ্য সংগ্রহাধীন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বর্তমানে সিমেন্টের চাহিদা কত এবং যে বরাদ্দ সিমেন্ট সরবরাহ করা হচ্ছে সেই সিমেন্ট বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য পরিবহনের ক্ষেত্রে সরকার কোন কথা চিন্তা করছেন কি, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, যেহেতু বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলতে চাই যে, সিমেন্ট বরাদ্দ আর সিমেন্ট সরবরাহের মধ্যে বিরাট ফারাক

রয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, অগ্রিম টাকা দেওয়ার পরও সিমেন্ট কারখানাগুলি সময় মতো আমাদের সিমেন্ট সরবরাহ করে না। বিশেষ করে আমাদের অঞ্চলের বাইরে যে সমস্ত কারখানা সিমেন্ট কারখানা আছে সেখান থেকে সিমেন্ট আনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক. ওয়াগন পাওয়া যায় না তার ফলে সময় মতো আনা যায় না। আমরা কিছু কিছু সিমেন্ট জলপথে আনার চেষ্টা করেছি, সেখানে জলযানের যে অভাব সেটার প্রতি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে, বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে যে সার্ভিস চালু আছে সেখানে যদি অগমেন্টেশ্যান হয় তাহলে আমরা বেশী সুবিধা পেতে পারি. সেটাও করা হয়নি। এখন আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে আসামে যে, সিমেন্টের কারখানাগুলি আছে যদি আমাদের বরাদ্দ ওরা দেন তাহলে পর হয়তো আরও একটু সহজ হতে পারে। সিমেন্ট যদিও আমাদের জন্য মঞ্জুর করা হয় সেটা প্রয়োজনের তুলনায় কম কিন্তু যেটা মঞ্জুর করা হয় সেটাও আমরা যখন নাকি টাকা জমা দিলাম এবং যদি না পাই তাহলে যখন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখি তখন তাঁরা লেখেন যে, সে সব কোম্পানির বিরুদ্ধে, ফ্যাকটরির বিরুদ্ধে আপনারা নালিশ করতে পারেন কোর্টে গিয়ে। কিন্তু সেই বরাদ্দ টাকা জমা দেওয়া সত্বেও কেন তাঁরা সিমেন্ট দিল না সে ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কোন দায়িত্ব নেন না। এটা দুর্ভাগ্যজনক।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া: সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই সিমেন্ট সরকারী গুদাম থেকে অনেক পাচার হয়ে যায় এবং ঠিকাদারদের মাধ্যমে ব্ল্যাক মার্কেটে এই সিমেন্ট পাচার হয়ে যাচ্ছে। এইটাকে রোধ করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী: এই রকম প্রশ্নের উপরে এই প্রশ্ন হতে পারে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী: স্যার, তাদেরকে বলুন আলাদা করে প্রশ্ন করলে নিশ্চয়ই উত্তর দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার: শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ দাস: অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৬

শ্রীখগেন দাস: অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৬

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার বিভিন্ন বিভাগীয় হাসপাতালে কুকুরের কামড়ের প্রতিষেধক ঔষধ রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না থাকায় ঔষধ নিতে প্রতিটি রোগীকে আগরতলায় ছুটে আসতে হয়, এবং

২। সত্য হইলে ত্রিপুরার প্রত্যেকটি মহকুমা হাসপাতালে কুকুরের কামড়ের প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক ঔষধ রাখার ব্যবস্থা করা হবে কি না?

উত্তর

১। হাঁা, ইহা সত্যি।

২। বিদ্যুৎ সরবরাহ সুনিশ্চিত করিতে পারিলেই ইহা সম্ভব হইবে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস: সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরার বিভিন্ন হাসপাতালে যেখানে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে সেই সব হাসপাতালগুলিতে কুকুরের কামড়ের ঔষধ নিয়মিত রাখার জন্য সরকার কত দিনের মধ্যে চালু করতে পারবেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীখগেন দাস: স্যার, আমাদের সাব-ডিভিশানের হাসপাতালের মধ্যে বাল্বের কোয়ান্টিটি লিমিটেড কোয়ানটিটি, যার জন্য রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এই কারণে রিকুইজিশান দিলে পরে আমরা দিতে পারি। কারণ বিদ্যুৎ যদি একদিন বা দুইদিন ফেইল করে যায় ঔষধের যে কোয়ালিটি সেইটা থাকবে না। স্বাভাবিক ভাবে হাসপাতালে সুনির্দিষ্ট কোন রিকুইজিশান আসে যদি সেখানে পাঠানো হয়। বিদ্যুৎ ফেইল করলে সেখানে রাখা যায় না, সারা ভারতবর্ষের কোথাও রাখা যাবে না। বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাটা সুনিশ্চিত না করতে পারলে এইটা রাখা সম্ভব হবে না।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস: সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কাঞ্চনপুর, ছৈলেংটা এই ধরনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে সেখানে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কুকুরের কামড়ের ঔষধ রাখা প্রয়োজন, সেইগুলি অগ্রাধিকারের কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ভাববেন কিনা?

শ্রীখগেন দাস: স্যার, এইটা একটা সেনসিটিভ ঔষধ। এইটার একটা অ্যাক্টি-

পায়ারী ডেইট থাকে অল্প দিনের মধ্যে। আমরা যখন মেডিসিন আনি শিলং থেকে আনি, ক্যালকাটা থেকে আনি, হিমাচল প্রদেশ থেকেও আনি, ইনফরমেশন পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের গাড়ী এয়ারপোর্টে গিয়ে বসে থাকে। আনার সাথে সাথেই ফ্রীজে ঢুকিয়ে রাখতে হয়। আমরা চেষ্টা করব যে কিভাবে একটা বিভিন্ন বিভাগে রাখা যায়। তবে এইটার একটা অ্যাক্সপায়ারী ডেইট থাকে।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি হাসপাতালে বিদ্যুৎ সরবরাহ চলিতেছে এবং যেগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে সেগুলিতে কত দিনের মধ্যে ঔষধ রাখা হইবে।

শ্রীখগেন দাস : এইটা এই প্রশ্নের সঙ্গে রিলেটেড না।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীসৈয়ত বসত আলী

শ্রীসৈয়ত বসত আলী : অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৯

প্রশ্ন

১। ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৮৪ সনের ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সামাজিক বনায়নে সরকারী আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ কত? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব), এবং

২। উক্ত সাহায্যের ফলে কতগুলি পরিবার উপকৃত হয়েছেন,

৩। ইহা কি সত্য যে সামাজিক বনায়নের জন্য প্রকৃত গ্রহীতাকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় নাই?

উত্তর

১। ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৮৪ সনের ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত জায়গায় সামাজিক বনায়নে সরকারী আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ মোট ২৫,২৯,৬৩৫.০৭ টাকা। বন বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

সদর বন বিভাগ	টাকা	১১,৬০,২৯৪'০৮ পঃ
উদয়পুর বিভাগ বন)	টাকা	১,০৫,৬৩১'৩৭ পঃ
বগাফা দক্ষিণ) বন বিভাগ	টাকা	৭৮,৫২০'৯০ পঃ
গোমতী বন বিভাগ	টাকা	১৭,৪৩৮'১০ পঃ
তেলিয়ামুড়া বন বিভাগ	টাকা	৭৪,৫২২'০০ পঃ
আমবাসা বন বিভাগ	টাকা	২,৯১,৭৫৯'০০ পঃ
মনু বন বিভাগ	টাকা	১,৯২,২০০'৮০ পঃ
কাঞ্চনপুর বন বিভাগ	টাকা	১,০৮,৪০৫'৬৫ পঃ
কৈলাশহর উত্তর) বন বিভাগ	টাকা	৪,৯০,০৬০'৯৭ পঃ

মোট টাকা ২৫,২৯,০৩৫'০৭ পঃ

২। উক্ত সাহায্যের ফলে মোট ১০,১১৪ টি পরিবার উপকৃত হয়েছেন।

৩। ইহা সত্য নহে।

সৈয়দ বসিত আলী : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে হিসাব দিলেন বিভাগ ভিত্তিক এবং যে উপকৃত পরিবারের সংখ্যা দিলেন, সেই প্রশ্নে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই যে সামাজিক বনায়নের স্বার্থে যারা সরকার হইতে সাহায্য পেয়েছেন তারা টাকাটা অপচয় করেছেন বা আত্মসাৎ করেছেন এমন কোন খবর আছে কিনা ?

শ্রীআরবের রহমান : এমন কোন খবর নাই।

সৈয়দ বসিত আলী : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই যে এইটা পি, এ, সি কমিটিতে পাঠানো হোক তদন্ত করার জন্য।

শ্রীআরবের রহমান : মাননীয় সদস্য আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে জবাব দেওয়া হবে এই প্রশ্নের মধ্যে উঠে না।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা : অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৪১

শ্রীরামকুমার নাথ মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৪১

প্রশ্ন

১) ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্য্যন্ত রাজ্যে লোক সংখ্যা অনুপাতে খাদ্য শস্যের (চাল গম) চাহিদা কত (সাল ভিত্তিক হিসাব),

২) উক্ত সময়ে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কি পরিমাণ চাল গম পাইয়াছিল ? (বছর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

মি: স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী -- মি: স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৪০

শ্রীখগেন দাস — মি: স্পীকার স্যার, অ্যাডমিট কোয়েশ্চান নং—৪।

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্ত্তমানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা কত,

২) ১৯৭৭ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত উক্ত কেন্দ্রের সংখ্যা কত ছিল,

১৯৮৪ ৮৫ আর্থিক বৎসরে খোয়াই বিভাগে কতগুলি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল,

৪) এর মধ্যে কতগুলি কেন্দ্র বর্ত্তমান বৎসরের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে, এবং

৫) বাকী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি কবে পর্য্যন্ত খোলা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) গ্রামীণ হাসপাতাল সহ ৩:টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (৩টি গ্রামীণ হাসপাতাল ও ৩০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র), ১৬৫টি এলোপ্যাথিক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৪টি আয়ুর্বেদিক ও ১১টি হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারী আছে, মোট (২২৯টি)। এ হিসাবে ২৮ ২-৮৫ইং পর্য্যন্ত।

২) ২৭টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৫টি ৬ শয্যা বিশিষ্ট ডিসপেনসারী, ৭টি হোমিওপ্যাথিক ও ২টি আয়ুর্বেদিক এবং ১০৩টি এলোপ্যাথিক ডিসপেনসারী ছিল। (মোট ১৪৪টি)

৩) ১২টি।

৪) ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত কোন কেন্দ্র খোলা সম্ভব হয় নাই। তবে ফেব্রুয়ারী মাসে ৭টি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

৫) বাকী কেন্দ্রগুলি খোলার যাবতীয় ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং স্থানীয় জন প্রতিনিধির সহায়তায় উক্ত কেন্দ্রগুলি সত্বর চালু করিয়া দিবার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীভাগুলাল সাহা — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে খোয়াই বিভাগের মত সারা রাজ্যে আরও এমন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত হওয়া সত্বেও অনেকগুলি এখনও খোলা হয় নি সেইগুলি খোলার ব্যাপারে কি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ?

শ্রীখগেন দাস মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা গত বছরই খুলেছি বেশ কিছু, এবার কিছু খুলেছি এবং বাকীগুলি আমরা পর্যায়ক্রমে খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা - স্যার, বিলোনীয়া মহকুমার কাঠালিয়া ছড়া গ্রামের ও অভয় নগর বয়েজ হোমের যে চিকিৎসা কেন্দ্র এইটা কোন স্তরের চিকিৎসা কেন্দ্র, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? কারণ আজকে সকালেও আমি দেখে এসেছি যে সেখানে টে ব্রটরিয়েল কাউনশিল চিকিৎসা লেখা আছে। ১৯৭২ সাল থেকে এইটা ত্রিপুরা রাজ্যে এস আজ দশ বার বছর ধরে এই রকম লেখা আছে। কাজেই এইটা কোন ধরনের স্বাস্থ্য কেন্দ্র আপনি একটু ব্যাখ্যা করুন।

শ্রীখগেন দাস - স্যার, কাঠালিয়া ছড়ায় যেটা আছে সেটা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, আর বয়েজ হো সম্পর্কে আমি জানি না তবে খোজ নিয়ে দেখব।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বিভিন্ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এখানে খোলা সম্ভব হয় নি, কিন্তু যেগুলি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল সেগুলিও না খোলায় এখানকার গ্রামাঞ্চলে যে প্রাথমিক চিকিৎসা দরকার ছিল সেগুলি হচ্ছে না। আজকে

আমি শুনেছি যে রামপুর গাঁওসভায় সদরে আন্ত্রিক রোগে একজন মারা গেছে এবং কিছু লোক মৃত্যু পথ যাত্রী। কাজেই এই সমস্ত ক্ষেত্রে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র যেখানে নাই সেই ক্ষেত্রে সেগুলিতে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ?

শ্রীখগেন দাস— মিঃ স্পীকার স্যার, বছরে আমরা কতগুলি খুলবো তা আমরা আগেই নির্দিষ্ট করে থাকি এবং সেই অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা তা জানিয়ে দেই। দেই। আর রামপুরের কথা যেটা বলেছেন সেখানে গোল চত্তরে আমাদের সাব সেণ্টারের আণ্ডারে একটা ডিসপেনসারী ভলরেন্টি আছে এবং যদি এই রকম দেখা যায় তাহলে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া আছে খবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের টিম সেখানে চলে যায়।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা এবং শ্রীমতী গীতা চৌধুরী।

শ্রীজহর সাহা— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ৫৬

শ্রীখগেন দাস— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ৫৬

প্রশ্ন

১) ১৯৮৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮৪ পর্য্যন্ত রাজ্যে ম্যালেরিয়া এবং এনকেফেলাইটিস রোগে কতজন লোক আক্রান্ত হয়েছে মহকুমা ভিত্তিক হিসাব,

২) উপরিউক্ত সময়ের মধ্যে কতজন ম্যালেরিয়া ও এনকেফেলাইটিস রোগে মারা গিয়েছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৩) উক্ত রোগের ব্যাপকতা প্রতিরোধের জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১) ম্যালেরিয়া ও এনকেফেলাইটিস রোগে বিভিন্ন মহকুমায় যারা আক্রান্ত হয়েছেন

তাদের হিসাব নিম্নে দেওয়া হল—

মহকুমার নাম	ম্যালেরিয়া	এনকেফেলাইটিস
ধর্মনগর	১১২২ জন	—
কৈলাশহর	১২০৪ জন	—
কমলপুর	৬০৫ জন	—
খোয়াই	৩৫৪ জন	—
সদর	২০৮৮ জন	৩১ জন
সোনামুড়া	৭৬ জন	—
উদয়পুর	১২৫৩ জন	—
অমরপুর	২৪৭৪ জন	—
সাব্রুম	৩৫৯ জন	—
বিলোনিয়া	৩০৪৯ জন	—
	১২৮৯৪ জন	৩১ জন

২) উক্ত সময়ের মধ্যে ম্যালেরিয়া ও এনকেফেলাইটিস রোগী মারা গিয়াছেন তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ও সংখ্যা দেওয়া হল—

মহকুমার নাম	ম্যালেরিয়া	এনাকফেলাইটিস
ধর্মনগর	১২ জন	—
কৈলাশহর	৩ জন	—
খোয়াই	৩ জন	—
সদর	৩ জন	—
অমরপুর	২ জন	—
বিলোনীয়া	১ জন	
	মোট ২৪ জন	

৩) উক্ত রোগের ব্যাপকতা প্রতিরোধের জন্য রাজ্য রাজ্য সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা—

ক) ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ কল্পে বৎসরে দুইবার ডি ডি, টি, ছড়ানো হয় ; খ)

সাস্ভেলেন্স কর্মীগণ গ্রামে যায় জ্বর থাকলে খুঁজে বের করে এবং রোগীর আঙ্গুল থেকে রক্তের শ্লাইড নেয় এবং বয়স অনুপাতে ঔষধ দেয় এবং রক্তের শ্লাইড পরীক্ষার জন্য নিকটবর্তী প্রাথমিক ব্যবস্থা কেন্দ্রে বা অন্যান্য যে সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে সেখানে সেটা ওরা পাঠায় এবং কোন জ্বর সেটা ঠিক হলে সেই অনুসারে ঔষধ দেওয়া হয়। গ) এ ছাড়াও যে সমস্ত অঞ্চলে উক্ত রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা দেয় সেইসব অঞ্চলে খবর পাওয়া মাত্র বিশেষজ্ঞ দল পাঠানো হয় এবং অতিরিক্ত স্বাস্থ্যকর্মী ও ঔষধ পাঠানো হয়।

ঘ) এনকেফেলাইটিস রোগ প্রতিরোধের জন্য মশক নিবারনী ব্যবস্থার নেওয়া হয়। তাছাড়াও গবাদি পশু ও শুয়োরের খোয়াড় বাসগৃহ হইতে কিছু দূরে রাখার জন্য জনসাধারণকে উপদেশ দেওয়া হয়।

শ্রীজওহর সাহা সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই ম্যালেরিয়া রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে রক্ত পরীক্ষা করানো। অথচ অমরপুর হাসপাতালে এই পরীক্ষাটা করানোর জন্য মাত্র একজন লোক আছে, যার ফলে অনেক সময় একজনের পক্ষে এইটা করা সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত অনেক সময় সেখানে মেসিন নষ্ট হয়ে থাকে, যার ফলে প্রতিরোধক ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি নেওয়া সম্ভব হয় না। এটা রাজ্য সরকার জানেন কি না এবং জানলে এই ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীখগেন দাস— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ঠিক কথা যে সংখ্যা অনেক কম। রাজ্য সরকার গতবার ট্রেনিং নেওয়া শুরু করেছেন। হসপিটালে একজন মাত্র ম্যালেরিয়া টেকনিশিয়ান আছেন। যদি কোনখানে কোন প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় তাহলে পরে সেখানে অন্যত্র থেকে টেকনিশিয়ান আনা হয়। দ্বিতীয়ত: মেসিন খারাপ হয়েছে এরকম কোন খবর আমার কাছে নাই।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা সাপ্লিমেন্টারি স্যার বছরে দুইবার করে ডি, ডি, টি স্প্রে করা হয় কিন্তু ভগীরথ কালীহরা, ছামনু প্রভৃতি জায়গায় ম্যালরিয়া কর্মী বিভাগ হইতে আরও জিনিসপত্রের অভাবে রক্ত পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না আবার স্প্রে করার সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় ডি ডি, টি, স্প্রে করা হয়নি। এসব সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীখগেন দাস - মাননীয় স্পীকার স্যার, দুর্গম অঞ্চলে যাতে কর্মীরা যেতে পারেন তারজন্য আমরা একাকা ভিত্তিক কর্মী নিতে আমরা চেষ্টা করেছি। ট্রাইবেল এরিয়াতে

চন-ট্রাইবেল যেতে চান না, তার এলাকা ভিত্তিক কর্মী নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। ২য় পঞ্চায়েত নির্দেশ আছে যারা ডি. ডি টি. স্প্রে করল তারা পঞ্চায়েত প্রধান থেকে সই আনলে পরে পয়সা দেওয়া হবে আমি আশা করব, এ ব্যাপারে জন প্রতিনিধিরা সরকারকে সাহায্য করবেন। ৩নং যেটা বলেছেন সেটা আমার জানা নাই।

শ্রীভানুলাল সাহ :— সাপ্লিমেণ্ট রি স্যার, ডি, ডি, টি, স্প্রে করা হয় মফস্বলে কিন্তু শহরে সহরবাসীদেরকে রক্ষা করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীখগেন দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, শহরে ডি, ডি টি, স্প্রে করার কোন পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত নাই তবে অয়েল যেটা স্প্রে করা হয় সে ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত চালু আছে।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর কুমার নাথ।

শ্রীসমীর কুমার নাথ:— মাননীয় স্পীকার স্যার, অডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৬৮।

মিঃ স্পীকার এডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ৬৮।

শ্রীখগেন দাস : মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়শ্চান নং ৬৮।

প্রশ্ন

১ ধর্মনগর মহকুমায় কদমতলা হাসপাতালে রোগীদের জন্য শয্যা সংখ্যা বারানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

২। থাকিলে তাহা কবে পর্যন্ত বারানো হবে বলে আশা করা যায়,

৩। না থাকিলে তার কারণ ; এবং

৪। দামছড়া হাসপাতালটির কাজ আজ পর্যন্ত না হওয়ার কারণ কি? এবং

৫। তাহা কবে নাগাদ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন না থাকায় শয্যা সংযোজন করা সম্ভব নয়।

৪। নির্দ্ধারিত জমি সেনাবাহিনীর দখলে থাকার জন্য কাজ আরম্ভ হয় নাই।

৫। সেনাবাহিনী কর্তৃক জায়গা ছাড়িয়া দিলেই নির্মান কার্য্য আরম্ভ করা যাইবে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়ের উপর একটু বলছি যে, আমাদের প্রাথমিক সমস্ত নির্মান কার্য্য শেষ হয়ে গেছে। সেনাবাহিনী জায়গাটা ছাড়েনি। এস. ডি, ও ধর্মনগর থেকে চিঠি পেয়েছি যে সেনাবাহিনী জায়গা না ছাড়লেও বিকল্প একটা জায়গা ছাড়তে রাজী হয়েছে। আমাদের অফিসাররা সেখানে গিয়ে তদন্ত করে দেখবে সেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র করার পক্ষে উপযোগী হবে কিনা।

শ্রীসমীরকুমার নাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কদমতলা হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা যদি বাড়ান না হয় তাহলে সেখানকার লোকদের খুব অসুবিধা হবে। তাই শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীখগেন দাস :- মিঃ স্পীকার স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের যে পেটার্ণ আছে সেভাবে করা হয়েছে। তার বাহিরে কিছু করার কোন ক্ষমতা আমাদের রাজ্য সরকারের নেই। দ্বিতীয়তঃ সম্পদের অবগতির জন্য জানচ্ছি যে ৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় এই রকম আর কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হবে না বলে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছেন। তবে ২/৪ শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হবে। এটা এখন ৭ম পরিকল্পনার বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দামছড়া থেকে ৩০ কিলোমিটারের

মধ্যে আর কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নাই। তাই সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য একটা জায়গা আমরা ঠিক করেছিলাম, তবে বর্তমানে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প হয়েছে। ধর্মনগরের এস, ডি, ও, যে জায়গাটার কথা বলেছেন সে জায়গাটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একোয়ার করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র করা হবে কিনা যেটা দামছড়ার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জায়গা এবং ১ বছরের মধ্যে জমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা করব তবে ১ বছরের মধ্যে করা যাবে কিনা বলা সম্ভব নয়।

শ্রীরসিকলাল রায় :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মেলাঘর, বক্সনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের শয্যা সংখ্যা বাড়ান হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এ প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্ক নাই।
মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার : মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৮

মিঃ স্পীকার : এডমিটেড কোয়েশ্চান নম্বার ২৩৮।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২ ...

প্রশ্ন

১। রাজ্যের সমস্ত ল্যাম্পস্, প্যাক্স এবং শাখাগুলির প্রত্যেকটির ইনস্যুরেন্স আছে কিনা,

২। থাকিলে ল্যাম্পস্, প্যাক্সগুলিতে চুরি ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার জন্য ইনস্যুরেন্স কোম্পানির নিকট এ পর্য্যন্ত কতগুলি ক্লেইম দায়ের করা হয়েছে,

৩। ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স এ চুরি ও অগ্নি দগ্ধের ঘটনায় কোন তদন্ত হয়েছে কিনা, এবং

৪। হয়ে থাকলে কতগুলি চুরিতে দোষীদের ডিটেক্ট করা হইয়াছে ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্যবৃন্দ আপনারা বসুন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তথ্যটা সংগ্রহ করতে।

মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী : মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১০

মিঃ স্পীকার : এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১০।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা : মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১০

শ্রীদীনেশ দেববর্মা : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১০।

প্রশ্ন

১। সরকারের অধীনে পানীয় জল সরবরাহের জন্য যে সকল টিউবওয়েল আছে তন্মধ্যে অকেজো টিউবওয়েলগুলি সময়মত মেরামত করার কাজে বিলম্ব হওয়ার কারণগুলো কি কি ? এবং

২। এ কারণগুলি দূরীকরনের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ?

উত্তর

১। টিউবওয়েল এবং রিংওয়েল মেরামতের কাজ সব সময়েই চলছে এবং কয়েকটি টিউবওয়েলগুলি অনেক সময় আংশিক মেরামতের জন্য অকেজো অবস্থায় থাকে। সময়মত টিউবওয়েলগুলি মেরামতের বিষয়ে কতগুলি বাধা দেখা দেয় যথা :—

ক। সময়মত ব্লকে তার রিপোর্ট না হওয়া,

খ। প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অভাবে,

গ। বর্তমান বছরে প্রয়োজনীয় স্পেয়ার, পার্টস্ ও জি. আই. পাইপের অভাবে

২। এই সমস্ত কারণগুলি দূরীকরণের জন্য সরকার ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ও জি. আই. পাইপ খরিদ করার ব্যবস্থা করেছেন এবং সীমিত আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে যেগুলি মেরামত যোগ্য সেগুলিকে মেরামত করতে বি, ডি, ও, দের প্রয়োজনীয় নির্দেশ

দেওয়া হয়েছে।

শ্রীভানুলাল সাহা : — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দপ্তরের গাফিলতিতে এই টিউবওয়েল এবং রিং ওয়েলগুলিকে এই বৎসরের মার্চ মাসের মধ্যে রিসিংকিং করা যায়নি এ কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর জানা আছে কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা : — মিঃ স্পীকার স্যার, এটা তদন্ত করে দেখা হবে। জি, আই, পাইপ এবং স্প্রেয়ার পার্টস সাপ্লাই না পাওয়ায় এই গুলি মেরামত করতে দেরী হয়ে গেছে। এখন পর্য্যন্ত পাইপগুলি কলকাতা থেকে ত্রিপুরা গামী বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে। এগুলি যখন আসবে তখন এই কাজগুলি যত দ্রুত সম্ভব করার চেষ্টা করব।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা দুই একবার বি, ডি সি, মিটিং এ রিজলুসান নিয়ে দপ্তরে সেই রিজলুসন পাঠিয়ে দিয়েছি যাতে দপ্তর সেগুলি অতি সত্বর কার্য্যকরী করে, কিন্তু আমরা আজ পর্য্যন্ত দপ্তর থেকে সে রিজলুসনের কোন জবাব পাইনি সে সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, বি, ডি, সি'র প্রস্তাব আমাদের নিকট এসেছে ঠিকই কিন্তু জিনিসপত্র এভেইলেবল না হওয়ায় সেটা কার্য্যকরী করা যাচ্ছে না। তবে যে খরা চলছে তাতেও আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। এই খরার মোকাবিলা করবার জন্য আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে যে উপায়ে সহজে জলের ব্যবস্থা করা যায় তার ব্যবস্থা আমরা করব।

শ্রীবীরেন্দ্র দেবনাথ : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমাদের মোহনপুর ব্লকে প্রায় দশ হাজার টিউবওয়েল তার মধ্যে আট হাজারই অকেজো হয়ে আছে। এই অকেজো টিউবওয়েলগুলিকে কত দিনের মধ্যে সারাই করে দেওয়া যাবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা : মিঃ স্পীকার স্যার, কত দিনের মধ্যে সেগুলিকে সারাই করে দেওয়া যাবে সেটা বলা সম্ভব নয়। তবে আমাদের জিনিসপত্র এসে গেলে আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেগুলিকে মেরামত করে দেব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : — মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে

চাই যে, বিষয়টি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ যে, এখন প্রচণ্ড খরা চলছে এবং এই খরায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। টিউবওয়েল ত্রিপুরা রাজ্যের সব জায়গায় সাকসেসফুল নয়। আবার যেখানে সাকসেসফুল হচ্ছে সেখানে আবার সেটা কিছু দিন পরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একটা যন্ত্রকে গায়ের জোরে চালানো যায় না। সব রাজ্যে শতকরা দশটি টিউবওয়েল নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের রাজ্যে প্রায় সবগুলি নষ্ট হয়ে পড়ে। এব্যাপারে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। কেন্দ্রীয় সরকার মাড টিউবওয়েল করবার পরামর্শ করেন। এবং ত্রিপুরার পাহাড় অঞ্চলেও মাড টিউবওয়েল করা যাবে। আমরা যাতে অতিসত্বর সে মাড টিউবওয়েলগুলি করতে পারি কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশানুসারে সেটা চালু করব। আর এখন আগরতলার উপর নির্ভরশীল না থেকে আমরা বি, ডি ও'দের নির্দেশ দিয়েছি যে, তারা যদি স্থানীয় বাজার থেকে বা কোথাও কর্জ করে পার্টস যোগাড় করতে পারেন তবে তারা যেন দপ্তরের লোক না থাকলে বাইরের লোক দিয়েও সেটা মেরামত করিয়ে নেন। তবে রিপ্লেসমেন্ট এর ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা হবে। কারণ পাইপ যদি না পাওয়া যায় তবে সেগুলিকে রিপ্লেসমেন্ট করা সম্ভব নয়। যেহেতু এটা বাইরে থেকে আনতে হয়। এই পাইপ-গুলি আনতে যে রেলওয়ে ওয়াগন দরকার আমরা সেটা পাই না। তবে আমরা একজন অফিসারকে বাইরে পাঠিয়েছি যাতে তিনি খোঁজ খবর করে এই পাইপগুলিকে ওয়াগন না পেলে অন্যভাবে নিয়ে আসতে পারেন। আর মাননীয় সদস্যদের আরো বলছি যে, এই পানীয় জল নিয়ে রাজনীতি যেন না করা হয়। আমরা আশু ব্যবস্থা হিসেবে কাঁচা কুয়া খনন করে যাতে জলের অভাব কিছুটা মিঠানো যায় তার ব্যবস্থা করছি। এবং এজন্য ••• টাকা দেওয়া হবে। আপনারাও লক্ষ্য রাখবেন, যেখানে কাঁচা কুঁয়া দেওয়া সম্ভব সেখানে কাঁচা কুঁয়া দেবার ব্যবস্থা করবেন। তার জন্যে টাকা আমরা দেব।

কাজেই এই কথাটা ঠিক নয় যে এই সরকার বসে আছে বা এই সরকার অবগত নয় এই গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি সম্পর্কে। এবং মাননীয় সদস্যরা যদি কনক্রিট লি সাহায্য করেন যে এই এলাকাতে আমরা এই ধরণের উদ্যোগ নিতে পারি তাহলে আমরা খুশি হব। জল নিয়ে কোন রাজনীতি করা ঠিক হবে না। একটা টিউব-ওয়েল বা রিংওয়েল হলে তা থেকে শুধু কংগ্রেস (আই) বা সি, পি, আই, (এম) জল খাবে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে আজকে বলা হচ্ছে যে প্রাইভেট সেক্টার অথবা গাঁওসভার যে কেউ যদি পার্টস কিনে নিয়ে করতে পারেন তাহলে সরকার সাহায্য করবেন। কিন্তু সরকার নিজেই বলছেন যে পার্টস পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে কি টাকা দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? এই আত্মসন্তুষ্টি নিয়েই সরকার আছেন কিনা?

মিঃ স্পীকার : এটা সাপ্লিমেণ্টারী নয়। মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীভানুলাল সাহা : এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২২।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১২২।

প্রশ্ন

১। গত দু'বছরে এস, আর, ই, পি, / এন, আর, ই, পি, এবং আর, এল, ই, জি, পি, এর মাধ্যমে সমগ্র রাজ্যে কী পরিমান কাজ হয়েছে?

২। উক্ত প্রোগ্রামগুলির মাধ্যমে কাজের যে লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য ছিল তা এ পর্য্যন্ত পূর্ণ হয়েছে কিনা?

৩) উপরোক্ত প্রোগ্রামগুলির মাধ্যমে গত দু বছরে মোট কতটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তা অর্থ মুল্যে কত?

৪। আর, এল, ই, জি, পি, স্কীমের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ছাড়া রাজ্য সরকারের কর্তৃক নিজ আওতায় কাজ করার কোন অন্তরায় আছে কি?

উত্তর

১। গত ১৯৮২-৮৩ ও ১৯৮৩-৮৪ সালে উক্ত প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে নিম্ন বর্ণিত শ্রম দিবসের কাজ হয়েছে :

প্রকল্পের নাম	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩ ৮৪
১) এস, আর ই, পি,	৫২'৬৭৬ লক্ষ শ্রম দিবস	৩২'৩৮৫ লক্ষ শ্রম দিবস।

২)	এন, আর, ই, পি.	১১'২৬৪	ঐ	৯৫১৭	ঐ
৩)	আর, এল, ই, জি, পি,			২'৪১০ লক্ষ	ঐ

২। না, তবে ৭৮'১৩ শতাংশ পূর্ণ হয়েছে।

৩। ১,৮৬,০২৯ টি প্রকল্প যাহার অর্থ মুল্য ১,৩৩৮'৩০ লক্ষ টাকা

৪। হ্যাঁ, আছে।

শ্রীভানুলাল সাহা :—আর, এল, ই, জি, পি, স্কীমের ক্ষেত্রে দিল্লী থেকে কাজটি আপ্রুভ হয়ে আসতে হয়। তার ফলে আমরা দেখি বিভিন্ন ব্লকে এই প্রজেক্টগুলির কাজ করা যাচ্ছে না, যদিও এই প্রকল্পটিতে বছরে ১০০ শ্রম দিবসের কাজ করার নির্দেশিকা আছে। রাজ্য স্তরে যদি করা যেত তাহলে এই প্রকল্পগুলি আরও বেশী করে করা যেত রাজ্য সরকারের তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই প্রকল্পগুলির অনুমোদনের ব্যাপারে আগরতলা থেকে করানো যায় কিনা, এইরকম প্রস্তাব করেছেন কিনা ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—যেহেতু এই অর্থ সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের, অনুমোদনের সাহায্যের জন্য এইখানে কোন এজেন্সী করা যায় কিনা, সেই চেষ্টা করব

শ্রীনকুল দাস :—এই যে আর, এল, ই, জি, পি, প্রজেক্টগুলি ব্লক লেভেলে তৈরী করতে হয়, তাহলে ১ লক্ষ টাকার বেশী কাজের জন্য এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের অনুমোদন নিতে হয়, কিন্তু ব্লক লেভেলে এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার পাওয়া যায় না, এমন কি ওভারসীয়ার পর্যান্ত পাওয়া কঠিন। তাতে এই ব্যাপারে অনুমোদনের অসুবিধা হয়। এই সম্পর্কে মন্ত্রী মহোদয় কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—এই প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকার চালু করেছেন এবং মাননীয় সদস্যরা দেখছেন যে এই উত্তম প্রকল্পটি এখানে ঠিক মত চালু করা যাচ্ছে না। তার কারণ, কাজগুলি কি ধরনের হবে সেটা কেন্দ্রীয় সরকার বেঁধে দিয়েছেন যে এইগুলি যাতে টেকনিক্যাল নলেজ দ্বারা অ্যাপ্রুভড হয়। তা না হলে প্রকল্পটা দিল্লীতে পাঠানোর পরে সেটা ফেরত আসে। আমরা যখন প্রথম পাঠালাম, প্রায় সবগুলি প্রকল্প ফেরত এল তথ্য চেয়ে। তার ফলে আমরা কাজ করতে পারলাম না। তারপরে আমাদের ইঞ্জিনীয়াররা ত্রুটি বিচ্যুতির জবাব দিয়ে অ্যাপ্রুভ করিয়ে নিয়ে এসেছে। এই জন্য

কয়েকটি। কমিটি ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। ইঞ্জিনীয়ারদের কাছে প্রথম প্রকল্পগুলি যায় এবং তারা ঠিক করে সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠান। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি যে, এই পদ্ধতিটা চলতে পারে না। আমরা যখন মিউনিসিপ্যালিটিকে টাকা দেই তখন এই কথা বলি না যে রাস্তাটা কতটুকু পাশ হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে কেন্দ্রীয় সরকার একটা রাজ্য সরকারকে মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষমতাও দিতে পারবে না আমাদের এখানে কোন জায়গায় একটা বাঁধ তৈরী হবে সেই সব প্রকল্প দিল্লীতে পাঠাতে হবে। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কিছু হতে পারে না।

অধ্যক্ষ মহাশয়: যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি (ANNEXURES "A" & "B")

রেফারেন্স পিরিয়ড

অধ্যক্ষ মহাশয়: এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহাশয়ের কাছ থেকে একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

গত ১১ই এবং ১২ই মার্চ্চ ১৯৮৫ ইং সনে কমলপুর মহকুমার সালেমা বাজারে অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্যকে বিষয়টি উত্থাপনের অনুমতি দিলাম। তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উত্থাপন করেন।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস: স্যার, আমার বিষয়টি হলো— গত ১১ই এবং ১২ই মার্চ ১৯৮৫ ইং সনে কমলপুর মহকুমার সালেমা বাজারে অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী: স্যার, ২১শে মার্চ্চ, ১৯৮৫ ইং তারিখে আমি এর উপর বক্তব্য রাখব।

অধ্যক্ষ মহাশয়: মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামী ২১শে মার্চ বিষয়টির উপর বক্তব্য রাখবেন।

মিঃ স্পীকার : আমি মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয়ের নিক হইতে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ে একটি নোটিশ পেয়েছি। বিষয়টি হল— গত ১৯/৩/৮৫ ইং তারিখে উচ্চতর মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার সোনামুড়া কেন্দ্রে নকল করার অপরাধে ছাত্র বহিস্কারের পর 'ইনভিজিলেটর শিক্ষককে' প্রহার করা সম্পর্কে আমি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুযায়ী মাননীয় সদস্যের উল্লেখিত বিষয়টি এই সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দিয়েছি।

এখন আমি মাননীয় সদস্য, শ্রীভানুলাল সাহ মহোদয়কে তাঁর নোটিশে উল্লেখিত বিষয়টি সভার সামনে উত্থাপন করবার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীভানুলাল সাহা : মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হল গত ১৯/৩/৮৫ ইং তারিখে উচ্চতর মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার সোনামুড়া কেন্দ্রে নকল করার অপরাধে ছাত্র বহিস্কারের পর ইনভেজিলেটর শিক্ষককে প্রহার করা সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার : আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি। উনি যদি এক্ষুনি তাঁর বক্তব্য রাখতে অপারগ হন, তবে কবে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখবেন আমাকে জানিয়ে দেবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : স্যার আমি ২৫শে মার্চ্চ তারিখে আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার : সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, রেফারেন্স পিরিয়ড।

গত ১৯/৩/৮৫ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীদীবাচন্দ্র রাঙ্খল মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর তাঁর বিবৃতি প্রদান করেন।

গত ১লা মার্চ্চ ১৯৮৫ ইং উত্তর ত্রিপুরার ময়নামায চালিতাছড়াতে সশস্ত্র টি এন ভি উগ্রপন্থীদের আক্রমণে যুব সমিতির দুই কর্মী কুবলেশ্বর চাকমা ও হেমেন্দ্র চাকমার খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১/৩/৮৫ ইং তারিখ দুপুরে

১৪/১৫ জন উগ্রপন্থী প্রচুর মারণাস্ত্র নিয়া গুইনালা বাহাদুর ত্রিপুরা পাড়ায় শ্রী বাহাদুর ত্রিপুরার বাড়ীতে আসিয়াছিল। উগ্রপন্থীরা চান্দাছড়া সাকিনের ২০ শ্রেষ্ঠী বাহাদুর চাকমার ছেলে শ্রীকৈবুল্য চাকমা ও জয়চন্দ্র পাড়া সাকিনের শ্রীব্রজেন্দ্র চাকমার ছেলে শ্রীহেমেন্দ্র চাকমাকে ডাকিয়া শ্রীবাহাদুর ত্রিপুরার বাড়ীতে নিয়া যায়। উগ্রপন্থীরা গুইনালা সাকিনের শ্রীগগন মোহন ত্রিপুরার কন্যা শ্রীমতি কাঞ্চতি ত্রিপুরার বাড়ীতে ডাকাতি করিয়াছে এই মর্মে শ্রীকৈবুল্য চাকমা ও শ্রীহেমেন্দ্র চাকমাকে শ্রীবাহাদুর ত্রিপুরার বাড়ীতে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া প্রচণ্ড মারধোর করে। উক্ত বাহাদুর ত্রিপুরার বাড়ী হইতে অনুমান দুই ফার্লং পশ্চিম দিকে একটা লোঙ্গা জায়গায় টাক্কাল দিয়া কোপাইয়া কৈবল্য চাকমা ও হেমেন্দ্র চাকমাকে হত্যা করে। তৎপর উগ্রপন্থীরা ভাগ্যমনি পাড়া দিয়া চলিয়া যাইতে দেখা যায় এবং খগেন্দ্র রোয়াজা পাড়া দিয়া বাংলাদেশে যাইতে পারে বলিয়া অনুমান, খগেন্দ্র রোয়াজা পাড়ার দিকে পুলিশ বাহিনী প্রেরন করা হইয়াছিল এবং সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকেও উগ্রপন্থীদের পথরোধ করার জন্য সংকেত করা হইয়াছিল। মৃত কৈবল্য চাকমা ৩২ টি, ইউ, জের সমর্থক ছিল এবং শ্রীহেমেন্দ্র চাকমা (৪০) টি, ইউ, জে, এসের প্রাক্তন সদস্য ছিল। শ্রীজয়ন্ত চাকমার জবানীতে উপোরোক্ত খুনের জন্য ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩০২ ধারায় মনু থানার ৩(১)৮১ নং অভিযোগ নথিভুক্ত করা হইয়াছে

তদন্তকালে পুলিশ শ্রীহরিমোহন ত্রিপুরার বাড়ী হইতে একটা টাক্কাল হেপাজতে নেয় আরও হেপাজতে নেয় দুইটা শাড়ি ও দুইটা উজালের দড়ি যা দ্বারা সম্ভবতো হেমেন্দ্র ও কৈবুল্যকে বাঁধিয়াছিল এবং একটি গেঞ্জ। শ্রীবাহাদুর ত্রিপুরার জামাতা শ্রীহরিমোহন ত্রিপুরাকে এই মোকদ্দমায় গ্রেপ্তার করা হয়। মৃত হেমেন্দ্র চাকমা ও কৈবুল্য চাকমার লাস যথাযথ ময়না তদন্তের জন্য মনু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রেরিত হইয়াছে ঘটনার তদন্ত চলিতেছে। অন্যদের ক্ষেত্রে যেভাবে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, সেই চাকমা পরিবার বর্গগুলিকেও আর্থিক সাহায্য এবং চাকুরীর সংস্থান করে দেওয়া হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে, যারা এই কৈবুল্য চাকমা ও হেমেন্দ্র চাকমাকে হত্যা করেছে এবং হত্যার আগে তাদের বাহাদুর ত্রিপুরার বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল বলে বলেছেন, তা পুলিশ নথিভুক্ত করেছিল কিনা এবং যারা এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তাদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে কিনা•

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : আমি আমার বিবৃতিতে বাহাদুর ত্রিপুরার বাড়ীতে হত্যা করা হয়েছে বলে কিছু বলিনি, আমি বলেছি যে উগ্রপন্থীরা বাহাদুর ত্রিপুরার বাড়ীতে এসেছিল। এছাড়া অন্য যে তথ্য চেয়েছেন বাহাদুর ত্রিপুরার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল কিনা, তা আমার কাছে নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই হত্যাকাণ্ডের সময় যে দু'জন প্রেমস্মৃতি ত্রিপুরা ও বাহাদুর ত্রিপুরা উপস্থিত ছিল, তারা দুইজনই সি, পি, এমের কর্মী যাদের সঙ্গে ঐ উগ্রপন্থীরা এসেছিল এবং বৈবুল্য চাকমা ও হেমেন্দ্র চাকমাকে হত্যা করেছিল, এটা আপনার জানা আছে কি? এবং কেন এই দুইজনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ অভিযোগ নথিভুক্ত করা হল না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : কোন পুলিশের মন্ত্রী ঘটনাস্থলে যান না, পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘটনা সম্পর্কে মন্ত্রী মহোদয়কে অবহিত করেন, আর তার ভিত্তিতেই পুলিশ মন্ত্রী রিপোর্ট করছেন। কাজেই বাহাদুর ত্রিপুরা সি, পি, এমের কর্মী ছিল কিনা, সেই সম্পর্কে পুলিশের কাছে কোন রিপোর্ট নেই।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ১২/৩/৮৫ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর আপনি একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে আপনি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর আপনার বিবৃতি দিন।

'গত ৮ই মার্চ, ১৯৮৫ ইং চম্পকনগর—টাকারজলা রাস্তায় একদল সশস্ত্র উগ্রপন্থীদের দ্বারা একটি যাত্রীবাস আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৮-৩-৮৫ ইং তারিখ সকাল অনুমান ১০টা ৫ মিঃ এর সময় টাকারজলা থানাধীন নূতননগর (জম্পুইজলা সাকিনের মৃত গৌর চন্দ্র দেবনাথের ছেলে শ্রীগোপাল দেবনাথ চম্পকনগর পুলিশ আউটপোষ্টে উপস্থিত হইয়া এই মর্মে অভিযোগ করেন যে অদ্য (৮-৩-৮৫ ইং) সকাল অনুমান সাতটার সময় জম্পুইজলা বাজার হইতে আসার জন্য সে টি আর এস—৫৪৮ নং বাস গাড়ীতে উঠে ঐ গাড়ীতে আরও অনুমান ৫০/৬০ স্ত্রী-পুরুষ পাহাড়ী-বাঙ্গালী যাত্রী ছিল। সকাল বেলা আটটার সময় উক্ত গাড়ী বেলবাড়ীর সন্নিকটে শরত সর্দার

পাড়ায় পৌঁছিলে হঠাৎ ১০/১২ জন সবুজ পোষাক পরিহিত পাহাড়ী যুবক রাইফেল ও রিভলবার সজ্জিত অবস্থায় গাড়ীটির গতিরোধ করে এবং শ্রীধনহরি জমাতিয়া উক্ত গাড়ীতে আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করে। শ্রীধনহরি জমাতিয়াকে উক্ত গাড়ীতে না পাইয়া বাসের সব যাত্রীগণকে বাস হইতে নামাইয়া পাহাড়ী বাঙ্গালী আলাদা ভাবে লাইনে দাঁড় করাইয়া তাহাদের দিকে রাইফেল ও রিভলবার তাক করিয়া রাখিয়া বলে যে 'যাহার যা কিছু আছে, দিয়া দাও'। যাত্রীগণ প্রাণের ভয়ে তাহাদের সঙ্গে থাকা টাকা পয়সা সোনার অলংকার, ঘড়ি ইত্যাদি দিয়া দেয়। দুষ্কৃতিকারীরা একটি পাহাড়ী মেয়ে লোকের পরিহিত শাড়ী কাপড় টানিয়া খুলিয়া ফেলে ও অপর একজন যাত্রীকে বুট দিয়া লাথি মারে। দুষ্কৃতিকারীরা অনুমান ২০/২৫ মিঃ লুঠপাট করে সমস্ত মালামাল সহ পুর্ব দিকে চলিয়া যায়। প্রকাশ থাকে যে দুষ্কৃতকারীরা চলিয়া যাওয়ার আগে যাত্রীগণের নিকট হইতে সংগৃহীত কাপড় চোপড় দিয়া গাড়ী সম্মুখের অংশে আগুন লাগাইয়া দেয়। দুষ্কৃতকারীরা সর্বমোট অনুমান ৫০ হাজার টাকার মালামাল লুঠ করিয়া নিয়া গিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

শ্রীধনহরি জমাতিয়া একজন আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থী, তাকে তারা খুঁজে পান না।

উপরোক্ত অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫/৩৯৭/৩০৪ ধারা ও ভারতীয় অস্ত্র আইনের ২৭ ধারার জিরানিয়া থানায় ৪(৩ ৮৫ নং মকোদ্দমা নথীভুক্ত করা হয়।

ঘটনার তদন্তে সংগে সংগে জিরানিয়া থানার দারোগা পুলিশ এবং পদস্থ পুলিশ অফিসার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তদন্তকারী পুলিশ অফিসার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া সাক্ষীগণের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেন।

সাক্ষীগণের সাক্ষ্য ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক কার্য্য কলাপে বাদীর উপরোক্ত অভিযোগ সত্য বলিয়া জানা যায়। ঘটনা তদন্তকালে ব্যাপক তল্লাসি চালাইয়া দুষ্কৃতিকারীদের কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই বা লুঠ করা মাল পুনরুদ্ধার করা যায় নাই। প্রকাশ থাকে যে সাক্ষীগণ দুস্কৃতকারীদের কাহাকেও চিনিতে পারে নাই। এখনও তল্লাসি কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি এ' ঘটনার দিন

টাকারজলায় চম্পকনগরে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির একটি সম্মেলন হয়েছিল, ঐ সম্মেলনে যাতে সমিতির প্রতিনিধিরা না আসতে পারে, তার জন্য পরিকল্পিত ভাবে সি, পি, এমের কর্মীরা এই ঘটনাটি ঘটিয়েছিল এবং তারা সেই সংগে এত প্রচার করেছিল যে চম্পকনগর এলাকায় দাঙ্গা লেগে গেছে, কাজেই কেউ যেন এই দিকে না আসে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— আমার কাছে এই ধরনের কোন তথ্য নেই।

শ্রীরতিলাল সরকার— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা কি ঠিক যে টাকারজলা চম্পক নগরে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির যে সম্মেলন ঐ দিন হওয়ার কথা আছে, সেই সম্মেলনের কাজ কর্ম পরিচালনা করার জন্য যে টাকার অভাব আছে, তা পূরণ করার জন্যই ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির কর্মিরা এই বাসটি ও তার যাত্রীদিগকে এভাবে আক্রমণ করেছিল ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীরতিলাল সরকার— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, এই যে হামলা হয়েছে তার মধ্যে একটা উগ্র সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি ভংগী ছিল এবং সেখানে বেছে বেছে বাঙালীদের সর্বস্ব লুঠ করা হয়েছিল। আর একজন ট্রাইবেল মহিলা বাঙালী মেয়েদের মত শাড়ী পড়েছিল বলে তার শাড়ী খুলে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়—এবং এইভাবে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে যেসব টি, এন, ভি, আছে তারা টি, ইউ; জে এস, কে সাহায্য করছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— স্যার, টি, এন, ভি, র এই কার্য্যকলাপ সম্পর্কে এই হাউসে অনেকবার আলোচনা হয়েছে। গত ১৫ই অক্টোবরের পর এই ধরণের আক্রমণ হয়েছে— ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের বাঙালী শ্রমিকদের উপর অনেক উস্কানীমূলক আক্রমণ হয়েছে। এই ভাবে তারা একজন সি, পি, এম নেতাকেও খুন করেছে—তার সংগে আমি দীর্ঘ দিন জেলে ছিলাম। কাজেই টি, এন, ভি, নেতারা এই ধরনের উস্কানীমূলক কাজ করে যাচ্ছে এটা আমাদের জানা আছে। এই সংগে আমি বেলবাড়ী এবং চম্পকনগর এলাকার লোকদের আমি অভিনন্দন জানাই যে তারা এই সব উস্কানী সত্বেও যথেষ্ট ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাদের বিভ্রান্ত করার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে তারা বিভ্রান্ত হয় নাই। ত্রিপুরার বেশীর ভাগ মানুষ শান্তির পক্ষে কাজ করতে চান। আমি আশা করব ত্রিপুরার ট্রাইবেল, ননট্রাইবেল সবাই মিলে এই নস্যাত্মক কাজের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গত ৮ই মার্চ্চ টাকারজলা রাস্তার উপর হামলা হওয়ার পর বেলবাড়ীতে উপজাতি যুব সমিতির কর্মীদের উপর অত্যাচার এবং অমানুষিক নির্য্যাতন করা হয়েছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— স্যার, এই গ্যারান্টি দেওয়া যাবে না— টি, এন, ভি,র লোকদের যারা আশ্রয় দেবে তারা উপজাতি যুব সমিতির হউক, আর অন্য যে কোন দলেরই হউক না কেন তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার— সভার পরবর্তী কর্মসূচী হল গত ১৯,৩,৮৫ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত নিম্নেউল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যে নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তু হল—গত ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ইং খোয়াই মহকুমার বাইজালবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র হইতে একজন ডাক্তার ও একজন নার্স উগ্রপন্থীদের দ্বারা অপহৃত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— স্যার, গত ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ইং খোয়াই মহকুমার বাইজাবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র হইতে একজন ডাক্তার ও একজন নার্স উগ্রপন্থীদের দ্বারা অপহৃত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।

গত ২৩,২,৮৫ইং তারিখে অনুমান বেলা ১১ ঘটিকার সময় খোয়াই মহকুমা পুলিশ অফিসার খোয়াইর মহকুমা শাসকের নিকট হইতে খবর পান যে বাইজালবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের একজন ডাক্তার ও একজন নার্স উগ্রপন্থী কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছেন। এই খবর পাইয়া খোয়াই মহকুমা পুলিশ অফিসার তৎক্ষণাৎ বাইজালবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ঘটনা অনুসন্ধান করার জন্য এবং তার সত্যতা যাচাই করার জন্য যান। মহকুমা পুলিশ অফিসার বাইজালবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাইয়া ঐ হসপাতালের দ্বিতীয় ডাক্তার শ্রীউল্লাস দেববর্মা, পিতা শ্রীহেমন্ত দেববর্মা, কম্পাউণ্ডার শ্রীরাজেন্দ্র চৌধুরীকে এবং উপস্থিত নার্সদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ডাক্তার শ্রীউল্লাস দেববর্মা জবানবন্দীতে জানান যে গত ২১,২,৮৫ইং তারিখে রাত্রি অনুমান ১টার সময় ঐ

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার সঞ্জীব দেববর্মা, পিতা কিশোর দেববর্মা, উক্ত ডাক্তার উল্লাস দেববর্মার সরকারী বাস ভবনে যান এবং তাহাকে বলেন যে নার্স প্রজাপতি দেববর্মাকে নিয়া একটি সন্তান প্রসবের ব্যাপারে নিকটবর্তী এক গ্রামে যাইতেছেন। ডাক্তার সঞ্জীব দেববর্মা, সরকারী চাবিগুলি ডাক্তার উল্লাস দেববর্মার নিকট দিয়া বলেন যে, তার আসিতে একটু দেরী হইতে পারে এবং উল্লাস দেববর্মা যেন হাসপাতালে রোগীদিগকে দেখাশুনা করেন। ডাক্তার উল্লাস দেববর্মা ডাক্তার সঞ্জীব দেববর্মার কথা বার্তায় বা হাবভাবে কোনরূপ অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেন নাই। ডাক্তার উল্লাস দেববর্মা মনে করিয়াছেন যে, এটি একটি গতানুগতিক ব্যাপার যাহার জন্য ডাক্তার সঞ্জীব দেববর্মা গিয়াছেন।

কারণ দুই মাস পূর্বেও ডাক্তার সঞ্জীব দেববর্মা এমন একটি সন্তান প্রসবের কেইস দেখিতে হাসপাতালের বাহিরে গিয়াছিলেন এবং দুই দিন পরে উক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ফিরিয়া আসিয়াছিলে। ডাক্তার উল্লাস দেববর্মা আরও বলেন তিনি আন্দাজ করিয়াছিলেন যে ডাক্তার সঞ্জীব দেববর্মা, যিনি গত ২১-২-৮৫ইং তারিখ হইতে নিরুদ্দেশ ২/৩ দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন। যার জন্য ডাক্তার উল্লাস দেববর্মা সরকারীভাবে ডাক্তার সঞ্জীব দেববর্মার হাসপাতালে ফেরত না আসার খবর গত ২০-২-৮৫ইং পর্যন্ত কাহারও নিকট দেন নাই। অন্যান্যদের জিজ্ঞাসাবাদে মহকুমা পুলিশ অফিসার আরও জানিতে পারেন যে ঐ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নিখোজ ডাক্তার ও নার্স কখন ও কোন সময় কোথায় গিয়াছেন তাহারা জ্ঞাত নন তবে পরের দিন অর্থাৎ গত ২১-২-৮৫ইং সকাল বেলায় তাহাদের নিখোঁজ সংবাদ জানিতে পারেন। ডাক্তার সঞ্জীব দেববর্মার অন্তর্ধানের ব্যাপারটি রহস্যজনক বিধায় ঘটনাটি খোয়াই থানায় দৈনিক ৭৯৯নং গত ২০-২-৮৫ইং তারিখ নথিভুক্ত করা হয় এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৫৭ ধারায় বিধিমতে তদন্ত শুরু করা হয়। বিগত ২৪-২-৮৫ইং তারিখ সকাল অনুমান ৭-১৫মিঃ এর সময় খোয়াই থানার কর্মীবৃন্দ পুনরায় বাইজালবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যান এবং উপস্থিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মচারীদিগকে কিরূপ রহস্যজনকভাবে উক্ত ডাক্তার ও নার্স হাসপাতাল হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছিল এই ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পুন তদন্ত কালে জানিতে পারা যায় যে ডাক্তার সঞ্জীব দেববর্মা ও নার্স প্রজাপতি দেববর্মার যাওয়ার ব্যাপারটি একমাত্র ডাক্তার উল্লাস দেববর্মাই চাক্ষুস করিয়াছিল এবং অন্য কোন স্বাক্ষী এই ঘটনা সম্বন্ধে কোন কিছু তথ্য দিতে পারেন নাই। তদন্তে আরও প্রকাশ করা হয়েছে যে নিরুদ্দেশ ডাক্তার সঞ্জীব দেববর্মার

কিছু আত্মীয় স্বজন মনাই ছড়ায় আছেন এবং আগেও তিনি জরুরী ডাকে উক্ত গ্রামে গিয়াছেন। উক্ত খবরের ভিত্তিতে মনাইছড়া গ্রামে তল্লাসী চালানো হয়। কিন্তু সেখানে তাহাদেরকে পাওয়া যায় নাই। অতএব কার্য্যকরী ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হইয়াছিল। ১) একটি তল্লাসীর পুলিশ পার্টি প্রজাপতি দেববর্মার, পিতা মৃত ভারত চন্দ্র দেববর্মা, সাং ফাল্গুনী চৌধুরী পাড়া (আমপাড়া) থানা, কল্যানপুর, খোজেও গিয়াছিল। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। ২) যেহেতু তদন্তে প্রকাশ পায় যে, ডাক্তার সঞ্জীব দেববর্মা ও নার্স প্রজাপতি দেববর্মা, একটা সন্তান প্রসবের কেইস দেখিতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ত্যাগ করেন, উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বহির্বিভাগের খাতা পত্র পরীক্ষা করা হয় এবং দেখা যায় যে বিগত জুলাই, ৮৪ইং তারিখ পর্য্যন্ত ৭ জন উপজাতি গর্ভবতী মহিলা জন স্বাস্থ্য কেন্দ্র হইতে চিকিৎসিত হইয়াছিলেন। তখন পঞ্চায়েতের রেজিষ্টার দেখিয়া গর্ভবতী উপজাতি মহিলাদের বাড়ীর ঠিকানা বাহির করিয়া নিরুদ্দেশ ডাক্তার ও নার্সের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু সফল হওয়া যায় নাই। অতঃপর ২৫-২-৮৫ইং টহলদারী পুলিশ বাহিনীকে ১) উয়ারেন্ট্ বাড়ী ২) লাবন্য চৌধুরী পাড়া ৩) শরৎ চৌধুরী পাড়া অঞ্চলে উক্ত নিরুদ্দিষ্ট ডাক্তার ও নার্সদিগের সন্ধানে পাঠানো হয়। কিন্তু কোন প্রকার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বিগত ২৭-২-৮৫ইং তারিখ বিকাল অনুমান ৫-৩৫মিঃ এ সংবাদ পাওয়া যায় যে, কিছু ঔষধ, পত্র কয়েকজন উপজাতীয় লোক খোয়াই সুভাষ পার্কের রুহিনী মেডিকেল হল হইতে গত ২৫-২-৮৫ইং তারিখ অসুস্থ উগ্রপন্থীদের চিকিৎসার জন্য ক্রয় করিয়াছে। এই খবরের পরিপ্রেক্ষিতে খোয়াই থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক উক্ত ঔষধের দোকান পরিদর্শন করেন এবং তদন্তে জানিতে পারেন যে উক্ত ঔষধপত্র কিছু অজ্ঞাত পরিচয় উপজাতীয় লোক উল্লেখিত ঔষধের দোকান হইতে ক্রয় করিয়াছে। সন্দেহ করা হয় যে উক্ত ঔষধের জন্য ব্যবস্থাপত্র ডাক্তার সঞ্জীব দেববর্মা করিয়াছেন। উল্লেখিত বিষয়ে আর কোন সূত্র না পাওয়ায় বিষয়টি ভবিষ্যতের জন্য নজরে রাখা হয়। জিরানীয়া, সিধাই, তেলিয়ামুড়া, আমবাসা ও কল্যানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণকে তাহাদের এলাকায় ঔষধের দোকানগুলির উপর তীক্ষন্ নজর রাখার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। গত ২৮-২-৮৫ইং তারিখ পরবর্তী তদন্তকালে খোয়াই থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক তাহার গোপন সংবাদ দাতার নিকট হইতে জানিতে পারেন যে গত ২০/২/৮৫ইং তারিখ দুপুর বেলায় ১৫/১৬ জনের একটি সশস্ত্র উগ্রপন্থী দল আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও রাইফেল নিয়া অনন্ত দেববর্মার নেতৃত্বে খোয়াইরামের বাড়ীর শ্রীবীরমোহন দেববর্মা পিতা মৃত খাইরাই দেববর্মা, থানা কল্যানপুর,

বাড়ীতে দুপুরের খাওয়া দাওয়া করেন। গোপন সংবাদদাতা আরও বলে যে অনন্ত দেববর্মা উক্ত গোপন সংবাদ দাতাকে বলিয়াছিল যে তাহাদের মধ্যে চারজন গত ১৫/১/৮৪ইং তারিখে বড় কাঠালের নিকট সি, আর, পি, এফ এর সহিত সংঘর্ষে গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে। তারপর উগ্রপন্থীদল ঐ দিন রাত্র অনুমান ১১টার সময় মনাইছড়া গ্রাম ত্যাগ করে এবং বাইজালবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার সঞ্জীব দেববর্মার কোয়ার্টারে যান এবং জানিতে পারা যায় যে অনন্ত দেববর্মা ডাক্তার সঞ্জীব দেববর্মাকে তাহাদের সহিত যাইতে অনুরোধ করেন এবং আহত উগ্রপন্থীদের চিকিৎসা করিতে বলেন। কিন্তু প্রথমতঃ যাইতে অস্বীকার করিয়া পরে ডাক্তার সঞ্জীব দেববর্মা তাহাদের সঙ্গে যাইতে সম্মত হন। ডাক্তার সঞ্জীব দেববর্মা ও নার্স প্রজাপতি দেববর্মাকে সংঙ্গে নিয়া অনন্ত দেববর্ম্মা ডাক্তারদের কোয়ার্টার ত্যাগ করেন। ইহাও জানিতে পারা যায় যে, উগ্রপন্থী দল ডাক্তার ও নার্সকে লইয়া বাইজাল বাড়ী হইতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী কালে এই এলাকায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তল্লাসী অভিযান চালনা করিয়াও নিখোঁজ ডাক্তার, নার্স ও অসুস্থ উগ্রপন্থীদের কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় নাই। এখনো তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা— মাননীয় স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন, বিগত ২১-২৮৫ইং তারিখে বাইজালবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে ডাক্তার সঞ্জীব দেববর্মা ও নার্স প্রজাপতি দেববর্মাকে যে অনন্ত দেববর্মার নেতৃত্বে অপহরণ করা হয়েছিল, এই তথ্য থেকে জানা যায় যে সি. পি, এম, পার্টির উচ্চস্তরের কিছু নেতার যোগসাজস সেই এই ঘটনা ঘটেছে। এবং আজ ২৬ দিন গত হওয়ার পরও কেন পুলিশ এদেরকে খোঁজে পাচ্ছেন না? এটা কি বামফ্রন্ট সরকারের এবং তাদের পুলিশের ব্যর্থতার জন্যই সম্ভব হচ্ছে না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা দুঃখজনক যে এই রকম একটা দুঃখজনক ঘটনা নিয়ে অত্যন্ত বিকৃতরুচির পরিচয় মাননীয় সদস্য দিচ্ছেন। এরকম অবস্থায় এই ধরনের ক্ল্যারিফিকেশন ঠিক নয়। কারণ পুলিশ ডাক্তার নার্সকে খোঁজে বের করার চেষ্টা করছে। কাজেই এ সম্পর্কে আমার কাছে কোন তথ্য নেই।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার : পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ষ্টেটমেণ্টে বলেছেন যে ডাঃ সঞ্জীব দেববর্মা এবং প্রজাপতি দেববর্মা ডাঃ উল্লাস দেববর্মাকে বলে গেছেন যে কোথাও কোন প্রসূতির প্রসবের ব্যাপারে তারা গেছেন। কিন্তু পরবর্তী তদন্তে জানা গেল যে এটা ঠিক নয়, অন্য কোন কারণে তারা গেছেন। এখন এই ব্যাপারে ডাঃ উল্লাস দেববর্মার বক্তব্য নেওয়া হয়েছে কিনা যে, কেন তিনি এই কথা বলেছেন যেখানে ঘটনা অন্য রকম, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, আমার বিবৃতিতে সব আছে। মাননীয় সদস্য একটু ভাল করে শুনলেই সব বুঝতে পারতেন। তার সংগে বার বার দেখা করা হয়েছে এবং তিনি বলেছেন যে এটা স্বাভাবিক ঘটনা বলেই আমি মনে করেছি। এরকম ভাবে আরও আগেও তিনি গেছেন। একটা গ্রামে কোন মেয়ের প্রসব বেদনা হলে ডাক্তার নার্স যাবেন এটা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। সেই জন্যই তিনি সন্দেহ করেননি যে, এটা উগ্রপন্থীদের কাজ এবং পুলিশকে জানাবেন তিনদিন পর পুলিশকে জানিয়েছেন এবং এর কারন হিসাবে তিনি বলেছেন যে আমার সন্দেহ হয়নি যে এটা উগ্রপন্থীদের কাজ। আর একটা ঘটনা হলো একজনই মাত্র দেখেছেন, তিনি হচ্ছেন ডাঃ উল্লাস দেববর্মা। ঐ এলাকার আর কোন লোক বলতে পারছেন না, তিনি যদি চীৎকার করতেন বা প্রতিবাদ করতেন, তাহলেও শুনত। কোন লোক বা তাদের আত্মীয় স্বজন কেউ গুনাক্ষরে জানতে পারলেন না যে, ওরা এখান থেকে চলে গেছেন. সেটা পুলিশের রিপোর্টে আছে, আমি বলেছি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা : পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ডাক্তার এবং নার্স অপহৃত হওয়ার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, অন্য কোথাও এভাবে ডাক্তার ও নার্স অপহৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা এবং থাকিলে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে আর না হয় তার জন্য রাজ্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন বা নেবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, উগ্রপন্থীদের দমন করাই হচ্ছে একমাত্র ব্যবস্থা।

দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ

মিঃ স্পীকার : আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকালিকুমার দেববর্মা মহোদয়ের নিকট

থেকে একটি দৃষ্ট আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো—

'৯৮৪ ইং সনের ২৩শে অক্টোবর তেলিযামুড়া থানার অন্তর্গত রাঙ্গামুড়া বাজারে উগ্রপন্থী টি এন ভি কর্তৃক কমরেড নীলপূর্ণ কলই ও কমরেড প্রাণবন্ধু দাসের হত্যা সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকালীকুমার দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টী আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তা হলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী: মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ২১শে মার্চ্চ হাউসে আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার: আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহাশয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো—

১৯৮৪ ইং সনের ৭ই ডিসেম্বর কমলপুর মহকুমার মানিক ভাণ্ডার বাজারে উগ্রপন্থী কর্তৃক ব্যাঙ্ক ডাকাতি ও হত্যা সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী: স্যার, এ সম্পর্কে আমি ২১শে মার্চ্চ হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার: আমি মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতি গৌরি ভট্টাচার্য্য এবং মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫ ইং তারিখে নারায়ণপুর গ্রাম (নরসিংগড় থানা) থেকে পরিমল দে ও পরিমল সরকার নামীয় দুইজন ছাত্রকে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী কর্ত্তৃক অপহরণ এবং আটক রাখা সম্পর্কে।

আমি মাননীয়া সদস্য শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য ও মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তা হলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ স্যার, এ সম্পর্কে আমি ২১শে মার্চ হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

বিগত ৫ই অক্টোবর টি এন ভি'র তদাকথিত স্বাধীনতা দিবসের নামে বড়মুড়া পাহাড়ে ট্রাক যাত্রীদের উপর, উত্তর ত্রিপুরার ধুমাছড়া, বর্গা বিলে, করাতিছড়ায়, আমবাসার নাইলাহা চৌধুরী পাড়ায়, সদরের চম্পকনগর, কুলাই সহ বিভিন্ন স্থানে খুন, হামলা, প্রচারপত্র ছড়ানো, পতাকা উত্তোলন ইত্যাদি সন্ত্রাসবাদী ঘটনা সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি।

গত ৪ই অক্টোবর ১৯৮৪ ইং সনের রাত্রি অনুমান ৮'১৫ তে সশস্ত্র উগ্রপন্থী তাহাদের মুক্ত ত্রিপুরার পতাকা ধুমাছড়া ল্যাম্পসের নিকট উত্তোলন করে এবং দুই রাউণ্ড গুলী বর্ষণ করে। তাহারা কিছু প্রচার পত্র ছড়াইয়া দেয়, তাহাতে লেখা ছিল ১৫ই অক্টোবর টি এন ভি'র ডাকা বনধ যেন সবাই মানিয়া চলে। তাহা না হলে যাহারা তাহা মানিবে না তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সেই প্রচারপত্রে সাতটি দাবী ছিল। দাবীগুলি হচ্ছে ঃ—

1. Tripura is for Tripuries (Tribals).

2. TNV supports Mizo, Naga, Khalisthan and Azad Kashmir.

3. TNV encourages Manipur, Assam and Meghalaya to follow main stream of freedom.

4. Peoples Republic of Tripura does not accept any illegal populaces and the Refugee Government fulled by CPM.

5. This bitter and unwanted blood shed is to retain our free Tripura and partially because of Judicial decision of conviction out fellow fighters

6. Bitter and drastic action is yet ahead.

7. TNV Long live.

মোট ১৪টি প্রচার পত্র ঘটনাস্থল হইতে উদ্ধার করা হয়। ইহার কিছু ছিল হাতের লেখা এবং তাহাতে ধনঞ্জয় রিয়াং এর সই ছিল এবং কিছু ইংরাজীতে সাইক্লোষ্টাইল করা শ্রীবিজয় রাঙ্খলের সহি ছিল। এই ঘটনার ১০ মিঃ পরে ৬/৭ জন সশস্ত্র উগ্রপন্থী ধুমাছড়া বগাবিল গ্রামের শ্রীগোপিকা ধরের বাড়ী আক্রমণ করে এবং তাহার কাছে টাকা দাবী করে। সে তাহার অক্ষমতা জানালে তাহার উপর গুলি করে এবং তাহাতে সে আহত হয়। উগ্রপন্থীরা ঐ গ্রামের শ্রীশচীন্দ্র দেববর্মা, শ্রীমতী কাজল ধর এবং শ্রীমতী সুমিত্রা ধরকে আহত করে। আহতদের সবাইকে মনু হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। মনু থানায় কেইস নং ৪ (১০) ৮৪ ধারা ৩২৫/৩২৬/৩২৮/৩০৭ ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং অস্ত্র আইনের ২৫ এ ধারা নথিভুক্ত করা হয়। উক্ত মামলায় কোন আসামীকে গ্রেপ্তার করা যায় নাই।

২) গত ১৫ই অক্টোবর রাত্রি অনুমান তিনটার সময় ৮/৯ জন সশস্ত্র উগ্রপন্থী রাইফেল, এস. এল, আর, সহ টি, আর, এল, ১০৫০ ট্রাকের উপর আসাম আগরতলা রোডে নাইহালা বাড়ীতে আক্রমণ করে। ইহাতে ট্রাক চালক আবদুল হামিদ ঘটনাস্থলে নিহত

হয়। ট্রাকের সহকারী অক্ষত অবস্থায় বাঁচিয়া যায় এবং থানায় আসিয়া ঘটনা জানায়। পুলিশ ঘটনাস্থল হইতে ১১টি খালি এস, এল, আর, এর গুলি, ৬ টি রাইফেলের খালি গুলি এবং একটি টি, এন, ভি, পতাকা উদ্ধার করে। উক্ত ঘটনায় আমবাসা থানায় মোকদ্দমা নং ৪ (১০) ৮৪ ধারা ৩৩৬/৩০২ ভারতীয় দণ্ডবিধি ২৫ (১) (এ) অস্ত্র আইনে নথিভুক্ত করা হয়। উক্ত মামলায় কোন আসামী ধৃত হয় নাই।

৩) গত ১৫ই অক্টোবর ১৯৮৪ ইং রাত্রি অনুমান ১২-৩০ টার সময় উপজাতি উগ্রপন্থী কুলাই সি, আর, পি, এফ, ক্যাম্পে ২০০ গজ দূর হইতে ক্যাম্পের উপর ১০ রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করে এবং সি. আর, পি, এফ, জোয়ানরাও পাল্টা গুলি চালাতে তাহারা পশ্চিম দিকে চলিয়া যায়। ইহাতে কোন হতাহত হয় নাই। পুলিশ ঘটনা স্থল থেকে ৮টি খালি এস এল. আর. এর গুলি একটা রাইফেলের খালি গুলি এবং একটা টি, এন ভি. পতাকা উদ্ধার করে। উক্ত ঘটনার সংশ্রবে আমবাসা থানার মোকদ্দমা নং ৫ (১০ ৮৪ ধারা ৩০৭ ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৫ (১) (এ) অস্ত্র আইনে নথীভুক্ত করা হয় উক্ত মামলায় কোন আসামী ধৃত হয় নাই।

৪) ১৫ই অক্টোবর ১৯৮৪ ইং রাত্রি অনুমান ৭-৩ মিঃ সময় /৬ জন সশস্ত্র উগ্রপন্থী করাতিছড়ায় যোগেন্দ্র দাসের বাড়ীতে আক্রমণ করে এবং তাহাকে ও আরও অউপজাতি ৫ জনকে ধরিয়া ফেলে এবং টাকা দাবী করে। তাহারা শ্রীআদিত্য দাস (৭২), শ্রীবীরেন্দ্র দাস ৪০) এবং শ্রীসত্যবান দাস (২৫) কে ধারাল অস্ত্রের দ্বারা খুন করে এবং শ্রীহরেন্দ্র তালুকদার, শ্রীজয়সেন দাস এবং শ্রীনরেন্দ্র দাসকে আহত করে। আহতদের পুলিশ মনু হাসপাতালে প্রেরণ করেছিল। উগ্রপন্থীরা ৫০০. টাকা, একটা হাত ঘড়ি, একটা রেডিও, ৩/৪ টা টর্চ লাইট ও কিছু বাসনপত্র নিয়ে পালায়। মোকদ্দমা ফটিকরায় থানা নং ৫ (১০) ৮৪ ধারা ৩৯৬/৩৯৭ ভারতীয় দণ্ডবিধি নথিভুক্ত করা হয়। উক্ত মামলায় কোন আসামী ধৃত হয় নাই।

৫) ১৫ই অক্টোবর ১৯৮৪ ইং রাত্রি ১-৩০ মিঃ সময় ৫/৬ জনের এক সশস্ত্র উগ্রপন্থী দল তাহাদের স্বাধীন ত্রিপুরার পতাকা চম্পকনগরে শ্রীবাবুল দত্তের ইট ভাটার অফিসের সামনে উত্তোলন করে এবং ৫/৬ রাউণ্ড গুলি করে। তাহাতে কোন হতাহত হয় নাই। তাহারা যাবার সময় ঘটনাস্থলে কিছু প্রচারপত্র ফেলিয়া যায়। সেই উগ্রপন্থী দল মহরম সরদার পাড়ার শ্রীস্বপন তারক দাস (উপপ্রধান), শ্রীঠাকুর চাঁদ দাস এবং শ্রীমনীন্দ্র কর্মকারের বাড়ীতে আক্রমণ করে এবং তাহাতে শ্রীমতী কর্মকার ধারাল অস্ত্রের

আঘাতে গুরুতর আহত হন এবং পরে হাসপাতালে মারা যান। এই ঘটনায় বাসনা কর্মকার ও ননী ঘোষ গুরুতর জখম হয় এবং তাহাদেরকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। সন্ত্রাসবাদীরা শ্রীস্বপন তারক দাসের একটি খালি ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থল হইতে এস, এল, আর-এর একটি খালি গুলি এবং রাইফেলের ৪ টি ও মিসফায়ার বুলেট ৫ টি উদ্ধার করে। উক্ত ঘটনা জিরানীয়া থানায় মোকদ্দমা নং ৭ (১০) ৮৪ ধারা ১২৮/১৪৯/৩২৬/৩৫৭/৪৩৬ ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং ২৭ অস্ত্র ধারায় নথিভুক্ত করা হয়। উক্ত মামলায় কোন আসামী ধৃত হয় নাই।

৬) ৫ই অক্টোবর ১৯৮৪ ইং রাত্রে যখন তিনটি ট্রাক টি, আর, এল ২৯৯৮, ৩০০৩ এবং ৩৭১৭ তেলিয়ামুড়া হইতে আগরতলার দিকে আসিতেছিল, মরণটিলায়, বড়মুড়া (আসাম আগরতলা রোড) ১৮/২০ জনের সশস্ত্র টি, এন, ভি,র উগ্রপন্থী দল পাহাড়ের দুই দিক হইতে আগ্নেয় অস্ত্রের দ্বারা আক্রমণ চালায়। ইহাতে বিকাশ দেব (১১/১২) সাং বেলতলি, আগরতলা ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং ৮ জন অউপজাতি আহত হয়। আহতদের জি, বি, হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। উগ্রপন্থী দল ট্রাক যাত্রীদের কিছু বিছানা, এক জোড়া নূপুর এবং একটি হাত ঘড়ি নিয়ে পালায়। পুলিশ ঘটনাস্থল হইতে একটি টি, এন ভি, পতাকা, কিছু প্রচার পত্রিকা, ৬ টি রাইফেলের খালি গুলি উদ্ধার করে। উক্ত মামলায় কোন আসামী ধৃত হয় নাই।

কবাতিছড়ার ঘটনায় নিহত ধীরেন্দ্র চন্দ্র দাসের পরিবারকে নগদ মং ৫০০০ টাকা এবং তাহার স্ত্রীকে একটি ৪র্থ শ্রেণীর সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়।

নিহত সত্যবান দাসের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য বাবত মং ৫০০০ টাকা এবং শ্রীমতী সন্ধ্যা দাসকে ৪র্থ শ্রেণীর চাকুরী দেওয়া হয়।

নিহত আদিত্য দাসের পরিবারকেও মং ৫০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য এবং পুত্র যোগেন্দ্র দাসকে ৪র্থ শ্রেণীর চাকুরী দেওয়া হয়। মৃত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গকে আর্থিক সাহায্য এবং চাকুরীর সংস্থান করে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীমতিলাল সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে, সন্ত্রাসবাদীরা স্বাধীনতা দিবসের নামে আন্দোলন করেছিল এবং সেই আন্দোলনে খালি-

স্যান জিন্দাবাদ এই শ্লোগানটি ইউ, জি, এসের টি, এস, এফ, সদস্যরা এই শ্লোগান দিয়েছেন এবং ওরা প্রচার পত্র ছাপিয়েছেন এবং পতাকা তুলেছেন এই তথ্য সত্য কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, পুলিশের কাছে এই তথ্য নেই।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো— কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকায় মনুছৈলেংটায় গত ২১শে জানুয়ারী রামবলী রিয়াং এর হত্যাকাণ্ড এবং জম্পুই পাহাড়, খেদাছড়া ও দামছড়ায় সম্প্রতি সন্ত্রাসবাদী এম এন, এফ, কর্তৃক চাঁদা আদায় সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— গত ২১-১-৮৫ইং তাং পূর্বাহ্ন ১১ ঘটিকার সময় মনু ছৈলেংটা গাঁও সভাধীন রামবলী পাড়া (গোমোহন পাড়া) কাঞ্চনপুর থানাধীন পতি মৃত রামবলী রিয়াংয়ের স্ত্রী শ্রীমতী রসনতী রিয়াং স্থানীয় বিধায়ক শ্রীশৈলেন প্রসাদ মালসাই, শংকরাম রিয়াং প্রধান মনু ছৈলেংটা গাঁওসভা, তাহার ছেলে কন্যা ও অন্যান্য গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে কাঞ্চনপুর থানায় উপস্থিত হইয়া এই মর্মে রিপোর্ট করে যে গত ২১ ১-৮৫ইং তাং রাত্রি অনুমান ৮/৯ টার সময় ২০/২২ জন সশস্ত্র উগ্রপন্থী তাহাদের বাড়ী চড়াও করে এবং তাহার স্বামী শ্রীরামবলী রিয়াং এর সম্পর্কে অনুসন্ধান করে। শ্রীমতি রিয়াং জানাল যে তাহার স্বামী বাড়ীতে নাই। তৎপর তাহার বর্তমান প্রধান শংকরামের অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারে তিনিও অনুপস্থিত। তৎপরে উক্ত সশস্ত্র টি, এন, ভি উগ্রপন্থী দলটি তাহার বাড়ীতে পুনরায় আসিয়া জোর করিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া বসত ঘরে প্রবেশ করে ও তাহার ছেলে কালগুজয় রিয়াংকে বাঁধিয়া ঘর হইতে বাহির করে এবং শ্রীমতি রিয়াং ও তাহার ছেলে ও মেয়েদের রাইফেল দিয়া প্রহার করে। এই সময় রামবলী রিয়াং বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করলে উক্ত টি, এন ভি সশস্ত্র দলটি তাহাকেও বাঁধিয়া মারধোর করে এবং বাড়ীর উঠানের কাঁঠাল গাছের সঙ্গে বাধিয়া একটি গুলি করিয়া শ্রীরামবলীকে হত্যা করে।

এরপর তাহারা ঘরে ঢুকিয়া নগদ ৭০০০ টাকা, ৩৫টি রৌপ্য

মুদ্রা, রেডিও, ঘড়ি, কাপড়চোপড় ইত্যাদি লুটপাট করিয়া নেয়। গত ২১/১/৮৫ইং তাং উক্ত সশস্ত্র টি, এন, ভি, উগ্রপন্থী দলের নির্দেশে গ্রামবাসীগণ রামবলী রিয়াং এর মৃত-দেহ পুড়িয়া ফেলিতে বাধ্য হয় এবং পরে টী,এন ভি, উগ্রপন্থী দল গত ২৫-১-৮৫ইং তাং অপরাহ্নে গ্রামবাসীদের শাসায় যে, তাহারা যেন পুলিশ বা মিলিটারীকে এই ঘটনার কথা না জানায়। গত ২৬ ১-৮৫ইং উক্ত গ্রামের সমস্ত অধিবাসীরা গ্রাম ছাড়িয়া সাত নালা গ্রামে আসিয়া আশ্রয় নেয়। গ্রামবাসীরা সাতনালা গ্রামে আসিয়া আশ্রয় নেয় গ্রামবাসীরা গত ২৭/১/৮৫ইং তাং রাত্রিবেলা স্থানীয় বিধায়ক শ্রীলেন প্রসাদ মালসাকে ঘটনার কথা অবহিত করে।

বাদিনীর উক্ত মৌখিক অভিযোগ মূলে কাঞ্চনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক কাঞ্চনপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬।২০১ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (১) ক মোকদ্দমা নং ৯( )৮৫ নথিভুক্ত করেন। তিনি এই মোকদ্দমা তদন্ত ভার নেন। কাঞ্চনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কার্যাকারক তদন্তকালীন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া সাক্ষীগণের সাক্ষ্য এবং যাবতীয় প্রমাণাদি নথিভুক্ত করেন। বর্তমানে মোকদ্দমাটি তদন্তাধীন আছে। ২) এই মোকদ্দমা সংশ্রবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করিয়া জেল হাজতে প্রেরণ করা হইয়াছে।

১। ভগুরাম রিয়াং ওরফে নগেন্দ্র পিতা মৃত জামুরাম রিয়াং সাং তাজরাই পাড়া, থানা কাঞ্চনপুর ২) ষষ্টিরাই রিয়াং, পিতা মৃত জৈবাহা রিয়াং, সাং ষষ্টিরাই পাড়া থানা কাঞ্চনপুর ৩) রসিচন্দ্র রিয়াং, পিতা মৃত রিধারাই রিয়াং, সাং ষষ্টিরাই পাড়া, থানা কাঞ্চনপুর ৪) রসুমনি রিয়াং, পিতা মৃত বিলাতন রিয়াং, সাং রামবলী পাড়া, থানা কাঞ্চনপুর।

মৃত রামবলী রিয়াং টি, ইউ, জে, এস, এর প্রাক্তন গাঁও প্রধান ছিলেন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে টি, ইউ, জে, এস ও সি,পি, আই (এম) এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বর্তমান সি, পি, এম, প্রধান শংকরাম রিয়াং এর নিকট মনু ছৈলেংটা গাঁও সভায় পরাজিত হন।

৫) খেদাছড়া, দামছড়া এবং জম্পুই এলাকাতে এম, এন, এফ উগ্রপন্থীরা কোন চাঁদা জোর করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া গ্রামবাসীদের তরফ হইতে পুলিশের নিকট কোন অভিযোগ দায়ের করা হয় নাই।

প্রকাশ থাকে যে ঘটনার স্থল রামবলী পাড়া কাঞ্চনপুর থানাধীন উপদ্রুত এলাকায় আমি নিয়ন্ত্রণাধীন। এই ঘটনা সামরিক কর্তৃপক্ষকে ইতিপূর্বেই অবহিত করা হইয়াছিল।

আরও প্রকাশ থাকে ঘটনাস্থলে মৃতদেহের পার্শ্বে উক্ত সশস্ত্র টি, এন, ভি, উগ্রপন্থী দলটী তিনটি চিঠি রাখিয়া যায় যাহার বটি ইংরেজী হরফে ও অন্য দুইটি বাংলা হরফে লিখিত। একটী চিঠি শ্রীধনগুয় রিয়াং স্বাক্ষরিত তার মর্মার্থ এই যে, পুলিশ ও মিলিটারী গুপ্তচর বিধায়ক শ্রীরাম লীকে হত্যা করা হইল ইত্যাদি।

সর্বশেষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে এই বর্বর হত্যাকাণ্ড টি, এন, ভি, ৬/ জন সশস্ত্র উগ্রপন্থী দ্বারা সংঘটিত হইয ছিল।

মৃত রামবলী রিয়াং এর বিধবা পত্নীকে নগদ ৫০০০ টাকা সরকারী সাহায্য এবং ছেলে শ্রীফালগুজয় রিয়াংকে একটি সরকারী চাকুরী দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস : পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে রামবলী রিয়াং টি, ইউ, জে. এসের কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এই দল ছেড়েছিলেন এবং ঐ এলাকায় শান্তি শৃংখলা রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীকে উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিভিন্ন রিপোর্ট দিয়েছিলেন, যা গণতান্ত্রিক মানুষের কর্তব্য. এই কারনেই সেখানে তাকে প্রাক্তন বিধায়ক শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং সেই রামবলী রিয়াং এর বাড়ীতে গিয়ে ঘন ঘনভাবে শাসান হয় এবং পরবর্তী সময়ে যখন তাকে আর দলে ফিরিয়ে নেওয়া যায়নি তখন তারে টি. এন, ভি, এনে নির্মমভাবে হত্যা কর হয় ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— এটা খুবই দুঃখজনক যে যারাই এই উগ্রপন্থীর মোকাবেলায় অগ্রসর হচ্ছে তারা অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অগ্রসর হন। আমি এই হাউস থেকে রামবলী রিয়াং এর প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। যে দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য, রাজ্যে শান্তি আনার জন্য তিনি জীবন দিয়েছেন। তিনি কোন ষড়যন্ত্রে বলি হয়েছেন সেটা আমরা নিশ্চয়ই বের করব। তবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, তাকে উগ্রপন্থীদের মোকাবেলার জন্য জীবন দিতে হয়েছে। তার জন্য আমরা দুঃখিত যে, আমরা তাকে রক্ষা করতে পারলাম না।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার এই যে রামবলী রিয়াং, উপজাতি যুব সমিতির প্রাক্তন বিধায়ক শ্রীদাউ কুমার রিয়াং এবং কংগ্রেস (আই) গাঁওসভার পঞ্চায়েত সদস্য শ্রীসুনীলকান্তি বড়ুয়ার নেতৃত্বে ৬ই ফেব্রুয়ারী সি পি, (আই) এম সদস্যের গ্রেপ্তার করার জন্য ১৬ জন টি ইউ, জে, এস, এবং কংগ্রেস (আই) এর লোক কাঞ্চনপুর বাজারে একটা মিছিল করে এবং পুলিশের কাছে সেনাবাহিনীর কাছে অর্থাৎ থানার যে কমাণ্ডার তার কাছে কতগুলি মিথ্যা অভিযোগ আনে। সেই ভিত্তিতে তাদের সি, পি, আই, (এম) কর্মীদের গ্রেপ্তার এবং নির্মমভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে এবং খেদাছড়া এবং দামছড়া এলাকায় এই উগ্রপন্থীরা টি, এন, ভি, এবং এম, এন, এফ এলাকায় উপজাতি রিয়াংদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে এবং গরু, মোরগ, ছাগল সব কিছু চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— টি, ইউ, জে, এস কংগ্রেস (আই) একটি মিছিল বের করা হয়েছিল, এই এখবর জানা আছে অন্য খবরগুলি জানা নাই।

শ্রীলেনপ্রসাদ মালসই : - পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি, যে শুধু রামবলী রিয়াংকেই খুন করে যায়নি, এই রাত্রির মধ্যে তার প্রায় ১৬ বৎসরের বয়সী মেয়েকে জঙ্গলে ধরে নিয়ে অত্যাচার করা হয়েছে, মারধোর করা হয়েছে, সাথে সাথে রামবলী রিয়াং এর স্ত্রীকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই। তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না, যে এই রামবলী রিয়াং টি, ইউ, জে, এসের প্রাক্তন প্রধান উনিও উল্লেখ করেছেন এবং তার যে সাংগঠনিক ক্ষমতা এতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছিল এবং টি, এন ভি, বেন এম, এন এফ, কে দিয়ে পরিকল্পিতভাবে তাকে খুন করা হয়। আসামী যাদের অ্যারেষ্ট করা হয়, এত বড় জঘন্য অপরাধ, তাদের রিলিজ করা জন্য মাননীয় বিধায়কগণ শ্রীসুবোধ দাস ও মালসই একের পর এক দরবার করতে থাকেন, এইটা জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এইসব কথার কোন উত্তর নেই।

মিঃ স্পীকার— আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ ছিল। সময়ের অভাবে এখন আর এটা নিয়ে আলোচনা হবে না। রিসেসের পর এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি নিয়ে আলোচনা হবে। এই সভা বেলা ২টা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

"বিরতির পর বেলা ২ ঘটিকায়"

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস এবং শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

"গতকাল ১৩-৩-৮৫ইং সকাল প্রায় ৮ ঘটিকায় আগরতলার মোটরষ্ট্যাণ্ডে ত্রিপুরার আঞ্চলিক ফার্মাসিস্ট ইনষ্টিউটে পাঠরত ছয়জন মিজোরাম নিবাসী ছাত্র ও একজন ত্রিপুরার ছাত্রকে কতিপয় দুস্কৃতকারীর প্ররোচনায় বেদড়ক মারপিটের ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার আঞ্চলিক ফার্মাসিস্ট ইনষ্টীটিউসনের (ডি, ফারমা) শিক্ষা সমাপনান্তে দুইজন মিজোরামবাসী ছাত্র তাদের বাড়ী যাওয়ার জন্য গত ১৪-৩-৮৫ইং সকাল ৬-৩০মিঃ, ৭টার সময় আগরতলা মটরষ্ট্যাণ্ডে আসেন। সেই দুই জন ছাত্রের নাম ১) শ্রীলালনুট মারা পিতা মৃত পাচুন ঙা সাং কাউয়ালকুল, জিলা আইজল ২) শ্রীখোলাল থাং জোয়ালা, পিতা শ্রী চাউয়ানা, সাং বিলথ্যিম্ব, জিলা আইজল।

উপরোক্ত দুইজন ছাত্রকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্য বর্ত্তমানে পাঠনরত আরও ৪ জন মিজোরামবাসী ছাত্র তাহাদের সংগে আসেন। তাহারা যখন বাড়ীর অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিল ঐ সময় উদয়পুর থানাধীন কোয়াইমুড়া সাকিনের শ্রীরাজেন্দ্র জমাতিয়ার ছেলে শ্রীরাঃ জমাতিয়া (২২ বৎসর) নামে একজন যুবক আসাম রাইফেলস মাঠে চাকুরীর ইন্টারভিউতে যাওয়ার জন্য গাড়ীর অপেক্ষায় ছিল। উক্ত শ্রীযুত জমাতিয়ার সঙ্গে মিজোরামের পাঠরত ছাত্রদের সংগে কোন সংশ্রব ছিল না, কিন্তু তাহাদের লক্ষ্য করিয়া কিছু গাড়ীচালক ও তাহাদের সহকারীরা মিজোরামের ছেলেদের নানাবিধ

জিনিসপত্র ছিনতাই করিতে থাকে উক্ত মিজোরাম ছেলেদের উগ্রপন্থী সন্দেহ করিয়া ও শ্রীরত্ন জমাতিয়াকে লক্ষ্য করিয়া কিছুদিন পূর্বে জিরানীয়া বেলবাড়ী এলাকায় যাত্রীবাহী বাস আটক ও লুটপাটের সংগে জড়িত সন্দেহে গুজব রটায়। এই গুজবে আনুমানিক ৩০০/৪০০ জন লোক ঐখানে জড়ো হয়ে শ্রীরত্ন জমাতিয়া সহ মিজোরামের ছাত্রদের কিল ঘুষি ও লাঠির দ্বারা বেধড়ক মারধর করতে থাকে। মিজোরামের ছাত্ররা উত্তেজিত লোকদের নানা উপায়ে বুঝাইবার চেষ্টা কর যে তাহারা আগরতলা অবস্থিত ফার্মাসিস্ট ইনষ্টিটিউসনের ডি-ফার্মা কোর্স পাঠরত এবং তাদের বাড়ী মিজোরাম এবং অধ্যায়ন সমপনান্তে তাহাদের সংগে উপরিউক্ত ছাত্রদের বাড়ী যাওয়ার পথে গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে মটরষ্ট্যাণ্ডে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহানের কথায় কর্ণপাত না করিয়া উগ্রপন্থী সন্দেহে উত্তেজিত জনতা তাদের মারধর করিতে থাকে। প্রহারের ফলে তাহারা আতংকে চিৎকার করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে পূর্ব আগরতলা থানার দারোগা শ্রী এ, রায় সঙ্গে অন্যান্য পুলিশ কর্মীদের নিয়া মটরষ্ট্যাণ্ডে পৌছান এবং উত্তেজিত জনতার হাত হইতে তাহাদের রক্ষা করে তাহাদের থানায় নিয়া আসেন। আহত ছাত্রদের চিকিৎসার জন্য প্রথমে ভি. এম, হাসপাতালে পাঠানো হয়। শ্রীরত্ন জমাতিয়ার অবস্থা গুরুতর বিধায় চিকিৎসার জন্য তাহাকে জি, বি, হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার সময় ছাত্রদের নিকট হইতে তাহাদের ব্যক্তিগত মালামাল ও টাকা পয়সা জোর করিয়া নিয়া যায়।

উপরোক্ত সংবাদ হিরাংলা মজুলার অভিযোগ মূলে পূর্ব আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭/১৪৯/৩২৩/৩৭৯ ধারা মুলে মোকদ্দমা নং ১৯ (৩) ৮৪ নথিভুক্ত করা হয়। শ্রীরত্ন জমাতিয়া জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎস্যাধীন আছেন।

ঘটনার পর পূর্ব থানা হইতে ফার্মাসিষ্ট ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ মহোদয়কে খবর দিয়া আনানো হয় এবং তাহাকে ছয়জন মিজোরাম ছাত্রদের বুঝাইয়া দেওয়া হয়। মিজোরাম ছাত্রদের জখম সাধারণ বলিয়া জানা যায়।

উক্ত মোকদ্দমায় এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই, কারণ পুলিশের নিকট জবানীতে মিজোরামের ছাত্ররা দুষ্কৃতকারীদের কাহাকেও চিনিতে পারেন নাই।

মুখ্যমন্ত্রীর তহবিল হইতে উক্ত ছাত্রদের নিকট হইতে ছিনতাইকৃত নগদ টাকা ও মালামালের মূল্য স্বরূপ ২৯৩৪ টাকা মঞ্জুর করা হয়। এবং উক্ত ছাত্রদের মধ্যে ঐ

টাকা নগদ ও জিনিষপত্রে প্রদান করা হয়। ছাত্র দুটিকে মিজোরামের পথে শিলচর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছে।

মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, এইটা একটা দুঃখজনক ঘটনা, এইটার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সরকার থেকে প্রতিবাদ জানিয়েছি। এই ঘটনাটা ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় এইটা অত্যন্ত উস্কানীমুলক ঘটনা, এই ঘটনার যদি কেউ প্রশ্রয় দেন তাহলে পরে ত্রিপুরায় একটা বিপদ ডেকে আনবেন। কারণ যে কোন সময় ট্রাইবেল ছেলেদেরকে সে আমাদের রাজ্যের ছেলেই কি আর বাহিরের ছেলেই কি তাদেরকে শহরে আসতে হয় এবং শহর অঞ্চলগুলি অধিকাংশই সেটা সবাই জানেন যে অউপজাতি অধ্যুষিত এলাকা, কাজেই সেখানে যদি কেউ উস্কানীমুলকভাবে তাদেরকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন, উগ্রপন্থী বলে এবং উত্তেজিত করার চেষ্টা করেন তাহলে এইটা ত্রিপুরার ঐক্যের পক্ষে মস্তবড বিপদ ডেকে আনবেন। আমি আশা করব যে হাউস ঐক্যবদ্ধ ভাবে এর প্রতিবাদ জানাবেন এবং দুষ্কৃতকারীদের খুঁজে বের করার দিকে পুলিশকে যদি সাহায্য করেন তাহলে আমরা খুশি হব এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে তারজন্য আমরা যাতে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারি। এইটা দুর্ভাগ্যজনক যে ইতিপূর্ব্বেও একটা ঘটনা মিজোরামের ছাত্রদের নিয়ে সংগঠিত হয় এবং সেখানে পুলিশ নিজেরাই ভুল করেন এবং সেটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা, এটা আমরা সবাই জানি। মিজোরামের ছেলেরা আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং আমরা তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, শুধু মিজোরামের ছেলেরাই নয় এখানে মণিপুরের ছেলেরাও আছে, এই অঞ্চলে অন্যান্য রাজ্যের ছেলেরাও আছেন, তাদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ যাতে যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখেন সেই দিকে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস: পয়েন্ট অফ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে এই ধরনের ঘটনা শান্তি ও সম্প্রীতির পক্ষে খুবই উদ্বেগজনক, সেই সম্পর্কে আমরা হাউসে একমত। কিন্তু পূর্ব থানার প্রায় ৫০ গজ দুরত্বের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা সংগঠিত হল এবং যারা এই ঘটনার সংগে জড়িত এখনও তাদের কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় নি। এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে এই ধরনের ঘটনার কঠোর হস্তে দমন করার জন্য পুলিশ তাদের যথাযথ দায়িত্ব এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন কিনা, যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের কোন ঘটনা আর সংগঠিত হতে না পারে এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, এইটা ঠিকই দোষীদের আইডেনটিফাই কঠিন হতে পারে, কিন্তু পূর্ব থান'র এত সামনে হওয়া সত্বেও সেখানে কেন তারা আরও তাড়াতাড়ি হস্তক্ষেপ করতে পারল না. বিষয়টির অনুসন্ধান করে দেখা হবে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস : স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এইটা জানা আছে কি যে ঘটনা সংগঠিত হওয়ার সময় একজন এ, এস, আই ও একজন পুলিশ অফিসার কার্য্যরত ছিলেন, তার পরেও কাউকে আইডেনটিফাই করা সম্ভব হল না, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, আমি আগেই বলেছি যে জনসংখ্যা এত বড় ছিল যে অল্প পুলিশ দিয়ে তাদের পক্ষে এইটাকে কন্ট্রোল করা খুবই কঠিন কাজ ছিল।

শ্রীসমীর কুমার নাথ : পয়েন্ট অফ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যেখানে এই ঘটনাটা সংগঠিত হয় তার কাছাকাছি আই, এন, টি, ইউ, সি'ব পরিচালিত মোটর কর্মী সমিতির অফিস থেকে প্রথম গুণ্ডারা ছুটে এসেছিল। এই তথ্যটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, কারা প্রথম শুরু করেছে এইটা তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন যে, অরুন্ধুতিনগরে ছাত্রদের উপর হামলা হয়েছিল এবং মটরষ্ট্যাণ্ডে যেটা হয়েছিল সেটাও পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক হয়েছে। মিজোরামের সহিত আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের একটা বিদ্বেষ সৃষ্টি করবার জন্য এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যারা এসব করেছে তারা খুব খারাপ উদ্দেশ্য নিয়েই করেছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল : লেয়িং অব রিপ্লাইজ টু দি পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চান। গত বিধানসভার অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন

মজুমদার মহোদয়ের ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমি এখন বন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২ এর উত্তরপত্র সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীআরবের রহমান: মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার কাছে এখন উক্ত ৪২ নং পোষ্টপণ্ড প্রশ্নের উত্তর নাই, আমি পরে এনে সভায় পেশ করছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার: ঠীক আছে। আমি উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করছি।

(সভায় পণ্ডগোল)

আপনারা বসুন, আমি মাননীয় বনমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনি যেন এক্ষুনি সেই প্রশ্নের উত্তর এনে সভায় পেশ করেন।

PANEL OF CHAIRMAN

মিঃ ডেপুটি স্পীকার: সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল: ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ১১ ধারার ১ উপ-ধারা মূলে আমি নিম্নে লিখিত সদস্য মহোদয়দের ১৯৮৫-৮৬ সনের জন্য প্যানেল অব চেয়ারম্যান হিসাবে অনুমোদন করছি।

১) শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।
২) শ্রীকেশব মজুমদার
৩) শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।
৪) শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য।

AnnonncementRegaring Short Discussion

মিঃ ডেপুটি স্পীকার: মাননীয় সদস্য মহোদয়গণের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, দুইটি শর্ট ডিস্‌কাশন নোটিশ হাউজে আলোচনার জন্য আমি অনুমোদন দিয়েছি। তার মধ্যে একটি নোটিশ হল— মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার ও সৈয়দ বসিত আলী মহোদয়ের। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল— রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পানীয় জলের সমস্যা

সম্পর্কে। উক্ত বিষয়টি ২১-৩-৮৫ ইং তারিখে হাউজে আলোচনার জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি। অপর নোটিশটি হল মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ও শ্রীজওহর সাহা মহোদয়ের। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল— পরিবহনের অপ্রতুলতা ও অব্যবস্থা জনিত কারণে যাত্রী দুর্ভোগ। উক্ত বিষয়টি ২৫ ৩-৮৫ ইং তারিখে হাউজে আলোচনার জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি।

এখন সভার বিষয়বস্তু হল : ১৯৮৪-৮৫ ইং আর্থিক সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের (ডিমাণ্ডস্ ফর সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্টস্ ফর দি ইয়ার (১৯৮৪-৮৫) দাবীর উপর সাধারণ আলোচনা। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে তারা যেন তাদের বক্তৃতা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার মহোদয়ের গতকালের অসমাপ্ত বক্তব্য শুরু করার জন্য ওনাকে অনুরোধ করছি।

শ্রীবিধুভুষণ মালাকার :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আমার গতকালের অসমাপ্ত আলোচনা আবার শুরু করছি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি লোকেরা অনেক গরীব, তাদের শিক্ষার জন্য এই সরকার অনেক কর্মসুচী নিয়েছেন। যেমন আগে ৫ কিলোমিটারের মধ্যে হাইস্কুল ছিল না বলে এস, সি, / এস, টি ছাত্রদের ৫ কিলো-মিটারের মধ্যে না হলে বোর্ডিং হাউজে থাকতে পারত। কিন্তু এখন অনেক হাইস্কুল হয়েছে। আমাদের ওখানে যেমন ময়নামাছি, কলমছড়া, পাবিয়াছড়া, রাজাবাড়ী প্রভৃতি জায়গায় অনেক অগ্রসরমান কাজ হয়েছে। তাই এসব কাজের জন্যই ত এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দরকার হয়েছে। তাছাড়া আমাদের রাজ্য সরকারকে অনেক অতিরিক্ত মুল্য দিতে হয় অন্য রাজ্য থেকে লোহা, রড, চাল, ডাল ইত্যাদি আনার জন্য। বিরোধীরা বলছেন এটা লাগে না, তাই তারা বিরোধিতা করছেন। তাঁরা বলছেন ত্রিপুরা রাজ্যে কোন কাজ হয় নাই তাই কাট-মোশান আনছেন। কিন্তু এই ত্রিপুরার মানুষের উন্নতির জন্য বিশেষ করে ট্রাইবেল, সিড্যুল কাষ্ট তথা গরীব অংশের মানুষের জন্য অনেক পরিকল্পনা নিয়েছেন। ত্রিপুরাতে অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল করেছেন। বিরোধিরা এটারও বিরোধিতা করেছিলেন। তারপর নির্বাচন হল, সে নির্বাচনও তারা বয়কট করল। তারপর ত্রিপুরার জনগণের আন্দোলনের ফলে যখন ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক জেলা পরিষদ গঠিত হওয়ার অধিকার পেল, তখন আবার

বিরোধীরা বলল যে তারা দিয়ে দিয়েছে। মনে হয় এটা যেন তাদের পকেটে ছিল। আবার এতে উপজাতি যুব সমিতির নেতারা খুশী হয়েছেন। নির্বাচনের সময় তারা বলে, এটা তারা এনেছেন। তারা ত্রিপুরার ট্রাইবেল মেয়েদের পাছড়া পরার জন্য বলছেন কিন্তু নিজেরা আধুনিক হয়ে শার্ট, প্যান্ট পরছেন। এটা কি তাহলে হঠকারিতা নয়?

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ আপনারা ওনার বক্তব্যের মধ্যে ডিষ্টার্ব করবেন না। আপনারা পরে বলতে পারবেন।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার : তাঁরা শুধু সত্যের অপ্রলাপ করেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা : পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এখানে ত কাট-মোশান নিয়ে আলোচনা নয় এটা ত জেনারেল ডিসকাশন, তাই এটা উঠতে পারে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্যবৃন্দ আপনারা বসুন।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার :— ত্রিপুরা রাজ্যে যে রেলপথ আসবে সেই টাকাও যেন তারা তাদের পকেট থেকে দিয়ে দেন।

কাজেই আমি এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টসগুলিকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাট মোশান এনেছেন সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া : মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে যে, সাপ্লি-মেন্টারী গ্র্যান্টস্ এর জন্য ডিমাণ্ড করা হয়েছে আমি সে ডিমাণ্ডগুলির বিরোধীতা করছি এবং বিরোধী দলের সদস্যরা যে, কাট মোশানগুলি এনেছেন সেগুলির সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি।

বিগত ১৯৮৪--৫ ইং সনে যে বাজেট তৈরী করা হয়েছে সেই বাজেটের চেয়েও আরো বেশী অর্থ বামফ্রন্ট দাবী করছেন অর্থাৎ আরো সারে উনত্রিশ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। এই টাকা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের জন্য চাওয়া হয়নি। এই টাকা

চাওয়া হয়েছে বামফ্রন্টের কর্মীদের জন্য। সুতরাং এখানে যে পরিমাণ অর্থ চাওয়া হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, আমরা দেখছি প্রতি বৎসরই বাজেট পেশ করে পরে আবার অতিরিক্ত অর্থ চাওয়া হয়। বিভিন্ন দপ্তর থেকে বিরাট অংকের অর্থ চাওয়া হয়। এর পরেও দেখছি ত্রিপুরায় অনেক এমন স্কুল আছে যেখানে স্কুল গৃহ নেই, আসবাবপত্র নেই, চেয়ার নেই, টেবিল নেই। ছাত্ররা দিনে রৌদ্রের মধ্যে তাদের ক্লাস করে। আবার কোন কোন স্কুল রয়েছে যেখানে শিক্ষক নেই। আমাদের মাননীয় সমর চৌধুরীর এলাকায় একটি স্কুল রয়েছে যেখানে একজন মাত্র ককবরক শিক্ষককে দিয়ে ক্লাস চালানো হচ্ছে। অন্য কোন শিক্ষক নেই। আজকে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ১০৩৮ টি স্কুল রয়েছে এর মধ্যে সবগুলি স্কুল সচল আছে কিনা তা সন্দেহজনক। তাছাড়া সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে, ৬ষ্ঠ তপশিলী ত্রিপুরাতে চালু করবার জন্য পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে সম্প্রীতি ফিরে এসেছে, কংগ্রেস (আই) এবং উপজাতি যুব সমিতির মিলিত প্রচেষ্টায় পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে সম্প্রীতি ফিরে এসেছে ঠিক তখনই দেখা যাচ্ছে বামফ্রন্ট জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াবার জন্য প্রচার করছে যে, উপজাতি যুব সমিতি থেকে অমুক দিন দু'জন চলে আসছেন অমুক দিন আরো কয়েকজন যুব সমিতি ছেড়ে চলে আসছেন। কিন্তু এ করেও বামফ্রন্ট উপজাতি যুব সমিতির মধ্যে যে ঐক্য রয়েছে সে ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারেন নি। বামফ্রন্ট উপজাতি যুব সমিতির দেবব্রত কলই, সরলপদ জমাতিয়া এদের বিভ্রান্ত করে উপজাতি যুব সমিতি থেকে বের করে তাদের দিয়ে আলাদা একটা দল ত্রিপুরা পার্বত্য জনদল নামে একটি পার্টির সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এত সব করেও তারা উপজাতি যুব সমিতির মধ্যে কোন ফাটল ধরাতে পারছেন না।

কাজেই আজকে এখানে যে ডিমাণ্ড পেশ করা হয়েছে সেটা কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। সি, পি, আই, (এম) এর মধ্যে চলছে চরম দুর্নীতি। আমরা দেখতে পাই যে সি, পি, এম, গ্রাম প্রধান সিদ্ধিকুমার জমাতিয়া চার/পাঁচ জন উপজাতি মহিলাদের মজুরী খাটিয়ে তাদের মজুরীর টাকা তিনি আত্মসাৎ করেছেন। সুতরাং এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস পাশ করে বামফ্রন্ট সরকার তাদের কর্মীদের কিছু টাকা পাইয়ে দেবার চেষ্টায় আছেন। সুতরাং এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টকে কখনই সমর্থন করা যায় না।

এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ পাওয়ার জন্য বড় বড় করে রাজ্যপালের মারফতে বেশী বেশী বক্তব্য রেখেছেন। অমুক করব, তমুক করব বলে মিষ্টি কথা বলেছেন। কিন্তু

জানা উচিত আজকাল মিষ্টি কথায় চিড়া ভিজে না। সরিষাতে যেমন ভুত থাকে তেমনি এখানে ভুতের খেলা চলছে। এইভাবে দেশবাসীকে রাজ্যবাসীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এরা জানেন যে জেলা পরিষদের নির্বাচন আসছে। সেজন্য এই নির্বাচনকে লক্ষ্য করে বাজেট এখানে এখনও আনেন নি। পরে বাজেট আনা হবে। আবার আনবে। বৎসরে কয়বার যে বাজেট আনা হয়। আমরা ৭ বছর ধরে দেখে আসছি যে মার্চ্চ মাসে তারা একবারও বাজেট আনতে পারেন নি। তারপর বছরে ৪/৫ বার বাজেট আনে। এইভাবে কি তাঁরা রাজ্যের উন্নতি করবেন?

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা যদি লক্ষ্য করি গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের ব্যবস্থা, আজকে বেশী দূর নয়, উদয়পুর গিয়ে দেখুন, পাহাড়ে নয়, জম্পুই হিলে নয় সমতল জায়গাতে গিয়ে দেখুন। সেখানেও পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নেই। তারা শুধু বলছেন দিচ্ছি, দেব। কিন্তু দিচ্ছেন না।

বিগত অধিবেশনে স্বাস্থ্য মন্ত্রী এই সভাতে প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন যে কিল্লাতে ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল করে দেবেন। কিন্তু হয়েছে কি? হয় নি তো। এইভাবে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা টাকা নিচ্ছেন। কাজেই এইভাবে টাকা নেওয়ার কি অর্থ আছে?

কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার এই সমস্ত যে অবস্থা চলছে স্কুলের ক্ষেত্রে, পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে, পানীয় জলের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি যে বামফ্রন্ট সরকারের দোষ ত্রুটি, দুর্নীতির কথা বলে শেষ করা যায় না, পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি চলছে এই ত্রিপুরায়। কাজেই আমি এই ব্যয় বরাদ্দ সমর্থন না করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

LAYING OF REPLY TO THE POSTPONED QUESTION (ANNEXURE—C)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— আমি এখন মাননীয় বনমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের পোষ্টপোণ্ডস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২ এর উত্তরটি 'লে' করার জন্য। আমি তাঁকে আগে অনুরোধ করেছিলাম, এখন তিনি পারেন নি। এখন যদি

পারেন তাহলে তিনি তা করতে পারেন।

শ্রীআরবের রহমান—Mr. Speaker, Sir, I beg to lay before the House the reply to the postponed starred question No. 42 of Shri Monoranjan Majumder.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— মাননীয় সদস্যরা প্রশ্নটির উত্তরের কপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারেন। এখন বক্তব্য রাখবেন মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী আজকে আমাদের বিধানসভায় যে সাপলিমেণ্টারী বাজেট আনছেন সেই বাজেটের উপর আমি বক্তব্য রাখছি এই কারনে যে এই বাজেট আমার মনে হয় যে, গত লোকসভা নির্বাচনের সময়ে বামফ্রণ্ট সরকারের যে খরচ হয়েছিল এবং আগামী যে আমাদের জেলা পরিষদের নির্বাচন হবে, সেই নির্বাচনের খরচ পরিচালনার জন্য এই বাজেট। যে সরকার একটা পূর্ণাঙ্গ বাজেট তৈরী করতে পারে না সেই সরকারের আর থাকা চলে না। তাদের পদত্যাগ করা উচিত। আজকে দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, মাননীয় সদস্য সুনীল চৌধুরী যে বলেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যের টিউবওয়েলের দুরবস্থা সম্পর্কে সেটাই বাস্তব চিত্র। রাজ্য সরকার আজকে বলেছেন যে টিউবওয়েলের ভাল পাইপ পাওয়া যায় না। কণ্ট্রাক্টাররা যা এনেছেন সেগুলি বসানোর যোগ্য নয়। তাহলে এইগুলি কোথায় যাচ্ছে? চুরি হয়ে যাচ্ছে। বামফ্রণ্টের ক্যাডাররা কণ্ট্রাকটরী পাচ্ছে। তাই দেখা যায় এইগুলি অকেজো। কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ দিচ্ছেন না, এই চীত্কার বামফ্রণ্ট সরকারের একটা চরিত্র দোষ। কিন্তু মাননীয় সদস্য সুনীলবাবু তাদের নিজের দলের এম, এল, এ। উনি তো নিজেই বলেছেন যে, উনার এলাকাতে শতকরা ৯০টা টিউবওয়েল অকেজো। তাহলে গত নির্বাচনের এবং আগামী নির্বাচনের জন্য ক্যাডার পোষণের নীতির জন্যই এইগুলি হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অর্থ দিচ্ছেন না। তাই ঔষধ পত্র কিনতে পারছেন না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করুন। কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থ দিয়েছেন তাতে ক্যাডার পোষণ করা হচ্ছে। ক্যাডাররা মোটা হচ্ছে হাসপাতালের রোগীদের খাদ্যের পয়সা দিয়ে। রোগীরা হাসপাতালে কি অবস্থায় আছে—নোংরা বিছানাতে তাদের থাকতে হয়। আজকে কেন্দ্রীয়

সরকার যে অর্থ রোগীদের জন্য দিচ্ছেন তা দিয়ে তারা ক্যাডার পোষণ করছেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমাকে আরও বলতে হচ্ছে, যে বামফ্রন্ট হাটে ঘাটে বলে বেড়াচ্ছেন, তারা একটা নতুন আইন করেছেন, সেটা হচ্ছে, পঞ্চায়েত আইন। তারা আরও বলছেন যে পঞ্চায়েতের নির্বাচন করে তারা অনেক প্রশংসা অর্জন করেছেন। কিন্তু কি ধরণের প্রশংসা অর্জন করেছেন তা বুঝতে হলে আমরা যারা গ্রামে আছি, তারা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। এমন কি এই প্রশংসার ঠেলা মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীও কিছুটা গোচরীভূত হয়েছেন। যেমন যেখানে একটা পঞ্চায়েত সি, পি, এম, দখল করেছে, সেখানে আমাদের কংগ্রেসের হয়তো ২/৩ জন সদস্য আছেন, সেখানে পঞ্চায়েতগুলিতে আই, আর, ডি, পির মাধ্যমে সেটা নাকি আমাদের স্বর্গত প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর বিশ দফা কর্মসূচীর মাধ্যমে চালু করে গেছেন সেই সব গরীব লোকদের জন্য, যারা নাকি দারিদ্র সীমার নীচে রয়েছে, তাদের কিছুটা আর্থিক সহায়তা করার জন্য, সেখানে দেখছি কাজকর্ম বিলিবন্টনেও সর্বত্র একটা দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এমন কথা নয় যে গ্রামে যে সমস্ত গরীব আছেন, তারা সবাই সি, পি, এম, দল করবেন বা কংগ্রেস দল করবেন। এই গ্রামের আসল যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত গরীব অংশের মানুষকেই সাহায্য সহায়তা দেওয়া। কিন্তু ত্রিপুরাতে আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি না, আমরা যেটা দেখছি, সেটা হচ্ছে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও যে জানেন না, তা নয়, তাই তিনি তাঁর পার্টির লোকদের কাছে এই ধরনের ব্যবহার না করতে আহ্বান জানিয়েছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার আর একটা বক্তব্য হচ্ছে ফিসারী সম্পর্কে। এই ফিসারী সম্পর্কে সরকার এবং এ, ডি, সি, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে অনেক গাল গল্প শুনাচ্ছেন, যেটা আষাঢ়ে গল্পের মতই মনে হয়। এখানে তারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ তুলে ধরছি, সেটা হচ্ছে আমার এলাকায় পঞ্চবটির সি, পি, এম, গাঁও প্রধানকে এ, ডি, সির, তরফ থেকে ৮০ হাজার মাছের পোনা দেওয়া হয়েছে, যাতে ঐগুলি বিশেষ এলাকায় যাদের পুকুর আছে গরীব মানুষ মাছের পোনা কিনতে পারে না, তাদের মধ্যে বিলি করার জন্য, কিন্তু ঐ প্রধান তার নিজের পুকুরেই ৮০ হাজার পোনা রেখে দিয়েছেন, কাউকে একটি পোনাও [illegible] করেন নি। স্যার, আমি চেলেঞ্জ করে বলছি, এই ঘটনা সত্য কিনা তা তদন্ত করে দেখা হউক। এবং সেই ব্যক্তি যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তো তাকে শাস্তি দেওয়া হউক। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, দূর্নীতিতে ভরা এই বাজেটকে আমি কোন রকমেই সমর্থন করতে পারি

না, কারণ এই বাজেটের অর্থ দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কোন মঙ্গল করা হবে না. কোন কল্যাণ করা হবে না, এই বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত। বামফ্রন্ট সরকার এই বাজেটের সমস্ত টাকাটাই নিজেরা আত্মসাৎ করবেন, এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই যে সাপ্লিমেন্টারি বাজেটটা এখানে এসেছে, তাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। কারণ, এই রাজ্যে কি ভাবে দুর্নীতি বাড়ছে, তা বলে শেষ করা যাবে না। যেখানে টাকার আঁচ আছে, সেখানেই দুর্নীতি ঘাটছড়া বেঁধেছে, অন্তত: বামফ্রন্টের আমলে, এটা আমি হলফ করে বলতে পারি। এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়ে মোট ১৯ কোটি টাকার উপর সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করা হয়েছে, যদি এই সরকারের গণতন্ত্রের প্রতি বিন্দুমাত্র আস্থা থাকত, তাহলে নির্বাচনের খাতে এই রকম একটা বরাদ্দ করতে পারতেন না। বছর খানেক আগে থেকেই স্বর্গীয় প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলে আসছেন যে. নির্বাচন যথা সময়ে হবে. তখন এই নির্বাচনের খাতে বরাদ্দটা আগের পূর্ণাঙ্গ বাজেটেই করা যেত। কিন্তু সেটা তারা করলেন না, কারণ তাদের ধারণা ছিল যে শ্রীমতি গান্ধী যথা সময়ে নির্বাচন করবেন না এবং নির্বাচন যে যথাসময়ে হবে না, সেই সম্পর্কে তারা দেশের মানুষকে নানা রকম গাল গল্প শুনিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে এই ভারত-বর্ষ থেকে গণতন্ত্র উচ্ছেদ হতে চলেছে। কিন্তু শেষ পর্যান্ত দেখা গেল যে, তাদের ধারণা ভুল। কাজেই এর থেকেই প্রমাণ হয় যে তারা মুখে গণতন্ত্রের কথা যতই বলুক না কেন, আসলে গণতন্ত্রের প্রতি তাদের বিন্দু মাত্রও আস্থা নাই। আর নাই বলেই এই ধরণের একটা বরাদ্দ এই হাউস থেকে অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার জন্য সাপলিমেন্টারী বাজেটটা এখানে পেশ করেছেন. এই জিনিষটা তারা অত্যন্ত কৌশল করিয়া করবার চেষ্টা করেছেন, স্যার, শুধু কি তাই? পুলিশ খাতে অরিজিন্যাল গ্রেন্ট ছিল ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, এবার তার অতিরিক্ত আরও ৫৫ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা সাপ্লিমেন্টারী বাজেট ধরা হয়েছে। কিন্তু কেন? জনসাধারণ কি আজ শান্তিতে আছে। ত্রিপুরাতে আজকে টি. এন. ভি. বা উগ্রপন্থী আক্রমণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা. এমন এক দিন বাদ যায় না যেদিন উগ্রপন্থী আক্রমণ হয় না বা ডাকাতি হয় না বা খুন হয় না। এগুলি যেন আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে কোন ঘটনাই নয়, ঘর থেকে বেড়িয়ে আবার জীবন্ত ঘরে ফিরবে, এমন আশা নিয়ে কেউ আর চলা ফেরা করে না। লোকজন যেন এইসবের কাছে তাদের মূল্যবান জীবনটা আত্মসমর্পন করে দিয়েছে।

কারণ এই সরকার জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য তেমন উৎগ্রীব নয় যতটা না তাদের নিরাপত্তার জন্য উদগ্রীব। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা এই হাউসের বিরোধীদের কথা নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের সকল স্তরের সকল অংশের মানুষেরই এই কথা, তাই, সরকার পক্ষ যদি আমাদের সহযোগিতা চান, আমরা অকুণ্ঠ চিত্তে সরকারকে সেই সহযোগিতা দিতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। কারণ আমরা চাই, ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি ফিরে আসুক, ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ শান্তিতে বসবাস করুক, তাদের জীবনের নিরাপত্তা অক্ষুন্ন থাকুক। ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে কিনা, তা আমাদের জানা নাই। এই সভার মধ্যেই দেখলাম মাননীয় সদস্য সমর বাবু একটা কাগজ ছুড়ে দিয়ে বললেন এইতো স্বাধীন ত্রিপুরার শ্লোগান উঠছে, এটা কিসের ইঙ্গিত? এই রকম ত্রিপুরা রাজ্যের যে কোন রকম সমস্যার কথা উঠলেই উনারা ঐ লাল ডেঙ্গার কথা বলবেন, ঐ খলিস্তানের কথা বলবেত, ঐ মিজোরামের কথা বলবেন, কিন্তু এই রাজ্যে যে সমস্যা আছে, সেটা কিভাবে সমাধান হবে, সেদিকে তারা যাবেন না। কাজেই এই যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট, এটাকে সমর্থন করার মানে হল দুর্নীতকে সমর্থন করা, তাই আমি এটাকে সমর্থন করতে পারছি না, অন্য দিকে বিরোধী পক্ষ সদস্যরা এর বিরুদ্ধে যেসব কাট মোশান দিয়েছেন, সেগুলিকে সমর্থন করে আমরা বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য, আমাদের বেলা তিনটার মধ্যেই জেনারেল ডিসকাশন শেষ করতে হবে।

শ্রীজহর সাহা:—স্যার গতকাল তো কথা হয়েছিল যে টাইমটা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হবে, কারণ আমরা আলোচনার সুযোগ চাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:— স্যার, জেনারেল ডিসকাশন শেষ করলেও আরও কিছু বাড়তি সময় লাগবে, কারণ অনেকগুলি কাটমোশান রয়েছে। তাই এর বেশী সুযোগ দেওয়ার আমরা পক্ষপাতি নই।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য, কাটমোশানগুলি আলোচনা করার জন্যও তো কিছু সময় পাবেন, তখন আপনাদের আরও কিছু বক্তব্য রাখার সুযোগ পাবেন। কাজেই আমাদের জেনারেল ডিসকাশনটা তিনটার মধ্যেই শেষ করতে হবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, প্রত্যেক মিনিষ্টারের তো কাট মোশানগুলির জবাব দিতে হবে, কাজেই হাউসের যা নিয়ম কানুন আছে তা আমাদের সবারই মানতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আমি আর জেনারেল ডিসকাশনের জন্য সময় দিতে পারছি না। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্যদের অনেকে বলেছেন যে পূর্ণাঙ্গ বাজেট কেন পেশ করা হল না? এটা খুবই আশ্চর্য্যের কথা যে মাননীয় সদস্যরা জানেন না যে প্ল্যানিং কমিশান যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটা রাজ্যের প্ল্যানিংয়ের বরাদ্দ ঠিক না করে দেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন রাজ্যের পূর্নাংগ বাজেট করা যায় না কাজেই এই ব্যাপারে যদি কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে হয় তাহলে প্ল্যানিং কমিশনের বিরুদ্ধে করতে হয়। সেটা বিরোধী দলনেতা করতে পারেন, আমি করতে পারব না। কারণ প্ল্যানিং কমিশন আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে লোকসভার নির্বাচনের পর কিছু দিনের জন্য সময় দিতে হবে তারপর আমরা আপনাদের সংঙ্গে আলোচনা করতে পারব তারপর আমরা আপনাদের বরাদ্দ ঠিক করতে পারব। কাজেই আমি বলেছি তিন মাসের জন্য আমরা ভোট অন একাউণ্ট পেশ করব। আমরা আশা করছি যে প্ল্যানিং কমিশন-এর আগেই আমাদের বরাদ্দ ঠিক করে দেবেন তারপর আমরা পূর্ণাঙ্গ বাজেট হাউসে পেশ করতে পারব। কিন্তু তার আগে আমি মাননীয় সদস্যদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, কি লোক সভায় কি রাজ্য বিধানসভায় পূর্ণাঙ্গ বাজেটের আগে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট হয় না এমন একটি রাজ্যের নাম করতে পারেন যেখানে মূল বাজেটের আগে সাপ্লীমেণ্টারী বাজেট কখনও পেশ করা হয় নাই? এটা অজ্ঞতার কথা অজ্ঞ মানুষ শিখে নেয়, আমি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের মধ্যে সেই মনোভাবটা দেখতে পাচ্ছি না। মিঃ স্পীকার স্যার মূলত সাপ্লীমেণ্টারী বাজেট যদি কেউ পড়ে থাকেন তাহলে দেখবেন মূলত এটা হচ্ছে —যেহেতু জিনিষ পত্রের দাম বাড়ছে সে জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেজন্যই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট আনতে হচ্ছে, এটা একটু ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলে বুঝা যাবে। এই জন্য যদি কাউকে দায়ী করতে হয় তাহলে কেন্দ্রকেই দায়ী করতে হয়; যেহেতু জিনিষ পত্রের দাম আমরা বাড়াই না,

কেন্দ্রে বাড়ছে এই জন্য সমস্ত জিনিষ পত্রের দাম বাড়ছে। কাজেই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট একটা নয় ক'টা আনতে হবে আগামী বছরে এটা আমি এখনই বলতে পারছি না। আজকে সে সিদ্ধান্ত করছি, কাল আমাদের সেই সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হচ্ছে। যে টাকা আমরা আজকে বরাদ্দ করি তা দিয়ে আজকেই সেই কাজ শেষ হয়ে যায় না—এই পরিস্থিতি আজকে সমগ্র ভারতবর্ষে সৃষ্টি হয়েছে এটা শুধু ত্রিপুরার জন্য নয়। আমরা যে কাজ করছি এটা তারই লক্ষণ। আমরা যে টার্গেট ঠিক করেছিলাম তার চেয়ে বেশী কাজ আমরা করেছি, সেটাই এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমাদের মাননীয় বিরোধী দল নেতা বলছেন না, এত টাকা তোমরা দিও না। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী লোকসভায় বলেছিলেন যে রাজ্য এবং কেন্দ্র একই দলের শাসক হওয়া উচিত তা হলে কি হয়, আজকে যদি এখানে অশোক বাবু বলতেন তাহলে এই চীৎকার হত না। আজকে এত টাকা দিতে হত না কেন্দ্র থেকে। কাজেই এখানে যেহেতু একটা বিরোধী দলের সরকার আছে এতরা যেহেতু এখানকার লোকদের কথা বলে, যেহেতু এখানকার লোকদের প্রয়োজনের কথা বলে—একটা রাজ্যের যেখানে শতকরা ৮০ জন লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে আমরা কেন জলের জন্য রাস্তার জন্য টাকা চাই তার জন্য প্রতিবাদ জানান হচ্ছে। স্যার আমি কাল বলেছিলাম যে, দিল্লীতে উনি গিয়ে বলুন যে আমাদের আরও টাকা দাও যে তোমরা এত টাকা দেওয়ার পরও আমরা কোন কাজ করতে পারব না। তিনটা পরিকল্পনা চলে গেল এক পয়সারও কাজ এখানে হয় নাই। তিনটা পরিকল্পনার পর এখানে পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়েছে। কেউ অস্বীকার করতে পারবেন? মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকের খবরের কাগজে দেখলাম মাননীয় রেল মন্ত্রী বলেছেন যে, আগরতলা পর্যন্ত রেল লাইন আনা যাবে কি না সেটা আমি এখনই বলতে পারছি না। এমন কি কুমারঘাট পর্য্যন্তও রেল লাইন আনা যাবে কি না সেটাও এখন বলা যাচ্ছে না। টাকা যদি পাওয়া যায় তাহলে রেল আসবে। রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রে কি মনোভাব পোষন করছে—লোকসভার এই বিবৃতি থেকে বুঝা যায়—একটা কোয়েশ্চানের এ্যানসার থেকেই বুঝা যায়। আমাদের কমরেডরা সেখানে এনেছিলেন এবং তার জবাবে জানালেন যে, আমরা এখনই বলতে পারছিনা ত্রিপুরার রেল আসবে কিনা। সমস্ত বিরোধী দলের নেতাও এই কথা বলবেন দিল্লীতে গিয়ে যে আগরতলা রেলের দরকার নাই কেন তোমরা টাকা দিচ্ছ না, এই কথা উনারা বলবেন না যে একটা হোটেল না করে সেই টাকাটা তোমাদের ত্রিপুরাতে দিয়ে দাও।

ঐ রঙীন ছবি না দেখিয়ে ঐ ভি, ডি, এ, দেখিয়ে টাকা খরচ না করে সেই টাকাটা ত্রিপুরায় দিয়ে দাও—এই অঞ্চলের জন্য সেই টাকাটা দিয়ে দাও। আমরা শুধু ত্রিপুরার জন্য চাইছি না এই সমগ্র অঞ্চলকেইতো আজকে পিছনে ফেলে রাখা হয়েছে—এই কথা বলার মত লোক বিরোধী দলের মধ্যে একজনও দেখতে পাচ্ছি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, অনেক চীৎকার করা হয়েছে কিছু আছে নিরেট মাথা আর কিছু আছে বুদ্ধিমান কি নিয়ে কথা হচ্ছে, না আমরা কর্মচারীদের ঠকাচ্ছি। ডি, এ,: এ, ডি, এ, র টাকা না দিয়ে ওদের আমরা ঠকিয়ে দিলাম। আবার বই পড়ে শুনান হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা নিষিদ্ধ পুস্তক নয়। এটা ছাপা হয় এটা সবাই পড়তে পারে, এটা হাউসের মধ্যে পড়ে শুনাবার মত বিষয়বস্তু নয়। এটা বললেই হয় যে ৮ম অর্থ কমিশনের এওয়ার্ডের মধ্যে এই সব কথা আছে। কিন্তু সেখানে কি লিখা আছে তার অর্থ বুঝতে হবে। আমি অনেকবার বুঝাবার চেষ্টা করেছি—আমি আশা করি যে, ওরা এটা বুঝার চেস্টা করবেন। আমরা কি চেয়েছিলাম, আমরা ১১২৮ কোটি টাকা ৭১ লক্ষ টাকা আমার রেভিনিউ এক্সপেনডিচারের জন্য চেয়েছিলাম। দিয়েছ কত—না ৬০৮ কোটি টাকা আর আমরা বলেছিলাম যে, আমরা টাকা তুলতে পারব ৬২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ৫ বছরের জন্য, আর ওরা বলবেন যে না এর ডাবল তুলতে হবে তোমাদের ১০৫ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা—অর্থাৎ তোমাদের বেশী টাকা তুলতে হবে আর আমরা তোমাদের কম টাকা দেব। বিধবা ভাতার কথা উরা বলেছিলেন—আমরা কি চেয়েছিলাম, উরা সোজা না করে দিলেন না, এই সব আমরা দিতে পারব না। রিপোর্টটা পড়লে তো তার সবটা পড়তে হবে, কোট যদি করতে হয় তাহলে সবটা কোট করতে হবে। এই সরকার কি চেয়েছে আর ওরা আমাদের কি দিয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে এই রিপোর্টের ৯৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে -আমরা রিপোর্ট লিখে ফেলেছি, কিন্তু তার ১০ দিন পরে দেখা গেল যে ইউনিয়ন মিনিষ্টার তিনটা ডি, এ দিয়ে দিলেন। কাজেই আমাদের ৫২০ পর্য্যন্ত নিউটে্রলাইজ করতে হয়েছে তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হয়েছে। আরও কম নিউ-টে্রলাইজেশানের জন্য রেখেছিলেন ১০ দিনের মধ্যে সেটাকে বাড়ি ৫২০ করতে হয়েছে। এখন কত? এখন ৫৬৮ -জলের জোয়ারের মত উঠছে, আর কর্মচারীদের গলায় দিয়ে খুঁটির সংগে বেধে রেখে দেওয়া হয়েছে। জিনিষ পত্রের দাম বেড়েই চলছে—কাজেই তাদের সেই দড়িটা কেটে দিয়ে কর্মচারীদের কে বাঁচাবে? আমরা চেষ্টা করছি, আমাদের সাধ্য মত আমরা চেষ্টা করছি। কারণ আমরা দেখছি

আমাদের যে টাকা দিয়েছে, আমি অনেকবার বলার চেষ্টা করেছি।

আমাদেরকে যে টাকা দিচ্ছে সেটা কোন ভিত্তিতে? ১৯৮২ সালের ১লা জানুয়ারীকে ভিত্তি করে সমস্ত ডি, এর টাকা দিচ্ছে। ১/স/৮২ ইং সনে কর্মচারীদের যে পে স্কেল রিভিশন করেছি সেটাতে আমরা ৩৩৬ এ ফিক্স করে দিয়েছি আর ওরা দিয়েছে ২০০তে। ওটা কিভাবে মেক আপ করলেন? একটা ডি, এ দিতে গিয়ে আমাদের দুই কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়। এর মধ্যে আমরা কয়েকশো কোটি টাকা খরচ করেছি। আপনারা বলতে পারেন যে, এ টাকা কোথা থেকে পাবেন? মাননীয় সদস্যরা মনে রাখবেন যে, এই সেন্ট্রাল ডি, এ, প্রণব বাবু দেন নি। প্রণব বাবু বলেছেন যে, আমরা দিতে পারব না। রাজ্য সরকার যদি পারেন তাহলে তাদের কর্মচারীদেরকে ডি এ দিতে পারেন। আমরা সেন্ট্রাল ডি, এ দিয়েছি আমরা আমরা কেন্দ্রের চোখ রাঙ্গানীকে ভয় পাই না। আমাদের টাকা খরচ করার হিম্মত আছে এবং আমরা কেন্দ্র থেকে টাকা আদায় করার হিম্মত রাখি। মাননীয় স্পীকার স্যার, বলা হচ্ছে যে আমরা হাউস রেন্ট বাড়াচ্ছি না। এর মধ্যে মেডিকেল অ্যালাউন্স আমরা দশ টাকা ফ্ল্যাট রেটে বাড়িয়ে দিয়েছি। আমরা হাউস রেন্ট ফ্ল্যাট রেটে ১০ টাকা বাড়িয়ে দেব। প্রত্যেকের দশ টাকা যে এখন ২১ টাকা হাউস রেন্ট পান তিনি পাবেন ৩১ টাকা। ডি, এ, দেব দেব না এমন কথা বলছি না। কিন্তু পারফরমেন্স কর্মচারীদের বাড়াতে হবে। পারফমেন্স মানে হচ্ছে জনসাধারণের সেবা করা। এই পারফরমেন্স না বাড়ালে তাদের সমস্ত আন্দোলন গণতান্ত্রিক সমস্ত কার্যকলাপ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাজেই তাদের যাতে কোন সমালোচনা না হয় সেই দিকে কর্মচারীরা নজর রাখবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে সব কাটমোশান এসেছে সেগুলি দেখছি ওয়াষ্টফুল এক্সপেনডিচার বলা হয়েছে। ফ্লাডের জন্য আমরা যে টাকা খরচ করেছি, হাউসিং স্কীমের জন্য যে টাকা খরচ করেছে, পাম্পসেট মেরামত করার জন্য যে টাকা খরচ করেছি, স্কুল ঘর মেরামতের জন্য যে টাকা আমরা খরচ করেছি সবই ওয়াস্টফুল এক্সপেনডিচার। ফার্নিচার কিনেছি, এস, আর, ই, পি,/এন, আর, ই, পির কাছে যে টাকা খরচ করেছি আমরা যে সাবসিডি এগ্রিকালচারে বাড়িয়ে দিয়েছি, সয়েল কনজারভেশনে বাড়িয়ে দিয়েছি এই সমস্ত কাজগুলি বিরোধী দলের যারা এম, এল, এ, এখানে আছেন তারা বলছেন অবাঞ্ছিত খরচ। আমরাতো ভি, ডি, ও এবং টেলিভিশনের জন্য খরচ করি না। আমার রেসিডেনসে ভি, ডি, ও বা টেলিভিশান কিছুই নাই। ক্লাশ ফোর স্টাফ

তাদের জন্য হাউস বিলডিং যে লোন দেওয়া হয় তা খুবই কম। সেটা বাড়িয়ে দিতে হবে। জিনিস পত্রের দাম বেড়িয়ে গেছে। এই টাকায় তাদের হাউস বিলডিং হয় না। আমরা বাড়িয়ে দিচ্ছি। এখানে বলা হয়েছে যে মোটর ওয়ার্কারস এদের জন্য একটা রেস্ট হাউসের দরকার। এটা ট্রাক, বাসের কর্মী সারাদিন ট্রাকে বাসে থাকে সে কোন সময় রেষ্ট হাউসে থাকবে? তাদের জন্য তিন তালা একটা রেষ্ট হাউস করব, সেখানে তারা স্নান করবে, একটা নাইট ক্লাব থাকবে। সেখানে তারা নাচ গান করবে এর জন্য তাদেরকে একটা রেষ্ট হাউস দিতে হবে এমন অপদার্থ এই সরকার নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সমস্ত কাট মোশনের বিরোধীতা করে—আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়, এটাতো জেনারেল ডিসকশন, এটা কাট মোশনের উপর নয়।

DISCUSSION ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS.

মিঃ স্পীকার : সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল— ১৯৮৪-৮৫ সালের ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহণ। আজকের কার্য্যসূচীতে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সমূহ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি (কাট মোশন) দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী প্রস্তাব সমূহ সভার কার্য্যসূচীর সংগে মাননীয় সদস্যদের কাছে দেওয়া হয়েছে। এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং যে সমস্ত অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব আছে সেগুলি একত্রে সভায় উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে, এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব তারা যেন আলোচনা করার সময় তাদের বক্তব্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি ভোটে দেব। আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদেরকে অনুরোধ করব তারা যেন নামের লিস্ট দেন যারা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন। এর মধ্যে কংগ্রেস (আই) সময় পাবেন ২০ মিঃ, টি, ইউ, জে, এস, ১০, ইনডিপেনডেন্ট ৬, রোলিং পার্টি ৭০ মিঃ সময় পাবেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা : মাননীয় স্পীকার স্যার, এই দশ মিনিটে আমাদের বক্তব্য রাখতে পারব না। অন্ততঃ প্রত্যেককে দশ মিনিট করে দেওয়া হউক।

মিঃ স্পীকার : না। সময় বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় : মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৮৪-৮৫ ইং সালের জন্য যে সাপ্লিমেণ্টারী ব্যয় বরাদ্দ এখানে উপস্থিত করেছেন তার আমি বিরোধীতা করছি। আমি লক্ষ্য করেছি যে, ১৯৮৪-৮৫ ইং সালে ২৬১ কোটি টাকা বাজেটের পরও আরও এ্যাকসেস ডিমাণ্ড উনারা এখানে রেখেছেন প্রায় ২৯ কোটি টাকারও উপরে। তাহলে ১৯৮৪ ৮৫ ইং সালের আমাদের সর্বমোট বাজেটে দাঁড়ালো ২৯০ কোটি টাকা। আমাদের স্বরাষ্ট্র দপ্তর ১৬ কোটি টাকার মত খরচ করার জন্য অনুমোদন চেয়েছেন। আমি বলতে চাই, এই স্বরাষ্ট্র দপ্তর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কি করছে? আমার সোনমুড়াতে একটি পুলিশ ষ্টেশান আছে সেখানে ৯ জন পুলিশ অফিসার আছেন তাদের থাকার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত নেই। ১৭ জন কনষ্টেবল আছেন তাদের থাকার কোন কোয়ার্টার নেই কোন বেড়া নেই। মাত্র ৭ জন কনস্টেবলের থাকার জায়গা আছে, তাও তাদেরকে ফ্লোরের মধ্যে শুতে হয়, আর বাকী ১০ জন কোথায় থাকবেন স্বরাষ্ট্র দপ্তর তার কোন ব্যবস্থা করেন নি। তাহলে কি করে তারা ডে এণ্ড নাইট ডিউটি করবেন? তারপর হোমগার্ড আছে ২০ জনের মতো, তাদের থাকার জায়গা দূরে থাকুক বসার পর্য্যন্ত কোন জায়গা নেই। উনারা আবার পুলিশ প্রশাসনের জন্য টাকা চাইছেন ঢেলে সাজাবার জন্য, পুলিশ বাড়াতে চাইছেন, কিসের জন্য? ওরাতো অপরাধী ধরতে পারেন না। গ্রেপ্তার করলে আমাদের মন্ত্রী মশাই এবং ক্যাডারদের ইঙ্গিতে ছাড়া পেয়ে যায়। এভাবে অপরাধীদেরকে প্রশ্রয় দেবার জন্যই কি আমরা অর্থ বরাদ্দ করব? আজকে ৭/৮ বৎসর হয়েছে বামফ্রণ্ট সরকারে এসেছেন, পুলিশ থাকার জন্য একটা ঘর পর্য্যন্ত উনারা করতে পারেন নি স্যার, গতকাল এই সভায় ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্য শ্রীফয়জুর রহমান বলেছেন যে বামফ্রণ্ট সরকার সংখ্যা লঘুদের জন্য ভালভাবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। মাননীয় সদস্য ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান, তাই তাঁর নিরাপত্তা থাকতে পারে, কিন্তু আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমার সোনামুড়া কলমছড়াতে খাজারুদ্দিনকে প্রকাশ্য দিনের বেলায় বামফ্রণ্ট সরকারের এক নম্বর ক্যাডাররা দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। সে কি সংখ্যা লঘু নয়? সেই

সৈমুদ্দিন এবং এক গণ্ডা মুসলমানকে দিনের বেলায় শত শত লোকের সামনে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে বামফ্রন্ট সরকারের তথাকথিত ক্যাডাররা। তারা কি সংখ্যালঘু অন্তর্ভুক্ত ছিল না? এই ১৬ কোটি টাকা কি আপনারা ক্যাডার পুষে মানুষ খুন করার জন্য চাইছেন? এরই নাম কি পুলিশ প্রশাসন সাজানো? আমি লক্ষ্য করেছি, গতকাল এবং আজকে আমরা যখন কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই, তখন মাননীয় মন্ত্রী মশাইরা উত্তর দিতে পারেন না বলে এড়িয়ে যান। বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতা নেই আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে ১০১ টা কথা বলে বিষয়টি ঢাকা দেবার চেষ্টা করেন। স্যার, পানীয় জল গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে আমি কাট মোশান এনেছি। আজকে প্রশ্নোত্তরের সময় পানীয় জল দপ্তরের মন্ত্রী উত্তর দিতে পারেন নি, তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে, পানীয় জলের দুরবস্থা আছে। ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী বলেছেন যে, যে সমস্ত টিউবওয়েল ক্রয় করা হয়েছে, সেগুলি ১০ পার্সেন্টও ডিগ নেই। তাহলে কেন লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এগুলি করছেন? কেন সার্ভে করে এগুলি ক্রয় করছেন না? কেন সরকারী টাকার অপব্যবহার করা হচ্ছে? পানীয় জলের সমস্যার সমাধানের নামে জনসাধারণকে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে এবং আমার কাছে প্রমাণ আছে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এর থেকে কমিশন পাচ্ছেন, যারা জড়িত তারাও কমিশন পাচ্ছে। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য আমি হাউসের কাছে নালিশ রাখলাম। আমি প্রমাণ দেব, উনারা কমিশন খেয়ে এইসব যন্ত্রপাতি কেনার নাম করে জনসাধারণকে ফাঁকি দিচ্ছেন। আমরা পানীয় জলের সমস্যা এখানে তুলে ধরতে চাইলে উনারা আমাদেরকে ধমকিয়ে বসিয়ে দিতে চান। আমরা ভয় পাওয়ার জন্য হাউসে আসি নাই। স্যার, আমি ডিমাণ্ড নং ১৭, মেজর হেড ৩৩৪, ডিমাণ্ড নং ১৮ মেজর হেড ২৮২, ডিমাণ্ড নং ২০ মেজর হেড ২৭৭, ডিমাণ্ড নং ২২ মেজর হেড ২৬৫, ডিমাণ্ড নং ৩৪ মেজর হেড ২৮২ উপর কাট মোশান এনেছি। কারণ আমি দেখেছি, ইরিগেশানের উপর উনারা কারচুপি করছেন। যে সমস্ত মাঠে ইরিগেশানের প্রয়োজন সেই সমস্ত মাঠে ইরিগেশানের জন্য উনারা কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন না। স্যার, আমার রাঙ্গামুড়াতে এক বৎসর আগে ইরিগেশানের জন্য একটা স্কীম নেওয়া হয়েছিল। বহুদিন আগে এটা স্যাংশান করা হয়েছিল। কিন্তু বিগত এক বৎসর ধরে উনারা সে কাজটা শেষ করতে পারেন নাই। এক বৎসর লাগে নাকি একটা ইরিগেশান স্কীম শেষ করতে? এই অপদার্থ সরকার একটা মেসিন বসাতে এক বৎসর পার করে দিয়েছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন। আপনাকে আপনার বরাদ্দের চেয়ে ৫ মিনিট বেশী সময় দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরসিকলাল রায় : মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৮৪ ৮৫ সালের জন্য ২৯ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন, কিন্তু এর আগে বাজেটে ২৬১ কোটি টাকা বাজেটে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমি বলতে পারি ত্রিপুরা সরকার সেই বরাদ্দের দুই ভাগের এক ভাগও জনসাধারণের কল্যাণের জন্য খরচ করেন নি, বাকী টাকা নিয়ে উনারা কি করবেন ? উনারা তো হিসাব দিতে পারছেন না। স্যার, সময় নেই বলে আমাদের বসিয়ে দেওয়া হয়, তাই আমরা বামফ্রন্ট সরকারের কীর্তি কলাপের ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করতে পারছি না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় টাকা স্যাংশান করা হয়েছে, কিন্তু টাকা খরচ হয় নাই, অথচ সেই খাতে খরচ লেখা আছে বামফ্রন্ট সরকারের এই সব কার্য্যকলাপের ইতিহাস আমরা জনসাধারণের সামনে উদ্‌ঘাটন করতে চাই, তাই আমাদের বক্তব্যের সময় বাড়ানো হউক এই আবেদন জানিয়ে এবং অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের উপর বিরোধী দলের সদস্যরা যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন আমি সেই সমস্ত কাট মোশানের সমর্থনে আমার বক্তব্য পেশ করছি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের উপর যে কাট মোশানগুলি এনেছি একটা কারণে এনেছি, সেই কারণটা অত্যন্ত পরিস্কার যে, জন স্বার্থের নাম করে জনগণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে সেগুলি যদি জনগণের কাজে না গিয়ে কিছু সুবিধাবাদী লোকের তাদের পকেটে সব কিছু জমা হতে থাকে এবং জনগণ বঞ্চিত হতে থাকে সেটার নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করা উচিত সমস্ত রাজ্যে পাহাড়ী অঞ্চলে গ্রামে-গঞ্জে করুন একটা আর্তনাদ, করুন একটা বিক্ষোভ, আমরা কি পেলাম ? সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১০ হাজার কেজি চাউল এফ, সি, আই, গো-ডাউন থেকে মাননীয় রাজ্য সরকার এখানে নিয়ে আসেন তারপর দেখা গেল ৫ হাজার কেজি নেই, বলা হলো কি, ইদুরে খেয়ে ফেলেছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, রাজ্য সরকার কি বলছেন এই

পারপাসে যে কোন বরাদ্দ হয়ে থাকে? তাহলে এইভাবে ৫ হাজার কে জি যে উধাও হয়ে গেল, এটা কি খুব কাজে লেগেছে, এটা কি খুব প্রসংশার ব্যাপার হয়েছে? মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইভাবেই তো চলছে, জনগণ খেতে পায় না, সে কারণেই তো মৃত্যুর মিছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি, মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে দেখুন কেরোসিন নেই, কোথাও নেই, ১০ টাকা লিটার ব্ল্যাকে বিক্রী হচ্ছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, যাদের দৈনিক আয় ৫ পয়সারও কম তারা কি এই ১০ টাকা লিটার-এ বাতি জ্বালাতে পারে? কখনও পারে না? মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, কন্ট্রোলের জন্য যে সমস্ত কেরোসিন বরাদ্দ হয় তার জন্যও তো এখানে কেরিং কষ্ট ধরা আছে, কিন্তু সেগুলি সব ব্ল্যাকে চলে যায়। মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, এও কি আমাদের বলতে হবে এটা জনগণের স্বার্থে এই ব্ল্যাক মার্কেটিং চলছে? মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সিমেন্টের ব্যাপারে দেখুন, আমাকে অনেকেই বলেছে যে একজন ঠিকেদার ৩০ বস্তা সিমেন্ট পার করে দিয়েছেন, সি, পি, এম বলে ওর বিরুদ্ধে কিছু হয় না। অমরপুরে আমি নিজে বলতে পারি এবং সর্বত্রই, কাজেই এটাও আমাদের বলতে হবে যে সরকারী গুদাম থেকে যদি পাচার হয়ে যায় সিমেন্টের বস্তা এবং সেটা ব্ল্যাকে বিক্রী হয় তাও তো জনগণের স্বার্থে বিক্রী হচ্ছে, সৎভাবে ব্যবহার হচ্ছে। এটাই কি আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে, এর বিরুদ্ধে কি আমরা প্রতিবাদ করতে পারবো না? কাজেই জনগণের এই যে ক্ষোভ, এই যে আর্তনাদ আমরা তুলে ধরেছি এই সমস্ত কাট মোশানের মাধ্যমে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গাঁও পঞ্চায়েত গুলিতে উনারা বলছেন এস, আর, ই, পি, দেওয়া হচ্ছে, গ্র্যান্ট ইন এইড দেওয়া হচ্ছে সেগুলি কিভাবে খরচ হচ্ছে? তার একটা উদাহরণ দেব, ওয়াখিনগর গাঁও সভায় সেখানে ৪ জন টি, ইউ, জে, এসের মেম্বার এবং ৩ জন সি, পি, এম, মেম্বার, যখন প্রধান নির্বাচন করা হলো তখন নানান ভাবে এই টি, ইউ, জে, এসদের ভোট না দিয়ে একটা রিগিং এর মাধ্যমে তাঁরা প্রার্থী করে ফেলেছেন এবং সি, পি, এম প্রধান ঘোষণা করে প্রিসাইডিং অফিসার চলে আসলেন। সেখানে অনেকবার অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে কিন্তু এটা গ্রাহ্য হলো না, অথচ লবনছড়াতে আমাদের টি, ইউ, জে, এসের যে প্রধান তাঁর বিরুদ্ধে সি, পি, এমের ৩ জন মিলে একটা অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন এবং সেটারই রায় দিয়ে বসলেন যে টি, ইউ, জে, এসের আর প্রধান নেই, এই হচ্ছে অবস্থা। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইভাবে রিগিং এর মাধ্যমে কেড়ে নিয়ে ওয়াখিনগর গাঁও সভা চালাচ্ছেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এর জন্য ১৯৮২ সালে ৯ হাজার টাকা স্যাংশান করা

হয়েছিল, সেই টাকার মধ্যে মাত্র ২৫৯৫ টাকা খরচ করা হয়েছে আর বাকী সব টাকা মেম্বার এবং প্রধান মিলে গায়েব করে ফেলেছেন। এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটকেও কি আমার সমর্থন করতে হবে এই খরচের জন্য বাজেট পাশ করতে হবে? মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই পূজোর জন্য যে শাড়ী এসেছিল সেই শাড়িগুলির একটিও বিলি করা হয়নি। কিছু শূকর দেওয়া হয়েছিল তার জন্য যত বেনিফিসিয়ারি আছে তাদের কাছ থেকে ৫ টাকা করে রাখা হলো, এটাকেও কি সমর্থন করতে হবে?

মি: ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আরও দেখা যাচ্ছে শিক্ষার ব্যাপারে এই যে শিলঘাটি হাইস্কুল সেখানে মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার উনি সব সময় গিয়ে বলেন যে শিলাঘাটি হাইস্কুল আমরা করে দিয়েছি, একটা উপজাতি এলাকাতে আমরা উন্নয়নের জন্য একটা শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দিয়েছি, অন্ধকার আর থাকবে না। কি আছে? সেখানে তিনটি বেঞ্চ আছে, একটা ব্ল্যাক বোর্ড পর্যান্ত নেই, কিছু নেই, ঘর পর্যান্ত নেই। মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, আর একটু ভিতরে গিয়ে দেখুন; অমরপুরে যদি গিয়ে ঢোকেন; কিল্লা ব্যারেজে যদি গিয়ে ঢোকেন তাহলে সেখানে তো বলা হবে টিচার কেন দেওয়া হবে? তোমরা তো রতিমোহন জমাতিয়াকে ভোট দিয়েছ, নগেন্দ্র জমাতিয়াকে ভোট দিয়েছো। কোন রাস্তা হবে কেন, ইলেকট্রিসিটি দেব কেন, এই হচ্ছে তাদের জবাব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, একটা ডিপার্টমেণ্ট নয়, সমস্ত ডিপার্টমেণ্টই প্রতিযোগিতা শুরু করেছে কে কতখানি এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়ে কে কতখানি লাভবান হবে, কে কতখানি মূলধন করতে পারবে। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই কারণে এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটকে সমর্থন করা যায় না। আমি এখানে জনগণের তীব্র ক্ষোভ, সমবেদনা এবং অসন্তোষ তাদের অভিযোগ তুলে ধরেছি। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : শ্রীকাশীরাম রিয়াং।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের অর্থ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করেছেন তার সাপোর্ট করা ত যায়না, আমি তার বিরোধীতা করতে গিয়ে আমি বিরোধী দলের সদস্যরা যতগুলি কাট মোশান এনেছেন সেগুলো তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার কাটমোশানের উপর আলোচনা করব। সাপোর্ট করতে না পারার কারণ হল, গত বাজেটের সময় যেসব হেডের উপর যেসব বাজেট করা হয়েছিল সেগুলির ইমপ্লিমেন্ট এখনও হয়নি, তার উপর আবার অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ তা হতেই পারে না। গত বিধান সভায় মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী এখানে ঘোষণা করবেন যে, বগাফা ব্লকে একটা ডিসপেনশারী খোলা হবে। সে] গত বিধানসভাই তিনি অ্যানাউনস্‌মেন্ট দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ত খোলা হয় নাই। তার উপর আবার ব্যয় বরাদ্দ। তাহলে আমরা এই সাপলিমেন্টারী বাজেটকে কি বলতে পারি? আমরা দেখেছি প্রত্যেকটা ইলেকশনের আগে একটা করে সাপলিমেন্টারী বাজেট পেশ করা হয়। কিছুদিন পরে ত এ, ডি, সির ইলেকশান হবে। সেই খরচের জন্যই তারা এই বাজেট পেশ করেছেন। কারণ ইলেকশানে ত কিছু খরচ করতে হবে, তাদের জিততে হবে। কাজেই জনসাধারণের উন্নয়নের জন্য যেসব টাকা খরচ হয় না, তাকে সমর্থন করার কোন যৌক্তিকতা নাই। আজকে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের জন্য আমরা গ্রান্ট দেখি। সবগুলিরই কারণ একই। কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে যখন জিজ্ঞাস করা হয়, বা অন্য মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, এইটা করা হবে না? যখন তারা বলেন কেন্দ্র থেকে টাকা না এলে আমরা করতে পারিনা। চলুন আমরা সবাই মিলে কেন্দ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করি। কিন্তু যখন উনারা যখন বিরোধী দলে ছিলেন, রাজ্যে যখন কংগ্রেস সরকার ছিল তখন তাদের বিরোধীতা করতেন কখন রাজ্যে যেহেতু তারা ক্ষমতায় আছেন এখন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে হবে। এই হচ্ছে তাদের বক্তব্য। ৩০ বৎসরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী না অর্থমন্ত্রীর এমন একটা চরিত্র হয়েছে যে বিরোধীতা করা ছাড়া তিনি আর কিছু জানেন না দিল্লির আসনে যদি উনাকে বসিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ওখানে গিয়ে তিনি বলবেন, ২০০ বৎসর বৃটিশ শাসনে ভারতবর্ষ শোষনের ফলে সব শেষ হয়ে গেছে, চলুন আমরা থ্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইভাবে একটা অজুহাত দেখিয়ে কাজের কিছু হচ্ছে না। যে টাকাটা দেওয়া হচ্ছে সেটা অ্যাবিউস হচ্ছে। এখানে উনারা বলছেন যে, রেল আসছে না। রেলমন্ত্রী এইটা বলেছে, সেইটা বলেছে। রেল ত পকেটে থকবেনা। রেল আপনার

চাওয়ার আগেই ধর্মনগর পর্য্যন্ত এসেছে, কুমারঘাট পর্য্যন্ত আসবে, আগরতলা পর্য্যন্ত আসবে। আপন গতিতেই আসবে। এখানে বসে বসে শুধু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেই চলবে না। কাজ করতে হবে। আপনারা এই গত বৎসরে যে টাকা পেযেছেন তার সদব্যবহার বরেছেন? কই তার ত নমুনা দেখি না। ৩০ বৎসরের কংগ্রেসের শাসনে ৪৮ সনের আগে ত্রিপুরাতে কি ছিল? রাস্তাঘাট ছিল না। মাত্র ৫ কিলোমিটার রাস্তা ছিল কিন্তু কংগ্রেসের আমলে হাজার হাজার মাইল রাস্তা আপনারা তার মেইনটেনেন্সই করতে পারছেন না একটা অফিসও ছিল না। ১০টা সাবডিভিশান হয়েছে, ১৭টা ব্লক আফিস হয়েছে। আমরা ত ৩০ বৎসরে কেন্দ্রের কাছ থেকে মাত্র ২৭৫ কোটি টাকা এনেছি। আপনারা ত এই সাত বৎসরে ১৬০০ কোটি টাকা এনেছেন। কি অ্যাসেট করেছেন? ২৭৫ কোটি টাকার মধ্যে ডম্বুর হাইড্রেল প্রজেক্ট হয়েছে, জুট মিল হয়েছে আরও অনেক কিছু হয়েছে। আপনারা ৬০০ কোটি টাকা এনে কি করতে পেরেছেন? এই কথা আপনারা বলেন, আপনারা ত ফাইভ ষ্টার হোটেল চান, আমরা চাই না। কিন্তু আপনারা গরীবের জন্য কি করেছেন? একটা অ্যাকজাম্পল দেখান। কাজেই এইটা ইলেকশানে জেতার জন্য, নিজের ক্যাডারদের ফাণ্ডকে আরও বৃদ্ধি করার জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। কাজেই আমি এইটা জনস্বার্থ বিরোধী বলে মনে করি। সেইজন্য আমি এই সাপ্লিমেণ্ট্রারী বাজেটকে বিরোধীতা করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : শ্রীবাদল চৌধুরী

শ্রীবাদল চৌধুরী : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইখানে যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট আনা হয়েছে তার সমর্থন করছি এবং বিরোধী সদস্যদের যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন সেগুলিকে তীব্র প্রতিবাদ করছি। এটা আজকে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাজ্যগুলি নানা রকম অর্থনৈতিক অসংগতির মধ্য দিয়ে চলছে। কেন্দ্রের কাছ থেকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত টাকা না পাই ততক্ষণ পর্যান্ত আমরা কোন কাজ করতে পারি না। এমন কি আমাদের রাজ্যের পক্ষে একটি বাজেট করা কঠিন হয়ে দাড়ায়। আজকে আমরা এইখানে দেখেছি বিরোধীদের সদস্যদের মুখে, রাজীব গান্ধী অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইটাকে তারা ধরে নিয়েছেন। এইটাত স্বাভাবিক কারণেই আসবে। যেহেতু রাজ্যের

টাকা ছাপানোর যন্ত্র নেই, কেন্দ্রই সমস্ত ক্ষমতার উৎস, সমস্ত টাকার উৎস। টাকা না দিলে পরে নানা উন্নয়নমূলক কাজে বাধা আসবে। এখানে যে কাট মোশান আনা হয়েছে, কৃষি এবং মৎস্য দপ্তরের মধ্যে কেন যে, এরা কাট মোশান এনেছেন তা আমরা বুঝতে পারি না। বিরোধিতা করার জন্যই এনেছেন, না আনার জন্যই এনেছেন তা আমি পারি না। আপনারা জানেন, গত ১ বৎসরের বন্যায় ফসল নষ্ট হয়েছে, বীজ, ধান রোয়া যে লাগানো হয়েছিল তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বেশীর ভাগ জমিতে বালু জমে চাষের আওতার বাইরে চলে গেছে। স্বাভাবিক কারণেই রাজ্য সরকার নিজের তাগিদেই এই সমস্ত বিপন্ন মানুষের সঙ্গে তাদের দাঁড়াতে হবে এইখানে যে টাকা চাওয়া হয়েছে এই বন্যায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, যারা কৃষক তাদেরকে বীজ ধান, সার দিয়ে সাহায্য করানোর জন্য, তাদের জমি থেকে বালু সরিয়ে আবার চাষের আওতায় আনার জন্য। আমরা এর আগেও সভার মধ্যে আলোচনা করেছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা কৃষির যন্ত্রপাতি ঠিকমত পাচ্ছি না। এই ব্যাপারে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন যিনি কৃষিমন্ত্রী হয়েছেন তার দৃষ্টিতে আনা হয়েছে। আমাদের এইখানে ভাল বীজ সরবরাহ হচ্ছে না, সার সরবরাহ হচ্ছে না। এইখানে কেন্দ্রীয় সরকারের বীজ সংস্থা আছে, সারের সংস্থা আছে, তারা ঠিক ঠিকভাবে সার বীজ সরবরাহ করছে না। আমরা সার, বীজ এগুলি চাইলে এগুলি ঠিক ঠিকভাবে সরবরাহ করা হয় না। এখন বীজের দাম বেড়ে যাচ্ছে, সারের দাম বেড়ে যাচ্ছে কারণ আমাদের বাইরে থেকে তাদেরকে এনে দিতে হবে। আমরা এমন একটা অবস্থার মধ্যে বাস করছি যে, সামনের দিনগুলির কথা বলা আমাদের পক্ষে কঠিন। লোকসভার নির্বাচনের আগে দাঁড়িয়ে এত বড় বড় কথা বলেছেন, মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা বলেছেন, তারা এখন এমন একটা অবস্থায় দাঁড় করিয়েছে যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে পরিকল্পনার টাকা না পেলে পরে কিভাবে বাজেট করবেন তা বলতে পারছেন না। সেখানে নতুন করে বাজেট হয়েছে রেল বাজেট। সেখানে কোন ছাড় দেওয়ার কথা বলা হল না। জিনিষের দাম বাড়ানো হয়েছে, তারজন্য সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত ত আমরা। তাতে যে জিনিসগুলির উপর দাম বাড়ানো হয়েছে তারজন্য সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ততো আমাদের কৃষকরাই, এখানে সার বলুন, বীজ বলুন এখানে কৃষি সামগ্রির কথা যাই বলুন, সেই সমস্ত জিনিনিষগুলি এখানে আনতে গেলে আমার গতকাল যে খরচ পরেছে এই বাজেটের পর সেই খরচ ২০ থেকে ৩০ ভাগ বেড়ে যাবে এবং কৃষককে তার জন্য অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে। যদিও আমরা আমাদের সামর্থের মধ্যে থেকে কিছু ভরতুকী দিচ্ছি কৃষি যন্ত্রপাতির উপর, এগুলির উপর আমরা ৫০ ভাগ

ভুরতুকী দিচ্ছি যাতে কৃষকরা এইগুলি সহজে পেতে পারে। স্বাভাবিক কারণে আমাদের ইচ্ছা না থাকলেও এইটুকু খরচ করতে হচ্ছে এবং তার জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ আমাদের চাইতে হচ্ছে। কাজেই এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের মধ্যে যেটা সব চেয়ে বেশী করে আমরা তুলেছি সেটা হচ্ছে আপনারা দেখেছেন কিছু স্কীম আছে আজকাল যেগুলি কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতাগুলিকে কুক্ষিগত করে রাখার জন্য সেখানে সেন্ট্রাল স্কীম চালু করেছে। আমরা অভিজ্ঞতা থেকে কি দেখেছি যে সেগুলির বছরের প্রথমে যেখানে বরাদ্দ আসা দরকার সেখানে সেগুলি তারা বছরের প্রথমে পাঠায় না এবং বছর যখন শেষ হয়ে যায় তখন তারা এই স্কীমগুলি বরাদ্দ করেন, এখানে নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা হচ্ছে এইগুলিকে বিধানসভার মধ্যে আনতে হবে, বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করে পাশ করিয়ে নিতে হবে, আমরা এইগুলিকে চাওয়ার জন্যই আমাদেরকে সাপ্লিমেন্টারী আনতে হচ্ছে ইচ্ছা না থাকলেও। বছরের প্রথমে যদি কেন্দ্রীয় সরকার এইগুলি বরাদ্দ করতেন, স্কীম অনুযায়ী টাকাটা দিতেন তাহলে তো বছরের প্রথমে একটা মুল বাজেট তৈরী হতো এবং তাতে সেটাকে অন্তর্ভুক্ত করা যেত। আজকে দিল্লীতে একটা কেন্দ্রীয় সরকার তাই আমরা রাজ্য সরকার এই সমস্ত জায়গা থেকে যে সমস্ত স্কীম পাঠাই পরিকল্পনা পাঠাই সেগুলিকে ঠিক মত জবাব দিয়ে তার জন্য যদি তাদের কিছু করনীয় থাকে যদি কিছু টাকা পয়সা বরাদ্দ করার যে কাজ সেই কাজটাকে তারা ঠিকমত পালন করেন কি না সেটা আজকে বলা কঠিন। কারণ এই ধরনের অসংখ্য স্কীম সেখানে পড়ে রয়েছে আমরা জানি না মার্চ্চ মাসের ৩১ তারিখ সেগুলি আসবে কি না এবং তখন সেই স্কীমের অবস্থা বা পরিণতি কিরূপ গিয়ে দাঁড়াবে সেই দিক থেকে এখানে যারা কাট মোশান এনেছেন, এখানে রাজ্যের উন্নয়ন তারা চান না। আমার ভাষায় তাদের কাজ হচ্ছে ঐ কংগ্রেস (ই) ও উপজাতি যুব সমিতি তাদের কাজ হচ্ছে নিজে না খেতে পেয়ে পরের যাত্রা ভঙ্গের মত, তারা আজকে কাজ করে যাচ্ছে আমি তাদেরকে অনুরোধ করব তারা যেন, রাজ্যের এই অবস্থা ও পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজে কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা চিন্তা করে এগুলি আদায়ে সোচ্চার হবেন। আমাদের এই বিরোধী সদস্যরাও তো দিল্লীতে যান। এখানে আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেখেছি কিছু দিন পর যুব সমিতির নেতারা দিল্লী যাবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন, এর আগেও অনেকবার দেখা করেছেন, তা সেখানে গিয়ে তারা কি বলেন? রাজ্যের উন্নয়নের কথা কি বলেন? সেখানে গিয়ে রেল লাইনের জন্য শিল্প কারখানা সৃষ্টি করার জন্য এখানে কৃষকদের যে অবস্থা ঠিক মত সারটা এখানে পৌঁছায় না বীজ। এখানে

পৌঁছায় না, এখানকার কৃষকদের অগ্রগতির পথে যে নানা সমস্যা দিন দিন সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলির ক্ষেত্রে তাদের যে একটা দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। আমরা দেখেছি এর আগেও অনেক রাজ্যের মধ্যে বিরোধীরা যে দায়িত্ব পালন করেন, সেখানে আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে যেখানে শতকরা ৩০ ভাগ লোক উপজাতি, শতকরা ৭০ ভাগ লোক উদ্বাস্তু, শতকরা ৮০ থেকে ৮২ ভাগ লোক আজকে দারীদ্র সীমার নীচে বাস করছে। যেখানে সেখানে আজকে আমাদের একটা সামগ্রিক প্রচেস্টা আজকে দিল্লী গিয়ে এই প্রশ্নটা যদি তারা তোলেন যে, রেল লাইন যাতে এখানে আসে, আজকে মাটির নীচে যে গ্যাস পাওয়া গেছে তার জন্য একটা কারখানা বসানো হয়, কৃষকরা যার মধ্য দিয়ে উপকৃত হতে পারবেন তার জন্য যদি এখানে হয় জুট মিলের কথা বলেন, তাহলেতো ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মানুষের দাবী তার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হবে। সেখানে গিয়েতে তারা এখানকার মানুষের ন্যায্য পাওনার জন্য লড়াই করতে পারতেন। আপনারা দেখছেন সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য সেখানে উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ তৈরী করা হয়েছে। আজকে আবার যে পরিকল্পনা তৈরী করছেন ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, অথচ দুঃখের সংগে একটা বলতে হচ্ছে যে, এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য যে আরও বেশী অর্থ দরকার বিশেষ করে এইটা আজকে সর্বজন স্বীকৃত যে, এই অঞ্চলের অগ্রগতির জন্য উন্নতির জন্য যে সমস্ত কাজের দায়িত্ব পালন করা উচিত ছিল কেন্দ্রীয় সরকার তা করেননি বলেই এই অঞ্চলে বিক্ষুভ ধুমায়িত হচ্ছে এই অঞ্চলের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে, এখানকার সংস্কৃতিকে আজকে ওরা বিপন্ন করতে দিয়েছে আজকে সেই দিক থেকে এই কাজটাকে তারা কতটুকু পানল করতে পারেন। এই উত্তর পূর্বাঞ্চল ক্ষেত্রে আমরা দেখছি, যে টাকা যা যা দরকার তা বরাদ্দ করা হয় না, আর যা বরাদ্দ করা হয় তার মধ্যে আমরা দেখেছি দুইটা তিনটা রাজ্যকে সেখানে সিংহ ভাগটাই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেমন, আজকে কোপিন করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছিল যে ত্রিপুরাকে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে, কিন্তু দেখা গেছে যা যা দরকার তাকে তা দেওয়া হচ্ছে না। এখানে ১০০ কোটি টাকা দিয়ে দ্বিতীয় ব্রহ্মপুত্র নদী তৈরী হচ্ছে আমরা আপত্তি করছি না, কিন্তু এইটাকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের পরিষদে না ঢুকিয়ে ইহাকে তো কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মধ্যে দেওয়া যেতে পারত। আমরা এখানে বীজের জন্য একটা বীজ খামার চেয়েছিলাম এবং কৃষির অগ্রগতির জন্য কিছু কিছু সমস্যার কথা আমরা বলেছিলাম, কিন্তু আমরা দেখেছি যে, উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ আজকে সেগুলির একটাও বরাদ্দ করেন নি। মোট যে টাকার বরাদ্দ করা হয়েছিল তার মধ্যে মাত্র শতকরা ৪ থেকে ৫

ভাগ ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, বলা হযেছে পুরানো যেগুলি ছিল সেগুলি দিয়ে চালিয়ে যাও কাজেই সেই দিক থেকে আজকে রাজ্যে অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য এখানে একটা সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া দরকার। আমি আশা করব এখানে যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সমস্ত সদস্য এইটাকে সমর্থন করবেন এবং এইটাকে পাশ হতে সাহার্য্য করবেন, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রীমতি গীতা চৌধুরী।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গতকাল এই হাউসে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী তথা মুখ্য মন্ত্রী যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট এনেছেন এবং তার উপর আমরা যে কাট মোশনগুলি এনেছি। আমি বলব যে, এই যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট এবং তার উপর আমাদের বিরোধী সদস্যরা যে কাট মোশানগুলি রেখেছে সেগুলিকে সমর্থন করেই আমি আমার বক্তব্য শুরু করেছি। এখানে আমরা দেখলাম যে, মাইনর ইরিগেশানের ও ফ্লাড কনট্রোলের জন্য ৪ কোটি কোটি টাকা ধরা হয়েছে, সত্যিইতো ফ্লাডের জন্য টাকা ধরা হবে এইটাতো অবাস্তর কথা নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফ্লাড হবে এবং তার জন্য জনগনের স্বার্থে টাকা খরচ হবে, কিন্তু আমরা দেখলাম যে বিগত বন্যাতে ক্ষতিগ্রস্থ হল যারা যেমন তেলিয়ামুড়া এলাকাতে ঘুরে দেখলাম সেখানে কোন কংগ্রেসের লোক নাই, উপজাতি যুব সমিতির লোক নেই, সি, পি, এম এর লোক নাই, আমরা সকলে মিলে প্রত্যেকটা গাঁওসভা থেকে ক্ষতিগ্রস্থদের নামের একটা লিস্ট সাবমিট করলাম। কিন্তু দেখা গেল সেই লিষ্ট থেকে একতরফা মানে একদলীয় লোকেরাই টাকা পেযেছে। এমন কি আমরা আরও দেখেছি যে, কংগ্রেসরা যেখানে অত্যান্ত নীচু এলাকায় বাস করছে, ফ্লাডে সেখানে ঘর বাড়ী নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে সেখানেও তারা টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে কারপন্য করছে। অথচ সেই, ১৮ মুড়ায় বন্যার জল যেখানে নাগাল পায় না বড় তুফানে যেখানে একটা ঘরও নষ্ট হয়নি সেখানেও তারা টাকা দিচ্ছে। আমরা আরও দেখেছি বি, ডি, সি, থেকে যে, যেখানে বালু সরানোর জন্য যে টাকা ধরা হয়েছিল সেই টাকা অন্য গাঁওসভায় চলে গেল। বন্যায় যে বালু পড়েছে আজ দুই বছর হল সেই বালু আজও সরানো হয় নি, যেমন গণ্ডা ছড়া ও কমল ছড়াতে যে বালু পড়েছে তার জন্য বার বার আমরা ডেপুটেশান দেওয়া সত্বেও আজ পর্য্যন্ত সেই বালু সরানো হয় নি। অথচ বি, ডি,

সির, মিটিং এ আমরা দেখেছি যে সেই এলাকার জন্য বালু নরানোর টাকা ধরা হয়েছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই যে টাকা এটা কোথায় চলে গেল। তার পর ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট সেখানে কংগ্রেসের আমলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে তার খুব নাম ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে, সেই ফরেষ্টকে নিয়ে আজকের সরকার ছিনিমিনি খেলছে, আবার সাপ্লিমেন্টারীমবাজেটে দেখি তার জন্য দুই লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। সেই দিন আমি P. A. C. কমিটি থেকে নাগীছড়া থেকে যখন আমরা চম্পকনগর হয়ে আগরতলায় আসছিলাম সঙ্গে আমাদের সরকার পক্ষের সদস্যরা ছিলেন তখন পথের মধ্যে দেখলাম একরের পর একর জমি নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে, সেখানে আমাদেরকে সেখানকার একজন স্থানীয় লোক বলল যে আজকে এই যে বাগান দেখছেন দুধারে এইগুলি থেকে রাত্রের অন্ধকাকে গামাই প্রভৃতি যে গাছ আছে সেগুলিকে কেটে দিনের বেলা একটা নালার মধ্যে রাখে আর রাত্রি বেলা ট্রাক বোঝাই করে আগরতলা শহরে পাচার হয়ে যায়। কাজেই সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই ভাবে যে দুর্নীতি পূর্ণ প্রশাসন চলছে তা থেকে দুর্নীতিকে মুক্ত করার জন্য আমরাতো এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে সমর্থন করতে পারি না। এখানে শিক্ষার ব্যাপারে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী বলছেন যে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের হেড মাষ্টার করা হবে। অথচ গত দুবছর আগে এই বিধান সভায় তিনি বলেছিলেন যে, শীঘ্রই আমরা এইসব স্কুলের হেড মাষ্টার দেব, তারপরে আজ দুই বছর হয়ে গেল আজও কোন হেড মাষ্টার তেলিয়ামুড়া স্কুলে দেওয়া হয় নি, সেখানে এসিষ্ট্যান্ট হেড মাষ্টার যিনি আছেন তাকে সমন্বয়ের বন্ধুদের কথায় কাজ করতে হয়। আমি বলেছিলাম যে, আমাদের এলাকায় যারা গরীব যারা বই কিনতে পারেন না তাদেরকে অন্ততপক্ষে বইগুলি দেওয়া হউক। কিন্তু দেখা গেল যে, বইগুলির কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। এইভাবে এখানে যে দুর্নীতিগ্রস্থ প্রশাসন তাকেতো আমরা সমর্থন করতে পারি না।

আমাদের তেলিয়ামুড়ায় ৬৪ জনের নামে উচ্ছেদের নোটিশ এসেছে কিন্তু যারা বেশী জায়গার মালিক তাদের নামে কোন নোটিশ যায় নি। যারা ২ বা ৫ গণ্ডার মালিক তাদের নামে শুধু গিয়েছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যাদের নামে নোটিশ গিয়েছে তাদের কাছে বামফ্রন্টের কর্মীরা গেল এবং বলল যে তাদের কাছে বিক্রী করলে উচ্ছেদ হতে হবে না। এভাবে শ্রমিক মেহনতি মানুষের জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এ রাজ্যের উগ্রপন্থীদের কথা আমি বলছি না তবে আমাদের তেলিয়ামুড়া থেকে খুব দূরে নয় নওগাঁও সেখানে টি, এন, ভি, স্বাধীন পতাকা তুলছে এবং কৃষ্ণকিশোরনগরে একজনকে

খুন করেছে। প্রাক্তন এম, এল, এ'র সাহায্যে এই খুন হল। তেলিয়ামুড়ার প্রাক্তন এম, এল, এ, সি, পি, এমের কর্মী নিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চন্দ্রমোহন সরকারের বাড়ী আক্রমণ করল। তার দোষ সে কংগ্রেসকে সাপোর্ট করেছিল। এইভাবে বামফ্রন্ট সরকারের কর্মীরা চন্দ্রমোহন সরকারকে খুন করল। আমরা জানি যেখানে যেখানে টি, এন. ভি., আক্রমণ হচ্ছে প্রকারান্তরে সি, পি এম, করাচ্ছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার: মাননীয়া সদস্যা পয়েন্ট অব অর্ডার এসেছে, আপনি বসুন।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা: পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয়া সদস্যা সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে এসব কেন তুলছেন?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার: মাননীয়া সদস্যা, আপনি আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীমতী গীতা চোধুরী: মাননীয় রেলমন্ত্রী যে বাজেট দিয়েছেন সেটা ঠিক হয়েছে। মাননীয় ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা জানেন না যে রেলের জন্য যে তেল লাগে তা আরব থেকে আনতে হয়। কিন্তু এখানে জনগণের জন্য যে টাকা এসেছে সে টাকাতো জনগণের জন্য খরচ হচ্ছে না। এই টাকা রাজীব গান্ধীর পকেট থেকে দেওয়া হচ্ছে না, এই টাকা জনগণের টাকা, জনগণের জন্য খরচ হওয়া উচিত। তাই এখানে যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট আনা হয়েছে সেটাকে বিরোধিতা করে এবং কাট মোশানের পক্ষে সমর্থন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি. ডেপুটি স্পীকার: মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা: মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট পেশ করা হয়েছে আমি সেটাকে বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যদি বলতে হয় তাহলে বলতে হবে যে এই সাপ্লি-মেণ্টারী বাজেট বামফ্রন্ট সরকারের দুরদর্শিতার অভাবের ফলশ্রুতি। গত বছর ১.৬ কোটি টাকার মত বাজেট করা হয়েছে আর এই বছরের ১০ দিন বাকী থাকতে ২৯ কোটি ৫০ লক্ষ ০ হাজার টাকার আবার সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট করতে হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত বছরের ঐ টাকার সঙ্গে এই সাপ্লিমেণ্টারীর টাকাটা ধরে

নিলে তা আর এখন সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট করতে হত না। ওনাদের অবস্থা হল অর্দ্ধেক খাওয়ার পর মনে হল যে পেট ভরে নি আরও খেতে হবে। এখানে পুলিশের জন্য আবার ২৫ লক্ষ ৮ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। কোন পুলিশের জন্য? মিজোরামে ১০ বছর যাবৎ মিলিটারী দিয়ে শাসন হয়েছে কিন্তু ত্রিপুরাতে সেটা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করা হবে ভাল কথা। টি. এন. ভি. কেও রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করা প্রয়োজন। এই আগরতলায় পুলিশের থানার কাছে উগ্রপন্থী বলে মারধোর করা হল, হাসপাতালে খুন করা হল, জেলের ভিতরে ধর্ষণ করা হল আর সেই পুলিশের জন্য আরও টাকা চাই। বুঝলাম টি. এন. ভি. দমন করা যায় না তার অনেক কারণ আছে। তাই কেন্দ্রের কাছ থেকে আরও পুলিশ চাওয়া হয়েছে। উগ্রপন্থী কতজন হবে? মাত্র ৫০ থেকে ২৫০ জন হয়ত হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এক একটি ব্যাটেলিয়নে ১০০০ কিছু কম লোক আছে তাহলে ৯ ব্যাটেলিয়নে ত ৯০০০ মত লোক আছে। সে পুলিশ দিয়ে কেন ২০০/২৫০ উগ্রপন্থীকে ধরা যাচ্ছে না? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাকে আরও ৫ মিনিট সময় দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার: না, ২ মিনিট সময় দেওয়া গেল।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা: এখানে ট্রাইবেলদের ওয়েলফেয়ারের জন্য যে টাকা চাওয়া হয়েছে সেটা কোন ট্রাইবেলদের জন্য? স্বশাসিত জেলা পরিষদে ১৬ কোটি টাকার জায়গায় ১১ কোটি ৬৫ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে, তাহলে বাকী টাকা কোথায় গেল? তাহলে কি ট্রাইবেলদের নাম করে বামফ্রন্টের ৩ বছর পূর্তি, ১ বছর পূর্তি ইত্যাদির নাম করে আগরতলায় হাজার হাজার টাকা দিয়ে পূর্তির নামে ফুর্তি করা হয়েছে? এখানে দেখছি আরও ৫০ লক্ষ টাকা ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ারের জন্য চাওয়া হয়েছে। কংগ্রেস আমল থেকে এখন পর্য্যন্ত যেভাবে টাকা দেওয়া হচ্ছে তাতে ত ট্রাইবেলদের ১০ থেকে ১১ তালা দালান হয়ে যেত।

সরকার উপজাতিদের মুরগীর ছানা অনুদান দিয়ে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করার নামে তাদের প্রকারান্তরে মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে দিচ্ছেন। সুতরাং এখানে যে সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্টস্ চাওয়া হয়েছে সেটাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। তবে আমরা জানি যে ত্রিপুরার জনগণের উন্নতি করবার জন্য আরো টাকার প্রয়োজন আছে। বামফ্রণ্ট সরকার টাকা খরচ করছেন কিন্তু তার প্রকৃত হিসাব তো দিতে

পারছেন না। এখানে শিক্ষা খাতে চাওয়া হয়েছে ● কোটি ৭৫ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা আবার আরেক জায়গায় চাওয়া হয়েছে ২৫ লক্ষ ●২ হাজার টাকা। কিন্তু এত টাকা নিয়েও বামফ্রন্ট সরকার কোন কাজ করছেন না। তারা এত টাকা কিভাবে ব্যয় করছেন? কারণ আমরা দেখি যে, বিভিন্ন স্কুলে আসবাবপত্র নেই, নেই চেয়ার, নেই টুল, টেবিল। স্কুল গৃহ নেই। আর উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় লেখাপড়া কিছুই শেখানো হচ্ছে না। আমরা দেখতে পাই যে, ক্লাশ ফাইভে পড়ে এমন ছাত্র তার নিজের নামও লিখতে পারে না। আবার একটা স্কুল আছে এবং তার রেকর্ড বিগত ৭ বৎসর যাবত রয়েছে। কিন্তু আসলে কোন স্কুলই সেখানে নেই অথচ মাষ্টাররা মাসে মাসে মাইনে পাচ্ছেন তা দেখানো হচ্ছে। আবার স্কুলের ২০০ জন ছাত্রের জন্য মাত্র তিন জন মাষ্টার। এই স্কুলের চাল নেই। মাষ্টারদের বসার জন্য মাত্র একটি চেয়ার তাও আবার চেয়ারটির তিনটি পা আছে আরেকটি নেই।

কাজেই ত্রিপুরার এই যে চিত্র আমরা দেখতে পাই এতে আমরা এই সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্টস্‌কে কোনমতেই সমর্থন করতে পারি না। আবার বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাট মোশান এনেছেন সে সবগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্টস্ এর উপর বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাট মোশান এনেছেন সেগুলিকে সমর্থন করছি আর সরকার পক্ষ থেকে যে সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্টস্ এর জন্য ডিমাণ্ড চাওয়া হয়েছে সেগুলির বিরোধীতা করেই আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

এখানে যে কাট মোশান অন্ ডিমাণ্ড নং ১● মেজর হেড্ ২৯৮ এ বলা হয়েছে "That the amount of the demand be reduced by Rs: 1,00.000/- to represnt the economy that can be effected on the particular monthes viz :—Fachure to control eliminate wasteful expenditure of grants in generel to Co-operations.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ, সাধারণত: ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স্-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, এই ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স্ এ বামফ্রন্টের কর্মীরা কাজ করছে। তারা

নিজেদের স্বাধীন মত ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স্ পরিচালনা করছে। সেখানে না আছে কোন হিসাব নিকাস বা সে হিসাব নিকাস করবার জন্য কোন একাউন্টেন্ট। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, এই ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স্ এর হিসাব পরীক্ষা-নীরিক্ষা করবার জন্য অডিটর নিয়োগ করবেন কিন্তু কোন একাউন্টেন্ট বা কোন অডিটর আজ পর্য্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার নিয়োগ করেন নি। আজকে দেখা যায় ল্যাম্পস এবং প্যাক্স এর ব্যাপারে কো-অপারেটিভ এর ডাইরেক্টার দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু উনার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ করা সত্বেও বামফ্রন্ট সরকার উনার বিরুদ্ধে কোন একসন নিতে পারছেন না। এই ধুমাছড়াতে একটা ব্রাঞ্চ করার জন্য ৬৫ হাজার টাকা এবং মনুতে আরেকটা ব্রাঞ্চ করার জন্য ২০ হাজার গ্র্যান্ট করা হয়েছিল। কিন্তু এই দুইটি ব্রাঞ্চের দলিলপত্র কেনা হয়েছে অথচ এগুলির কোন রেজিষ্ট্রেশন হয়নি।

তারপর শিক্ষা বিভাগের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, এই বিভাগ কিভাবে যে টাকা ব্যয় করছে তা আমার বুঝতে পারছি না। কারণ আমরা দেখি যে, ত্রিপুরার বিভিন্ন স্কুলে যেমন ডলুবাড়ী সিনিয়র বেসিক স্কুলে, কুলাই সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে কিন্তু স্কুলের কোন গৃহ নেই, নেই কোন আসবাব পত্র। কাজেই ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টসকে কোন মতেই সাপোর্ট করতে পারেন না। তাছাড়া পি, ডবলিউ, ডিপার্টমেন্টের কাজেও আমরা দেখি বৈষম্যমুলক আচরণ। বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করছেন যে, উপজাতি বেকার যুবকদের কাজ পাইয়ে দিবেন। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেছে যে, উপজাতি যুবকরা পূর্ত্ত বিভাগ থেকে সে পরিমাণে কোন কাজ পাচ্ছে না। তারপর বিভিন্ন যে এন, আর, ই, পি, এবং এম, আর, ই, পি এর কাজ চলছে তারও কোন হিসাব নেই। তাছাড়া পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রী বলেছেন যে, ওনি যা পারবেন না তা নাকি ভগবানেও পারবেন না। উনি কি তাহলে ভগবানের প্রতি-নিধি হয়ে গেছেন? আজকে বিভিন্ন ব্লক এলাকার গ্রামগুলিতে যে পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে, যে টিউবওয়েল রিংওয়েল ইত্যাদি রয়েছে সেগুলির মাথা নেই ভেঙ্গে গেছে অনেকদিন আগেই। কিন্তু সেগুলির মেরামতী করা হচ্ছে না। কাজেই আমরা পরিস্কার দেখতে যে, বামফ্রন্ট সরকার জনগণের স্বার্থে এই সাপ্লি-মেন্টারী গ্র্যান্টস-এর টাকা চাচ্ছেন না, নিজেদের স্বার্থেই এই টাকা বরাদ্দ চেয়েছেন। কাজেই জন-স্বার্থ বিরোধী এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টসকে আমরা কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না। এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস এর বিরোধিতা করে বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাট মোশন এনেছেন সেগুলিকে সমর্থন করে আমি

আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার : মাননীয় পূর্তমন্ত্রী মহোদয়কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, সাপ্লিমেন্টারী সবসুদ্ধ ডিমাণ্ডে ২৯ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার ডিমাণ্ড পেশ করছি। বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাট মোশান এনেছেন আমি সে সব কাট মোশানের বিরোধীতা করে আমার সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের পক্ষে বক্তব্য রাখছি।

এখানে যে সর্বমোট ২৯ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার ডিমাণ্ড পেশ করা হয়েছে তার মধ্যে আমার ডিমাণ্ড হলো সাতটি। এই সাতটিতে মোট ১৪ কোটি ৫৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার ডিমাণ্ড রয়েছে। তার মধ্যে ২ কোটি ৭৩ লক্ষ ৭ হাজার টাকা রয়েছে. জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, কর্মচারীদের বেতন ভাতা দিতে হয়েছে এই সকল অতিরিক্ত ব্যয় মিটাবার জন্যে, এই অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন।

স্যার এই ডিমাণ্ডের মধ্যে আমরা আরেকটি বড ডিমাণ্ড রয়েছে ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। মেজর হেড ২৮৯ রিলিফ অন একাউণ্ট অব নেচারেল কেলামিটিজ। বিরোধী দলের সদস্যরা আমার এই ডিমাণ্ডগুলির উপর ৫৬টি কাট মোশান এনেছেন। ফলে একটি একটি করে কাট মোশানের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আমি বলতে চাই যে বিগত বৎসরে বিধ্বংসী বন্যা হয়ে গেল এটা ত্রিপুরার সবাই জানেন। এই বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির জন্য আমি কেন্দ্রের নিকট ৮ কোটি টাকা চেয়েছিলাম কারণ ত্রিপুরার প্রায় সকল রাস্তা এবং ব্রিজগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে আমরা পেলেম ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরাও স্বীকার করবেন যে, গত বৎসরের এবং তার আগের বৎসরের বিধ্বংসী বন্যায় ত্রিপুরার সমস্ত রাস্তা ঘাট, পুল এবং সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই যোগাযোগ ব্যবস্থা বহাল রাখার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সে পরিমাণ অর্থ এখানে চাওয়া হয়েছে। এবং এই যোগাযোগ ব্যবস্থা বহাল রাখার বিরোধীতা কোন প্রকৃত দেশসেবী করতে পারে না।

স্যার, আমাদের ত্রিপুরার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সবই বাইরে থেকে আনতে

হয়। কিন্তু আমরা রেলওয়ে ওয়াগন পাই না। ফলে আমাদের বেশী খরচ করে অন্য ভাবে জিনিসপত্র আনতে হয়।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : ভারত সরকার কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস্, ষ্টিল সিমেন্ট প্রভৃতির দর বাড়াচ্ছেন। সেজন্য আজকে সাপ্লীমেণ্টারী ডিমাণ্ডে এই অতিরিক্ত টাকার টাকার প্রয়োজন হয়েছে। ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫ এর মধ্যে, আমাদের এডমিনিস্ট্রেটিভ বিলডিং যেগুলি রয়েছে বিভিন্ন ডাইরেক্টরের যেমন এনিমেল হাজবেনড্রী ইণ্ডাষ্ট্রি বিদ্যুৎ দপ্তর, চীফ ইঞ্জিনীয়ারের অফিস, তারপর গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়াকে আমরা বলেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ষ্টিল ডিপো করা দরকার। কারণ ষ্টিলের জন্য আমাদের কলকাতা যেতে হয়, গৌহাটি যেতে হয়, সেজন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। এই সমস্ত নির্মাণ কর্মের জন্য আমরা টাকা চেয়েছি ১৫নং ডিমাণ্ডে। ১৬নং ডিমাণ্ডে ৩১.২৮ লক্ষ টাকা চেয়েছি। সবাই জানেন যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক গরীব অংশের মানুষ আছে যাদের ঘর নেই বাড়ী নেই। আমরা ঠিক করেছি—আমরা হাউসিং বোর্ড তৈরী করেছি - আমরা ঠিক করেছি শহরের আশে পাশে ঘর তৈরী করে কিসতিতে ঘর বিক্রি করব। সরকার থেকে টাকা দিচ্ছি এবং হাডকো থেকে টাকা এনে আমরা হাউসিং স্কীম করেছি এবং তার জন্য এখানে আমরা টাকা চেয়েছি এবং হাউসিং বোর্ডকে কিছু টাকা দেওয়ার চেষ্টা করছি। ১,৫৫,১১,০০০ টাকা রয়েছে এই ডিমাণ্ডে।

৭ম অর্থ কমিশনের যে টাকা আমাদের হাতে ছিল, পুলিশ কর্মচারীদের ব্যারাক অফিস ইত্যাদির জন্য এই টাকার ব্যবস্থা আমরা করছি। এই ডিমাণ্ডের মধ্যে একটা বড় অংকের টাকা আছে - ৮৮,১৭,০০০ টাকা। এটা বর্ডার ফোর্সকে আমরা দিচ্ছি এন. ই. সি. এর টাকা। ত্রিপুরা রাজ্যে যারা উগ্রপন্থী কার্যকলাপ করে, মানুষ হত্যা করে বাংলাদেশে চলে যায়, বি, এস, এফ, মুভ করতে পারে না, রাস্তা ঘাটের অভাবে, সেইজন্য আমরা এই টাকা বর্ডার ফোর্সকে দিচ্ছি। তাদের বলেছি, কিছু কিছু রাস্তা তোমরা আমাদের করে দাও। সেজন্য আমরা টাকা দিচ্ছি।

এই ডিমাণ্ডে আর একটা রয়েছে (৬৮০)। এখানে ২৫ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করছি যাতে করে এল, আই, জি, ইকনমিকেলী যারা দুর্বল, তাদের জন্য ব্যবস্থা করতে পারি।

এখানে ১৭নং ডিমাণ্ডের মধ্যে ১,৭০,৩২,০০০ টাকা চেয়েছি। তার মধ্যে বিদ্যুতের কথা এখানে রয়েছে। গত বন্যায় আমাদের বিদ্যুৎ দপ্তরের অনেক জায়গায় ক্ষতি হয়েছে এবং সেজন্য ১০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে এবং আসাম থেকে প্রতিদিন বিদ্যুৎ আমাদের কিনতে হয়। এখন পীক পিরিয়ড। বিদ্যুৎ আমাদের কিনতে এবং সেই বিদ্যুতের দাম মেটানোর জন্য ৬৫ লক্ষ টাকা রেখেছি। তাছাড়া ২০ লক্ষ টাকা রেখেছি ৩০৪ যেটা বিদ্যুৎ টেক্স হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে তাঁদের দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমি শুধু এইটুকু উল্লেখ করতে চাই যে, বিদ্যুতের উপর অনেকগুলি কাট মোশান এসেছে, কিন্তু আমি উল্লেখ করতে চাই যে আমরা যখন সরকারে আসি, তখন মাত্র ৩৬৭টি ভিলেজ ইলেকট্রিফাইড ছিল সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে, কিন্তু আজকে ইলেকট্রিফাইড ভিলেজ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৭০৫ টি। এখানে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা রয়েছেন বিগত ৩০ বছরে এই রাজ্যে কি হয়েছে, না হয়েছে, তাদের অজানা নয়, তাই আমি বলছি যে ১৯৭৮ সালের আগে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মাত্র ৪টি ট্রাইবেল ভিলেজ ইলেকট্রিফাইড ছিল, কিন্তু আমরা বামফ্রন্ট সরকারে এসে এখন পর্য্যন্ত ৫২৭টি ট্রাইবেল ভিলেজ ইলেকট্রিফাইড করেছি। কাজেই একথাটা মাননীয় সদস্যদের মনে রাখার প্রয়োজন। স্যার আমার যে ডিমাণ্ড তাতে আমি ১ কোটি ২৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকার অনুমোদন চেয়েছি, এর মধ্যে যে সমস্ত স্কীমগুলি রয়েছে, সেগুলি হচ্ছে স্যানিটেশান ওয়াটার সাপ্লাই, বাঁধ নির্মাণ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইত্যাদির বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার। স্যার, আমরা এসব কাজ করার জন্য কেন্দ্রের কাছে ২০০ কোটি টাকা চেয়েছিলাম কিন্তু তারা আমাদের ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা মাত্র দিয়েছেন। আমাদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিগত বন্যায় যে বাঁধগুলি নষ্ট হয়েছে সেগুলির মেরামতির জন্যই এ টাকাটা খরচ করা হচ্ছে। বিগত বন্যায় আমাদের প্রায় ২৭টা স্কীমে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেগুলির মেরামতির জন্যই আমরা এই টাকাটা বরাদ্দ চেয়েছিলাম। মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমি বলছি যে, ১৯৭৭ পর্যান্ত আমাদের এই ধরনের ১০০টা স্কীম ছিল, এখন আমরা সেই জায়গাতে ৩০১টা স্কীম চালু করেছি। ১৯৭৭ সন পর্য্যন্ত মোট ২০টা বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ছিল, সেগুলির মোট দৈর্ঘের পরিমান ছিল ২২ কিলোমিটার, এখন সেগুলির মোট পরিমান দাড়িয়েছে ১০২ কিলোমিটার। স্যার, আমাদের বাজেটে বরাদ্দকৃত প্রতিটি পয়সা জনসাধারনের কাজে খরচ হচ্ছে। তারপরেও বিরোধী পক্ষ বলেন, আমাদের এই বাজেটটা নাকি দুর্নীতির বাজেট, আমাদের এখানে উপজাতি সদস্য যারা

আছেন, তদেরকে আমি অনুরোধ করব যে দুর্নীতি বলে যদি কিছু থাকে, তা দেখার জন্য আপনার ঐ মেঘালয়ে যেতে পারেন, সেখানে গিয়ে দেখবেন যে, ১০ কোটি টাকায় এর পরিমাণ আরও বাড়বে সেখানে মাত্র ৬টি বাঁধের কাজ করেছে। এই রকম দুর্নীতিবাজ সরকার ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র মেঘালয়ে আছে, সেখানকার দু'জন মন্ত্রীকে এরজন্য পদত্যাগ করতে হয়েছে। কাজেই বিরোধী সদস্য যারা আছেন, যারা দুর্নীতির কথা বলেন, আমাদের হয়তো সামান্য কিছু দুর্নীতি থাকতে পারে, কোটি কোটি টাকার খরচের মধ্যে হয়তো কোথাও এটা হতে পারে. কিন্তু ঐ মেঘালয়ে যেটা হয়ে গেল, সেই রকম কিছু নয়। স্যার, তারপর আমার ডিমাণ্ড নাম্বার ১৯ ওতে ২ কোটি ৮ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকার বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এখানে আমাদের রুরাল এরিয়াতে ওয়াটার সাপ্লাই করতে হচ্ছে। তাই আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, ১৯৭৮ সালের আগে আমাদের কি ছিল, আর এখন বা আমরা কতটা করতে পেরেছি। আমাদের ডিমাণ্ড জাষ্টিফাইড, আমরা অত্যন্ত ন্যায্য ভাবেই এই ডিমাণ্ড করতে পারি, আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বার্থে কাজ করছি, আর তারই ভিত্তিতে আমরা এখানে ডিমাণ্ড প্লেস করেছি। আমাদের আসার আগে অর্থাৎ ১৯৭৮ সালের আগে সারা ত্রিপুরাতে মাত্র ২০টি ডিপ টিউব ওয়েল ছিল, শুধু ওয়াটার সাপ্লাই করার জন্য, এখন পর্য্যন্ত আমরা সেই জায়গাতে ৮১ টা অলরেডি কমিশণ্ড করেছি, আরও ৪৮টার ওয়ার্ক অন প্রগ্রেস আমরা আশা করছি যে, সেগুলও কয়েক দিনের মধ্যে চালু হয়ে যাবে। স্যার রিগের জন্য টাকা ধরেছি, কারণ আমরা আমাদের এই রাজ্যের জল সম্পদকে ভাল ভাবে ব্যবহার করতে চাই, কি পানীয় জলের জন্য, কি কৃষকদের জমিতে জল সেচের জন্য আমরা আরও বেশী করে ডিপ টিউব ওয়েল করতে চাই, তার জন্য আমাদের টাকার দরকার, লক্ষ লক্ষ টাকার দরকার। কারণ ১০/১৫ হাজার টাকা দিয়ে তো একটা রিগ কেনা যায় না। এই প্রসঙ্গে আমি আরও জানাতে চাই যে ১৯৭২ইং সন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে মাত্র ৮ কোটি টাকা প্লেন মানি আসতো, ১৯৭৭ইং সন পর্য্যন্ত সেটা বেড়ে হয়েছিল ১৫ কোটি টাকা। কিন্তু আমরা যখন সরকারে আসি, তখন থেকেই আমরা টাকার জন্য লড়াই করে আসছি এবং লড়াই করে কেন্দ্রের কায থেকে বেশী বেশী টাকা আদায় করার চেস্টা করছি সেজন্য আমরা অর্থ কমিশন, এমন কি সারকারিয়া কমিশনের কাছেও আমাদের বক্তব্য করে ধরেছি, কাজেই জনগনের সমর্থন আমাদের দিকেই থাকবে। কিন্তু আমাদের বিরোধী পক্ষে যারা আছেন, তারা ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব অবস্থার কথা মোটেই চিন্তা করছেন

না, কারণ সেই চিন্তাধারা তাদের মধ্যে নাই। বিরোধী পক্ষে দুই দল রয়েছে, একদল নাকি ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের স্বার্থ ছাড়া আর অন্য কিছুই চিন্তা করেন না, আবার আর একদল রাজ্যের জনগণের কথা চিন্তা না করে দেউলিয়া হয়ে গেরেন ফলে দুই দলে এখন জোট বেধেধেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এতদিনে তাদের স্বরূপ জেনে ফেলেছে, কাজেই জোট দিয়ে আর কিছু হবার নয়। স্যার, আমি সব কথাই বললাম, আমার যে ডিমাণ্ডগুলি রয়েছে, সেগুলি যথার্থই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য কাজ করার জন্য, আমি আশা করব যে বিরোধী দলের সদস্যরা যারা আমার ডিমাণ্ডগুলির বিরুদ্ধে কাট মোশান এনেছেন, সেগুলি তুলে নিয়ে এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে যে সমস্ত ডিমাণ্ড রয়েছে, সেগুলিকে আন্তরিক সমর্থন জানাবেন।

মিঃ স্পিকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস :—

শ্রীখগেন দাস : মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে যে সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্রেণ্টস পেশ করেছেন, সেটাকে আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধীদের পক্ষ থেকে যে সব কাট মোশান এসেছে, সেগুলির বিরোধিতা করছি। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে জনগণের জন্য কাজ করে চলেছি, সুতরাং আমাদের টাকার প্রয়োজন রয়েছে। আর ওরা কাজ করবেন না বলেই ওদের বেশী টাকার প্রয়োজন নাই। তাই ওরা এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থের কথা না বলে, ঐ দিল্লীর স্বার্থ কিভাবে রক্ষা হয়, সেই সম্পর্কে কথা বলবেন, তাতে আমাদের আশ্চর্য্য হওয়ার কি আছে। তারা তো এতদিন ধরে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের কথা চিন্তা না করে, দিল্লীকে রাজ্যের জন্য মোট বরাদ্দের ৫০ ভাগ টাকা পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু আমরা এই রাজ্যের জন্য চিন্তা করি বলেই দিল্লীর কাছ থেকে আরও বেশী টাকা পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করি, রাজ্যের হাতে আরও ক্ষমতা চাই। আমাদের হাতে আরও ক্ষমতা দিতে হবে, আরও অধিকার দিতে হবে। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যরা এই রাজ্যে যে সমস্ত বিপদাপন্ন রোগাগ্রস্থ রোগী রয়েছে, তাদের সুষ্ঠ চিকিৎসার জন্য হাসপাতালগুলিকে সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনা করার জন্য আমরা যে বরাদ্দ পেশ করেছি, তার বিরোদ্ধেও কাট মোশান এনেছেন।

গত বছর দিল্লীতে স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের একটা মিটিং হয়েছিল এবং সেখানে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আমার পাশে বসেছিলেন উত্তর প্রদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রী। ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড় রাজ্য সেখানকার অবস্থা শুনে রাখুন। একটা সর্বভারতীয়

সম্মেলনে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে, মাননীয় শংকরানন্দজী—এখন অবশ্য উনি নেই—উনি বললেন যে, আমার এই উত্তর প্রদেশের স্বাস্থ্য দপ্তর পরিচালনার জন্য আমার হাসপাতাল পরিচালনার জন্য আপনার হস্তক্ষেপ দাবী করছি। এতবড় একটা রাজ্য ভারতবর্ষে আর আছে? সেখানকার স্বাস্থ্য মন্ত্রী তিনি এইকথা বলছেন আর আমাদের এখানে হাসপাতালে শিশু রোগীদের মায়েদের পর্যন্ত আমরা খাওয়ার দেই। আপনারা ঘুরে দেখে আসুন ভারতবর্ষের কোথায় মায়েদের হাসপাতাল থেকে খাবার দেয়। সেই সব রাজ্যে হাসপাতাল থেকে শুধু ঔষধের প্রেসকৃপশান করে দেয়, ঔষধ বাইরে থেকে কিনে আনতে হয়। কেন্দ্র এইসব জিনিষ পত্রের দাম বাড়াচ্ছে এর ফলে প্রতিটা জিনিষের দাম বাড়ছে, ঔষধের থেকে সব্জীর উপর ট্যাক্স পরছে সেজন্য জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে। এবং যেহেতু আমরা আরও বেশী ঔষধ দিতে চাই, ত্রিপুরার জনগনের আরও মঙ্গল করতে চাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা যে টাকা চেয়েছিলাম তার ৫০ ভাগ টাকা উনা কেটে দিয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ শতকরা ৮২ জন দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে, শতকরা ২৯ ভাগ ট্রাইবেল আর ৫ ভাগ তপশীল জাতিভুক্ত আর বাকী সব উদ্বাস্তু। সেখানে শতকরা ৫০ ভাগ টাকা কেটে দিলেন ওরা। সুতরাং আজকে আমরা এক্স-রে মেসিন বসিয়েছি এখানে গত ২৫ বছর আগে এক্স রে মেসিন এনেছিল সেটা এখন অচল হয়ে পড়ে আছে। হাসপাতালে শুধু সি, পি, এমের লোক যাবে না, কংগ্রেস (আই) ও উপজাতি যুব সমিতির লোকেরাও যাবে। তাই আমি আপনাদের কাছে আবেদন রাখছি, হাসপাতাল সুষ্ঠ ভাবে পরিচালন করার জন্য সেখানে আরও বেশী করে ঔষধ পত্র দেওয়ার জন্য আরও বেশী ডায়েট দেওয়ার জন্য আপনারা সবাই সহযোগীতা করুন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে কাট মোশানের বাইরে যেসব কথা বলা হয়েছে আমি সেগুলির জবাব দিতে যাচ্ছি না। কিন্তু মাননীয় সদস্য কাশীরাম রিয়াং মহাশয় যে কথা বললেন উনি কোথায় থাকেন আমি জানি না। বগাফা ব্লকে উনি যান কি না—উনি বললেন যে, আমরা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খুলি নাই। আমরা বীরচন্দ্র মনুতে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খুলেছি। বীরচন্দ্র মনু কোথায় উনি কি জানেন না? পশ্চিম ঝালুক বাড়ী সেটা কোথায় উনি সেটা জানেন না, সেখানে খোলা হয়েছে। রামরাইবাড়ী সেটা কি ত্রিপুরার বাইরে বগাফার বাইরে? উনি কি সেটা জানেন না? অদ্ভুত ব্যাপার—উনি সেখানে যান না। সুতরাং মাননীয় সদস্য যে কথা বললেন সেগুলি ঠিক

নয় এবং আমরা যেসব কথা বলি সেগুলি আমরা চিন্তা ভাবনা করে বলি। আমরা আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে জনসাধারনের মঙ্গল করার চেষ্টা করি। যখন পারব না তখনও বলব যে, আমরা পারলাম না এবং কেন পারলাম না সেটাও জনসাধারনকে জানিয়ে দেব যে এই, এই কারণে পারলাম না। কাজেই ত্রিপুরার জনসাধারনের মংগলের জন্য আমরা আপনাদের কাছে আবেদন রাখব যে, আমাদের আরও হাসপাতালের দরকার, ত্রিপুরা রাজ্যের আরও উন্নয়নমূলক কাজের দরকার, তাই আমরা দিল্লীর কাছে দরবার করতে চাই। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে গিয়ে বলেছিলেন যে, আমি ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে এখানে টাকা চাইতে এসেছি, আপনারা যদি টাকা না দেন তাহলে আমি আমার কাগজপত্র নিয়ে ত্রিপুরায় ফিরে যাল এবং ত্রিপুরার মানুষকে বলব যে আমি তোমাদের জন্য টাকা চেয়েও আনতে পারি নাই। মুখ্যমন্ত্রী আদায় করেছেন—আমাদের সংগে ২২ লক্ষ মানুষ আছে বলেই আমরা আদায় করতে পেরেছি। কাজেই আপনারা এই সব থেকে বিরত থাকুন। গত ৩০ বছর যা করেছেন এখানে বসে থাকার জন্য দিল্লীর ভজনা করেছেন, তার বাজেটের অর্দ্ধেক টাকা ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন। ত্রিপুরার মানুষের মংগলের কথা চিন্তা করেন না? সেইজন্য ত্রিপুরার মানুষ আপনাদের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর একটা কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। আমরা বলেছিলাম ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক ভূমিহীন আছে, অনেক গৃহহীন আছে, আমরা যদি জরিপের কাজ শেষ করতে পারি তাহলে উদ্বাস্তু জমি যেগুলি আছে সেগুলি আমরা বের করতে পারব। সেজন্য আমরা জরিপের কাজ হাতে নিয়েছি এবং এই জমিগুলি যদি আমরা আইডেনটিফাই করতে পারি তাহলে সেগুলি আমরা ঐসব ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মধ্যে সেগুলি বিলি বণ্টন করে দিতে পারব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যারা আজকে ভূমিহীন আছে যারা গৃহহীন আছে তারা তাদের প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে কোন রকম সাহায্য পায় না। কারণ যেহেতু তাদের কোন জমির দলিল নাই, ব্যাংকের কাছে দলিল পেশ করতে পারে না, সেজন্য তারা ব্যাংক থেকে কোন ঋণ পায় না। সেজন্য আমরা জরিপের কাজ শুরু করেছি। এবং সেটা সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য আমাদের আরও টাকার দরকার। কারণ আমরা যদি তাদের হাতে জমির দলিল দিতে পারি তাহলে তারা ব্যাংক থেকে বিভিন্ন রকম সাহায্য পাবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, '৮৪ সালে আমাদের ত্রিপুরায় প্রচণ্ড বন্যা হয়েছিল। সেই বন্যার ফলে গ্রাম ত্রিপুরার মানুষ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ

হয়েছিল, তাদের বাড়ী ঘর ভেঙ্গে গিয়েছিল। সেইসব বিপন্ন মানুষকে এই বামফ্রন্ট সরকার নানাহ জায়গায় ক্যাম্প করে তাদের বাঁচার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেজন্য আমরা ১২ কোটি টাকার উপর চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের মাত্র অর্দ্ধেক টাকা দিয়েছে। তাই যে টাকা চেয়েছি সেই টাকা দিয়ে আমাদের খরচ সংকুলান হয় না, তাই আমরা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের এান কাজের জন্য আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের মাধ্যমে যে টাকা চেয়েছে। সেটাকে সমর্থন জানিয়ে যে সমস্ত কাট মোশান এসেছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী।

শ্রীদশরথ দেব— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী এখানে উপস্থিত করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখব। আর যে সব ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে সেই জনস্বার্থ বিরোধী ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি এই হাউসে বাতিল হওয়া উচিত।

এরা আপত্তি করেছেন। এটা কেন আনা হয়েছে। কাজের সরকার থাকলে টাকার প্রয়োজন হয়। আর অকর্মন্য সরকার হলে টাকার দরকার হয় না। কাজেই এই সরকার বাজেটের টাকা খরচ করছে, খুব কাজ করছে। এই সরকারের আগে এখানে যে সরকার ছিল তার বাজেট ছিল ১৫ কোটি টাকার। তার মধ্যে দশ কোটি টাকা সাড়ে দশ কোটি টাকা খরচ করতো আর বাকী চার সাড়ে চার কোটি টাকা ফেরত যেত। বিরোধীদের কথা না হয় বাদ দিলাম ওরা তো সরকারের বলছেন কিন্তু ওদের অল ইণ্ডিয়া রেডিও কি করছে? ওটাতো কেন্দ্রীয় সরকারের কি বিকৃত তথ্য দিলেন। আমি বলেছিলাম ১২৩২২ জনকে পেনসন দেওয়ার জন্য, প্রচার করে দিল ১১ হাজার। ১৫ হাজার বিকলাঙ্গদেরকে পেনসন দেওয়ার আমরা প্রস্তাব করেছিলাম, কিন্তু ফাইনেন্স্ কমিশন এবং প্ল্যানিং কমিশন এই প্রস্তাব বাতিল করে দিল। আমাদের সরকারের প্রস্তাব প্ল্যানিং কমিশন বাতিল করেছেন, নাচক করে দিলেন। আকাশবাণী প্রচার করল যে বিধবাদেরকে ভাতা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা এই সরকারের নেই। নেই কেন্দ্রীয় সরকারের। এই সরকারের নয়। ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক স্কুল ঘর ভেঙ্গে পড়েছে, ফার্ণিচার নাই, ফার্ণিচারের দরকার। এই সমস্ত কাজের

জন্য আমরা ৩১ কোটি ২৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা চেয়েছিলাম কিন্তু তিন কোটি ৫৪ লক্ষ দশ হাজার টাকা আমরা কম পেয়েছি। কাজেই টাকা কম পাওয়ার জন্য চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। গত কয়েক বৎসরে অনেক স্কুল গৃহের কন্‌ষ্ট্রাকশন, রিপেয়ারিং করা হয়েছে। ১৯৮৪ সালে ১১৫৬টি বিল্ডিং, ৪৯৫২টি রিপেয়ারিং ওয়ার্ক। এই খাতে খরচ হয়েছে ৫৮ লক্ষ ৮৮ হাজার ৫০০ টাকা। এছাড়া এস, আর, ই, পি এবং এন আর, ই, পি, এর কাজ করা হয়েছে। এখনও অনেক কাজ বাকী আছে। অনেক স্কুল জীর্ণ অবস্থায় আছে। সেই জন্য এখানে ● লক্ষ টাকা ডিমাণ্ডে চাওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা প্রশ্ন তুলেছেন এত টাকা চাওয়া হয়েছে কেন? এক নম্বর হল—ডি, এ, বেড়েছে স্কুলের শিক্ষক এবং কর্মচারীদের। সেই জন্য আরও টাকার দরকার। অ্যাডিশনেল ডি, এ এবং বেনিফিসারী যারা তাদের নাম্বার বেড়েছে। ফার্ণিচার ও কন্টিনজেনসিতে টাকার দরকার। রিপ্রিন্টিং অব "রবীন্দ্রনাথ এবং ত্রিপুরা" সেই টাকাও বাজেটে ধরা হয়েছে। ব্ল্যাক বোর্ডের জন্য, কনসট্রাকশন অব হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল এই সমস্ত কাজের জন্য টাকার দরকার। তারপর রোরেল টেকনোলজি, পলিটেকনিকেল এবং ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এর জন্য কমপিউটার ইত্যাদি ফ্যাসিলিটি দেওয়ার জন্যও টাকার দরকার। এই সবও বাজেটে ধরা হয়েছে। অপ্রয়োজনে কোন টাকা ধরা হয় নি। তারপরে আছে মেডিকেলে ফেসিলিটিস। এস, টি এবং এস, সি স্টুডেন্টস যারা বাহিরে পড়াশুনা করছে মেডিকেল যেমন এম, বি, বি, এস, আয়ুর্বেদী, হোমিওপ্যাথি কোর্সে পড়াশুনা করছেন। এর মধ্যে ৩৫ জন এস, টি, এবং ৪৮ জন এস, সি হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টে। ১১ জন এস, টি এবং ২● জন এস, সি আছেন এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে। তাদের স্টাইপেনডের জন্য টাকার দরকার। আমরা ১৮৫ টাকা দেই। তাদের খুব কষ্ট হয়। এটা বাড়ানো যায় কি না সেটা বিবেচনাধীন আছে। তারপর ট্রাইবেলদের টি, সি, এস পরীক্ষার জন্য টাকার দরকার। এস, টি ১১ জন এস, সি ১৯ জন আছেন যারা টি, সি, এস পরীক্ষা দেবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় গত এক বৎসরে ২১১টা স্কুল ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি মেরামত করার দরকার। বর্তমানে কিছু বন্ধ আছে সেগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্যদের সহযোগীতা চাইছি। মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাংখল, রসিক লাল রায় এরা কাট মোশন এনে বলেছেন যে স্বশাসিত জেলা পরিষদে ওয়াসফুল এক্সপেনডিচার হচ্ছে। জেলা পরিষদে কোন অপচয় নাই। গত তিন বছরে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায়

বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে আরও টাকার দরকার। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন যে বার্ধক্য ভাতার নাকি অপচয় হচ্ছে। বেনিফিসারী যারা তারাই এই টাকা পাচ্ছেন' এফ ন, প, ও অপচয় হচ্ছে না। মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্ম্মা তৈহু, অমৃপিব বিল্ডিং কন্‌সট্রাকশনের উপর কাট মোশন এনেছেন। অমৃপি ও তৈহু স্কুলের কন্‌সট্রাকশন আরম্ভ হচ্ছে। তৈহু স্কুলে ফার্ণিচার ইত্যাদি দশ হাজার টাকার জিনিস সাপ্লাই দেওয়ার তিন দিনের মধ্যেই সব পুড়ে ছাড়খার করে দিয়েছে। কোন সরকারের পক্ষেই সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি পুরণ করা সম্ভব নয়। যাহাই হউক এ' সমস্ত স্কুলে খুব সহসাই বিল্ডিং এর কাজ সুরু হয়ে গেছে

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : মিঃ স্পীকার, স্যার আমি প্রস্তাব করছি এই সভা আরও ৩০ মিনিট বাড়িয়ে দেওয়া হোক।

মিঃ স্পীকার : আমি হাউসের সেন্স নিয়ে এই সভা আরও ৩০ মিনিট বাড়ালাম।

শ্রীদশরথ দেব : স্যার, মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা বলেছেন স্বশাসিত জেলা পরিষদের বর্ষ পূর্ত্তি আছে। উৎসব কেন? স্বশাসিত জেলা পরিষদ থাকলে তার বর্ষ পূর্তিও থাকবে। কারণ তার একটা ইতিহাস আছে ইতিহাসেরও বর্ষপূর্তি ওদের টি, ইউ, জে, এসের ইতিহাস নেই, কাজেই বর্ষ পূর্ত্তিও নেই। উনারা কোন কালাবাকে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু আমরা করি। এই বর্ষ পূর্ত্তি উৎসব উপলক্ষে ত্রিপুরার উপজাতিদের সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করছি এবং করব। স্বশাসিত জেলা পরিষদ সম্পর্কে ওদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। কারণ সেখানে এদের জন মেম্বারের স্থলে এখন মাত্র ২ জনে এসে দাঁড়িয়েছে পরবর্ত্তী সময়ে হয়তো একজনও থাকবেনা। কাজেই এটা সম্পর্কে তাদের আগ্রহ থাকবার কথা নয়। স্যার, এখানে আর একটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। সেটা হচ্ছে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া তাঁর বক্তব্যে বলেছেন মন্ত্রীর এলাকাতে কোন শিক্ষক যান না, উচু টিলা এলাকাতে কোন শিক্ষক যান না। কি রকম সংকীর্ণ দৃষ্টি ভংগী থাকলে তিনি এ ধরনের কথা বলতে পারেন। কেন পাঠানো হয় না উনারা বলেছেন, রতিমোহন এবং নগেন্দ্র জমাতিয়ার এলাকা বলেই মাষ্টাররা সেখানে যান না। কিন্তু আমরা যখন শিক্ষকদেরকে ট্র্যান্সফার করি তখন তারা অর্ডার হাতে নিয়ে বলে টি, ইউ, জে, এসে আণ্ডারগ্রাউণ্ড সেনা বাহিনী টি, এন, ভির অত্যাচারের জন্য তারা সেখানে যেতে পারছেন

না। তাদের অত্যাচারের জন্যই সেখানে মাষ্টার টিকছে না। সুতরাং আমি উনাদেরকে অনুরোধ করছি এই ক্রাইমসগুলি তারা বন্ধ করুন এই বলেই মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে যে অতিরিক্ত ব্যায় বরাদ্দ উপস্থিত করেছেন সেটাকে সমর্থন করে এবং বিরোধী দলের কাটমোশান গুলিকে বাতিল করার জন্য হাউসকে অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি. স্পীকার: আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী: মি: স্পীকার স্যার, এখানে স্বাভাবিক ভাবে সব আলোচনার মধ্যে আইন শৃংখলার প্রশ্নটি বড় হয়ে এসেছে। আমি আগেও বলেছি এবং আজকে আবারও বলতে চাই যে, আমরা দুইটা দিক থেকে এই প্রশ্নটি নিয়ে বিচার করব। একটা হচ্ছে গ্রুপ ক্লাস। বিভিন্ন অংশের মানুষ ভারতবর্ষের মধ্যে রয়েছে। একটা অংশের মানুষ আরেকটা অংশের মানুষের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লপ্ত হওয়া এটা হচ্ছে বড় বিষয়। সেটা যাতে না ঘটে তার জন্য সব পার্টিরই উচিৎ সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। আর একটা হচ্ছে ইনডিভিজুয়েল ক্রাইমস টাকা পয়সার জন্য খুন করা, অপসংস্কৃতির জন্য ডিমরেলাইজড হয়ে যে সমস্ত লোক সমাজের মধ্যে রয়েছে, সমাজের ব্যাধি হিসাবে যে সমস্ত রয়েছে সেগুলি হল ক্রাইমস। আজকে গণতান্ত্রিক সংকট শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীতে যেখানে গনতান্ত্রিক দেশ রয়েছে, সেখানেও ক্রাইমস কিভাবে বেড়েছে খবরের কাগজ যারা পড়েন তারা জানেন। আমেরিকা বা বিলেতে, অন্য জায়গার কথা আমি বলছি না, এই দুই দেশে কত হাজার লোক খুন হয়। সাধারণ ক্রাইমস-এ মানুষ খুন হওয়া জলের মত ব্যাপার। এই খুনের ছবি ভি, ডি, ওর মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ছেলেদের চেতনার মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। একজন সিনেমার অর্টিস্ট একটা রেল স্টেশন বা এয়ারপোর্টে গেলে আজ কাল এ্যাণ্ড অর্ডার প্রবলেম হয়ে যায়। কেন আজকে আমাদের যুবকরা যারা ভারতবর্ষকে তৈরী করেছে সেই সমস্ত বড় বড় নেতাদের ভুলে গেল, কেন অমিতাভর মত লোককে দেখবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক সামিল হয়, এই জিনিষটা আমাদের বুঝতে হবে, বুঝতে হবে ক্রাইমস কে ঢুকাচ্ছে এবং কি-ভাবে ঢুকানো হচ্ছে আজকে একটা রেল স্টেশনে যান তো, একটা ছবির দিকে তাকাতে পারবেন? একটা বইয়ের মলাটের দিকে তাকাতে পারবেন? ইচ্ছা হয় সমস্ত বইগুলি

আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করে দেই। একটা বইয়ের ভেতর চান তো, সেই বই আপনি পড়তে পারবেন? নগ্ন চিত্র ছাড়া আর কিছু দেখবার আছে?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার: পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অমিতাভর মত একজন জনপ্রিয় প্রতিনিধির নাম উচ্চারণ করে হেয় করবার চেষ্টা করেছেন। আপনাদের নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখেন তো, এন, টি, আরের গলায় মালা পড়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেন, এটা ভেবে দেখেছেন কি?

মিঃ স্পীকার: মাননীয় সদস্য, এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী: স্যার, আমি অমিতাভর কথা বলব, আমি এন, টি. আর-এর কথাও বলব, সবাইকেই বলব, কাউকে রেখে বলব না। আমি সে দিন মধ্য প্রদেশ থেকে এসেছি, একখানি পত্রিকা আমার হাতে পড়ল, সেটা হিন্দিতে লেখা, তাতে লেখা আছে—এলাহাবাদে কংগ্রেস (আই) এর একজন নেত্রী, যিনি এবার লোক সভায় নির্বাচিত হয়েছেন, তিনি একটা ব্রথেল চালাচ্ছেন। আমি কাগজখানা নিয়ে এসেছিলাম আমাদের লোকদের দেখাবার জন্য যে, উনারা কোন জায়গায় গিয়ে পৌচেছেন। নাগাল্যাণ্ডের একজন কংগ্রেস (আই) এর মন্ত্রীকে রেপ কেসের জন্য পদত্যাগ করতে হল। কত মন্ত্রী এইসব কেসে পড়েছিলেন, আমি এখন তার বিস্তৃত বিবরণ দিতে যাচ্ছি না। দিল্লীতে কতগুলি ব্যাংক ডাকাতি হয়েছে, কতগুলি রেপ কেস হয়েছে, কত ক্রাইমস হচ্ছে, বিহারে মাস কিলিং, হরিজন সম্প্রদায়ের এক একটা পাড়া নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। আমি সেদিন বিহারে গিয়েছিলাম সেদিন ৫৪টি বাড়ীতে আগুন লাগানো হয়েছিল, সবগুলি হরিজনদের। আরেকটা ডাকাতের রাজ্য হচ্ছে মধ্য প্রদেশ। দিল্লীতে আজকে মেয়েরা নিজের বাড়ীতে আগুন লাগায় বিয়ের যৌতুক দিতে পারে না বলে। দিল্লীতে তিন দিনে প্রচুর লোক খুন হয়ে গেল সেখানে কি সি, আর, পি, বা বি. এস, এফের অভাব ছিল না, কি সেখানে সেদিন কোন সরকার ছিল না? আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বলছেন হটাৎ করে টি. এন, ভি, কোথা থেকে আসলো? আমি যদি বলি হঠাৎ করে ভিন্দ্রাওয়ালা কোথা থেকে আসলো, হঠাৎ করে কি এই সমস্ত লোকের মধ্যে সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি হয়েছে? আসলে এই সবই কংগ্রেস আই) এর সৃষ্টি।

মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে আমি আর একটা জিনিস লক্ষ করেছি, মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই আজকের খবরের কাগজ পড়েছেন সেই লংতরাই পাহাড়ে এক অংশের মানুষ আর এক অংশের মানুষকে খুন করছে। কি সৃষ্টি করছে, কে সৃষ্টি করছে? ইলেকশান হওয়াটা তো ভোট পাওয়ার জন্য কংগ্রেস (আই) ইলেকশনের ভোট পাওয়ার জন্য আগুন লাগিয়ে দিল। মিঃ স্পীকার স্যার, এর মানে কি? আইন শৃংখলা এখানে রাজ্যকে সতর্ক থাকতে হবে কারণ ভারতবর্ষের মধ্যে এই যে বিবাদ যেটা বিচ্ছিন্নতাবাদের বিবাদ আমরা এই যে জাতীয় সংহতি নষ্ট হওয়ার বিবাদ বলছি ৩৭ বছর কংগ্রেস রাজত্বের পর, এটা এক দিনে হয় নি। যদি কেউ বলেন এক দিনে হয়েছে তাহলে তিনি ভ্রান্ত। মিঃ স্পীকার স্যার, টি, এন, ভি, সম্পর্কে এখানে যে সমস্ত কথা বলেছেন এইগুলি আমি বলতে চাচ্ছি না একটা কথা এখানে প্রায়ই বলা হয় যে উগ্রপন্থীদের জন্য কেন এত টাকা খরচ করা হচ্ছে। আমিতো দেখছি লালডেঙ্গা সাহেবকে একটা রাজ্য উপহার দেওয়া হচ্ছে, যিনি নির্বাচিত মুখ্য মন্ত্রী তাঁকে বলা হচ্ছে তুমি পদত্যাগ কর, আর যিনি ১৭ বছর ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন তাকে বলে, আপনি এখানে এসে মুখ্য মন্ত্রী হোন। আমরা তো ১০ হাজার, ১৫ হাজার টাকা অথবা ক্লাশ ফোর এর চাকুরী দিচ্ছি। লালডেঙ্গা সাহেব এত খুন করার পরও তার পুরস্কার হচ্ছে, আপনি আসুন দয়া করে ঐ যিনি নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে তুলে দিয়ে আপনাকে আমরা মুখ্য মন্ত্রী করবো। কি চমৎকার গনতন্ত্র, কি চমৎকার জাতীয় সংহতির প্রতি শ্রদ্ধা। মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে রিলিফ সম্পর্কে কয়েকটি কথা উঠেছে, মাননীয় সদস্যদের জানা আছে যে ১৯৮৩ সালে ব্যাপক রিলিফের কাজ আমরা করেছি কোটি কোটি টাকার কিন্তু কোন জায়গায় পার্টির লোকদের নিয়ে, সর্ব দলীয় বা অদলীয় কোন কমিটির মাধ্যমে আমরা করি নি, কাজটা প্রশাসনের মধ্য দিয়ে করা হয়েছে এবং প্রশাসন সমস্ত পার্টির সংগে আলোচনা করেছেন, কিন্তু কোন পার্টি কোন ডিকটেশনে চলেন নি। সেটা সেই দাঙ্গার সময় যে রকম সত্য, তেমনি এই বন্যার সময় সত্য, তেমনি খরার সময়েতে সত্য।

(ভয়েসস্ ফ্রম দি অপজিশ্যান ব্যাঞ্চ— কিছুই করে নি, সমস্ত মিথ্যা কথা)। মাননীয় সদস্যদের আমি জানাতে চাই যে, এলাবায় সবচেয়ে বেশী ফ্লাড হয়েছে সেই এলাকা হচ্ছে কুমারঘাট ব্লক আর পানিসাগর ব্লক, সেই কুমারঘাট ব্লকে সমস্ত বি,

ডি, ওদের আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে এই রিলিফের ব্যাপারে আপনাদের কারও কোন প্রশ্ন আছে কি না। একজন প্রধান বলতে পারলেন না যে, আমাদের কোন অভিযোগ আছে. একজনও না। বন্যার কয়েক দিন পর আমি কৈলাশহর গিয়েছি, সেখানকার বিধায়ককে আমি জিজ্ঞাসা করেছি, এই যে সমস্ত গ্রামের লোক ক্যাম্পে আছে, আপনাদের কোন বক্তব্য আছে কি না ক্যাম্পের রিলিফ সম্পর্কে, তিনি বলছেন চমৎকার কাজ করেছে আপনাদের অফিসার, অদ্ভুত। আপনাদের এম. এল, এ, আমাদের লোক নয়, ঐ সাহেব যিনি পিছনে বসে আছেন, জিজ্ঞাসা করুন ওনাকে। আপনাদের এখানে ফ্রাড আর কৈলাশহর. ধর্মনগর এবং কনলপুরের ফ্রাড আলাদা। সমস্ত জায়গায় আমি গিয়েছি. কিন্তু সমস্ত জায়গার একজন লোকের কাছ থেকে পেলাম না যে সি, পি, এম, কেডারদের সুযোগ দিচ্ছে চাল, ডাল সমস্ত কিছু, আর আমাদের ঘরে নেই, চাল নেই, কিছু নেই।

(গণ্ড-গোল)

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্যদের আমি চুপ করে থাকতে বলছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মিঃ স্পীকার স্যার 'করাপসান', কোন করাপসনের কেইস দিয়েছেন তার তদন্ত হয়নি ? একজনও না, একজনও নেই আমি জিজ্ঞাসা করি, এখানে একজন এম, এল, এ, আছেন এখানে কই সরকারের কাছে বলতে পারবেন যে, কই সরকারের কাছে কেন করাপসনের কেইস দিয়েছেন তার তদন্ত হয় নি, একজনও নেই যে বলতে পারবেন। স্যার, করাপসনের নির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়ার পর আমরা তার তদন্ত করি, তদন্তের ফলাফল কি হয়েছে, না হয়েছে সেটাও জানিয়েছি।

(য়েসেস্ ফ্রম দি অপজিশ্যান ব্যাঞ্চ কোন কপারশনের বিচার হয় না)।

মিঃ স্পীকার স্যার এখানে আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি অন্যান্য তুলনায় এখানকার করাপশান অনেক কম, এই জন্য যে রাজনৈতিক স্তরে এখানে করাপশন নেই, অন্য জায়গায় যেহেতু রাজনৈতিক স্তরে করাপশান আছে সে জন্য ৫০ টাকায় সংবাদ বিক্রি করা হয় আমেরিকার কাছে। করাপশান এন সস্তা ? ৫০ টাকায় বিজনেস ম্যানর খবর নিয়ে যায়, আমেরিকায় সি, আই, এর এজেন্টরা এক বোতল মদ দিলে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : - আমি ৫টা করাপশান লিখিত ভাবে দিয়েছি, কিন্তু তার বিচার হয় নি।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য, আপনি বসুন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বক্তব্য বলতে দিন

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আর একবার বলছি যারা এখানে চেচাচ্ছেন ওদের মাথা কথা বলছে না গলা কথা বলছে আমি বুঝতে পারছি না, গলা যদি বলে তাহলে ওদের সঙ্গে পারবো না, কারণ আমার বয়স ৭৯ সৎসর, যদি মাথা কথা বলে তাহলে আমার কথা শুনতে হবে। যারা দাড়িয়ে চিৎকার করছিলেন একজনও আমার কাছে দেননি কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার। মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি আপনারা বসুন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বক্তব্য রাখতে দিন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:— 'দৈনিক সংবাদের'' বস্তা পচা খবর দেবার চেষ্টা করবেন না। স্যার, আমি ওদের কাছে এখনও বলছি আমার কাছে নির্দিষ্ট ভাবে অমুক জায়গায় আপন তদন্ত করুন নিয়ে আসুন, চিমসে গেছে, গলা দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না, "দৈনিক সংবাদের" কোটেশন দিয়ে এখানে লাভ নেই, "দৈনিক সংবাদের" কোটেশান দিয়ে এখানে কাজ হবে না। আপনারা দায়িত্বশীল লোক, আপনারা নিজেরা আসুন আমি অত্যন্ত গুরুত্ব দিই করাপশনের বিরুদ্ধে ফাইটকে, আমাদের সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। আমি আপনাদের কাছে ইনভাইট করছি যে, যেখানে করাপশনের রিপোর্ট পাবেন আমাদের কাছে আনুন কংক্রিট, দেখবেন যে আমরা সমস্ত করাপশনের তদন্ত করবো।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া:—৫টি পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে আমি এই হাউসে করাপশনের কথা বলেছি।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য, আপনি বসুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—বলা হয়েছে দিসক্রিমিন্যাসান করা হচ্ছে। বি, ডি, সিতে

গেলে বুঝতে পারবেন কি কংগ্রেস (আই), কি টি, ইউ, জি, এস, কি নির্দল যে কোন পঞ্চায়েতে সমানভাবে তাদের টাকা বণ্টন করা হয়। কোন জায়গায় কোন রকমের ডিসক্রিমিনেশান নেই, কেউ যদি দেখাতে পারেন আমি খুসী হব, আজকে এখানে দেখাবার দরকার নেই, যে কোন জায়গায় আপনারা দেখান কোন ডিসক্রিমিনেশান হয় কিনা। সেটা এক বারে অসম্ভব কথা। আর এক, দুইটি কথা আমি বলবো এখানে আমাদের বিরোধী দলের নেতা নেই। তিনি সেন্টারকে বলেছেন এত টাকা দেবেন না। আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু তারাত বুঝতে হবে। যে দল দিল্লীতে শাসকগোষ্ঠি-রাজ্যটাত সি, পি, আই, (এম)এর নয়, দিল্লীতে যারা শাসক গোষ্ঠি, তার কি উচিত এই কথা চিন্তা করা যে এই রাজ্যটা সি, পি, আই, (এমের)। না, ২২ লক্ষ লোক, তার প্রতি দিল্লীর সমান দায়িত্ব থাকা উচিত। এইটা ত রাজীব গান্ধী বলেছেন। অশোক-বাবু যা বলেছেন, ওর প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন তার বিপরীত কথা। ওর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে কোন দল, বিরোধী দল তারা যদি সরকার গঠন করে আমার দৃষ্টি সমান থাকবে। সেই কথা ত এইখানে বলা হয়নি। উনি বলছেন এইখানে টাকা দেবেন না, এইখানে টাকা দিলে ক্যাডারের কাছে চলে যায়। এই কথা ত রাজীব গান্ধী এখনও বলেনি। যদি বলেন, তাহলে আপনারা বলবেন যে, না রাজীববাবু বলেছেন আমাদের এই কথা বলতে। কিন্তু এখনও রাজীববাবু বলেন নি। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে পারফরমেন্স।

(গণ্ডগোল, উপজাতি যুব সমিতির দিক থেকে)

স্যার, আমি এইখানে ইঁদুরের কথা বলছিনা, আমি সিংহের কথা বলছি। ভারতবর্ষে যারা শাসকগোষ্ঠি আছেন তাদের কথা বলছি। এইটা মনে রাখবেন, মাননীয় সদস্যারা নিজের ওজন বুঝে কথা বলবেন। এই যে পারফরমেন্সের কথা বলছেন, আজকে বিরোধী দলের নেতা উপস্থিত নেই. উপনেতা আছেন। একটা টেলিফোন করা যায় ? আমি বসি, উনি বলুন। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আছে? ত্রিপুরা ত ছেড়েই দিলাম। মুখ্যমন্ত্রীর টেলিফোন থাকেনা, মন্ত্রীদের টেলিফোন থাকেনা, হাসপাতালে টেলিফোন থাকেনা, এয়ারপোর্টে টেলিফোন করতে গেলে টেলিফোন থাকেনা। পারফরমেন্স তারপর আবার পারফরমেন্স ? আজকের অ্যাডমিনিষ্ট্রেশানকে অচল করে দিচ্ছে। একটা সরকার চলতে পারে টেলিফোন ছাড়া ? আজকে যেখানে আপনারা দেখছেন টি, এন, ভির বিভিন্ন রকমের উপদ্রব আছে, একটা রিপোর্ট পেতে আমার হিমসিম খেয়ে যেতে হচ্ছে। এইটা অচল করে দিচ্ছে কেন্দ্রিয় সরকার-এর একটি দপ্তর। রেলের কথা বলছেন ? রেলের টাকা কি আমরা খরচ করি ? এইটা ত আপনারাই খরচ

করেন। একবারও কি বিরোধী দ'লর নেতা একটি চিঠি লিখেছেন এই ব্যাপারে? যে এই টাকাটা দাও, এইটা আমরা খরচ করি। রাজ্য সরকারত ক্যাডারদের দেয়। আমরা নেইনা। গনিখান সাহেব দেখিয়ে দিয়েছেন কোন নিয়মকানুন লাগেনা, কিছু লাগেনা। ১ লক্ষ দরখাস্ত সই করে রেখেছিলেন গনিখান সাহেব, যে আমি এলে এই ১ লক্ষ লোককে চাকুরী দিয়ে দেব। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় রেলের মন্ত্রীত্ব তার খুই য় গেল। ছেলেরা তাকে ঘেরাও করল, ছবি পুড়ল। এখন গনিখানের মন্ত্রীত্বও নেই, প্রণব বাবুরও মন্ত্রীত্ব নেই। ভট্টাচার্য্য মশাইকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, একখানা চিঠি দিয়েছেন কি? কই আনুন আপনার চিঠি। একটাও দেখাতে পারবেন না। আমরা ত ৭ বৎসর আছি। ৭ বৎসরের মধ্যে তিনি ২ বৎসর। এই ২ বৎসরের মধ্যে একখানে চিঠিও লিখেননি। এই ২ বৎসরের মধ্যে এমন একটা চিঠি লেখেননি যে ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে এই কাজটা করুন। যদি করে থাকেন তাহলে উপস্থিত করুন। আপনারা বলেন চাল নেই, চিনি নেই, সিমেন্ট নেই। এই রাজ্য ত আপনারাও রাজ্য, আমারও রাজ্য। এই জিনিসগুলি না পাওয়া গেলে ত আপনারও অসুবিধা, আমারও অসুবিধা। আপনারা কি একবার চিঠি লিখেছেন? মাননীয় স্পীকার স্যার, টি, এন, ভির কথা এরা চীৎকার করে বলেছেন হ্যাঁ, টি, এন ভি, সবচেয়ে নুইসেন্স। কিন্তু তারা ত বাংলাদেশে আছেন। রাজীব গান্ধীকে ত এরশাদ সাহেব ভক্তি করেন স্নেহ করেন, সম্মান করেন মানেন। একবার অশোকবাবু ত লিখতে পারতেন, আপনি একটি কথা বলুন, টি, এন ভি, বড় উপদ্রব করছে। আপনি একটা কথা বললেই ত হয়, আপনার কথা ত অমান্য করবেনা। আনেন একটা চিঠি। আমরা দেখি লিখেছেন কিনা। যদি না লিখে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে তাদের সুবিধা হচ্ছে। টি, এন, ভি, কাণ্ডকর্ম করলে, খুন খারাপি করলে আরমি আনানো যাবে এই সরকারকে হটানো যাবে। এইজন্য চিঠি লিখছেন না। আমি অনুরোধ করব অশোকবাবুকে, আমিও লিখছি, তিনিও লিখুন। যদি তিনি বলেন জয়েন্ট সিগনেচার দিতে, আমরা রাজি আছি। বিরোধী দলের নেতা এবং মুখ্যমন্ত্রী আমরা জয়েন্ট সিগনেচার দিতে রাজি আছি। এই নুইসেন্সকে এখান থেকে বের করতে হবে। আপনাদের সাথে নিশ্চয়ই বন্ধুত্ব আছে। বাংলাদেশ তুমি বন্ধু দেশ, শত্রু নয়। বন্ধুত্ব যদি থাকে তাহলে বন্ধুত্বের পরিচয় দিতে হবে। দুশমনদের এখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার:— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এইখানে

যে কথাটা বলেছেন যে টি, এন, ভি, সম্পর্কে কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়নি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, উনি কি একবারও আমাদের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেছেন কিনা। যদি করে থাকেন তাহলে আমরাও প্রস্তুত আছি আপনাকে সহযোগিতা করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি প্রথমেই বলেছি যে আমরা ২ জনে একসঙ্গে সই করে দিতে রাজী আছি। আর বেশী সময় নেবনা। এ, ডি, সি, সম্পর্কে মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এই যে এ, ডি, সির টাকা এইটা এ, ডি, সি, ডাইরেক্টলি খরচ করেনা, এইটার সবটাই বি, ডি, সির মাধ্যমে খরচ করা হয়। অন্যান্য টাকা যেভাবে খরচ করা হয়। বি, ডি, ওর, হাতে দিলে বি, ডি সির মাধ্যমে টাকাটা খরচ করা হয়। সেখানে একটা সাব কমিটি আছে। সেই কমিটিও তার কাজে পরামর্শ দেন। কাজেই এইকথা যে বলা হচ্ছে যে এ, ডি, সি তার খুশীমত টাকা খরচ করেন সেটা ঠিক নয়। তারপর ল্যাম্পসের কথা আজকে শুধু নয় আমরা দেখেছি যে ল্যাম্পসের এবং প্যাক্সের প্রতি সবচেয়ে বেশী আক্রোশ। ১ নং হচ্ছে "দৈনিক সংবাদ," আর একরকম হচ্ছে, ল্যামপ্সে যারা আগুন লাগান, যারা ডাকাতি করেন, যারা লুটতরাজ করছে। কারণ ট্রাইবেলদের মধ্যে সেন্ট পারসেন্টই হচ্ছে কো-অপারেটিভের মেম্বার। মৎস্য জীবিদের প্রায় ১০০টা তাদের সমিতি রয়েছে। এই ভারতবর্ষের আর কোন জায়গায় আছে? যখন আমরা বিভিন্ন সম্মেলনে যাই আশ্চর্য্য হয়ে যায় যে, সমস্ত লোককে আপনারা নিয়ে এসেছেন। কো অপারেটিভ আন্দোলনটা কি? কখন শুরু হয়েছিল? শুরু হয়েছিল যখন তাদের ধনতান্ত্রিকের স্বর্ণযুগ। তখন ধনিকরা মনে করেছিলেন যে তাদের খুশীমত তারা যা ইচ্ছা তা করতে পারবেন। তখন শ্রমিকরা বললেন যে আমরা কো অপারেটিভ করে কারখানা চালাব, কো অপারেটিভ করে আমরা আমাদের কাজের ব্যবস্থা করব। এটা যদিও ঠিক নয় যে ধনতন্ত্রকে খতম করা যাবে কো অপারেটিভ দিয়ে, কিন্তু প্রচুর রিলিফ দিতে পারি। আজকেও এই কো অপারেটিভ মুভমেন্ট টিঁকে আছে। গরীব মানুষকে রিলিফ দেওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা। সেখানে ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। সব জায়গাতে ল্যামপ্স এবং প্যাক্স থেকে সমস্ত রেশন-এর প্রাইভেট ডিলাররা আগরতলায় বিক্রী করে যেত। আজকে এইটাকে রিপ্লেইস করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। সেখানে কো-অপারেটিভ মুভমেন্টকে সমর্থন করবেন। হ্যাঁ, কোথাও যদি দুর্নীতি থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে ফাইট করতে হবে। কো-অপারেটিভ মুভমেন্টের উপর আক্রমন করছে।

ল্যামস্ পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য উস্কানী দিচ্ছে। উনাদের এই সমস্ত বক্তব্য হচ্ছে যারা ল্যামস্ পোড়াচ্ছে তাদের হাতটাকে শক্তিশালী করার জন্য চেষ্টা করছেন। আমি, আশা করব, আমাদের ল্যামস্, প্যাক্সের কাজে যেসব দুর্বলতা রয়েছে সেগুলি আমরা নিশ্চয়ই কাটিয়ে তুলতে পারব। ল্যামস্ এবং প্যাক্সের যে সংগঠন যদি দেখে থাকেন তাহলে দেখবেন যে তার নিয়ম কানুন অনেক গণতন্ত্রীকরণ হয়েছে। আগের মত ক্লোজ ল্যামস্, ক্লোজ প্যাক্স, ক্লোজ কো-অপারেটিভ নাই।

কোন কো-অপারেটিভ যদি কাউকে মেম্বার না করে তাহলে দরখাস্ত করার ৫ দিন পর তিনি অটোমেটিক মেম্বার হয়ে যাবেন, এই আইন, এই বিধি আমরা পাশ করিয়েছি। কেন করিয়েছি, কারণ কংগ্রেস (ই) সময় ৪/৫ জন লোক কো-অপারেটিভটাকে হাত করে রেখে দিত, আর কাউকে ঢুকতে দিত না। আজকে দক্ষিণ ভারতে যান সেখানে কো-অপারেটিভের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা সরকার থেকে দিচ্ছে, ব্যাঙ্ক থেকে দিচ্ছে, আর ৪, ৫, ১০ জন লোক এই সমস্ত কো-অপারেটিভের মাধ্যমে সেগুলিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। আমরা ঠিক সেই রকম কো-অপারেটিভ গ্রান্ট করছি না, আমরা গ্রামের কো-অপারেটিভ, জুমিয়াদের কো-অপারেটিভ, ভূমিহীনদের কো-অপারেটিভ, মৎস্যজীবিদের কো-অপারেটিভ, তাঁত শিল্পীদের কো-অপারেটিভ, বিভিন্ন রকমের পেশা-ভিত্তিক ও শিল্প ভিত্তিক ছাড়াও আরও ঋণদান সমিতি ইত্যাদি আমরা করেছি। আমি আশা করব যে, আপনারা এই আন্দোলনের ক্ষতি করবেন না, আন্দোলনটাকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা কাট মোশান এখানে আছে এক্সগ্রেসিয়ার উপর, এই এক্সগ্রেসিয়ার উপর কাট মোশান কেন?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই নোটিশ পেয়েছেন যে, এইটা ভুল হয়ে গেছে। এরজন্য নোটিশ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে, ২ নম্বর এ এক্সগ্রেসিয়ার যেটা, সেটা কাট মোশান থাকছে না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— আচ্ছা না থাকলে ভাল, কিন্তু যিনি এইটা এনেছিলেন তার সম্পর্কে আমি আইনের দিক দিয়ে দেখছি না, দেখছি মনের দিক দিয়ে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, যেটা কাট মোশান হিসাবে এপ্রোভ হয়নি, সেটা সম্পর্কে আলোচনার কি কোন মূল্য আছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি কাট মোশানের উপর বলছি না, সেটা একটা জেনারেল অবজারভেশান এই জেনারেল অবজাভেশান আমি দিচ্ছি আপনার অনুমতি নিয়ে। সেটা হচ্ছে আমি তো আগে এইটাকে কাট মোশান দেখেছিলাম তাই বলেছি। যাই হোক, একজন লোক খুন হয়ে যায়, সে রায়টে হয়, একসিডেন্টে হয়, কেউ হয়তো বা পরস্পর ঝগড়া করতে গিয়ে হয়, নানাভাবে মানুষ খুন হচ্ছে, তা এখন তার পরিবার-টাকে বাঁচানো কি অপরাধ? এখানে আজ একটা সরকার আছে এবং সেই সরকার দেখবার চেষ্টা করছে, আমি বলছি না যে, সবটাই আমরা দেখতে পারছি এবং সব খুনের ব্যাপারে আমরা সাযায্য করতে পারছি। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করছি যাতে তার পরিবারটা বেঁচে যায়। কাজেই আমার মনে হয় এই টাকাটা ঠিকভাবেই কাজে লাগছে। যদি কারও এই ব্যাপারে কোন বক্তব্য থাকে যে কোন জায়গায় এই সাহায্যটা যায়নি বলে, তাহলে তার জন্য আমি অনুরোধ করব মাননীয় সদস্যদের আমাদের দৃষ্টিতে আনতে, আনলে আমরা সেই সব জায়গায় সাহায্য পৌঁছাব। আমাদের সরকার সে সমস্ত পরিবারগুলির যারা নিঃস্ব হয়ে যায়, যেমন কোন পরিবারে একজন লোকও হয়তো তাকে রক্ষা করার জন্য নাই, সেই সব পরিবারগুলিকে বাঁচাবার জন্য আমাদের সরকারের টাকার কোন দিন অভাব হবে না। এই প্রতিশ্রুতি হাউসের কাছে আমরা দিতে পারি এবং সেই দিব থেকেই এবং সেই ভাবেই আমরা আমাদের বাজেটটাকে সাজিয়েছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অনেক সময় নিয়েছি। আমি আশা করব, আমি যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছি সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে সেটাকে হাউস গ্রহণ করবেন এবং যারা কাট মোশান এনেছেন সেই কাট মোশানগুলিকে এই হাউস সম্পূর্ণরূপে বাতিল করবেন।

মিঃ স্পীকার : আমাদেব সময় আর মাত্র তিন মিনিট আছে, যে সময়টা বাড়িয়ে ছিলেন তার মধ্যে। সুতরাং ভোটিংটা কি আজকে নেওয়া হবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আগামী কাল ভোটিংটা হবে।

মিঃ স্পীকার - তাহলে ভোটিংটা ও এপ্রোপিয়েশান বিলটাকে ক্যারিওভার করে আগামীকাল নেওয়া হচ্ছে। আগামী দিন ভোটিংস ইত্যাদি হবে, প্রস্তাব এবং ছাটাই প্রস্তাবের উপর আলোচনা শেষ হয়েছে। এই সভা আগামী কাল, বৃহস্পতিবার, ২১শে মার্চ্চ, ১৯৮৫ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE 'A'

Admitted Starred Question No 30

Name of Member : Syed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister in-charge of tne Co-operative Department be pleased to state.

১) বর্তমান আর্থিক বৎসরে ভয়াবহ খরা পরিস্থিতির মোকাবিলার করার উদ্দেশ্যে ঋণ দান সমবায় সমিতিগুলিকে অ্যাডিশন্যাল লোন দেবার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কি না,

২) এমারজেন্সি, ক্র্যাস প্রগ্রামকে কার্য্যে রূপদান করার জন্য সমবায় বিভাগ কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

Answer

Minister in-charge of the Cooperative Department

১) বর্তমান আর্থিক বৎসরে খরা পরিস্থিতির জন্য ঋণদান সমবায় সমিতিগুলিকে কোন অ্যাডিশানাল লোন দেওয়া যয় নাই ?

২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 43
Name of M. L. A. Sayed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :

১) ক) Antimalaria work-এর জন্য কতজন স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিক কর্মচারী নিযুক্ত আছেন,

খ) উক্ত অস্থায়ী শ্রমিকদের মধ্যে ১০ বছরের বেশী অস্থায়ী কতজন,

গ) অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ী কর্মচারীদের মত বিভিন্ন ভাতা, ওভারটাইম ইত্যাদি দেওয়া হয় কি না,

ঘ) না দেওয়া হলে তার কারণ ?

Answer

Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department
Name of the Minister : Shri Khagen Das

১) ক) Antimalaria work এর জন্য ৫১৭ জন স্থায়ী ও ৫৮ জন অস্থায়ী কর্মচারী নিযুক্ত আছেন।

খ) ১০ জন।

গ) ভাতা দেওয়া হয়। ওভারটাইম দেওয়া হয় না।

ঘ) এই ক্ষেত্রে সরকারী নীতি অনুযায়ী ওভারটাইম দেওয়ার বিধি নেই।

Admitted Starred Question No 55
Name of M. L. A. Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and family Welfare Department be pleased to state :

১। অমরপুর হাসপাতালের এক্স-রে মেশিনটি কবে বসানো হয়েছিল, এবং

২। কবে থেকে এবং কি কারণ উক্ত মেসিনে ছবি তোলা বন্ধ আছে।

Answer

Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department
Name of the Minister : Shri Khagan Das

১। ১৯৭৬ইং সনের আগষ্ট মাসে এক্স-রে মেসিনটি বসানো হয়েছিল।

২। ১৯৮৪ ইং সনের ১৭ই আগষ্ট থেকে উক্ত মেসিনটি খারাপ হয়ে যাওয়ায় ছবি তোলা বন্ধ আছে। Siemens India Ltd. এর engineer রা ৬,২,৮৫ইং তারিখে উক্ত মেসিনটি পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে উক্ত মেসিনের একট যন্ত্রাংশ কাজের অনোপযুক্ত।

Admitted Starred Question No 72

Name of M. L. A.: —Shri Monoranjan Majumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state

১। ১৯৮৪ইং সনে মহকুমা হাসপাতালগুলি (সদর ব্যতীত) দৈনিক গড়ে রোগী সংখ্যা কত, এবং শয্যা সংখ্যা কত ?

২। মহকুমা হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন কি,

৩। কোন কোন মহকুমার হাসপাতালগুলিতে এক্স রে মেসিন চালু আছে ?

Answer

Minister in-charge of the Health ond family Welfare Department
Name of the Minister : Shri Khagan Das

১।

হাসপাতালের নাম	দৈনিক গড় রোগী (InDoor)	শয্যা সংখ্যা
মেলাঘর হাসপাতাল	৪৬	৩৫

খোয়াই হাসপাতাল	৯৩	৫৫
কমলপুর হাসপাতাল	১১	৩৫
ধর্মনগর হাসপাতাল	৭৭	৫৫
কৈলাশহর জেলা হাসপাতাল	১১৩	৫০
উদয়পুর জেলা হাসপাতাল	২৭	৫০
অমরপুর হাসপাতাল	৩৫	৩৫
বিলোনিওা হাসপাতাল	১৪০	৩৫
সাব্রুম হাসপাতাল	৫৩	৩৫

২। প্রতিটি মহকুমা হাসপাতালকে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট করার জন্য সপ্তম যোজনায় প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৩। জি; বি, হাসপাতাল, ভি, এম, হাসপাতাল, মেলাঘর হাসপাতাল, খোয়াই হাসপাতাল, কমলপুর হাসপাতাল, ধর্মনগর হাসপাতাল, কৈলাশহর হাসপাতাল, উদয়পুর হাসপাতাল, বিলোনীয়া হাসপাতাল এবং সাব্রুম হাসপাতালের এক্স রে মেসিন চালু আছে। অমরপুর হাসপাতালের এক্স-রে মেসিনটির টাইমারটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় উক্ত মেসিনটি নষ্ট হয়ে আছে এবং উক্ত যন্ত্রাংশটি সারাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইহা ছাড়া কাঞ্চনপুর গ্রামীন হাসপাতালেও এক্স-রে মেসিন চালু করা হইয়াছে।

Admitted Starren Question No. 107
Name of M. L. A : Sri Sunil Kumar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Depertment be pleased to state.

১। Reserved Forest, Proposed Reserved Forest & Protected Forest এরিয়ার মধ্যে কত জুমিয়া পরিবার বসবাস করছে (আলাদা আলাদা হিসাব)

২। তাদের দখলিকৃত জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে কি না,

৩। না হলে, পুনর্বাসনের কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে,

৪। Premitiue Group এর বাইরে যারা রয়েছেন তাদের জন্য আলাদা ভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

Minister in-charge of the Forest Desartment

Sri A. Rahaman

১। সংরক্ষিত বনে, প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনে ও রক্ষিত বনে কত জুমিয়া পরিবার বসবাস করে তাহা সমীক্ষা করা হয় নাই। ইহা উল্লেখ যে ত্রিপুরাতে বর্ত্তমানে আইন অনুযায়ী রক্ষিত বন নাই।

২। ১৯৮০ সনের পূর্ব্বে পুনর্বাসন প্রাপ্ত জুমিয়াদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য ভূমি রাজস্ব বিভাগকে বলা হয়েছে। ফরেষ্ট কঞ্জারভেসন এক্ট ১৯৮০ অনুসারে সংরক্ষিত বন ও প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বন হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ব্যতীত ও সংরক্ষণ মুক্ত না করিয়া কোন জায়গার বণ্ডোবস্ত দেওয়ার সুযোগ নাই। পূনর্জরিপের সময় উক্ত বনের বাহিরের এলাকায় যে আইনী দখলিকৃত এলাকাগুলি ত্রিপুরা সরকারের খাস খতিয়ানে স্থানান্তরিত করিয়া বন্দোবস্ত আইন অনুসারে ঐ এলাকাগুলি প্রকৃত দখলদারদের নামে রাজস্ব দপ্তর হইতে বন্দোবস্ত দেওয়া হইতেছে।

৩। উপরোক্ত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না,

৪। প্রিমিটিভ গ্রুপের বাইরে যারা রয়েছেন তাদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No. 111
Name of Member— Sri Sunil Kumar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Cooperative Department be pleased to state

১। ত্রিপুরা রাজ্যে সমবায় সমিতির পরিচালনায় কয়টি চা বাগান রয়েছে

২। উক্ত বাগানগুলি পরিচালনায় কি কি অসুবিধা রয়েছে, এবং

৩। উক্ত অসুবিধাগুলি দূরী করনের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

Answer

Minister in-charge of the Co operative Department

১। ৯টি।

২। বাগানগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে আর্থিক অনটনই প্রধান অন্তরায়। ইহা ব্যতীত উপযুক্ত প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীর অভাবও রহিয়াছে।

৩। উক্ত অসুবিধাগুলি দূরীকরনের জন্য সরকার সাধ্য মত আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন। ইহা ছারা প্রত্যেক বাগান হইতে অন্তত পক্ষে একজনকে টিরিসার্চ এসোসিয়েশন, (জোরহার) হইতে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করার বিষয় বিবেচনাধীন আছে।

উপরুক্ত বিনামূল্যে প্রযুক্তিগত পরামর্শ পাইবার আশায় সমবায় চা বাগানগুলিকে উক্ত এসোসিয়েশনের ত্রিপুরা শাখার সদস্য হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 114

Name of Member : Shri Bhanulal Saha

Will the Hon'ble Minister in charge of the Cooperativ- Department be pleased to state

১। পাওয়ার টিলার ক্রয় করার জন্য মোট কয়টি ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স এর ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ করার লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য ছিল, এবং

২। অনুযায়ী এ পর্যন্ত কয়টি ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স এই উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক থেকে

ঋণ পেয়েছে ?

Answer

Minister in-charge of he Co operative Department

১। মোট ৬টি ল্যাম্পস্ এবং ২৪টি প্যাক্স।

২। একটিও ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পায় নাই। তবে রাজ্য সরকার বিষয়টি এন, সি, ডি, সির সাথে যোগাযোগ করে এবং এন, সি, ডি, সি এ পর্যন্ত পাওয়ার টিলার কেনার জন্য ৬টি ল্যাম্পস্ ও ১০টি প্যাক্স এর নামে ঋণ মুঞ্জুর করিয়াছে। বাকী ৭টি ল্যাম্পস ও ৮টি প্যাক্স এর প্রস্তাব তাদের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 131
Name of Member : Smti. Gita Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of tne Statistical Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭ সালে ত্রিপুরায় কত শতাংশ মানুষের জীবন যাত্রার মান দারিদ্র সীমার নীচে ছিল।

৩। ১৯৮৪ সালে ত্রিপুরায় কত শতাংশ মানুষের জীবন যাত্রার মান দারিদ্র্য সীমার নীচে রয়েছে ?

Reply furnished by the Hon'ble Minister in-charge of the Department of Statistics

উত্তর

১। জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় (N. S. S.) সংগৃহীত তথ্যানুসারে ১৯৭৭-৭৮ সালে

ত্রিপুরায় আনুমানিক শতকরা ৮১.৮ শতাংশ মানুষের জীবন যাত্রার মান দারিদ্র সীমার নীচে ছিল।

২। ১৯৮৪ সালের তথ্য এখন সংকলন হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 140
Name of Member : Smti Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co operative Department be pleased to state.

১। ইহা সিত্য বিশালগড় ব্লকের চন্দ্রনগর গাঁও সভার প্যাক্সে ৩৪ হাজার টাকার হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না,

২। সত্য হইলে সরকার উক্ত টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে কাহারও বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি?

Answer

Minister in charge of the Co operative Department

১। চন্দ্রনগর গাঁও সভা প্যাক্স এ ৩৪ হাজার টাকার হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না এরূপ কোন তথ্য সরকারে গোচরে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 142
Name of Member : Smti Gita Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Jail Department be pleased to state.

১। ইহা কি সত্য গত ২১-১০-৮৪ ইং তারিখে প্রকাশ্য দিবালোকে কৈলশহর সাব জেল থেকে তিনজন বিচারাধীন বন্দী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

২। সত্য হইলে, উক্ত বন্দীরা কিভাবে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল তাহা তাহা তদন্ত হযয়ছে কি, এবং

৩। উক্ত পলাতক বন্দীদের পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে কি না?

Answer

১। হ্যাঁ,

২। এ সম্পর্কে পুলিশী তদন্ত এখনও চলিতেছে।

৩। হ্যাঁ, উপরোক্ত পলাতক বন্দীদের মধ্যে শুধু মাত্র শ্রীঅনিল কুমার চাকমা পিতা হরিমোহন চাকমা নামক একজন বিচারাধীন বন্দী ধরা পরিয়াছে। অন্যান্যদের ধরিবার জন্য যথা বিহিত ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No 151
Name of M. L. A. Sri Rudreswas Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state

১। ইহা কি সত্য, কমলপুর মহাকুমা হাসপাতালে major aperation করার কোন ব্যবস্থা না থাকায় গরীব রোগীদের খুবই অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে,

২। সত্য হলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূর করার জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কি,

৩। ইহা ও কি সত্য যে উক্ত হাসপাতালের রিফ্রেজারেটরটি দীর্ঘদিন যাবত

অচল অবস্থায় পড়ে আছে,

৪। সত্য হলে উক্ত রেফ্রিজারেটি চালু করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

Answer

Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department
Name of the Minister : Sri Khagen Das

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। উপযুক্ত সংখ্যক স্পেশালিষ্ট এর অভাবে এমন কোন পরিকল্পনা এখনো গ্রহন করা হয় নাই।

৩। হ্যাঁ।

৪। উক্ত রেফিজারেটি মেরামতের জন্য Ms/. Erspura eraders এর সাথে যোগাযোগ করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 152
Name of M L. A: Sri Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Healtn and Family Welfare Department be pleased to state.

১। ইহা কি সত্য যে, ১৯৭৮ ইং সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এ পর্যন্ত কোন চক্ষু ও চিকিৎসক দল অমরপুর মহকুমার গণ্ডাছড়ায় যান নি,

যদি সত্য হয় তাহলে তার কারণ ?

Answer

Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department

Name of the Minister : Sri Khagen Das

১। ইহা সত্য যে চক্ষু চিকিৎসক দল যায় নাই কিন্তু যক্ষা বিশেষজ্ঞ দল গিয়েছিলেন।

২। নানাহ অসুবিধার কারনে ভ্রাম্যমান চক্ষু চিকিৎসক দল সেখানে যায় নাই।

Admitted Starred Question No. 159

Name of M. L A. Sri Buddha Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be aplesed to state :—

১। জম্পুইজলা সাব ব্লক অন্তর্গত রতনপুর গাঁও সভা অধীনে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না,

২। থাকলে কবে নাগাদ স্থাপন করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। না থাকলে তার কারন ?

Answer

Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department

Name of the Minister : Sri Khagen Das

১। নাই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। রতনপুর গাঁও সভার সংলগ্ন গাবর্দ্দিতে ১টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। জনসংখ্যা অনুযায়ী ঐ স্থানে কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের যৌক্তিকতা নাই।

Admitted Starred Question No 160

Name of M. L. A. Sri Buddha Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.

১। জম্পুইজলা সাব ব্লক অন্তর্গত মধ্য ঘনিয়ামারা গাঁও সভার অধীনে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ স্থাপন করা হবে বলে আশা করা যায়।

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

Anewer

Minister in-cherge of the Health and Family Welfare Department
Name of the Minister : Sri Khagen Das

১। বর্তমানে নাই।

২। প্রশ্ন আসেনা।

৩। উক্ত গাঁও সভার অধীনে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার কোন সুপারিশ বি, ডি, সি, হইতে পাওয়া যায় নি।

Admitted Starred Question No 164

Name of M. L. A. Sri Gopal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.

১। ত্রিপুরার বনাঞ্চলে জীবনদায়ী ঔষধেরকি দ্রব্য কি বৃক্ষ আছে তার কোন

রিপোর্ট স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে আছে কি,

২। না থাকিলে উক্ত ব্যাপারে কোন সার্ভে করা হবে কি না, এবং

৩। জীবনদায়ী ঔষধের বৃক্ষগুলি সংরক্ষনের কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন কি না ?

Answer

Mihister in-charge of the Health and Family Welfare Department
Name of the Minister : Shri Khagen Das

১। নাই ।

২। সার্ভে করার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনার জন্য দেওয়া হইয়াছে ।

৩। প্রশ্ন এই দপ্তরের সংশ্লিষ্ট নহে ।

Admitted Staired Question No. 166
Name of M. L. A. Sri Gopal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state

১। রাজ্যে রাবার চাষের উন্নয়নের জন্য বেসরকারী ও সরকারী উদ্যোগগুলি কার্যকরী করার ব্যাপারে সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন,

২। রাবার উৎপাদনের মাধ্যমে বর্তমান আর্থিক বৎসরে এ পর্যন্ত রাজ্য সরকারের কত টাকা আয় হচ্ছে,

৩। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রাবার ভিত্তিক কোন শিল্প কারখানা গড়ে তোলার

পরিকল্পনা বা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি না ?

উত্তর

১। রাজ্যে রাবার চাষের উন্নয়নের জন্য সরকারী পর্য্যায়ে বিগত ১৯৭৬ ইং সনের ২৬শে মার্চ ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুযায়ী একটি ত্রিপুরা বন উন্নয়ন ও বনায়ন নিগম স্থাপন করা হয়েছে যাহার লক্ষ্য আগামী ১৯৮৫-৮৬ সনের মধ্যে ৫,০০০ হেক্টর রাবার বাগান সৃষ্টি করা।

ইহা ছাড়া ভূমিহীন জুমিয়াদের রাবার চাষের মাধ্যমে পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সরকার "ত্রিপুরা রিহ্যাবিলিটেশন প্ল্যানটেশন কর্পোরেশন লিমিটেড্ নামে একটি সংস্থা ১৯৮৩ সনে স্থাপন করিয়াছেন। এই কর্পোরেশন জুমিয়াদের এলটি ভূমিতে ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ ও রাবার বোর্ড হইতে ভর্তুকী নিয়া জুমিয়াদের জন্য রাবার বাগান তৈরী করিবে। এই উদ্দেশ্য ১৯৮৪ সন হইতে ৪ বৎসরের ধাপে ধাপে ১২০০ হেক্টর রাবার বাগান তৈরী করার জন্য ৯৬.২৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

বেসরকারী পর্য্যায়ে রাবার চাষের উন্নয়নের জন্য ত্রিপুরাতে রাবার বোর্ডের আঞ্চলিক অফিস স্থাপিত হইয়াছে যাহার লক্ষ্য রাবার উৎপাদন কারীদের আর্থিক ভর্তুকী ও কারীগরী সাহায্য প্রদান করা। এ বিষয়ে রাবার বোর্ড নানা প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া তাহা বাস্তবায়িত করিতেছেন।

২। রাবার উৎপাদনের মধ্যে যে আর্থিক বৎসরে (১৯৮৪-৮৫) ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট ৯,৯৭,৩১৮, টাকা বন উন্নয়ন কর্পোরেশনের আয় হইয়াছে।

৩। ১৯৮০ ইং সনের ২৩শে জুলাই কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প নীতিতে প্রত্যেক পিছিয়ে পড়া জেলা গুলোতে 'নিউক্লিয়াস প্ল্যান্ট' স্থাপনের নীতি গৃহীত হয় এবং তদনুযায়ী ক্ষুদ্র শিল্পায়তনের ডেভেলপমেন্ট কমিশনের নেতৃত্বে একটি টার্কস ফোর্স গঠন করা হয়। ঐ টার্কস ফোর্সের রিপোর্ট অনুযায়ী স্থিরীকৃত হয়ে যে ফরেষ্ট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানটেশন কর্পোরেশন রাবার কমপ্লেকস, ক্রোম রাবার এবং সেন্টিফিউজিং রাবার ইত্যাদি তৈরী করিবে এবং শিল্প দপ্তর ইনফ্রাষ্টাকচার তৈরী করিবে। তদনুযায়ী শিল্প দপ্তর এ পর্য্যন্ত জল বিদ্যুৎ রাস্তা ইত্যাদি খাতে ১৯৮৪-৮৫ সালে মোট ১,১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছে। সপ্তম যোজনায় এ বাবদ পরিকল্পনা কমিশন ১২৫ লক্ষ টাকা অনুমোদন দিয়াছেন।

Admitted Starred Question No. 169
Name of M. L. A. Sii Gopal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Welfare Department be please to state

১। খাদ্য সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয় নাই এমন পাশ করা হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের সংখ্যা বর্ত্তমানে কত,

২। স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারদের জন্য বর্ত্তমানে কতগুলি স্থায়ী ও অস্থায়ী পদ খালি আছে

৩। রাজ্যে হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসা প্রসারের জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন,

৪। ১৯৮৩ ৮০ ইং সনের আর্থিক বৎসরের স্বাস্থ্য দপ্তরের বাজেটে মোট কত টাকা উক্ত হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসা প্রসারের জন্য ব্যয় করা হবে বলে ধরা হয়েছিল ?

Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department
Name of the Minister : Sri Khagen Das

১। সঠিক জানা নাই। তবে এমপ্লয়মেণ্ট একচেঞ্জ থেকে ১১ জনের নাম পাওয়া গিয়াছে।

২। ১০টি। তার মধ্যে ৬টি উপজাতি, ২টি তপশীলি জাতি এবং ২টি সাধারণ প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত আছে। উক্ত পদের মধ্যে স্থায়ী পদ ২টি এবং অস্থায়ী পদ ৮টি।

৩। ষষ্ঠ যোজনাকালে রাজ্যে ৬টি হোমিওপ্যাথিক, ৬টি আয়ুর্বেদ ডিসপেনসারী এবং এবং ১টি ২০ শয্যা বিশিষ্ট যুগ্ম হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল নির্মানের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়। তন্মধ্যে ৩টি হোমিওপ্যাথিক, ২টি আয়ুর্বেদিক ডিসপেনসারী

খোলা হইয়াছে এবং ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালটির নির্মান কার্য্য হাতে নেওয়া হইয়াছে। আরও ৩টি আয়ুর্বেদিক এবং ১টি হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারী খোলার চেষ্টা নেওয়া হইতেছে।

৪। ৫ লক্ষ টাকা।

Admitted Starred Question No. 194

Name of Member— Shri Samar Choudhury, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। গত ১৯৮০ থেকে ৮৫ পর্য্যন্ত এই ৫ বছরে রাজ্যের কোন কোন ব্লকে কত জন লোককে কোন কোন বিষয়ে TRYSEM Programme-এ ট্রেনিং দেওয়া হইয়াছে।

উত্তর

১। গত ৫ বছরে ১৯৮০ হইতে ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত TRYSEM স্কীমে ট্রেনিং প্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

ব্লকের নাম	ট্রেনিং প্রাপ্ত লোকের সংখ্যা
বিশালগড়	৩১৪
মোহনপুর	৪০৭
মেলাঘর	১৮১
তেলিয়ামুড়া	২১৫
খোয়াই	৪৭৭
জিরানিয়া	১৮৭

পানিসাগর	৪০৪
কাঞ্চনপুর	৫০
কুমারঘাট	৭০৭
ছামনু	৭৮
সালেমা	১৫১
মাতাবাড়ী	৩৬৪
অমরপুর	৮৮
ডম্বুরনগর	১০৭
বগাফা	২০০
সাতচাঁদ	২৮০
রাজনগর	২২২
মোট—	৪৮৩৫

নিম্নে টে্রনিং এর বিষয়গুলির নাম দেওয়া হইল—

বাঁশ বেতের কাজ, তাঁতের কাজ, দর্জির কাজ, মৌমাছি পালন, পশু পালন, কাঠ মিস্ত্রীর কাজ, পাম্পসেট মেরামতির কাজ, নলকূপ বসানোর কাজ, রাজমিস্ত্রীর কাজ, মৎস্য চাষ, সাইকেল মেরামতির কাজ জুতা তৈরীর কাজ, কামারের কাজ, ওয়েলডিং এর কাজ ইত্যাদি।

প্রশ্ন

২। টে্রনিং প্রাপ্ত বেকারদের স্বনির্ভর কর্মসূচী প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা সরকার করছেন কি ?

উত্তর

২। TRYSEM এর আপতায় টে্রনিং প্রাপ্ত ইচ্ছুক যুবক যুবতীদিগকে আই. আর, ডি পির অঙ্গ হিসাবে তাহাদের পেশায় কাজ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন ব্যাংক হইতে ভর্তুকী সহ ঋণের মাধ্যমে ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

Admitted Starred Question No 218

Name of M.L.A. : Sri Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। অমরপুর মহকুমার রইস্যাবাড়ীতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২। থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

Answer

Minister in charge of rhe Health and Family Welfare Department

Name of the Minister : Sri Khagen Das

১। নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No 224, asked by

Shri Rati Mohan Jamatia, M. L, A.

Question

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে কিল্লা ল্যাম্পের মাধ্যমে উক্ত এলাকার জনসাধারনের মধ্যে বিলি বণ্টনের জন্য রেশন সামগ্রী ঐ ল্যাম্পসে রীতিমত সরবরাহ করা হচ্ছে না,

২। সত্য হলে সুষ্ঠ রেশন সামগ্রী বিলি বণ্টনের জন্য উক্ত ল্যাম্পসে রেশন সামগ্রী

রীতিমত সরবরাহের ব্যবস্থা সরকার করবেন কিনা ?

Answer

To be replied by the Food Minister,

Date of reply 20.3.1985

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে ।

Admitted Starred Question No 225

Name of M. L. A :- Sri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state

১। উদয়পুরের কিল্লাতে ১০টি শয্যা বিশিষ্ট একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না, এবং

২। থাকিলে কবে নাগাদ বাস্তবায়িত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

Answer

Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department
Name of the Minister : Sri khagen Das

১। আছে।

২। চূড়ান্ত স্থান নির্বাচিত হইলে নির্মাণ কার্য্য হাতে নেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No 233

Name of M. L. A. : Sri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of tne Forest Department be pleased to state.

১। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে কত একর জমিতে সামাজিক বনায়ন করা হয়েছে ; এবং

২। উক্ত সামাজিক বন উন্নয়ন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কত টাকা দিয়েছেন।

৩। ইহা কি সত্য সোনামুড়া মহকুমার মেলাঘর রেঞ্জে তেলপাছলা, গ্রামতলি, কমিজলা এবং বিভিন্ন গাঁও সভায় সামাজিক বন উন্নয়নের জন্য যে টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল সেই টাকায় গাছ রোপন না করে আত্মসাৎ করা হচ্ছে ?

উত্তর

Minister in-charge of the Forest Department, Sri A. Rahaman

১। সামাজিক বনায়ন প্রকল্পে ১৯৮১৮২ সাল হইতে ১৯৮৪-৮৫ সাল পর্য্যন্ত মোট ৯১১৬ হেক্টর (২২,৫২৬.১৪ একর) ভূমিতে বনায়ন করা হইয়াছে।

২। উক্ত সামাজিক বনায়ন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার ও তপশিলী জাতি ও উপজাতি কল্যান দপ্তরকে দেয় কেন্দ্রীয় সাহায্য হইতে বন দপ্তর ১৯৮১-৮২ সাল হইতে ১৯৮৪-৮৫ সাল পর্য্যন্ত মেট ৬৬,৯৬৫ লক্ষ টাকা পাইয়াছে।

৩। ইহা সত্য নহে।

Admitted Starred Question No. 239

Name of Member : Sri Monoranjan Majumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Cooperative

Department be pleased to state :

ক) ত্রিপুরা Co-operative Societies Act, 1984 এর Section 25 এর amendment অনুযায়ী প্যাক্‌স ও ল্যাম্পস্‌গুলির area of operation এর বাহিরের সভ্যদের সভ্য পদ বাতিল করা হইয়াছে কিন্তু ঐ আইন মোতাবেক খারিজ করা সভ্যদের অন্য কোন সমিতিতে অন্তর্ভুক্তির কোন ব্যবস্থা না করার কারণ কি ?

খ) ত্রিপুরার অধিকাংশ Service সমবায় সমিতিগুলির viebility কতটুকু বাড়িয়াছে,

গ) যদি না বাড়িয়া থাকে তাহার কারণ কি ?

Answer

Minister in-chaige of the Co operative Department

ক ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ সোসাইটি এ্যাক্ট ১৯৮৪ এর Section 25 এর amendment অনুযায়ী ল্যাম্পস ও প্যাক্‌স এর পুর্ণ গঠনের ফলে যে সমস্ত সদস্য-সভ্য পদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইয়াছে তাহাদের স্ব স্ব এলাকার ল্যাম্পস ও প্যাকস্‌ এর সভ্য পদ গ্রহণের বিধান উক্ত আইনে ব্যবস্থা আছে।

খ) ত্রিপুরার অধিকাংশ Service সমবায় সমিতিগুলিতে ল্যাম্পস্‌ ও প্যাকস্‌ এ উন্নীত করার ফলে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিগুলির viability অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাড়িয়াছে।

গ) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No 242
Name of M. L. A. Shri Buddha Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and family Welfare Department be pleased to state :

১। বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও B. A. M S

ডাক্তাররা M. B B. S ডাক্তারদের চেয়ে বেতন ও পদমর্যাদার যে ত্র নিম্নতর হওয়ার কারণ কি ?

২। আগামী আর্থিক বৎসরে রাজ্যের B. A M. S. পাশ করা ডাক্তারদের চাকুরী সংস্থানের জন্য আরও নূতন পদ সৃষ্টি করা হবে কি না

৩। Indian System of medicine-এর উন্নতি কল্পে রাজ্য সরকার Central Council of Indian Medicine এর মধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কত টাকা আর্থিক অনুদান পেয়েছে ; এবং

৪। উক্ত টাকায়-কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ?

Answer

Minister in charge of the Health and Family Welfare Department :
Name of the Minister : Shri Khagen Das

১। কেন্দ্রীয় সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক M. B. B. S. ডাক্তাদের সমতুল মর্য্যাদার স্বীকৃতি দিয়াছেন বলিয়া কোন তথ্য সরকারের কাছে নেই। বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের বেতন ক্রম রাজ্য সরকারের নীতি অনুযায়ী নির্দ্ধারিত হয়। B A M. S. দের বেতন বিগত (৩ ৯-৮৩) বেতন কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত হার ৫০-১৭২০ টাকা এবং ঐ হারে B A. M. S. দের বেতন দেওয়া হয়। পদমর্যাদার ক্ষেত্রে পূর্ব হইতেই নন-গেজেটেড কর্মী হিসাবে গন্য হইয়া আসিতেছেন।

২। হ্যাঁ।

৩। মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে কোন আর্থিক অনুদান পাওয়া যায়নি। তবে I S M এবং হোমিওপ্যাথি স্কীমে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে ২৫ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বরাদ্দ করা হইয়াছে।

৪। ৪টি হোমিওপ্যাথিক এবং ২টি আয়ুর্বেদিক ডিসপেনসারী ইতিমধ্যেই খোলা হইয়াছে এবং আরও ৩টি আয়ুর্বেদিক ও ১টি হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারী খোলার

প্রচেষ্টা চলিতেছে। ইহাছাড়া ১টি ২০ শয্যা বিশিষ্ট যুগ্ম আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল এর নির্মাণ কার্য্য হাতে নেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 243
Name of M. L. A— Sri Dhirendra Deb Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

১। মোহনপুর ব্লকে সরকারী রিং ওয়েল এবং টিউব ওয়েলের সংখ্যা কত ? (গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব)।

২। উক্ত ব্লকে কতটি রিং ওয়েল ও টিউব ওয়েল অকেজো অবস্থায় আছে ? (১৩-২-১৯৮৫ ইং পর্য্যন্ত তার হিসাব)।

৩। বর্তমানে জলের অভাব হেতু সংকটময় পরিস্থিতিতে অকেজো রিং ওয়েল ও টিউব ওয়েলগুলি মেরামত করার কোন ব্যবস্থা সরকার করবেন কি না।

৪। যদি মেরামত না করা হয় তবে তার কারণ ?

Reply

Minister in-charge of the Rural Development Department
Sri Dinesh Deb Barma

১। রিং ওয়েল ৬০৫টি ও টিউব ওয়েল ১,৫৮৩টি। গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হলো :—

	গাঁও সভার নাম	রিং ওয়েলের সংখ্যা	টিউব ওয়েলের সংখ্যা
১।	তারানগর গাঁও সভা	২৫	১৩২

২। মোহনপুর গাঁও সভা	১৮	৬৭
৩। বিজয়নগর গাঁও সভা	৬	৩৯
৪। কালাছড়া গাঁও সভা	১১	৪৫
৫। সুরেন্দ্রনগর গাঁও সভা	২০	২৪
৬। কদুকছড়া গাঁও সভা	১৫	১১
৭। বালুরবন্দ গাঁও সভা	২১	৩৩
৮। মনতলা গাঁও সভা	১৫	৩৪
৯। ঈশানপুর গাঁও সভা	১৫	৩৫
১০। সানখোলা গাঁও সভা	২০	১১
১১। শরৎ চৌপাড়া	৯	১৫
১২। মেঘলিবন্দ গাঁও সভা	১৭	৫৪
১৩। পূর্ব সুমনা গাঁও সভা	১৪	১৭
১৪। পশ্চিম সুমনা গাঁও সভা	২৫	৪৬
১৫। ফটিকছড়া গাঁও সভা	১৯	৬৯
১৬। দেবেন্দ্রনগর গাঁও সভা	৩১	১৬
১৭। ইন্দ্রনগর গাঁও সভা	২৭	১০৬
১৮। বোধজংনগর গাঁও সভা	৩৩	৭১
১৯। উত্তর দেবেন্দ্রনগর গাঁও সভা	১৮	৩২
২০। নোয়াগাও গাঁও সভা	১১	৩২
২১। বড় কাঠাল গাঁও সভা	১০	২৪
২২। চন্দ্রপুর গাঁও সভা	২২	৮
২৩। তামাকারাই গাঁও সভা	১৭	১২
২৪। ডুমরাকরী ডাক গাঁও সভা	১৪	১
২৫। ভুইসামংকারাই গাঁও সভা	১৩	৪
২৬। কলকলিয়া গাঁও সভা	২২	৯৪
২৭। বামুটিয়া গাঁও সভা	২২	৭৩
২৮। লংকামুড়া গাঁও সভা	১৫	১০০
২৯। বড়জলা গাঁও সভা	৩৪	১২৩
৩০। নরসিংগড় গাঁও সভা	১৬	৬৮

৩১।	সিংগারবিল গাঁও সভা	১৮	৭৬
৩২।	গান্ধীগ্রাম গাঁও সভা	২০	৭২
৩৩।	লক্ষীলুঙ্গা গাঁও সভা	১২	৬২
		৬০৫	১,৫৮০

২। ১০-২- ১৯৮৫ ইং তারিখ পর্য্যন্ত ২০৫ টি রিং ওয়েল ও ৪৮০টি টিউব ওয়েল (২০০টি সাধারণ মেরামত ও ২৮০ টি পুর্ণখননযোগ্য) অকেজো অবস্থায় আছে।

৩। হ্যাঁ।

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 248

Name of Member : Shri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Cooperative Department be pleased to state

১। ইহা কি সত্য সোনামুড়া মহকুমায় সোনামুড়া চর্ম শিল্প সমবায় ও মজুদুর ব্রিক কিলন্ সমবায় সমিতিকে সমবায়ের আইন বহিভূত ভাবে লোন দেওয়া হইয়াছে,

২। সত্য হলে উক্ত দুই সমিতিকে কত টাকা ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ দেওয়া হইয়াছে, এবং

৩। ১৯৮৫ ইং সালের ৩১ শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত উক্ত লোনের কত টাকা ব্যাংক কর্ত্তপক্ষকে ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে,

৪। ঐ সমবায়দ্বয় ১৯৮৫ ইং সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কোন অডিট হইয়াছে কিনা,

৫। অডিট হয়ে থাকলে কত টাকার হিসাবের গড়মিল পাওয়া গিয়েছে,

৬। না হয়ে থাকলে তার কারণ?

Answer

Minister in-charge of the Cooperative Department

১। না, ইহা সত্য নহে। সোনামুড়া চর্মশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ ও মজদুর রিকক্সিন সমবায় সমিতিকে সমবায়ের আইন মেনেই ঋণ দেওয়া হইয়াছে,

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না, কারন আইন বহির্ভূত ভাবে কোন ঋণ দেওয়া হয় নাই।

৪। ১৯৮৫ সালের ৩১ শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কোন অডিট হয় নাই।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

৬। সমস্ত সমবায় সমিতিগুলির অডিট বর্ত্তমানে কর্মরত অডিটারদের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 263

Name of Member : Sri Diba Ch. Hrangkhal

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Cooperative Department be pleased to state.

১। ধুমাছড়া ল্যাম্পসে ১৯৮৫ ইং সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সরকার হইতে সর্ব্বমোট কত টাকা অনুদান, ঋণ দেওয়া হয়েছে তার হিসাব,

২। বর্ত্তমানে (১৫,২,৮৫) উক্ত ল্যাম্পসের তহবিলে নগদ কত টাকা আছে তার হিসাব,

৩। উক্ত ল্যাম্পসের প্রাক্তন ডিরেকটার ঐ ল্যাম্পসের অর্থ আত্মসাৎ করেছেন

এরূপ কোন তথ্য সরকারের নিকট আছে কিনা,

৪। থাকিলে উক্ত ডিরেকটরের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের জন্য কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা,

৫। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে থাকলে তার কারণ।

Answer

Minister in-charge of the Cooperative Department

১। ধর্মাছড়া ল্যাম্পসকে ১৯৮৫ ইং সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সরকার হইতে যে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে তাহা এইরূপ:—

অনুদান	—	টা: ৪, ১৩, ৯০৫,০০
ঋণ	—	টা: ৩, ০২, ১২০,০০
শেয়ার কেপিটেল	—	টা: ২, ৮২, ৮০০,০০

২। বর্তমানে উক্ত ল্যাম্পস এর তহবিলে নগদ টা: ১০, ১২৮, ৪৩ প: আছে,

৩। উক্ত ল্যাম্পস এর প্রাক্তন ডাইরেকটর ল্যাম্পসএ অর্থ আত্মসাৎ করেছেন এইরূপ কোন তথ্য সরকারের নিকট আসে নাই।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 264
Name of Member : Sri Rasik Lal Dey

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state.

১। সমবায় নিয়ামক কর্তৃক ৬,৭,৮২ ইং তারিখে প্রকাশিত এল, ডি, সিদের সিনিয়রিটি লিষ্ট থেকে ইউ, ডি, সিতে কোন প্রমোশন দেওয়া হয়েছে কিনা,

২। হয়ে থাকলে প্রমোশন প্রাপ্তির সংখ্যা কত,

৩। উপরোক্ত সিনিয়রিটি লিষ্টে কোন এস, সি, বা এস, টি, কর্মীর নাম ছিল কি না,

৪। থাকিলে কতজন এস, সি, এবং এস, টি, কর্মী প্রমোশন পাইয়াছে,

(এস, সি, এবং এস, টি, আলাদা হিসাব) ?

Answer

Minisiter-in-charge of the Co-operative Department

১। সমবায় নিয়ামক কর্তৃক ৬,৭,৮২ ইং তারিখে এল, ডি, সিদের কোন সিনিয়রিটি লিষ্ট প্রকাশিত হয় নাই, সুতরাং সেই লিষ্ট থেকে প্রমোশনের প্রশ্ন উঠে না।

২। — (৪) — প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No 270
Name of Member : Sri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state.

১। ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮৩ তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন কমার্শিয়াল ব্যাংক রাজ্যের ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স সোসাইটি গুলির মোট কত সংখ্যক সদস্য ঋণের জন্য আবেদন করেন নাই,

২। ১৯৮০ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সোসাইটি গুলির অনুরূপ সদস্য সংখ্যার বর্তমানের এই সংখ্যা থেকে কত কম বা বেশী,

৬। ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স এর মধ্যে যারা আবেদন করিয়াও ব্যাংক হইতে ঋণ পান নাই তাদের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

Answer

Minister in-charge of the Co-operative Department

১। ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮৪ তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন কর্মাশিয়াল ব্যাংক রাজ্যের ল্যাম্পস এবং প্যাকস সোসাইটিগুলির মোট ৫৯, ০৩ জন সদস্য ঋণের জন্য আবেদন করেন নাই,

২। ১৯৮০ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সোসাইটিগুলির অনুরূপ সদস্য সংখ্যা বর্ত্তমানের সংখ্যা থেকে ৮,০৭৩ বেশী.

৩। ল্যাম্পস এবং প্যাকস এর মধ্যে যারা আবেদন করিয়াও ব্যাংক থেকে ঋণ পান নাই তাদের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করিয়া ঋণ প্রদান ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 304

Name of Member : Sri Matilal Sarkar, M. L. A

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, আই আর ডি পি স্কীমে শুধু পঞ্চায়েতের কৌটা নির্ধারণে বি-ডি সির মতামত নেওয়া হয়। কিন্তু পরিবার বাছাই করার ক্ষেত্রে বি ডি সির কোন অনুমোদন নেওয়া হয় না।

উত্তর

১। হ্যাঁ

প্রশ্ন

২। যদি তা সত্য হয় তবে উক্ত স্কীমে পরিবার বাছাই এর ক্ষেত্রে বি-ডি-পির অনুমোদন নেবার ব্যাপারে সরকার ব্যবস্থা নিবেন কিনা ?

উত্তর

২। না।

Admitted Starred Question No 315

Name of M. L. A. Sri Dhirendra Deb Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.

১। বর্ত্তমানে চাচুবাজার ডিসপেনসারীতে কতজন কর্মচারী নিয়োজিত আছেন,

২। উক্ত কর্মচারীদের থাকার জন্য কোন ব্যবস্থা আছে কি না,

৩। যদি না থাকে তার কারণ, এবং

৪। উক্ত কর্মচারীদের থাকার জন্য সরকারী কোয়ার্টার তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

৫। যদি থেকে থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত তৈরী হবে বলে আশা করা যায় ?

Answer

Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department

Name of the Minister : Sri Khagen Das

১। ৩ জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন।

২। বর্ত্তমানে দপ্তরের কোন ঘর নাই

৩। পূর্বে নির্মিত বাসগৃহগুলি প্রাকৃতিক কারণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

৪। হ্যাঁ

৫। কর্মচারীদের জন্য তৈরী বাসগৃহগুলি পুনর্নির্ম্মাণের জন্য পূর্ত্ত বিভাগকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। এষ্টিমেট ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়াছে এবং Administrative Approval দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। সত্বর কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

Admitted Starred Question No. 319
Name of M. L. A. Sri Dhirendra Deb Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.

১। ইহা কি সত্য জিরাণীয়া ব্লকাধীন বুড়াখণ গাঁও সভাতে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের জন্য রাজ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, এবং

খ) ইহাও কি সত্য স্বাস্থ্য মন্ত্রী ও উক্ত দপ্তরের উর্ধতন কর্ম্মকর্ত্তারা সরজমিনে গিয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণের স্থানও নির্দ্ধারণ করেছেন,

গ) সত্য হয়ে থাকিলে ঐ স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি নির্মাণের কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে, এবং

ঘ) যদি ঐ স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণের কাজ অগ্রসর না হয়ে থাকে তা হলে তার কারণ ?

Answer

Minister in charge of the Health and Family Welfare Department

Name of the Minister : Sri Khagen Das

১। হঁ্যা।

খ) ইহা সত্য যে স্বাস্থ্য মন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য ঐ এলাকায় গিয়েছিলেন। তবে স্থান Site Selection Committee কর্তৃক চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয় নাই।

গ) ও ঘ) Site Selection Committee কর্তৃক চূড়ান্তভাবে স্থান নির্বাচিত না হওয়ায় কাজ আরম্ভ করা যায় নাই।

Admitted Starred Question No 337

Name of M. L. A. Sri Matilal Saha

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state

১। চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত লালসিংমুড়া গাঁও সভায় অবস্থিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি এখনও পর্য্যন্ত চালু না হওয়ার কারণ কি, এবং

২। কবে থেকে এই কেন্দ্রটি চালু করা হইবে বলে আশা করা যায় ?

Answer

Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department

Name of the Minister : Sri Khagen Das

১। লালসিংমুড়া উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি ২৫,১,৮৫ইং তারিখে চালু হইয়াছে এবং জনসাধারণ উহার সুবিধা ভোগ করিতেছেন।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 349 asked by
Sri Subodh Ch. Das, M L. A

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food nd Civil Supplies Department be pleased to state.

১। ইহা কি সত্য যে কাঞ্চনপুর ব্লকের আনন্দ বাজারে খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য সরকার একটী খাদ্য গুদাম করার উদ্যোগ নিচ্ছেন ?

২। সত্য হয়ে থাকলে কবে পর্য্যন্ত তাহা করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

Answer

Replied by the Food Minister

১। হ্যাঁ।

২। খাদ্য গুদাম চালু করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 376,
Name of M.L.A : Sri Samir Kumar Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য কদমতলা হাসপাতালে রোগীদের শয্যা অভাবে মাটিতে শুইতে হয়,

২। সত্য হইলে কদমতলা হাসপাতালে অতিরিক্ত শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

৩। থাকলে উক্ত পরিকল্পনাটি কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়,

৪। কদমতলা হাসপাতালে নতুন এম্বোলেন্স দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি না,

৫। যদি থেকে থাকে তাহা কবে নাগাদ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৬। উক্ত হাসপাতালের পুরনো এম্বোলেন্সটি বর্ত্তমানে কোথায় আছে ?

Answer

Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department
Name of the Minister : Sri Khagen Das

১। হ্যাঁ।

২। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন না থাকায় অতিরিক্ত শয্যা সংযোজন করা সম্ভব নয়।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। নাই।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

৬। ধর্মনগর এম, ভি, ইউনিটে মেরামতের জন্য আছে।

Admitted Starred Question No. 385

Name of M. L. A. Sri Kali Kumar Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনিয়মিত চাউল সরবরাহের

জন্য এস, আর, ই, পির কাজ ঠিকমত হচ্ছে না,

২। সত্য হলে উক্ত ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

Answer

Minister in-charge of the Rural Development Departmeın
Name of the Minister : Sri Dinesh Ch. Deb Barma

১। এস. আর, ই, পির কাজের জন্য কেন্দ্র থেকে পৃথক কোন চাউল বরাদ্দ থাকে না। কিন্তু তার জন্যে এস, আর, ই, পির কাজ বন্ধ থাকে না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 393
Name of M. L. A. Sri Kali Kumar Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সারা ত্রিপুরায় কতটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে, এবং

২। বর্তমান বছরে আরো উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে কি না,

৩। তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকায় মুঙ্গিয়াবাড়ীতে (৩৭ মাইল) ১০ শয্যা বিশিষ্ট উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার সরকারের পরিকল্পনা আছে কিনা।

Answer

Minster in-charge of the Health and Family Welfare Department
Name of the Minister : Shri Khagen Das

১। বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরায় ১২১টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

২। আছে।

৩। মুঙ্গিয়াবাড়ীতে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা ষষ্ঠ যোজনা-কালে নেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 395

Name of M. L. A. — Shri Kali Kumar Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যে আরও কয়েকটি সাব ব্লক খোলার সরকারের পরি-কল্পনা আছে। এবং

২। সত্য হলে, প্রস্তাবিত সাবব্লকগুলির নাম —

উত্তর

১। বিষয়টি পরীক্ষাধীন আছে।

২। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 399

Name of Member : Shri Tarani Mohan Sinha

Subject : Escape of Prisoners from Jail will the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৪ ইং এর জানুয়ারী হইতে ১৯৮৫ ইং ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কতজন জেইল

বন্দি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বিভাগভিত্তিক হিসাব

১। পলাতক গেল বন্দিরা কি কি কারণে সাজা প্রাপ্ত হইয়া কারাগারে আবদ্ধ ছিল বিবরণ ?

Answer

১। উক্তর সময়ের মধ্যে ঃ জন জেল বন্দী জেল ডিষ্ট্রিক্ট জেল হতে পালিয়ে যেতে হয়েছিল।

২। পলাতক জেল বন্দীরা নিম্নোক্ত ধারায় অভিযুক্ত ছিল—

Admitted Starred Question No. 4(3
Name of M. L A. : Sri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development Department be pleased to state.

Question

১। ১৯৭৮ ইং সনের ৩১শে মর্চেপর্য্যন্ত ত্রিপুরারাজ্যে মোট কতগুলি টিউব ওয়েল ও রিংওয়েল ছিল ?

২। ১৯৭- ইং সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৮৪ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে কতগুলি নতুন টিউব ওয়েল ও রিংওয়েল সবানো হয়েছে,

৩। ইহা কি সত্য যে Tube well এর pipc এর অভাবে নতুন tude well বা পুরানো tube well এর Reninking Replacing এর কাজ ব্যহত হচ্ছে,

৪। সত্য হইয়া থাকিলে এ ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

Reply

১। ৭,২৮১টি টিউবওয়েল ও ২,৮৯৫টি রিংওয়েল ছিল।

২। ১৯৭৮ ইং সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৮৪ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ১১,৮২৮টি টিউব ওয়েল ৭০টি মার্ক টিউব ওয়েল, ৫,৯০০টি রিংওয়েল ৪৯২টি মেমোনারী ওয়েল করা হয়েছে।

● আংশিক সত্য।

৪। অতি সত্বর সরবরাহের জন্য সরবরাহকারী সংস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

ANNEXURE "B"

Admitted Unstarred Question No. 5 asked by
Sri Buddha Ch Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food and Civil Supplies Department be pleased to state,

১। ১৯৮০-১৯৮১ ইং আর্থিক বছর হইতে ১৯৮৪ ইং আর্থিক বছরের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ত্রিপুরার মোট কতজন বেকার রাইস্ মিলের লাইসেন্স পেয়েছেন,

২। তার মধ্যে কোন ব্যাক্তি কোন বছর পেয়েছেন বৎসর ভিত্তিক তাদের নাম ও ঠিকানা, এবং

●। লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তপশিলি উপজাতী ও তপশিল জাতির সংখ্যা কত জন তাদের ঠিকানা সহ

Answer

Replied by the Food Minister

১। মোট ●●● জন রাইস মিলের লাইসেন্স পেয়েছে।

২। রাইস্ মিলের লাইসেন্স প্রাপকদের নাম ও ঠিকানা সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

৩। তপশিলি উপজাতী— ১৭ জন
তপশিলি জাতী — ৫৪ জন

উপরোক্ত তালিকায় ST/SCর নাম ও
টিকানা উল্লেখিত হইয়াছে।

২। সদর মহকুমা।

১লা এপ্রিল ১৯৮১ ইং হইতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮১ ইং

লাইসেন্স ধারীর নাম ঠিকানা	১৯৮১ ইং
১। শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক। ধলেশ্বর, আগরতলা ত্রিপুরা।	,,
২। শ্রীহরেকৃষ্ণ দেবনাথ, পি, এল, বিল, বিশালগড়।	,,
৩। শ্রী অখিল চন্দ্র দেবনাথ, মোহনপুর বাজার থানা সিধাই।	,,
৪। ,, স্বপন বর্দ্ধন, জিরাতীয়া ডাকঘর :- বীরেন্দ্রনগর।	,,
৫। ,, নিরঞ্জন সাহা, বিশালগড় ডাকঘর :— বীরেন্দ্রনগর।	,,
৬। ,, দীপক কুমার সরকার উত্তর চড়িলাম, ডাকঘর :— চড়িলাম।	,,
৭। ,, গৌরী রানী শর্মা। নূতন নগর, ত্রিপুরা।	,,

৮। ,, সতীশ চন্দ্র গোপ ,,
নোয়াবাদী, জিরানীয়া

৯। ,, রতন দত্ত। সতছবিয়া ,,
ডাকঘর :—ফটিকছড়া

১০। শ্রীবর্ণজিৎ মিত্র, বিশালগড়, ১৯৮৫ ইং

১১। ,, কুমারী মোহন সরকার ,,
নারায়ণপুর।

১২। ,, কালীদাস সাহা, ,,
শীতল টিলা (মুরাবাড়ী) বিশালগড়।

১লা জানুয়ারী ১৯৮২ ইং হইতে ৩১শে ডিসেম্বর ৮২

১৩। শ্রীদশরথ দেবনাথ, চম্পাকনগর, জিরানীয়া,— ১৯৮২ইং
ত্রিপুরা।

১৪। ,, হরেকৃষ্ণপাল, তারানগর, মোহনপুর। ,,

১৫। ,, চন্দন বিশ্বাস। ডুকলী ,,

১৬। ,, বাবুচন্দ্র সিংহ। বিদ্যাদিঘি, বিশাগড় ,,

১৭। ,, শান্তিরঞ্জন দত্ত। বিরিয়ামুড়া, কালীতলা। ,,

১৮। ,, আশুতোষ ভৌমিক। আসাম পাড়া ,,

১৯। ,, নারায়ন চন্দ্র ভৌমিক। বিজয়নগর ,,

২০। ,, গোপাল চন্দ্র দাস। ,,

২১। ,, মণ্টু সংখ্য বনিক। আনন্দনগর, ত্রিপুরা ,,

২২। , অরুন চন্দ্র দেবনাথ ফটিকছড়া ,,
মোহনপুর ত্রিপুরা।

২৩। শ্রীজগদীশ চন্দ্র দেবনাথ। এম, পি, কলোনী ১৯৮২ইং
বিশালগড়।

২৪। ,, নারায়নচন্দ্র দেবনাথ, তারানগর, মোহনপুর। ,,

২৫। ,, হরিপদ বিশ্বাস, বাধারঘাট, ত্রিপুরা ,,

২৬। ,, সন্তোষ চন্দ্র সাহা, আসাম পাড়া ,,
ডাকঘর—রানীর বাজার

২৭। ,, মনীন্দ্র কুমার চোধুরী ,,
পাথালিয়াঘাট, ত্রিপুরা

২৮। ,, স্বপন কুমার বিশ্বাস ,,
বাধারঘাট

২৯। ,, কামিনী কুমার সাহা ,,
বিশালগড়

৩০। ,, ননী গোপাল সিংহ ,,
লালসিংমূড়া, বিশালগড়

৩১। ,, আরতি দেবনাথ, দেবীনগর ,,
জিরানীয়া (ব্লক)

৩২। ,, শচীন্দ্র সাহা, মনতলা, ,,
সিধাই মোহপুর ব্লক

৩৩। ,, অসিত রঞ্জন চক্রবর্ত্তী, সচীন্দ্রনগর ,,
জিরানীয়া

৩৪। ,, অমৃত মোদক, খলেশ্বর ,,

৩৫। ,, হরিপদ অধিকারী ,,
উত্তর ছড়িলাম, ত্রিপুরা

৩৬। শ্রী সুধীর দেবনাথ, রানীরবাজার, ত্রিপুরা ,,

৩৭। ,, মহঃ সহীদ মিয়া, ফটিকতলী বাজার, ত্রিপুরা ,,

৩৮। ,, বিধু রক্ষিত, এম, এল, বিল ত্রিপুরা (পশ্চিম) ,,

৩৯। ,, পরেশচন্দ্র শীল, আনন্দনগর ,, ,, ,,

৪০। ,, অজিত চক্রবর্তী, বৃদ্ধানগর, ,, ,, ,,

৪১। ,, পরেশচন্দ্র দেবনাথ, কলিকাপুর ,, ,, ,,

১লা জানুয়ারী ১৯৮৩ইং হইতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮৩ইং

৪২। ,, হরেকৃষ্ণ শর্মা, বৈদর দিঘি, বিশালগড় ত্রিপুরা (পশ্চিম)

৪৩। ,, যোগেশ্বর চন্দ্র সাহা, সেকের কোট বিশালগড় ,, ,,

৪৪। শ্রীমতি পারুল রুদ্রপাল ডুকলী, বিশালগড় (ব্লক) ,, ,,

৪৫। ,, সুভাষচন্দ্র চৌধুরী কলকলিয়া, মোহনপুর , ,,

৪৬। ,, বিমল চন্দ্র সাহা গোপীনগর বিশালগড় (ব্লক) ,,

৪৭। ,, নিবাস চন্দ্র পোদ্দার। জঙ্গলীয়া ,,

৪৮। ,, অমৃত মজুমদার দিঘালীয়া, মোহনপুর। ,,

৪৯। ,, চিত্তরঞ্জন রায়। কাঞ্চনমালা, বিশালগড় ব্লক। ,,

৫০। ,, জহরলাল শর্মা, দুর্গানগর, বিশালগড় ,,

৫১। শ্রীমতী গৃহলক্ষী সরকার। ,,

৫২। শ্রীতারাচান রায়। বজলঘাট, মোহনপুর ,,

৫৩। ,, উপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ মসলিশপুর জিরানীয়া। ,,

৫৪। ,, অমৃতলাল গুপ্তা এবং

,, আয়েত আলী মোহন বাজার। ,,

৫ । শ্রী স্বপন দেব। তারানগর, মোহনপুর। ,,

৫৬। ,, সুধীর চন্দ্র দেবনাথ। রানীরগাঁও, জিরানীয়া। ,,

৫৭ শ্রীমতীআল্পনা সাহা। জিরানীয়া ত্রিপুরা (পশ্চিম) ১৯৮০ ইং

৫৮। শ্রীপ্রদীপ শর্মা। এয়ারপোর্ট। ,, ,,

৫৯। ,, হরিধন ভট্টাচার্য্য। ব্রজপুর কোনিয়াবাড়ী ,, ,,

৬০। ,, হরিধন দেব। ডুকলী, ত্রিপুরা (পশ্চিম) ,,

৬১। ,, গোপাল চন্দ্র দেবনাথ। সূর্য্যমনিনগর
বিশালগড় ব্লক থানা আমতলী। ,,

১লা জানুয়ারী ১৯৮৪ ইং হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ ইং

৬২। শ্রীনৃপেন্দ্র সরকার। গান্ধীগ্রাম, মোহনপুর ব্লক ত্রিপুরা ১৯৮৪ ইং

৬৩। শ্রীমতী স্বরসতী সাহা। দেবীনগর রানীর বাজার ,, ,,

৬৪। শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ। হরিণাখলা। ,, ,,

৬৫। ,, বিনোদ বিহারী চন্দ। চম্পকনগর, ,, ,,

৬৬। ,, গিরীন্দ্র সরকার। থানা সিধাই। তোলাবাগান। ,, ,,

৬৭। ,, নরেশ চন্দ্র দাস। নলগড়িয়া। রানীর বাজার ,, ,,

৬৮। ,, বিশ্বনাথ রায়। চন্দ্রপুর ডাকঘর :—খয়েরপুর। ,, ,,

৬৯। ,, ললিতমোহন দেবনাথ। খাসমধুপুর,
ডাকঘর :— আমতলী। ,, ,,

৭০। শ্রীমতীপ্রনতি মজুমদার। দিঘালীয়া, মোহনপুর। ,, ,,

তপশিলী উপজাতি (সদরমহকুমা)

তপশিলী উপজাতি লাইসেন্সধারীর নাম ঠিকানা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১লা এপ্রিল ১৯৮১ ইং হইতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮১ ইং নাই।
(১লা জানুয়ারী ১৯৮২ ইং হইতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮২ ইং)

১। শ্রীবৈশাখ দেববর্মা। লেফুঙ্গা, মোহনপুর, ত্রিপুরা ১৯ ২ ইং
(জানুয়ারী ১৯৮৩ ইং হইতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮৩ ইং)

২। শ্রীরতিরঞ্জন দেববর্মা। বড়কাঠাল মোহনপুর। ত্রিপুরা ১৯৮৩ ইং
(জানুয়ারী ১৯৮৪ ইং হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৭—নাই

তপশিলী জাতি লাইসেন্সধারীর নাম ও ঠিকানা
১৯৮১ ইং এর এপ্রিল হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ ইং
পর্যন্ত নিম্নে দেওয়া হইল। (সদর মহকুমা)

১। শ্রীসরজিত দাস। ব্রজপুর ত্রিপুরা (পশ্চিম) ১৯৮১ ইং

২। ” দুলাল চন্দ্র দাস তারাপুর ”
ডাকঘর তারাপুরম ত্রিপুরা

৩। ভুবন চন্দ্র দাস। মজলিসপুর ” ”
ডাকঘর- মজলিসপুর

লা জানুয়ারী ৯৮১ ইং হইতে ৩.শে ডিসেম্বর ১৯৮২ ইং

৪। শ্রীসুধাংশুরঞ্জন দাস। গাবরদি, ত্রিপুরা (পশ্চিম) ”

১লা জানুয়ারী ১৯৮৩ইং হইতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮৩ ইং

৫। শ্রীদুলাল চন্দ্র দাস। গোলাঘাটি, ত্রিপুরা (পশ্চিম) ”

৬। ” রাজমোহন দাস খয়েরপুর ” ”

৭। ” জগদীশ চন্দ্র দাস। নোয়াবাদী ” ”

১লা এপ্রিল ১৯৮৪ ইং হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ ইং

৮। শ্রীরমনী মোহন দাস। নল গড়িয়া, ত্রিপুরা (পশ্চিম) ১৯৮৪ ইং

৯। ” নারায়ন চন্দ্র দাস। রঘুনাথপুর বিশালগড়। ” ”

১০। ” যুধিষ্টির চন্দ্র দাস। সুনমুড়া ” ”
ডাকঘর :— লংকামুড়া।

১.। নারায়ন চন্দ্র মালাকার
ডাকঘর + গ্রাম—কলকলিয়া, বিশালগড়। ” ”

১১। শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দাস। তেজপানিয়া লুংগা। ” ”

১লা এপ্রিল ১৯৮১ ইং হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ ইং
পর্যন্ত লাইসেন্সের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ক্রমিক নং লাইসেন্সধারীর নাম/কোন ব্যসর লাইসেন্স/উপজাতি/তপশিলী/মন্তব্য
ঠিকানা দেওয়া হইয়াছে

১ ২ খোয়াই ৪

১। শ্রীসুরেশ চন্দ্র দেববর্মা এপ্রিল ১৯৮১ ইং উপজাতি
পিতা মনমোহন দেববর্মা বাচাই বাড়ী।
ডাকঘর—বাচাই বাড়ী খোয়াই।

২। শ্রীসুখেস চন্দ্র দাসগুপ্ত পিতা— স্বর্গীয় যোগেশ চন্দ্র দাস গুপ্ত।
উত্তর আর, সি. মাঠ। খোয়াই।

৩। শ্রীরাণাকিশোর দেববর্মা 'মে' ১৯৮২ ইং উপজাতি
পিতা—স্বর্গীয় রবীন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা।
ডাকঘর চানখলা বাজার খোয়াই।

৪। শ্রীগোপাল চন্দ্র পাল পিতা স্বর্গীয় মহেশ চন্দ্র পাল।
সুভাস পার্ক—খোয়াই।

৫। শ্রীপ্রমোদ চন্দ্র ভৌমিক। নভেম্বর ১৯৮২ ইং
পিতা শ্রীরাইমোহন ভৌমিক ডাকঘর মোহরছড়া বাজার খোয়াই

৬। শ্রীবিনোদ চন্দ্র দাস ডিসেম্বর তপশিলী মন্তব্য
পিতা স্বর্গীয় লরাম দাস কমল নগর, মোহরছড়া

৭। শ্রীহারাধন দাস। ,,
পিতা—স্বর্গীয় রুহিনী চন্দ্র দাস। সোনাতোলা খোয়াই।

৮। শ্রীকালীপদ দাস। ,,
পিতা—স্বর্গীয় নদীরাম দাস, তপশিলী
সোনাতলা খোয়াই। জাতি

৯। শ্রীপ্রিয়লাল দেবনাথ। ,,
পিতা—শ্রীঅমর চন্দ্র দেবনাথ।
কড়াইলং, তেলিয়ামুড়া

১০। শ্রীমাখন চন্দ্র দেবনাথ।
পিতা- যোগেশ চন্দ্র দেবনাথ ,, —

১১। শ্রীগৌরাঙ্গ রুদ্রপাল
পিতা শ্রীবংক বিহারী রুদ্রপাল ,, —
ডাকঘর: হাওরাই বাড়ী। তেলিয়ামুড়া

১২। শ্রীদিলীপ রায়। ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ ইং তপশিলী জাতী
পিতা—শ্রীহরিধন রায়।
ডাকঘর চেবরী। খোয়াই।

১৩। শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দাস। মার্চ ১৯৮৩ ইং

পিতা—স্বর্গীয় রামকুমার দাস
গৌরাঙ্গটিলা, খোয়াই।

১৪। শ্রীসত্যেন্দ্র প্রসাদ বিশ্বাস। ,, —
দেওলিয়া টিলা ডাকঘর :—খোয়াই চা বাগান।

১৫। শ্রীনিরঞ্জন দাস। জুলাই ১৯৮৩ ইং তপশিলী জাতি
জগমোহন দাস।
ডাকঘর :—শিঙিছড়া, খোয়াই।

১৬। শ্রীযাদব চন্দ্র পাল। ,, —
পিতা - তপনকুমার পাল।
ডাকঘর - মিলাতলি। খোয়াই

১৭। শ্রীমহেন্দ্র বর্মন। ,, —
পিতা—স্বর্গীয় মোহন কিশোর বর্মন। ,, —
চারগনকি, টেটচৌমুহনী খোয়াই।

১৮। শ্রীপ্রদীপ কুমার দেব। জুলাই ১৯৮৩ ইং তপশিলী মন্তব্য জাতি
পিতা—প্রমোদ চন্দ্র দেব।
বনবাজার, খোয়াই।

১৯। শ্রীসুভাষ চন্দ্র ভৌমিক। জুলাই ১৯৮৩ ইং —
পিতা ব্রজেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক, কল্যাণপুর।

২০। শ্রীমুনফারাই দেববর্মা। জুলাই ১৯৮৩ ইং তপশিলী উপজাতি
পিতা – স্বর্গীয় যগেচরাই দেববর্মা
উত্তরপদ্ম বিল, খোয়াই

২১। শ্রীহরিবন্ধু নাথশর্মা, নভেম্বর ১৯৮৩ ইং —
পিতা স্বর্গীয় জয় চন্দ্র নাথশর্মা
ডাকঘর :—কল্যাণপুর।

২২। শ্রীরামচন্দ্র দেবনাথ। মার্চ ১৯৮৪ ইং —
পিতা—শ্রীনিত্যানন্দ দেবনাথ।
মোহরছড়া তেলিয়ামুড়া

২৩। শ্রীভজন দেবনাথ। ,, —
পিতা—মনমোহন দেবনাথ কড়াইলং।

২৪। শ্রীঅনিল চন্দ্র সাহা। ,, —
ডাকঘর : চাক্‌মাঘাট, তেলিয়ামুড়া ,, —

২৫। শ্রীজনার্দন পাল। জুন ১৯৮৪ং —
পিতা—মহেশ চন্দ্র পাল, চেবরী, খোয়াই।

সোনামুড়া মহকুমা

১—৪-১৯৮১ ইং হইতে ৩১-৩-১৯৮২ পর্য্যন্ত

১। শ্রীবিধান চন্দ্র সাহা
গ্রাম-ভেলুয়ার চর।

২। ,, সমরেন্দ্র দে,
গ্রাম– মোহন ভোগ।

৩। ,, হরেন্দ্র চন্দ্র কর্মকার
সোনামুড়া।

৪। ,, পরেশ চন্দ্র পাল
গ্রাম :—জাঙ্গালিয়া পোঃ—বিশালগড়।

৫। ,, কমলারঞ্জন চক্রবর্ত্তী
গ্রাঃ— পশ্চিম নলছর।

৬। ,, শ্যামাচরণ দাস — তপশিল জাতি।
গ্রাম :– নলচর।

৭। ,, নিখিল চন্দ্র মালাদাস— তপশিল জাতি।
গ্রাম :— দুর্লভনগর

৮। শ্রীসুনিল চন্দ্র দেবনাথ
পূর্ব চৌমনী

৯। জীবম চন্দ্র দে
গ্রামঃ—মতিনগর

১-৪-১৯৮২ ইং হইতে ৩১-৩-১৯৮৩ ইং পর্য্যন্ত

১। মহম্মদ মোহন মিঞা
গ্রাম :—কুলুবাড়ী

২। শ্রীভাগীরথ দাস— তপশিল জাতী
জুমেরঢেপা

৩। মহম্মদ অহিদ মিঞা চৌধুরী

৪। মহম্মদ সতজন
গ্রামঃ—বক্সনগর।

৫। শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্র দাস— তপশিল জাতি
গ্রাম :— ময়রানা পূর্ব চৌমহনী

১-৩ ১৯৮৩ ইং হইতে ৩১-৯-১৯৮৪ পর্য্যন্ত।

১। শ্রীপরিমল চন্দ্র সাহা
গ্রামঃ—লক্ষণ ডেপা।

২। ,, সুভাষ চন্দ্র দেবনাথ
বড় নারায়ণ।

৩। ,, ইকবাল হুসেন
গ্রামঃ— সোনামুড়া) তেমসাবাড়ী)

৪। শ্রী দুলাল দেবনাথ
চণ্ডীগড়।

তপশিল জাতি

৫। " পরেমশ্বর দাস—
গ্রামঃ—ডেপামুড়া

৬। " অমেন্দ্র চন্দ্র সাহা—
মন্তীনগর

৭। " অমর চন্দ্র সাহা—
এবং অন্যান্য
গ্রামঃ— মেলাঘর

৮। প্রদীপ কুমার সাহা
গ্রাম: – মেলাঘর

৯। গৌরাঙ্গ চন্দ্র দেবনাথ—
গ্রাম: – বাগমুড়া—

১০। " সঞ্জয় দেবনাথ—
গ্রামঃ—পশ্চিম নলছড়—

১১। " দিলীপ কুমার দে।
গ্রাম: --কমলনগর।

কৈলাশহর মহকুমা :—

১-৪-১৯৮১ হইতে ৩১-১২-১৯৮১ পর্য্যন্ত।

১। শ্রীধিরেন্দ্র নাথ চৌধরী
পিতা—মৃত বরদাকান্ত দে,
গ্রামঃ—বেটছড়া—
পো:—বেটছড়া কৈলাস সহর।

২। শ্রীধিরেন্দ্র নাথ চৌধরী
পিতা মৃত দেবেন্দ্র নাথ চৌধরী
গ্রাম :-- পোঃ গদানগর। কৈলাশহর।

৩। শ্রীসতীশ রঞ্জন দে,
পিতা মৃত শরৎ রঞ্জন দে
গ্রামঃ—জলাই
পোঃ —সোনামুখী, কৈলাশহর।

৪। সত্যমোহন রোয়াজা - তপশিলী উপজাতি
পিতা—শ্রীঅশ্বিনী কুমার রোয়াজা
গ্রাম ও পোঃ—ছামনু, কৈলাশহর।

৫। শ্রীদিলীপ কুমার সিন্‌হা
পিতা—শ্রীচন্দ্রকিশোর সিন্‌হা
গ্রামঃ পদ্মদীঘির পাড়।
পোঃ পাইতোর বাজার, কৈলাশহর।

৬। শ্রীহরিদাস সিন্‌হা
পিতা—মৃত বিন্দুমাধব সিন্‌হা
গ্রাম : - ইছবপুর, পোঃ --কৈলাশহর।

৭। শ্রীরসময় ত্রিপুরা তপশীলি উপজাতি—
পিতা—শ্রীকৃষ্ণদয়াল ত্রিপুরা
পোঃ— গ্রামঃ ধুমাছড়া কৈলাশহর

ক্রমিক নং ৪ এবং ৭ তপশীলি উপজাতী

১-১-১৯৮২ হইতে ৩১-১২-১৯৮২ পর্যন্ত।

১। শ্রীকালাচাঁদ দেব,
পিতা—মৃত যোগেশ চন্দ্র দেব
গ্রাম—পোঃ- সমনুঘাট কৈলাশহর।

২। শ্রীঅমরেন্দ্র কুমার দেব
পিতা শ্রীঅশ্বিনী কুমার দে,
পোঃ গ্রাম—কাঞ্চনবাড়ী কৈলাশহর।

৩। শ্রীসুদর্শন পাল
পিতা—শ্রীসুরেশ চন্দ্র পাল
গ্রাম—পোঃ রাধানগর কৈলাশহর।

৪। শ্রীআশিস পাল
পিতা—শ্রীগোলাল চন্দ্র পাল।
পোঃ—গ্রাম—হৈলেংটা কৈলাশহর।

৫। শ্রীবাবুলাল বসাক।
পিতা—বিদ্যাসুন্দর বসাক।
গ্রাম—পোঃ—কাঞ্চনবাড়ী কৈলাসহর।

৬। শ্রীআবদুল আজীজখান
পিতা-মৃত সনজার খান
ইজাখুয়ারা, পোঃ—বাবুর বাজার। কৈলাশহর

৭। শ্রীসুশীলরঞ্জন দাস
পিতা—শ্রীসুরেন্দ্র কুমার দাস
পোঃ গ্রাম - গকুলনগর, কৈলাশহর।

৮। সরিফ খান
পিতা—লালকর খান
গ্রাম—ইয়াজা যুয়ারা
পোঃ—বাবুর বাজার
কৈলাসহর।

তপশীল উপজাতী

৯। শ্রীপরিমল বরুয়া
পিতা—বিভূতী রঞ্জন বরুয়া
পো: গ্রাম—ছামনু বাজার
কৈলাশহর—

১০। শ্রীগোরাচাঁদ দত্ত
বিতা—মৃত শশীভূষন দত্ত
গ্রাম—মছলী বাজার—
পো:—মছলী ছড়া
কৈলাশহর।

ক্রমিক নং-৯ তপশীল উপজাতী

১-১-১৯৮০ হইতে ৩১-১২-১৯৮৩ পর্য্যন্ত

১। শ্রীশঙ্কর চন্দ্র সাহা
পিতা- শ্রীসুরেশ চন্দ্র সাহা
গ্রাম—পো:- মলুঘাটি
কৈলাশহর

২। শ্রীপ্রানেশ চন্দ্র নাগ
পিতা—মৃত দিগেন্দ্র কুমার নাগ
গ্রাম- ইরানী বাজার
পো:—ইরানী কৈলাশহর

৩। শ্রীমনিলকান্তি রুদ্রপাল
গ্রাম—পো:—ময়নারমা
কেলাশহর

৪। শ্রীমানিক রঞ্জন ধর
পিতা—গোপেন্দ্র চন্দ্র ধর
গ্রাম পূর্ব রাতাছড়া
পো: সর্দ্দার পাড়া কৈলাশহর

৫। শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য্য
পিতা মৃত সারদা ভট্টাচার্য্য
গ্রাম—কুবজার. পোঃ - কৈলাশহর

৬। শ্রীভুপেন্দ্র লাল বৈদ্য
পিতা মৃত জলধর বৈদ্য
গ্রাম—জলাই বাজার
পোঃ বেলেহার, কৈলাশহর

৭। শ্রীহিমাংশু দে
পিতা মৃত - সুধীর চন্দ্র দে
পোঃ, গ্রাম—ছনটৈল
কৈলাশহর

৮। শ্রীবিশ্বজিৎ দে
পিতা - বেণুধর দে
গ্রাম—কামরাঙ্গা বাড়ী
পোঃ কিওনতলী, কৈলাশহর

৯। সৈয়দ সাহিদ আলি
পিতা সৈয়দ জাবেদ আলি
গ্রাম— নগাপত্তন
জিলা - কৈলাশহর

১০। শ্রীঅজিত কুমার দাস
পিতা মৃত অঘোর চন্দ্র দাস
পো' গ্রামঃ - গৌরনগর
কৈলাশহর

১১। শ্রীসুদীপ ভট্টাচার্য্য
পিতা মৃত—প্রফুল্ল কুমার ভট্টাচার্য্য
গ্রাম—নতুন বাজার, পোঃ বেতছড়া
কৈলাশহর

তপশীল জাতী ও তপশীল উপজাতী নাই।

Papers Laid on the Table
(Questions and Answers)

১/১/১৯৮৪ ইং হইতে ৩০/৯/১৯৮৪ ইং পর্য্যন্ত

১। শ্রীসুভাষরঞ্জন দে
পিতা—শ্রীসুধীররঞ্জন দে
গ্রাম—লালদহর
পোঃ—ফটিকরায়
কৈলাশহর

২। শ্রীবিভুরঞ্জন সেন
পিতা—বঙ্কবিহারী সেন
পোঃ গ্রাম—সর্দার পাড়া
কৈলাশহর

৩। এম এ গফুর
পিতা—আবদুল হাসীম
গ্রাম—কুবজের
পোঃ—কৈলাশহর

৪। শ্রীরাজেন্দ্র সিং
পিতা—নীলমাধব সিং
পোঃ, গ্রাম—রাধানগর
কৈলাশহর

৫। শ্রীসুশীলরঞ্জন পাল
পিতা—মৃত, যোগেন্দ্রকুমার পাল
পোঃ, গ্রাম—রাধানগর
কৈলাশহর

৬। শ্রীনারায়ণ চন্দ্র পাল
পিতা—রসিক চন্দ্র পাল
গ্রাম—ফটিকরায়
কৈলাশহর

৭। শ্রীপ্রেমানন্দ দেবনাথ
পিতা- গোবিন্দ দেবনাথ
পোঃ, গ্রাম—গঙ্গানগর
কৈলাশহর

তপশীল জাতী ও তপশীল উপজাতী নই

ধর্মনগর মহকুমা

১লা এপ্রিল ১৯৮১ ইং হইতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮১ ইং পর্য্যন্ত

১। শ্রীসুধাংশু কুমার চন্দ
গ্রাম—শনিছড়া, উঃ ত্রিপুরা

২। শ্রীঅনিল চন্দ্র দেব
গ্রাম – সৎসঙ্গ, উঃ ত্রিপুরা

৩। শ্রীগোবিন্দ দাস
গ্রাম—দঃ পদ্মবিল, উঃ ত্রিপুরা

৪। শ্রীনিরেশ নাথ
গ্রাম—দিওয়ান পাশা

৫। খানকিনা তপশীল উপজাতী
গ্রাম—বেলিয়ানচিল, উঃ ত্রিপুরা

৬। রাকেশ চন্দ্র দাস
গ্রাম - পানিসাগর

৭। ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার
গ্রাম—সাফাইবাড়ী

৮। কৃপাময় দে
গ্রাম—বিষ্ণুপুর, আমটিলা

৯। দিগেন্দ্র চন্দ্র নাথ
গ্রাম— সাফাইবাড়ী

১০। শ্রী নৃপেন্দ্র চন্দ্র নাথ
গ্রাম—পদ্মবিল

১১। শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দেবনাথ
গ্রাম—খিরাংজুরী, উঃ ত্রিপুরা।

১৯৮২ ইং

১। শ্রীহরেকৃষ্ণ দেবনাথ
গ্রাম—পদ্মধরপুর

২। শ্রীস্তৃপ্তি নাথ
গ্রাম—সুযনাছড়া বাজার

৩। শ্রীবিধুভূষণ দেবনাথ
গ্রাম – তৈলথৈ।

৪। শ্রীবিরেন্দ্র কুমার দেব
গ্রাম—আনন্দ বাজার

৫। শ্রীনলিণাক্ষ দাস
গ্রাম—আনন্দ বাজার

৬। শ্রীমতী সবুজরানী নাথ
গ্রাম – সরসপুর, কদমতলি।

৭। শ্রীবিন্দুভূষণ দেব
গ্রাম সুমনাছড়া

৮। শ্রীসুকুমার দেবনাথ
গ্রাম—অ মটিলা

৯। শ্রীদিনেশ চন্দ্র পাল
গ্রাম- লালছড়া

১১। শ্রীসুদর্শন চন্দ্র নাথ
গ্রাম- মহেশপুর

১০। শ্রীসুকুমার দাস
গ্রাম সাতনালা

১২ শ্রীনবিন চন্দ্র পাল
চুড়াইবাড়ী

১৯৮০ ইং

১। শ্রীরবীন্দ্র কুমার পাল
গ্রাম—পশ্চিম চন্দ্রপুর

২। শ্রীবিরেশ চন্দ্র দেবরায়
গ্রাম—কুর্তি

৩। শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র পাল
গ্রাম—পদ্মপুর

৪। শ্রীযোগেশ চন্দ্র নাথ
গ্রাম—রাধাপুর

৫। শ্রীপরিমল চন্দ্র নাথ
গ্রাম- সাতনালা

৬। শ্রীবিনোদ বিহারী দাস
গ্রাম—রেলওয়ে কলোনী

৭। আবদুল হামিদ চৌধুরী
গ্রাম—ইছাই সোনা পুর

৮। শ্রীসুজিৎকুমার দেব
গ্রাম পেচারতল বাজার

৯। শ্রীদেবাশীষ নাথ
গ্রাম—শান্তিপুর

১০। মহঃ সমাসউদ্দিন
গ্রাম মঙ্গলখালি

১১। শ্রীহৃদয়রঞ্জন চাকমা — তপশীল উপজাতি
গ্রাম—মাছমারা

১লা জানুয়ারী ১৯৮৪ ইং হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ পর্য্যন্ত।

১। শ্রীকৃষ্ণ কুমার নাথ
গ্রাম—সোনার বাজার

২। শ্রীগোপেশ চন্দ্র ধর
গ্রাম—লালছড়া

৩। শ্রীসমরেন্দ্র কুমার নাথ
গ্রাম নরসিংপুর

৪। শ্রীমনোরঞ্জন দেবনাথ
গ্রাম—বিলথৈ

৫। শ্রীহরেকৃষ্ণ দেবনাথ
গ্রাম বিলথৈ

৬। মহম্মদ বশিরউদ্দিন
গ্রাম বিলথৈ —do—

৭। মহম্মদ ছাদির আলি
গ্রাম—বিলথৈ

৮। মহম্মদ সাজ্জাদ আলি
গ্রাম—বিলথৈ

৯। শ্রীনিত্যরঞ্জন পাল
গ্রাম—রাধনা

১০। শ্রীমতী রেখা রাণী পাল
গ্রাম—রাধানগর

কমলপুর মহকুমা

১লা এপ্রিল ১৯৮১ ইং হইতে ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৮১ ইং পর্য্যন্ত

১। শ্রীদাধন চন্দ্র দেবনাথ
আডাঙ্গা কমলপুর

২। শ্রীপ্রদীপ চক্রবর্ত্তী
চুলুবাড়ী, আমবাসা

৩। শ্রীপার্থসারথী চক্রবর্ত্তী
মানিকভাণ্ডার বাজার
পোঃ- মানিকভাণ্ডার

৪। শ্রীবিভূতিভূষণ সাহা
মোহনপুর, কমলপুর

৫। শ্রীহরকুমার দেবনাথ
চুলুবাড়ী পোঃ বামনছড়া

৬। শ্রীবাদল দত্ত
নাকফুল, পোঃ হালাহালি

৭। শ্রীধন সিন্‌হা
পানচাষী, পোঃ মিংবিল

৮। শ্রীসজল কান্তি ঘোষ
দক্ষিণ মানিক ভাণ্ডার
পোঃ এরোড্রাম

জানুয়ারী ১৯৮২ ইং হইতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮২ ইং পর্য্যন্ত।

১। শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী সূত্রধর
স্বামী শ্রীঅবনীকুমার সূত্রধর
হালাহালি, পোঃ হালাহালি

২। শ্রীরাজেন্দ্র গোস্বামী
আমবাসা, পোঃ আমবাসা

৩। শ্রীসুধিন্দ্র দে
হালাহালি, পোঃ হালাহালি

৪। শ্রীবিনোদ সিন্‌হা
আভাঙ্গা, পোঃ আভাঙ্গা

জানুয়ারী ১৯৮৩ হইতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮৩ পর্য্যন্ত।

১। সুকল রঞ্জন দেব
পুর্ব নলিছড়া, পোঃ কুলাই

২। শ্রীমাখন চন্দ্র বনিক
হালাহালি

জানুয়ারী ১৯৮৪ হইতে সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ পর্য্যন্ত।

কোন রকম লাইসেন্স দেওয়া হয় নাই।

জানুয়ারী ১৯৮১ ইং হইতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮১ ইং পর্য্যন্ত।

তপশিল উপজাতি

১। শ্রীবিজয় কুমার বাংখল
কলমছড়া, পোঃ আমবাসা

জানুয়ারী ১৯৮২ ইং হইতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮৪ ইং পর্য্যন্ত।

কোন তপশিল উপজাতিকে লাইসেন্স দেওয়া হয় নাই।

১লা এপ্রিল ১৯৮১ ইং হইতে ডিসেম্বর ১৯৮১ ইং পর্য্যন্ত।
কোন তপশিল জাতিকে লাইসেন্স দেওয়া হয় নাই।

জানুয়ারী ১৯৮২ ইং হইতে ডিসেম্বর ১৯৮২ ইং পর্য্যন্ত।

তপশীল জাতি

১। শ্রীসতীশ চন্দ্র দাস
ভাতখাওরী পোঃ কমলপুর।

জানুয়ারী ১৯৮৩ ইং হইতে ডিসেম্বর ১৯৮৩ ইং পর্য্যন্ত।

তপশীল জাতী

১। শ্রীননীমোহন দাস
সালেমা, পোঃ সালেমা

২। " জয়কুমার দাস
বড়লোতমা, পোঃ বড়লোতমা

৩। " নিরোদ চন্দ্র দাস
কুলুবাড়ী
পোঃ বামনছড়া

জানুয়ারী ১৯৮৪ ইং হইতে ডিসেম্বর ১৯৮৪ ইং পর্য্যন্ত।

তপশিল জাতির জন্য কোন লাইসেন্স দেওয়া হয় নাই।

উদয়পুর মহকুমা

১-৪-১৯৮১ ইং হইতে ৩০-৯-৮৪ ইং পর্যন্ত।

১৯৮১ ইং

১। শ্রীপ্রনবকুমার সাহা
সেন্ট্রাল রোড, উদয়পুর

২। " রমেন্দ্র চন্দ্র পাল
রাজনগর, উদয়পুর

৩। " ননীগোপাল ভৌমিক
কাকরা বন উদয়পুর

৪। মহঃ মালকুচ মিঞা
গরজি, উদয়পুর

৫। শ্রীসনজিব দেবনাথ
পিরথা, উদয়পুর.

৬। " রাজেন্দ্রকুমার দাস
চন্দ্রপুর, উদয়পুর

৭। " মনমোহন চক্রবর্তী
পলাটানা, উদয়পুর

১৯৮২ ইং

৮। " যতীন্দ্র দেবনাথ
চন্দ্রপুর, উদয়পুর

৯। " নৃপেন্দ্র নিয়োগী
খিলপাড়া, উদয়পুর

১০। " মনোরঞ্জন সাহা
চন্দ্রপুর, উদয়পুর

১১। " মনিন্দ্র দাস — তপশিলি জাতী
ফুটামাটি, উদয়পুর

১৯৮০ ইং

১২। শ্রীকৃষ্ণ গোপাল ভৌমিক
শালগড়া, উদয়পুর

১৩। " যামিনী কুমার শীল
বগাবাসা, উদয়পুর

১৪। " হারাধন রায়
মাতারবাড়ী, উদয়পুর

১৫। " গকুল জমাতিয়া — তপশিল উপজাতি
আমতলী, উদয়পুর

১৬। " হলধর দেবনাথ
মুড়াপাড়া, উদয়পুর

১৭। " সমীরণ রায়
খিলপাড়া, উদয়পুর

১৮। " সুশীল চন্দ্র সাহা
কাঁকড়াবন, উদয়পুর

অমরপুর মহকুমা

এপ্রিল ১৯৮১ ইং হইতে ডিসেম্বর ১৯৮১ ইং পর্যান্ত

নাই

১৯৮২ ইং

১। শ্রীপ্রিয়লাল সাহা
অম্পি, দঃ ত্রিপুরা

২। " অমৃতলাল সাহা
অমরপুর দঃ ত্রিপুরা

১৯৮৩ ইং

১। " সন্তবায় রিয়াং — তপশীলি উপজাতি
ধুলুমা (পাহারপুর)
পোঃ মালবাসা, দঃ ত্রিপুরা

২। " সতীশ পাল
রাঙ্গামাটি, দঃ ত্রিপুরা

৩। " হীরেন্দ্র চন্দ্র দেব
করবুক, দঃ ত্রিপুরা

৪। " অনিরুদ্ধ দাস
বামপুর, দঃ ত্রিপুরা

৫। " মনিন্দ্র সাহা
রাঙ্গামাটি, দঃ ত্রিপুরা

৬। " হারাধন ঘোষ
রাঙ্গামাটি, দঃ ত্রিপুরা

১৯৮৪ ইং

১। শ্রীখোকন রুদ্র পাল
প: মালবাসা, পো: মালবাসা
দ: ত্রিপুরা

২। " তপন চন্দ্র পাল
ক্ষুদিরাম পল্লি
পো: অমরপুর. দ: ত্রিপুরা

বিলোনিয়া মহকুমা

১লা এপ্রিল ১৯৮১ ইং হইতে ডিসেম্বর ১৯৮১ ইং পর্য্যন্ত।

১। শ্রীশঙ্কর মহাজন, গুজারিয়া,
পো:—দেবিপুর দ: ত্রিপুরা

২। শ্রীবিনয় রায়—
বেতাগা বিলোনিয়া দ: ত্রিপুরা

৩। শ্রীসাধন চন্দ্র বিশ্বাস
মাইছড়া বিলোনিয়া, দ: ত্রিপুরা

৪। শ্রীরাজেন্দ্র মজুমদার
মতাই, বিলোনিয়া দ: ত্রিপুরা

৫। শ্রীনির্মল মজুমদার
হৃষ্যামুখ, দ: ত্রিপুরা

৬। শ্রীযদুগোপাল পাল
হৃষ্যামুখ— দ: ত্রিপুরা

৭। শ্রীকৃষ্ণ পাটিয়ারী
মনুবাজার দ: ত্রিপুরা

৮। শ্রীসুরেশ চন্দ্র পাল
নলুয়া দঃ ত্রিপুরা,

৯। শ্রীমতী সন্ধ্যা রানী দেবনাথ।
বীরেন্দ্রনগর, দঃ ত্রিপুরা

১০। শ্রীউষারঞ্জন দেবনাথ
বিরচন্দ্রনগর দঃ ত্রিপুরা

১১। শ্রীমতী সুচিত্রা রানী মজুমদার
নর্থ কালীবাড়ীয়া। দঃ ত্রিপুরা

১২। শ্রমতী জ্যোৎস্না রানী চক্রবর্ত্তী
সরসীমা, দঃ ত্রিপুরা

১৩। চিত্তরঞ্জন মজুমদার
দঃ কালিবাড়ী দঃ ত্রিপুরা তপশীলিজাতী

১৪। শ্রীগোবর্ধন সাহা
জগৎপুর দঃ ত্রিপুরা,

১৯৮২ ইং

১। হরেন্দ্র ঘোষ
হৃষ্যামুখ, দঃ ত্রিপুরা

২। নেপাল চন্দ্র রায়
তকমাছড়া, দঃ ত্রিপুরা

৩। সুধাংশু দেবনাথ
তকমাছড়া দঃ ত্রিপুরা

৪। হারাধন দেবনাথ
কৃষ্ণনগর দঃ ত্রিপুরা — তপশীলি জাতী

৫। নিকুঞ্জ বিহারী দাস

পূর্ব বগাফা, দঃ ত্রিপুরা

৬। যোগেশ মিত্র—
শান্তির বাজার দঃ ত্রিপুরা

৭। শঙ্কর সরকার
মনুরমুখ দঃ ত্রিপুরা

৮। নির্মল মজুমদার
দঃ কৃষ্ণনগর, দঃ ত্রিপুরা

৯। রঞ্জিৎ কুমার চৌধুরী
হরিপুর দঃ ত্রিপুরা,

১০। কৃষ্ণকুমার নমঃ— — তপশীল জাতী,
পশ্চিম চরকবাড়ী দঃ ত্রিপুরা

১১। আশীষ ভৌমিক,
ত্রিপুরা বাজার দঃ ত্রিপুরা

১২। রবীন্দ্রকুমার পাল
উত্তর ভারত চন্দ্রনগর দঃ ত্রিপুরা

১৩। দুলাল রায়
মরসীমা- দঃ ত্রিপুরা

১৪। প্রদীপ সরকার— — তপশীলী জাতী
পূর্ব বগাএা শান্তির বাজার, দঃ ত্রিপুরা

১৫। মধুসূদন ঘোষ
জোলাই বাড়ী দঃ ত্রিপুরা

১৬। শীতল পাল
গজারিয়া দঃ ত্রিপুরা

১৭। পবিত্র কুমার রিয়াং— তপশীল উপজাতি
মনুবাজার— দঃ ত্রিপুরা—

১৮। মণ্টু পাল —
গজারিয়া দঃ ত্রিপুরা—

১৯। মল্লিকা সাহা—
রাজাপুর দঃ ত্রিপুরা—

২০। রণজিৎ কুমার সেন
পঃ চরকবাড়ী দঃ ত্রিপুরা

২১। বাবুল বৈষ্ণব
রাজাপুর দঃ ত্রিপুরা

২২। শ্রীমতীসখী বালা দেবী
বেতাগা বজোর— দঃ ত্রিপুরা —

২৩। ব্রজেন্দ্র কুমার দেবনাথ
বীরেন্দ্রনগর দঃ ত্রিপুরা

২৪। শ্রীমতী শ্রীপ্রা মজুমদার
সোনাপুর বড় পাথারী, দঃ ত্রিপুরা

১৯৮৩ ইং

১। শ্রীমতীবেলা রানী হালদার তপশীলি জাতী
মনুর মুখ—দঃ ত্রিপুরা

২। মুকুল চন্দ্র সরকার
ত্রিপুরা বাজার—দঃ ত্রিপুরা

৩। হারধন ভৌমিক
কৃষ্ণনগর দঃ ত্রিপুরা

৪। শ্রমতীসরোজ বালা মাল্লা
গজারিয়া-- দঃ ত্রিপুরা

৫। সুভাময় বনিক—
কাশারী দঃ ত্রিপুরা

৬। শ্রমতী ফটু রানী সোম—
নরাইকাং শান্তির বাজার—

৭। শ্রীঅমল সরকার—
কুশারঘাট দঃ ত্রিপুরা—

৮। সতীশ কুমার দে—
মতাই। দঃ ত্রিপুরা—

৯। মনীন্দ্র কুমায় দেবনাথ
আনন্দপুর— দঃ ত্রিপুরা

১০। জয়দেব বৈষ্ণব
বেতাগা, দঃ ত্রিপুরা

১১। রতন চন্দ্র বিশ্বাস
গবধং, কৃষ্ণনগর—দঃ ত্রিপুরা

১২। নটবর দেবনাথ
পঃ পিলাক। দঃ ত্রিপুরা

ক্রমিক নং ১ তপশীল জাতী

১৯৮৪ ইং

১। শ্রীমতী অনিমা মজুমদার
মরসীমা— দঃ ত্রিপুরা

২। যজ্ঞগোপাল দেবনাথ—
হরিপুর দঃ ত্রিপুরা

৩। কালুভুষন নাগ,
রাধানগর দঃ ত্রিপুরা—

৪। শ্রীমতী কল্পনা লোধ –
দঃ জুলাই বাড়ী – দঃ ত্রিপুরা

সাব্রুম মহকুমা

১লা এপ্রিল '৯৮১ হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ পর্য্যন্ত।

১৯৮১ ইং

১। শ্রীকমল চৌধুরী এবং
সজল চৌধুরী
মনু বাজার, দঃ ত্রিপুরা

১৯৮২ ইং

১। শ্রীখোকন চন্দ্র দে
সাঁতচাঁদ, দঃ ত্রিপুরা

২। " স্বপন চন্দ্র দাস তপশীল জাতী
সাব্রুম টাউন, দঃ ত্রিপুরা

৩। " বাবুল চন্দ্র দত্ত
বিজয়নগর দঃ ত্রিপুরা

৪। " লালমোহন লস্কর — তপশীল উপজাতী
মজুরছড়া, দঃ ত্রিপুরা

১৯৮০ ইং

১। শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার মিত্র — তপশীল জাতি
মাধবনগর, দঃ ত্রিপুরা

২। উগর মগ — তপশীল উপজাতি
নতুন মনু বংকুল বাজার, দঃ ত্রিপুরা

৩। " অজয় মগ — তপশীল উপজাতি
নতুন মনুবংকুল বাজার, দঃ ত্রিপুরা

৪। " ইন্দুভূষণ সেন
হরিণা, দঃ ত্রিপুরা

৫। " শ্রীধাম দেবনাথ
পঃ জলেফা, দঃ ত্রিপুরা

৬। সধন চন্দ্র দে
কলাছড়া বাজার, দঃ ত্রিপুরা

৭। " হরেন্দ্র কুমার দেবনাথ
সিন্ধুক পাথার, দঃ ত্রিপুরা

৮। হরিমোহন দেবনাথ
কলাছড়া বাজার, দঃ ত্রিপুরা

৯। " সন্তষ দেবনাথ
মনুবাজার, দঃ ত্রিপুরা

১০। " মানিক চন্দ্র নাথ
দেওলবাড়ী, দঃ ত্রিপুরা

১১। লালমোহন পোদ্দার তপশীল জাতী
মাধবনগর, দঃ ত্রিপুরা

১২। " বিনোদবিহারী দেবনাথ
জলেফা বাজার, দঃ ত্রিপুরা

১৯৮৪ ইং

১। শ্রীস্বপন চন্দ্র বিশ্বাস
মগুরছড়া, দঃ ত্রিপুরা

২। " রবীন্দ্রকুমার দেবনাথ
সোনাছড়ি, দক্ষিণ ত্রিপুরা

Admitted un-Starred Question No, 6
asked by Shri subadh Chandra Das, MLA.

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food and Civil supplies Department be ple sed state-

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর কাঞ্চনপুর ও দামছড়াতে রাজ্য সরকারের খাদ্য গুদামগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইলেকট্রিক লাইট ও ফ্যান না থাকায় কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীগনের বিশেষ দুর্ভোগে পড়তে হয়;

২। সত্য হলে তা দুরকরার কোন উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করিবেন কি?

১। হ্যাঁ।

২। উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ANSWERS

To be Replied by the Food Minister,

Admitted unstarred Question No. 9

ame of the M.L A. Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Rural Development Department be pleased to state-

১। ১৯৮৪ ৮ ইং আর্থিক বছরের ১লা এপ্রিল থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রথম ছয় মাসে ত্রিপুরার কোন ব্লকে কত হাজার শ্রম দিবসের কাজ হয়েছে? এবং

২। উক্ত সময়ের মধ্যে উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর ও কাঞ্চনপুর ব্লকের কোন পঞ্চায়েতে মোট কত শ্রম দিবসের কাজ হয়েছে ও তাহাতে ব্যয়িত অর্থের পরিমান কত?

REPLY

Minister in charge of the Rural Davelopment Department
SHRI DINESH DEB BARMA

ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হলো।

পশ্চিম ত্রিপুরা

ব্লকের নাম	এস, আর, ই, পি	এন, আর, ই, পি	আর, এল, ই, জি, পি
১) তেলিয়ামুড়া	৪৫ ৪৬৭	১৩,৩৪২	১,৩৬৪
২) মেলাঘর	৩২ ৪৮৪	৫,২২৭	—
৩) মোহনপুর	৪৩,০৭৫	৭,২২২	৮১০
৪) বিশালগড়	৫৬,১৩৫	২১,৩৩৫	২১৫
৫) খোয়াই	৩১,০৯৩	৭,১৪৬	—
৬) জিরানীয়া	৬৪,৭৫০	৫,৯২৮	—
৭) জম্পুইজলা	২০,৯৮৫	৬,০৭৭	—
মোট পশ্চিম ত্রিপুরা	২,৯৫,৯৬২	৬৬২৭৭	২,৩৪৯

দক্ষিণ ত্রিপুরা

ব্লকের নাম	এস, আর, ই, পি	এন, আর, ই, পি	আর, এল, ই, জি, পি
১) মাতারবাড়ী	৪৮,৮৫০	২,৭৫৫	
২) অমরপুর	৫৫,২৬২	—	
৩) ডম্বুরনগর	২৬.৯১২	২,০০০	৪,০৯৬
৪) বগাফা	৫০,৮৮৫	১,৮৪৬	
৫) সাতচাঁন্দ	৪৭,২০০	১,৬৭৭	
৬) রাজনগর	৪২,০২৫	৫,৭৬১	১,৪৪৪
মোট	২,৭১,১ ৩৪	১৪,৩৬৯	৫,৫৪০

উত্তর ত্রিপুরা

ব্লকের নাম	এস, আর, ই, পি	এন, আর, ই, পি	আর, এল, ই, জি, পি
১) কমলপুর	৬৪,৫২২	৩,০০০	—
২) ছামনু	১,০৯.৯৬৭	১৬,৭৫০	৮,৫০০
৩) পানিসাগর	তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।		
৪) কাঞ্চনপুর			
৫) কুমারঘাট			

২) পঞ্চায়েত ভিত্তিক পানিসাগর ব্লকের হিসাব নিম্নে দেওয়া হলো।

পঞ্চায়েতের নাম	মোট শ্রম দিবস	মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ
১) বলিছড়া	১,৫০০	১৫,৭৫০ টাকা।
২) বলিধুম	২,০০০	২১,০০০ টাকা।
৩) বিষ্ণুপুর	৯০০	৯ ৪৫০ টাকা।
৪) ব্রজেন্দ্রনগর	৯০০	৯,৪৫০ টাকা।
৫) বিলথৈ	৯০০	৯,৪৫০ টাকা।
৬) ষড়ুয়াকান্দি	৯০০	৯,৪৫০ টাকা।
৭) ভাগ্যপুর	৮৭৫	৯,১৮৭ । ৫০ পয়সা।

৮) বাগপাশা	৯০০	৯,৪৫০ টাকা।
৯) চন্দ্রপুর	১,৩৭০	১৪,১৭৫ টাকা।
১০) চোরাইবাড়ী	১,৬৮০	১৬,৮০০ টাকা।
১১) চুপিরবন্দ	২,০০০	২১,০০০ টাকা।
১২) দেওছড়া	৯০০	৯,৪৫০ টাকা।
১৩) দেওয়ানপাশা	১,২৫০	১৩,১২৫ টাকা।
১৪) গঙ্গানগর	৯০০	৯৪৫০ টাকা।
১৫) গোবিন্দপুর	৯০০	৯,৪৫০ টাকা।
১৬) হাফলং	১,০০০	১০,৫৫০ টাকা।
১৭) ইচাই লালছড়া	১,০০০	১০,৫০০ টাকা।

পঞ্চায়েতের নাম	মোট শ্রম দিবস	মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ
১৮) জলেবাসা	১,১০০	১১৫৫০ টাকা।
১৯) যুবরাজনগর	১,০০০	১০,৫০০ টাকা।
২০) কুর্ত্তি	২,০০০	২১,০০০ টাকা।
২১) কামেশ্বর	৯০০	৯৪৫০ টাকা।
২২) কদমতলা	১,০০০	১০৫০০ টাকা।
২৩) লক্ষ্মীনগর	৫৭৭	৬,০৩৭'৫০ পয়সা।
২৪) উত্তর পদ্মবিল	১,১০০	১১,৫৫০ টাকা।
২৫) উত্তর ছুরুম্বা	১,২০০	১২,৬০০ টাকা।
২৬) ফটিকরায়	৯০০	৯,৪৫০ টাকা।
২৭) পানিসাগর	৮০০	৮,৪০০ টাকা।
২৮) পেকুছড়া	৫০০	৫,২৫০ টাকা।
২৯) রামনগর	৭০০	৭,৩৫০ টাকা।
৩০) রাজনগর	৫০০	৫,২৫০ টাকা।
৩১) রৌয়া	১,০০০	১০,৫০০ টাকা।
৩২) রাণীবাড়ী	১,২৫০	১৩,১২৫ টাকা।
৩৩) রাধাপুর	৯০০	৯,৪৫০ টাকা।
৩৪) রাঘনা	৭০০	৭,৩৫০ টাকা।

৩৫)	দক্ষিণ পদ্মবিল	১,৮০০	১৮.৯৫০ টাকা।
৩৬)	দক্ষিণ হুরুয়া	১,০০০	১০,৫০০ টাকা।
৩৭)	সরসপুর	৮৫০	৮,৯২৫ টাকা।
৩৮)	শনিছড়া	১,৫৭২	১৫,৪৮৭'৫০ পয়সা।
৩৯)	সাতসঙ্গম	৯০০	৯,৪৫০ টাকা।
৪০)	তিলথৈ	১,৫৫০	১৬,২৭০ টাকা।
৪১)	টিঙ্গীবাড়ী	১,০০০	১০,৫০০ টাকা।
৪২)	উপ্তাখালী	১,১০০	১১,৫৫০ টাকা।
৪৩)	জৈথাং	২,৩০০	২৪,১৫০ টাকা।

কাঞ্চনপুর ব্লকের তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No. 11.

Name of Member : Shri Tarani Mohan Sinha,

Minister in-charge : Shri Sudhanwa Deb Barma

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া ও মৈতেই এই দুই মনিপুরী সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা কত? (আলাদা আলাদা হিসাব)

উত্তর

১। ১৯৭১ ইং সনের লোক গননা অনুসারে :—

মনিপুরী (বিষ্ণুপ্রিয়া) ৯,৮৮৪ জন

মনিপুরী (মৈতৈই) ২১, ৬০৭ জন,

প্রশ্ন

২। উক্ত দুই সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

উত্তর

২। হ্যাঁ

প্রশ্ন

৩। থাকিলে কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং না থাকিলে উক্ত সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য ত্রিপুরা সরকার কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

উত্তর

৩। ক) উক্ত দুই সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতির সুষ্ঠ বিকাশের জন্য তথ্য সাংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর থেকে "ত্রিপুরা চে" (বিষ্ণুপ্রিয়া ও মৈতেই মনিপুরী ভাষায়) দুটি পত্রিকা সুষ্ঠু প্রকাশনীর ব্যবস্থা ১৯৭৯ থেকে করেছেন।

খ) গ্রামে ও পাহাড়ে মনিপুরী নৃত্যের প্রসারে ত্রিপুরায় বসবাসকারী মনিপুরী অধ্যুষিত অঞ্চলে লোকরঞ্জন শাখার মাধ্যমে মনিপুরী সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ উৎসবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তাছাড়া রাজ্য ভিত্তিক অনুষ্ঠানেও মনিপুরী নৃত্যের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

গ তথ্য, সাংস্কৃতিক ও পর্যটন দপ্তর থেকে সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক বিকাশে মনিপুরী ধর্মীয় নাট-মন্দিরগুলি আর্থিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন।

ঘ) উক্ত দু'সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিকে সুষ্ঠভাবে উদ্‌যাপনের জন্য দপ্তর থেকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

Admitted Unstarred Question No. 17.
Name of Member: Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :-

১। ত্রিপুরায় বর্তমানে কতটি ল্যাম্পস ও প্যাকস আছে (ব্লক ভিত্তিক তাদের নাম),

২। এ সকল ল্যাম্পস এবং প্যাকসের কোনটিতে কতজন-কর্মচারী আছে তার হিসাব,

৩। ১৯৭৭-৭৮ সন হইতে ১৯৮৪-৮৫ সন পর্য্যন্ত যে সকল ল্যাম্পস ও প্যাকস এর পরিচালক কমিটির নির্বাচন হয়নি সেই সকল ল্যাম্পস এবং প্যাকস এর নাম ?

Answer

Minister in-charge of the Co-operative Department.

১। ⎫ কর্মচারীর সংখ্যা সহ ল্যাম্পস ও প্যাকস-এর ব্লক ভিত্তিক নামের
২। ⎭ তালিকা এতৎসঙ্গে দেওয়া গেল।

৩। ১৯৭৭ সন হইতে ১৯৮৪-৮৫ সন পর্য্যন্ত যে সকল ল্যাম্প ও প্যাকস এর পরিচালক কমিটির নির্বাচন হয়নি সেই সকল প্যাকস এবং ল্যাম্পস-এর নামের তালিকা দেওয়া গেল।

List of Lamps with No of Staff

Sl No.	Name of Lamps	No. of Staff
1	2	3
1.	Chawmanu Block	
1.	Chawmanu Lamps Ltd.	13
2.	Chailengta Lamps Ltd.	16
3.	Dhumacherra Lamps Ltd.	7
4.	Karamcherra Lamps Ltd.	12
5.	Kumarghat Block	
5.	Belkum Lamps Ltd.	15
6	Rajkandi Lamps Ltd.	8

1	2	3
7.	Kanchanpur Block	
7.	Jampui Lamps Ltd.	8
8.	Pecharthal Lamps Ltd,	11
9.	Damcharra Lamps Ltd,	18
10.	Krishak Mangal Lamps Ltd.	13
11.	Krishak Kalyan Lamps Ltd.	8
12,	Machmara Lamps Ltd.	17
13.	Janakalayan Lamps Ltd'	20
	Salema Block	
14.	Ganganagar Lamps Ltd.	8
15.	Ambassa Lamps Ltd.	5
16.	Maharani Lamps Ltd.	4
	Jirania Block	
17.	Kobrakhamar Anchalik Lamps Ltd.	10
18,	Patnipara Anchalik Lamps Ltd.	17
19.	Champaknagar Anchalik Lamps Lte.	19
20.	Janmejoynagar Brihadakar Bividhskar Samabaya Samity Ltd.	1
	Mohanpur Block	
21.	Daldali Lamps Ltd	14
22	Barkathal Lamps Ltd.	11
	Takarjala Jampnijala Sub Block	
23.	Takarjala Lamps Ltd.	16
24.	Jampaijala Lamps Ltd.	16
	Bishalgarh Block	
25.	Gabordi Lamps Ltd.	20
26.	Grambikash Lamps Ltd	9

1	2	3
27.	Gourchand Lamps Ltd	15
	Khowai Block	
28.	Dakshin Padmabil Lamps Ltd.	9
29.	Agragati Lamps Ltd.	14
	Teliamura Block	
30.	Upajati Kalyan Lamps Ltd.	7
31.	Duskibazar Lamps Ltd.	7
32.	Mungiabari Lamps Ltd.	7
33.	Promodenagar Lamps Ltd.	7
	Amarpur Block	
34.	Malbasa Lamps Ltd.	16
35.	Karbook Lamps Ltd.	11
36.	Ampinagar Lamps Ltd.	12
37.	Taidu Lamps Ltd.	10
38	Nutanbazar Lamps Ltd.	12
39.	Bampur Lamps Ltd.	15
40.	Chellagang Lamps Ltd.	11
	Dumburnagar Block	
41.	Gandacherra Lamps Ltd.	20
42.	Gumati Lamps Ltd.	5
	Udaipur Block	
43.	Garjee Lamps Ltd,	10
44'	Killa Lamps Ltd.	9

1	2	3
	Sabroom Block	
45.	Bankul Lamps Ltd.	14
46.	Bhuratali Lamps Ltd.	13
	Sabroom Block	
47.	Silachari Lamps Ltd.	10
48.	Baishnabpur Lamps Ltd.	8
	Bagafa Block	
49.	Madhyapillak Gaon Sabha Lamps Ltd.	16
50.	Birchandranagar & Patichari Gaon Sabha Lamps Ltd.	17
51.	Janata Lamps Ltd.	11
52.	Debdaru Lamps Ltd.	12
53.	Dhananjoy Lamps Ltd.	10
	Rajnagar Block	
54.	Sukanta Lamps Ltd.	10
	Melaghar Block	
55.	Sonamura Bibhagiya Lamps Ltd.	7

List of PACS with No. of Staff

Sl. No.	Name of PACS	No. of Staff
1	2	3
	Mohanpur Block	
1.	Paschim Simna Pacs Ltd.	2

1	2	3
2.	Laxmilonga Gandhigram Pacs Ltd.	5
3.	Bijoynagar Kalacharra Pacs Ltd	7
4.	Kalkalia Pacs Ltd.	3
5,	Pragati Pacs Ltd.	6
6.	Debendranagar Gaon Sabna Pacs Ltd.	1
7.	Bamutia Gaon Sabha Pacs Ltd.	4
8.	Narsinghar Singerbill Janakalyan Pacs Ltd.	6
9.	Taranagar Pacs Ltd.	4
10.	Fatlkcharra Gaon Sabha Pacs Ltd.	2
11.	Mohanpur Noagaon Pacs Ltd,	3
12.	Ishanpur Pacs Ltd.	2
13.	Indranagar Gaon Sabha Pacs Ltd.	4
	Jirania Block	
14	Puratan Agartala Adarsha Pacs Ltd.	5
15.	Ranirgaon Mohanpur Pacs Ltd.	2
16	Jirania Pacs Ltd.	4
17.	Purba Noagaon Pallimangal Pacs Ltd.	3
18.	Ranirbazar Pacs Ltd.	4
19.	Kashipur Pacs Ltd	2
20.	Noabadi Pacs Ltd.	2
21.	Durganagar Pacs Ltd.	3
	Bishalghar Block	
22.	Harihardola Pacs Ltd.	4
23.	Latiachera Pacs Ltd.	1
24.	Kamaadevi Pacs Ltd.	4
25.	Nehalchandranagar Pacs Ltd.	5

1	2	3
26.	Janakalyan Pacs Ltd.	4
27.	Madhusurja Rajlaxmi Pacs Ltd.	12
28.	Rabindranath Pacs I td.	2
29.	Ramkrishna Pacs Ltd.	3
30.	Bikramnagar Pandavpur Pacs Ltd.	2
31.	Golaghati Pacs Ltd.	5
32.	Palliunnayan Pacs Ltd	5
33.	Purba Laxmibill Pacs Ltd.	2
34.	Madhupur Kajadepa Pacs Ltd.	4
35.	Gopinagar Gaon Sabha Pacs Ltd.	2
36.	Sufala Pacs Ltd.	
37.	Tripureswari Pacs Ltd.	2
38.	Chandranagar Gaon Sabha Pacs Ltd.	4
39.	Humerai Pacs I td.	
40.	Basumati Pacs Ltd.	3
41.	Pallijiban Pacs Ltd.	1
42.	Janata Pacs Ltd.	7
43.	Lalsingmura Gaon Sabha Pacs Ltd.	1
44.	Sukanta Pacs Ltd.	4
45.	Champaknagar Pacs Ltd.	2
46.	Goutam Pacs Ltd.	4
47.	Joypur Pacs I td.	3
48.	Uttar Charilam Netaji Pacs Ltd.	1
	Khowai Block	
49.	Janakalyan Pacs Ltd.	2
50.	Behlabari Pacs Ltd.	2
51.	Nobodays Pacs Ltd,	2
52.	Paschim Ganki Pacs I td.	

1	2	3
53.	Purbanchal Pacs Ltd.	3
54	Soanatala Pacs Ltd.	2
55.	Janakalyan Pacs Ltd,	2
56.	Singicherra Pacs Ltd.	5
	Teliamura Block	
57.	Gansaskti Pacs Ltd.	4
58.	Pragati Pacs Ltd.	4
59.	Purba Ramchandraghat Pacs Ltd.	2
60.	Laxminarayanpur Pacs Ltd,	2
61.	Gayaprasadpur Pacs Ltd.	8
62.	Kalyanpur Pacs Ltd.	2
63.	Maharanipur Pacs Lth.	
64.	Ghilatali Pacs Ltd.	3
65.	Moharcherra Pacs Ltd.	2
66.	Swmi Vivakananda Pacs Ltd.	2
67.	Krishnapura Pacs Ltd	2
68	Netaji Pacs Ltd.	2
	Melaghar Block	
69.	Dhanpur Pacs Ltd.	5
70.	Khash Chowmuhani Pacs Ltd.	4
71.	Nalchar Pacs Ltd.	2
72.	Udayan Pacs Ltd.	6
73.	Mohanbhug Pacs Ltd.	2
74.	Jumerdhepa Pacs Ltd.	5
75.	Nobodya Pacs Ltd.	3

1	2	3
76.	Chowmuhani Pacs Ltd.	5
77.	Urmai Pacs Ltd.	2
78	Gautam Pacs Ltd.	2
79.	Paschim Nalchar Pacs Ltd.	5
80.	Matinagar Pacs Ltd.	3
81.	Paharpur Bashpukur Pacs Ltd.	2
82.	Sovapur Pacs Ltd.	2
83.	Krishak Bandhu Pacs Ltd.	2
84.	Sarbaplli Pacs Ltd.	2
85.	Kulubari Pacs Ltd.	3
86.	Milan Pacs Ltd.	
87,	Pallimangal Pacs Ltd.	3
88.	Kishan Pragati Pacs Ltd.	2
89.	Dishari Pacs Ltd.	2
90.	Pallimangal Pacs Ltd.	2
91.	Kakraban Pacs Ltd.	6
92.	Shalgarh Pacs Ltd.	3
93,	Jamjuri Pacs Ltd.	10
94.	Hirapur Pacs Ltd.	3
65,	Laxmipati Pacs Ltd.	3
96.	Upendranagar Pacs Ltd.	7
97.	Bagma Pacs Ltd.	6
98.	Gramin Pacs Ltd.	7
99.	Ichacherra Pacs Ltd.	4
100.	Amtali Pacs Ltd	2
101.	Bagabassa Pacs Ltd.	2
102.	Lolonga Pacs Ltd.	4
103.	Gangacherra Pacs Ltd.	4

1	2	3
104.	Tulamura Pacs Ltd.	6
105	Hadro Pacs Ltd.	2
106.	Pitra Pacs Ltd.	3
107.	Silghati Caon Sabha Pacs Ltd.	3
108.	Purbamug Puskarini Pacs Ltd	
109.	Khiipara Pacs Ltd.	
	Rajnagar Block	
110.	Netaji Pacs Ltd.	
111.	Rajanagar Pacs Ltd.	2
112.	Niharkamal Pacs Ltd.	3
113.	Sonaichari Pacs Ltd.	3
114.	Motai Pacs Ltd.	5
115.	Vivekananda Pacs Ltd.	4
116.	Hrisyamukh Pacs Ltd.	4
117.	Barpathari Pacs Ltd:	3
118.	Krishnanagar Pacs Ltd.	7
119	Adarsa Pacs Ltd.	2
120.	Janakalyan Pacs Ltd.	2
821.	Rangamura Pacs Ltd.	3
122.	Deshabandhu Pacs Ltd.	4
123.	Nabasakti Pacs Ltd.	2
	Bagafa Block	
124.	Paschim Pillak Pacs Ltd.	1
125.	Lowgang Gaon Sabha Pacs Ltd.	5
126.	Muhuripur Pacs Ltd.	3

1	2	3
127.	Purba Bagafa Pacs Ltd,	8
128.	Jolaibari Pacs Ltd.	3
129.	Kanchannagar Pacs Ltd.	2
130.	Kathaliacherre Pacs Ltd.	2
131.	Baikhora Pacs Ltd.	4
132.	Santirbazar Pacs Ltd.	1
	Sabroom Black	
133.	Samajklayan Pacs Ltd.	2
134.	Janakalyan Pacs Ltd.	3
135.	Netaji Pacs Ltd.	3
136,	Rajangar Madhabnagar Pacs Ltd.	2
137,	Palliunnyan Pacs Ltd.	2
138,	Vivakananda Pacs Ltd,	2
139,	Pallimangal Pacs Ltd.	3
140,	Jibanratan Pacs Ltd.	2
141,	Pragati Pacs Ltd.	5
142,	Novodaya Pacs Ltd.	3
	Panisagar Block	
142,	Jalabasa Pacs Ltd.	5
143,	Janamangal Pacs Ltd.	2
144,	Chandrapur Baruakandi Pacs Ltd.	2
145,	Ragna Pallimangal Pacs Ltd.	2
146,	Bishnupur Pacs Ltd,	2
147,	Kurti Pacs Ltd.	2
148,	Ichai Pacs Ltd.	2
149,	Kamaswar Gaon Pacs Ltd.	3

1	2	3
150.	Deocherra Ramanagar Pacs Ltd.	2
151,	Panisagar Pacs Ltd.	5
152.	Tilthai Pacs Ltd.	4
153.	Rajnagar Pacs Ltd.	3
154.	Sonicharra Pacs Ltd.	2
155.	Pallimangal Pacs Ltd.	3
156.	Govindapur Pacs Ltd.	2
157.	Rowa Pacs Ltd.	3
158,	Fulubari Seva Samabay Samity Ltd.	3
159.	Ganganagar Tangivari Pacs Ltd.	2
160.	Huflong Pacs Ltd.	3
161.	United Pacs Ltd.	2
162.	Nationol Pacs Ltd.	2
	Kumarghat Block	
163.	Samajkalyan Pacs Ltd,	3
164	Bilashpur Pacs Ltd.	1
165.	Radhanagar Pacs Ltd,	1
166.	Barchai Pacs Ltd.	5
167.	Chantil Pacs Ltd.	3
168.	Jamakalyan Pacs Ltd.	2
169.	Gakulnagar Pacs	
170.	Kumarghat Pacs Ltd.	2
171.	Kanchanbari Pacs Ltd.	2
172.	Srirampur Samrupara Pacs Ltd.	3
173.	Sonavelly Pacs Ltd.	4
174.	Jolai Kaulikura Pacs Ltd.	2
175.	Sri Laxmi Pacs Ltd.	3

1	2	3
176.	Gramunnyan Pacs Ltd.	2
177.	Krishnanagar Pacs Ltd.	2
178	Irani Pacs Ltd.	1
179.	Anila Pacs Ltd.	2
180.	Fulshi Pacs Ltd.	2
181.	Pragati Pacs Ltd.	
182	Dhanbilash Jagannathpur Pacs Ltd.	2
183.	Jarutali Pacs Ltd.	2
184'	Fatikroy Pacs Ltd.	3
185.	Tillabazar Pacs Ltd	2
186.	Indranagar Pacs Ltd	2
187.	Poschim Ratocharra Demdung Pacs Ltd.	
188.	Laxmivelly Pacs Ltd.	2
189.	Sonaimuri Pacs Ltd.	2
	Salema Block	
190.	Sarbokalyan Pacs Ltd.	2
191.	Mechuria Pacs Ltd.	2
192.	Kachucharra Adarsho Pacs	2
193.	Chulabari Pacs Ltd.	4
194.	Kalachari Pacs Ltd.	5
195	Kalalutma Pacs Ltd.	2
196.	Baligaon Pacs Ltd.	2
197.	East Manik Bhander Pacs Ltd.	3
198.	Shinghagarh Pacs Ltd,	2
199.	Sree Siva Pacs Ltd,	2
200.	Kulai Pacs Ltd.	2
201.	Lembucharra Pacs Ltd.	3
202.	Ambassa Pacs Ltd.	1

1	2	3
203.	Krishi Kalyan pacs	1
204.	Baralutma pocs Ltd.	2
205.	Sree Durga pacs Ltd.	2
206.	Halhali pacs Ltd.	2
207.	Kuchainala pacs Ltd.	2
208.	Kamalpur pacs Ltd.	6
209.	Janakalyan O Devicharra pacs Ltd.	
2 0.	Indiranagar pacs Ltd.	3
	Teliamura Block	
211.	Teliamura pacs Ltd.	3

List of Lamps and PACS which did not held Eelction of Committee during the period from 1977-78 to 1984-85

1. Chandrapur Baruakandi Pacs Ltd. Superseded on 23.7.84)
2. Dhumacharra Lamps Ltd. (Superseded on 14-7-83)
3. Samajkalyan Pacs Ltd.
4. Pragati Pacs Ltd.
5. Kancanbari Pacs Ltd.
6. Paschim Ratacharra Dem Dung Pacs Ltd.
7. Irani Pacs Ltd.
8. Indranagar Pacs Ltd.
9. Laxmivelly Pacs Ltd.
10. Chantail Pacs Ltd. (Superseded on 2-5-83
11. Sree Siva Pacs Ltd.

12, Sree Durga Pacs Ltd.

13. Singhagarh Pacs Ltd.

14. Machuria Pacs Ltd.

15. Krishi Kalyan Pacs Ltd. (Superseded on 27-12-75)

16. Jolaibari Kishan Pacs Ltd. (Superseded on 24-11-80)

17. Netaji Pacs Ltd. (Belonia) (Superseded on 22-8-83)

18. Deshabandhu Pacs Ltd. (Superseded on 1-10-80)

19, Neharkamal Pacs Ltd.

20. Nabasakti Pacs Ltd.

21. Chelagang Lamps Ltd.

22. Gumati Lambs Ltd.

23. Gandacharra Lamps Ltd.

24. Killa Lamps Ltd.

25. Jamjuri Pacs Ltd.

26. Ichacharra Pasc Ltd. (Superseded on 14-3 85)

27. Janakalyan acs Ltd.

28. Uttar Charilam Netaji Pacs Ltd.

29. Basumati Pacs Ltd.

30. Sufala Pacs Ltd.

31, Jirania Pacs Ltd. (Superseded) on 29-12-80)

32. Noabadi Pacs Ltd (Superseded on 2[illegible]-1-81)

33. Bikramnagar Pandavpur Pacs Ltd (Superseded on 22-1-85)

34. Janata Facs Ltd.

35 Indranagar Gaon Sabha Pacs Ltd. (Superseded

36. Purba Noagaon Pallimangal Pacs Ltd.

37. Ranirgaon Mohanpur Pacs Ltd.

38. Narsigngarh Singarbil Janakalyan Pacs Ltd.

89. Sabindranath Facs Ltd.

40. Palliunnyan Pacs Ltd. (Superseded on 21-3-84)
41. Ramkrishna Pacs Ltd. (Superseded on 16-12-80)
42. Durganagar Pacs Ltd (Superseded on 29-10-83)
43. Ranirbazar Pacs Ltd.
44. Kashipur Pacs Ltd. (Superseded on 8-4-80)
45. Fatichrra Pacs Ltd. (Superseded on 23-4-83)
46. Bamutia Pacs Ltd.
47. Kalyanpur Pacs Ltd.
48. Promodenagar Lamps Ltd.
49. Paścnim Ganki Pacs Ltd,
50. Maharanipur Pacs Ltd.
51. Ghilatali Pacs Ltd

Admitted Unstarred Question No. 18

Name of Member : Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :

ক) ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কতটি সমবায় সমিতি আছে। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব), এবং

খ) সমবায় সমিতিগুলির আর্থিক দুরাবস্থার কারণ কি এবং তাহা দুরীকরনে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করিয়াছেন?

Answer

Minister in-charge of the Co-operative Department

ক) ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ১৪৭৪টি সমবায় সমিতি আছে। সমিতিগুলির বিভাগ

ভিত্তিক হিসাব এইরূপ—

বিভাগের (মহকুমার) নাম	সমিতির সংখ্যা
সদর	৬৮৭
খোয়াই	৯৪
সোনামুড়া	৮৪
অমরপুর	৫৭
বিলোনীয়া	৯৪
সাব্রুম	৪৩
উদয়পুর	৭৮
ধর্ম্মনগর	১১৩
কৈলাশহর	১১৫
কমলপুর	১০৯
	১২৭৪

খ) আয়ের তুলনায় কোন সমবায় সমিতিতে অত্যাধিক ব্যায় আর্থিক দুরাবস্থার অন্যতম কারণ।

কোন কোন সমবায় সমিতিতে ব্যবসার পরিচালনার উপযুক্ত কর্মচারী ও সমিতির নিজস্ব দোকান ঘর ইত্যাদির অভাব রহিয়াছে। অধিকাংশ সমিতি ব্যাবসায় অনভিজ্ঞ হওয়ার ফলেও আর্থিক ক্ষতি হইয়া থাকে।

আর্থিক দুরাবস্থা দুরীকরনের জন্য সরকার আর্থিক অনুদান, শেয়ার কেপিটাল, মার্জিন মানি ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন, কোন কোন সমিতিতে ম্যানেজিং ডাইরেকর সমবায় বিভাগ হইতে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

সমবায় সমিতিগুলি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় এইং আর্থিক ক্ষতির সম্মূখীন না হয় তার জন্য ধাপে ধাপে সমবায় কর্মীগণকে ত্রিপুরা সমবায় ইউনিয়ন উপযুক্ত প্রশিক্ষন দেওয়ার কাজ শুরু করিয়াছেন।

Admitted Unstarred Question No. 26.
Name of M. L. A Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

১। আই, সি, ডি, এস, প্রকল্প কোন্ কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে চালু হয়েছে ?

২। রাজ্যের কোন্ কোন্ ব্লকে উক্ত প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে চালু করা হয়েছে ?

৩। রাজ্যে কোন সন থেকে উক্ত প্রকল্প চালু করা হয়েছে এবং কবে নাগাদ সি, ডি, পি, ও নিয়োগ করা হয়েছে ?

৪। চিকিৎসার জন্য Immunisation Programme কয়টি ব্লকে চালু আছে ?

৫। Immunisation programme ছাড়া আই, সি, ডি, এস, এর মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় তা জানা স্বত্বেও সমস্ত ব্লকে উক্ত প্রোগ্রাম চালু না করার কারণ কি ?

৬। এ স্কিমের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ অর্থের কত শতাংশ বহন করে থাকেন ?

Answer

Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department
Name of he Minister : Shri Khagen Das.

১। ০-৬ বৎসর বয়স্ক শিশুদের প্রাক বিদ্যালয় শিক্ষা, পরিপূরক পুষ্টি বিতরন, প্রতিষেধক ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের পরিপূরক খাদ্য বিতরন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ৭বং গর্ভবতী মায়েদের য়োগ প্রতিষেধক টীকার ব্যবস্থা করা।

২। তেলিয়ামুড়া, টাকারজলা, রাজনগর, সাতচাঁন্দ, পানিসাগর, ছাওমনু, কাঞ্চনপুর ও ডুম্বুরনগর ব্লকে উক্ত প্রকল্প চালু আছে।

৩। রাজ্যে ১৯৭৬ ইং সন হইতে উক্ত স্কীম চালু করা হইয়াছে। প্রথমে ৩জন সি, ডি, পি, ও যথাক্রমে ২২/১০/৭৭, ১৯/৪/৭৯ এবং ৫/১১/৭৯ ইং তারিখে এবং বাকী

৮জন ১১/৭/৮৪ ইং তারিখে নিয়োগ করা হইয়াছে।

৪। ৭টি ব্লকে চাল, আছে।

৫। Female Health Worker এর অভাবে সব প্রকল্পে ইম্যুনাইজেশন প্রোগ্রাম চাল, করা সম্ভব হয়নি।

৬। এ স্কীমের বরাদ্দকৃত অর্থের ১০০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেন।

Admitted Unstarred Question No 28
Name of M. L. A. : Shri Samir Kumar Nath.

Will the Hon'ble minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

১। আর. এল. ই জি পি প্রগ্রামে ত্রিপুরা রাজ্যে ছোট ও মাঝারী বাজারগুলিকে উন্নত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

২। থাকিলে কোন ম'কুমায় কয়টি তার নাম সহ হিসাব?

৩। উক্ত বাজারগুলিতে কবে নাগাদ কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়? এবং

৪। না হলে কারণ?

Reply

Minister-in-charge of the Rural Development Department : Shri Dinesh Deb Barma.

১। হ্যাঁ।

২। অমরপ,র মহকুমার অম্পি বাজার ও সাব্রুম মহকুমার মনুবাজার।

৩। কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জ,রী পাওয়া গেলে ১৯৮৫-৮৬ সনে কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No. 41

Name of Member : Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :

১। রাজ্যের কোন কোন শ্রমিক সমবায় চা বাগানে কত সংখ্যক cloud plant সরকার সস্তায় সরবরাহ করেছেন এবং অন্যান্য কি সহায়তা দিয়েছেন ? এবং

২। কোন শ্রমিক সমবায় চা বাগানে বর্ত্তমানে কত পরিমাণ ও কি কি মানের চা উৎপাদন করেছে তার হিসাব ?

Answer

Minister in-charge of the Co operative Department

১। রাজ্যের যে সব শ্রমিক সমবায় চা বাগানকে সস্তায় চায়ের চারা এবং অন্যান্য সাহায্য দেওয়া হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ :

বাগানের নাম	চারার সংখ্যা	আর্থিক সাহায্য	
		অনুদান	শেয়ার কেপিটেল
		টাঃ পঃ	টাঃ পঃ
দুর্গাবাড়ী	২,২৬,০০০	৮,২৮,৬১২'৪০	১,৯৪,০০০'০০
তাচাই	২,০৫,৯৪০	৬,১০,৫০০'৯০	১, ৫,০০০'০০
ল ধুয়া	৫৫,০০০	৯,২০,০৭৮'১৫	১,৬৫,০০০'০০
লীলাগড়	,০০,০০০	২ ৩৬,৫০০'০০	২৫ ০০০'০০
ডিমাতলী	১,০০,০০০	৩৫,০০০'০০	৫০,০০০'০০
দরংটিলা	—	১,৬০,৫০০'০০	৭০,০ ০'০০
মায়ংটুক	—	৬০,০০০'০০	—
আইচুক	—	৬৭,০০০'০০	—

২। কোন শ্রমিক সমবায় চা বাগান বর্ত্তমানে কত পরিমান ও কি কি মানের চা উৎপাদন করেছে তার হিসাব এইরূপ :

বাগানের নাম	উৎপাদিত কাঁচা চা পাতার পরিমাণ	উৎপাদিত তৈরী চা পাতার পরিমাণ
দুর্গাবাড়ী	৭৮,৭৭০ কেজি	
ভাচাই	৩৭,৬১৪ কেজি	
লিলাগড়	২৩,১৫৫ কেজি	
দরংটিলা	৭৬,০০০ কেজি	
লুধুয়া	—	২০,০০০ কেজি

Admitted Unstarred Question No. 45.

Name of Member : Shri Kashiram Reang, MLA.
Shri Samar Chowdury, MLA.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বৎসরের আই আর ডি পি প্রকল্পে ত্রিপুরার জন্য কত টাকা বরাদ্দ ছিল ?

২। উক্ত বরাদ্দ টাকায় কতজন উপকৃত হয়েছে, (ব্লক ভিত্তিক হিসাবে)

উত্তর

১। ১৯৮৪-৮৫ সালে আই আর ডি পি'র জন্য প্রতি ব্লকে ৮ লক্ষ টাকা হিসাবে ত্রিপুরার জন্য মোট ১৯২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

২। চলতি আর্থিক সালে (১৯৮৪ ৮৫) ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত আই আর ডি পি স্কীমে উপকৃত পরিবারের মোট সংখ্যা ৬১৬৩ ব্লক ভিত্তিক হিসাব গত জানুয়ারী পর্য্যন্ত

দেওয়া হইল।

ব্লকের নাম	উপকৃত পরিবারের সংখ্যা ১৯৮৫ জানুয়ারী পর্য্যন্ত
১। বিশালগড়	৯৮০
২। মোহনপুর	৪০৩
৩। মেলাগড়	৬৩১
৪। তেলিয়ামুড়া	৪৬৭
৫। খোয়াই	২৯১
৬। জিরানীয়া	১১৫
৭। পানিসাগর	১১৪
৮। কাঞ্চনপুর	৩৬০
৯। কুমারঘাট	৭১১
১০। ছামনু	১৩২
১১। সালেমা	২১৮
১২। মাতাবাড়ী	২১৪
১৩। অমরপুর	২৫৭
১৪। ডম্বুরনগর	—
১৫। বগাফা	১৪৬
১৬। সাতচাঁদ	২১
১৭। রাজনগর	২১৭
	৫২৭৬

ADMITTED UN-STARRED QUESTION No. 46

Name of M.L.A Shri Monorajnan Majumder,

Will the Hon'ble minister-in charge of the Health and Famiiy Welfare Department be pleased to state :—

১। রাজ্য সরকারের জানা আছে কি রাজ্যের চিকিৎসক রোগী প্রতি দর্শনী (ফিস)

বিশ টাকা হতে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে থাকেন,

২। চিকিৎসকদের জন্য সরকার কর্তৃক সুপারিশকৃত কোন কনসালটেশন ফীস আছে কিনা? থাকলে তা কত,

৩। যে সমস্ত চিকিৎসক নন্-প্র্যাকটিসিং এলাউন্স নিয়েও চিকিৎসা ফিস নেন তাঁদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করবেন,

৪। কোন্ কোন্ সরকারী চিকিৎসক নন্ প্র্যাকটিসিং এলাউন্স গ্রহণ করছেন ত'হা জনসাধারণের অবগতির জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করছেন?

Answer

Minister-in-charge of the health and family welfare Department
(name of the minister) : shri khagcen das,

১। এরকম কোন তথ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে নাই।

২। হ্যাঁ, আছে। প্রথম বারে ১৬ টাকা ও দ্বিতীয় বারে ৮ টাকার বেশী নহে।

৩। তাঁদের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

৪। জনসাধারনের অবগতির জন্য এরকম কোন বিজ্ঞপ্তি স্বাস্থ্য দপ্তর হইতে দেওয়া হয় নাই।

Admitted un starred question No, 50

Name of meunben: shri Kashiram Reang

Will the Hon'ble minjster-in-charge of the Statistical Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৪ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে মাথাপিছু গড় আয় কত? (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

২। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে মাথাপিছু আয় কত ছিল?

Reyly furnished by the Hon,ble minister in charge of the Departiment of statisttics :—

উত্তর

১। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮১ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে মাথা পিছু গড় আয় (বৎসর ভিত্তিক হিসাব) নিম্নে দেওয়া হল। পরবর্ত্তী বৎসরগুলির গড় আয় এখন ও নির্ণয় করা হয় নি।

(টাকা)

	১৯৭৭-৭৮	১৯৭৮-৭৯	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১
১) চলতি বাজার দর অনুসারে :— (atcurrent price)	৯২৮	১০১৯	১০২৫	১২০৬

২। ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৭৬-৭৭ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে মাথাপিছু গড় আয় (বৎসর ভিত্তিক হিসাব) নিম্নে দেওয়া হল। (টাকা)

	১৯৭০-৭১	৭১-৭২	৭২-৭৩	৭৩-৭৪	৭৪-৭৫	৭৫-৭৬	৭৬-৭৭
১। চলতি বাজার দর অনুসারে (at cnrrent prices)	৫০২	৫৬০	৫০৪	৬৪৯	৭৮৯	৮১৩	৮০১

Admitted Unstarred Question No. 53.

Name of Member : Shri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :

১। রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিমিটেড এর হিসাব পত্র ১৯৭৮ ইং হইতে ১০৮৪ ইং সন পর্য্যন্ত অডিট করা হয়েছে কিনা,

২। না হয়ে থাকলে তার কারন,

৩। উক্ত সোসাইটি এন, সি, ডি সি, হইতে যে ৯ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন তার মধ্যে এ পর্যান্ত কত টাকা কি কি খাতে ব্যয়িত হয়েছে তার বিবরণ,

৪। উক্ত টাকার মধ্যে অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত টাকার পরিমান কত এবং ঋণের টাকার বাৎসরিক শতকরা সুদের হ র কিরূপ ?

Answer

Minister in-charge of the Co-operative Department

১। রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিমিটেড এর ১৯৭৮ ইং হইতে ১৯৮৩ ইং সমবায় বৎসরের অডিটের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। উক্ত কাজ সমা-সনান্তে ১৯৮৪ ইং সনের অডিট করা হইবে।

২। প্রশ্ন উঠেনা,

৩। ৯ লক্ষ ১০ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন খাতে ব্যয়িত টাকার হিসাব এইরূপ : -

ক)	পুকুর/ডোবা সংস্কার ও খনন	—	টাকা ৮২,৮৫৩,৫৫, পয়সা।
খ	অফিস সহ গোদাম ঘর তৈরী	—	১, ৩৯, ৪৪৯, ২৭
গ)	লরি	—	২, ১১, ৪৭১, ০১
ঘ)	নৌকা তৈরী	—	২২, ৫০৮, ১৮
ঙ)	পাম্পসেট	—	৬, ৯০১, ৩১
চ	নাইলননেট	—	১, ০১, ০৯৮, ২৫
		মোট	৫, ৩৪, ২৮২, ৬৫ পঃ

৪। উক্ত টাকার মধ্যে অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত টাকার পরিমান টাকা ১, ২৫, ০০০, ০০ পঃ এবং ঋনের টাকার বাৎসরিক শতকরা সুদের হার ৮, ০০।

Admitted Unstarred Question No. 54

Name of Member : Shri Diba Chandra Rrangkhal

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :

১। উত্তর ত্রিপুরা কৈলাশহরে বেলকুম ল্যাম্পস্‌কে ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক

বৎসরে রাজ্য সরকার কর্তৃক মোট কত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তার হিসাব,

২। উক্ত বেলকুম ল্যাম্পস্-এর বাৎসরিক আয় এবং ব্যায়ের হিসাব করা হয় কিনা,

৩। যদি করা হয়ে থাকে তাহলে ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৮৪-৮৫ সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত উহার আয় এবং ব্যয়ের পূর্ণ হিসাব,

৪। ইহা কি সত্য যে উক্ত ল্যাম্পস এর কর্মচারীগণ রীতিমত বেতন পায়না,

৫। যদি সত্য হয় তবে তার কারণ ?

Answer

Minister in-charge of the Co-operative Department

১। বেলকুম ল্যাম্পসকে ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বৎসরে যে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে তাহা এইরূপ :—

ম্যানেজারিয়েল সাবসিডি	—	টা: ৮১, ২২২,০০
শেয়ার কেপিটেল	—	টা: ১৪ ০০০,০০
গোদাম তৈরীর জন্য লোন	—	টা: ৭৯, ৭০০,০০
গোদাম তৈরীর জন্য সাবসিডি	—	টা: ৭৯ ৭০০,০০
শাখা খোলার জন্য গ্রাণ্ট	—	টা: ২১, ০০০০০
কনজামশন লোন	—	টা: ২০, ০০০০

২। হ্যাঁ, ল্যাম্পেস এর বাৎসরিক আয় এবং ব্যয়ের হিসাব করা হয়,

৩। উক্ত ল্যাম্পস এর বাৎসরিক আয় ব্যায়ের হিসাব অডিট সংক্ষেপে এইরূপ :—

১৯৮৩-৮৪ (১, ৭, ৮৩ হইতে ৩০ ৬,৮৪)

আয়— টা: ১, ৩১, ২৭৯,৫১

ব্যয়— টাঃ ৮২, ১৪৬,৬২

লাভ— টাঃ ৪৯, ১৩২,৬৯

১৯৮৪-৮৫ (৩১.১২.৮৪ ইং পর্য্যন্ত)

আয়— টাঃ ৫১, ৬৭১, ২৯

ব্যয়— টাঃ ৫০, ২৭৬, ৫৭

লাভ -- টাঃ ১, ৩৯৪, ৭২

৪। উক্ত ল্যাম্পস এর কর্মচারীগণ রীতিমত বেতন পান না ইহা সত্য নহে।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No, 56

Name of Member: Shri Diba Chandra Hrangkhal

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Co operative Department be pleased to state :-

১। উত্তর ত্রিপুরা আমবাসা ল্যাম্পস এ বিগত ২ বৎসরে সরকার হইতে সর্ব মোট কত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং কি কি বাবদে ঐ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল তার পূর্ণ হিসাব ?

২। উক্ত ল্যাম্পস এ বিগত বৎসরের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত আয় এবং ব্যয়ের হিসাব করা হয়েছে কি না ?

৩। যদি হয়ে থাকে তাহলে বিগত ২ বৎসরের আয় ব্যয়ের পৃথক হিসাব ?

ANSWERS

Minister in-charge of the Co-operative Department

১। উত্তর ত্রিপুরার আমবাসা ল্যাম্পস এ বিগত ২ বৎসরের সরকার হইতে সর্ব-

মোট টাঃ ২,৮০,৮৬০৲ বরাদ্দ করা হয়েছিল। কি কি বাবদে এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল তাহা এইরূপ :

ম্যানেজারিয়েল সাবসিডি	টাঃ	৯০,৮৬০'০০
মার্জিন মানি	টাঃ	১০,০০০'০০
গ্রেণ্ট ইন এইড (এ, ডি, সি, স্কীমে)	টাঃ	১,০২,৫০০০০
ট্রেন্সপোর্ট সাবসিডি	টাঃ	৭,৫০০'০০
শেয়ার কে পটেল কনট্রিবিউশন	টাঃ	৫০,০০০'০০

২। উক্ত ল্যাম্পসে এ বিগত বৎসরের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত আয় এবং ব্যয়ের হিসাব করা হয়েছে।

৩। বিগত ২ সমবায় বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব (অডিট সাপেক্ষে) এইরূপ :

১৯৮৩ ৮৪

আয়	টাঃ	৩৮,৭০৭'৫০ পঃ
ব্যয়	টাঃ	৮৯,৮৫৯'৮১ পঃ
লোকসান	টাঃ	৫১,১৫২'৩১ পঃ

১৯৮২-৮৩

আয়	টাঃ	২২.৫২৬'৯৩ পঃ
ব্যয়	টাঃ	৫১,৫৭৬'৬৯ পঃ
লোকসান	টাঃ	২৯,০৪৯'৭৬ পঃ

Admitted Unstarred Question No. 57

Name of the M.L.A. Shri Diba Chandra Hrangkhal.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to state-

QUESTIONS

১। ১৯৮২ ইং হইতে ১৯৮৪ ইং ডিসেম্বর মাস পর্যান্ত উত্তর ত্রিপুরা কমলপুর সি, ডি, ব্লকে ও ছামনু টি, ডি, ব্লকে এস, আর, ই, পি, ও এন, আর, ই, পি, কাজের জন্য মোট কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল (ব্লক ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব) ?

২। এই দুইটি ব্লকে উপরোক্ত সময়ে এস, আর, ই, পি, ও এন, আর, ই, পি'র মাধ্যমে কোন কোন গাঁও পঞ্চায়েত কি কি কাজে কত টাকা খরচ হইয়াছে (গাঁও পঞ্চায়েত ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

REPLY

Minister in charge of the Rural Davelopment Department
SHRI DINESH DEB BARMA

১। ১৯৮২ ইং হইতে ১৯৮৪ ইং ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত উত্তর ত্রিপুরার ছামনু টি' ভি, ব্লকে এস, আর, ই, পি'তে মোট ৩৭,২৭.৬০৬ লক্ষ এবং এন, আর, ই, পি'তে মোট ১০,১১,৯৮১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

উত্তর ত্রিপুরার কমলপুর ব্লকের তথ্যাদি সংগ্রহাধীন।

২। ছামনু ব্লকে এস, আর, ই, পি ও এন, আর, ই, পি'র মাধ্যমে কোন কোন গাঁও পঞ্চায়েত কি কি কাজে কত টাকা খরচ হইয়াছে গাঁও পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

গাঁওসভা এবং কাজের নাম	খরচের হিসাব
১	২
১) জামরছড়া গাঁওসভা	
১। নতুন রাস্তা তৈরী	১৬,০৫২ টাকা এন, আর, ই, পি
২। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	১৬,৭৭৬ টাকা এস, আর, ই, পি
৩। গ্রাম্য পুকুর	৭,৬৭৭ টাকা এস, আর, ই, পি
৪। ভূমি সংস্কার	১৫,০৮৮ টাকা এস, আর, ই, পি
৫। নালা সংস্কার	৫,২২২ টাকা এন, আর, ই, পি
৬। নালা মেরামতের কাজ	১১,০০০ টাকা এস, আর, ই, পি

৭।	মিনি বেরেজ	১২,২৫৫ টাকা	এস, আর, ই, পি
৮।	সিজনেল বাঁধ	১১,৩৪৪ টাকা	,,

২) মৈনামা গাঁওসভা

১।	নতুন রাস্তা তৈরী	৬,৭৪৫ টাকা	এন, আর, ই, পি
২।	পুরাতন রাস্তা তৈরী	১৯,২৮৮ ,,	এস, আর, ই, পি
৩।	ইট বিছান	৫,৬৭৮ ,,	এন, আর, ই, পি
৪	পাট বিজান কূয়া	৮,৪৫৫ ,,	এস, আর, ই, পি
৫।	ভুমি সংস্কার	৭,৬৮৮ ,,	,,
৬।	কাল ভাট	৫,৪৬৭ ,,	এন, আর, ই, পি
৭।	মিনি বেরেজ	৫,৭৭৭ ,,	এস, আর, ই, পি
৮।	সিজনেল বাঁধ	১২,৪৫১ ,,	,,
৯।	নালা সংস্কার	৫৭,৩৪৪ ,,	,,
১০।	নালা মেরামতের কাজ	৫,৬৭৮ ,,	এন, আর, ই, পি,

৩) লালছড়া গাঁও সভা

১।	নতুন রাস্তা তৈরী	৭,৫৪৪ ,,	এস, আর, ই, পি
২।	পুরাতন রাস্তা তৈরী	৮,৬৭৮ ,,	এন, আর, ই, পি
৩।	ভুমি সংস্কার	৯,৬৭৮ ,,	,,
৪।	মিনি বেরেজ	১১,২৩৩ ,,	এস, আর, ই, পি
৫।	সিজনেল বাঁধ	৩,২১১ ,,	,,
৬।	নালা খনন	৫,৬৭৪ ,,	এন, আর, ই, পি
৭।	নালা সংস্কার	৯,৭৪৫ ,,	,,

৪) দোলছড়া গাঁওসভা

১।	নতুন রাস্তা তৈরী	৫,৬৭৮ টাকা	এন, আর, ই, পি
২।	পুরাতন রাস্তা তৈরী	১৯,৩৫৪ ,,	এন, আর, ই, পি
৩।	ভুমি সংস্কার	১২,৫৪৪ ,,	এস, আর, ই, পি
৪।	মৎস্য চাষের জন্য বাঁধ	৩২,৭৮৮ ,,	,,
৫।	নালা খনন	৪১,৫৬৭ ,,	,,

৫) ছেলেংগা গাঁওসভা

১।	নতুন রাস্তা তৈরী	১৭,০২৫ "	এন, আর ই, পি
২।	পুরাতন রাস্তা তৈরী	৭,৮৯০ টাকা	এস, আর ই, পি
৩।	নালা খনন	৫,৫২০ "	"
৪।	স্পান পাইপ কালভার্ট	৭,৪৫৬ "	"
৫।	ইট বিছান	৩,৫৬ "	এন, আর, ই, পি
৬।	সিজনেল বাঁধ	৭,৪৩৩ "	এস, আর, ই, পি
৭।	পাট ভিজান কূয়া	৫৮,৯৯০ "	"

৬) গৈনামা গাঁওসভা

১।	নতুন রাস্তা তৈরী	১৪,৫০৮ টাকা	এন, আর ই, পি
২।	পুরাতন রাস্তা সংস্কার	৬,০৮৯ "	এস, আর, ই, পি
৩।	সিজনেল বাঁধ	৮,৭৮৯ "	"
৪।	মিনি বেরেজ	১১,২১২ "	"
৫।	ভুমি সংস্কার	১৮,৩৪৫ "	"
৬।	পাট ভিজান কূয়া	৫৯,২২০ "	"

৭) এস, কে প ড়া গাঁওসভা

১।	নতুন রাস্তা তৈরী	৪,৬৭৮ "	এন আর, ই, পি
২।	পুরাতন রাস্তা তৈরী	১৩,২৮৫ "	এস, আর, ই, পি
৩।	ভুমি সংস্কার	৮,৪৫৬ "	এন, আর, ই, পি
৪।	মিনি বেরেচী	৮,৩৪৫ টাকা	এস আর ই, পি
৫।	সিজনেল বাঁধ	৮,৬৫৭ ,,	,,
৬।	পাট ভিজাল কূয়া	৬৮,৯৪৫ ,,	,,

৮) দক্ষিণ ধুমাছড়া গাঁওসভা

১।	নতুন রাস্তা তৈরী	৭,২৩৪ ,,	এস আর ই পি

২। পুরাতন রাস্তা সংস্কার	৭৮৯০ ,,		এস আর ই পি
৩। ভুমি সংস্কার	৬,২৩৪ ,,		এস আর ই পি
৪। মিনি ব্যারেজ	৪৫,৩৮৬ ,,		এস আর ই পি
৫। নালা খনন	২২,২১২ ,		”
৬। পাট ভিজান কূয়া	৬,৭৮০ ,,		”
৭। সিজনেল ব'াধ	৯,৩২০ ”		”

৯) উত্তর ধুমছড়া গাঁওসভা

১। নতুন রাস্তা তৈরী	৬,৭৮৯ ”		এন আর ই পি
২। পুরাতন রাস্তা সংস্কার	৯,৩৪৫ ”		এস আর ই পি
৩। মিনি ব্যারেজ	৭,৮৯০		”
৪। ভূমি সংস্কার	৫,৩৭৮		এন আর ই পি
৫। পাট ভিজান কূয়া	৬,০২৪		এস আর ই পি
৬। নালা খনন	১৮,৪৩৪		”
৭। সিজনেল ব'াধ	৭৪,৭৮০		”

১০) মনু গাঁওসভা

১। নতুন রাস্তা তৈরী	৭,৪৫৬	টাকা	এন আর ই পি
২। পুরাতন রাস্তা মেরামত	১৭,০০০	”	এস আর ই পি
৩। ভূমি সংস্কার	৭,৮৯০	”	এন আর ই পি

৪। সিজমেল বাঁধ ২০,৮৯০ ,, এস আর ই পি

৫। বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার ৪৫,০০০ ,,

৬। নালা খনন ১৫,৬০৮ ,,

৭। স্পাম পাইপ কালভার্ট ৯,৬৭০ এন আর ই পি

১১) পূর্ব মসলি গাঁওসভা

১। নতুন রাস্তা তৈরী ৬,৭০৯ টাকা এন আর ই পি

২। পুরাতন রাস্তা মেরামত ৫৬,৭৫৬ টাকা এস আর ই পি

৩। স্পাম পাইপ কালভার্ট ৪,৫৬০ টাকা এন আর ই পি

৪। মিনি ব্যারেজ ৪৫,৭৬০ এস আর ই পি

৫। ভূমি সংস্কার ৭,৮৯০ এন আর ই পি

৬। নালা খনন ২০,১২৩ এস আর ই পি

৭। সিজনেল বাঁধ ১৮,২৩০ ,,

১২) পশ্চিম মসলি গাঁওসভা

১। নতুন রাস্তা তৈরী ৮,৭৮০ এন আর ই পি

২। পুরাতন রাস্তা তৈরী ৩৪,২০৪ এস আর ই পি

৩। স্পাম পাইপ কালভার্ট ৪,২৬০ এন আর ই পি

৪। ভূমি সংস্কার ৫,৪২৬ ,,

৫। সিজনেল বাঁধ ৫৬,০৪৫ এস আর ই পি

৬। নালা খনন ৭৭,১২৩ ,,

৭। মিনি ব্যারেজ ২৩,০৩৫ ,,

১৩। কাঞ্চনছড়া গাঁওসভা

ক গ্রামীন রাস্তা নির্মান — ৬,৭৮৯,০০ এস আর ই পি

খ) গ্রামীন রাস্তা সংস্কার — ১৫,৬৭৮,০০ এস আর ই পি

গ) বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ — ২৩,৫৬৭,০০ এস আর ই পি

ঘ) ভূমি সংস্কার — ৭,৮৯০,০০ এন আর ই পি

ঙ) মিনি ব্যারেজ — ৪,৫৬৯,০০ এস আর ই পি

চ) নালা খনন — ২,৩৩৫,০০ ঐ

ছ) পাট ভিজানো কূয়া — ৪৫,৫৬৭,০০ ঐ

১৮) নলকাটা গাঁওসভা

ক) গ্রামীন রাস্তা নির্মান — ৫,৬৭৮,০০ এন আর ই পি

খ) গ্রামীন রাস্তা সংস্কার — ৮,৯০০,০০ এস আর ই পি

গ) ভূমি সংস্কার — ৫,৬৭৮,০০ এন আর ই পি

ঘ) মিনি ব্যারেজ — ১১,৫৬৭,০০ এস, আর, ই পি

ঙ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ — ৩৭,৭৮৯,০০ ঐ

চ) নালা খনন পাট ভেজানো কূয়া — ৩৪,৬৭৮;০০ ঐ

ছ) নালা খনন — ১২;৫৬৭;০০ ঐ

১৫) পশ্চিম করমছড়া গাঁওসভা

ক) গ্রামীন রাস্তা নির্ম ন — ৭;৮৯০;০০ এস আর ই পি

খ) গ্রামীন রাস্তা সংস্কার — ৪;৫৬৭;০০ এস; আর ই পি

গ) ভূমি সংস্কার মিনি ব্যারেজ — ১১,৮৮৯;০০ ঐ

ঘ) বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ — ৮;৯০০;০০ ঐ

ঙ) ভূমি সংস্কার — ৩;৪৭৮;০০ ঐ

চ পাট ভিজানো কূয়া — ১২;৫৬৭;০০ এন আর ই পি

ছ) নালা খনন — ৪৫;৬৭৮;০০ এস আর ই পি

১৬) পূর্ব করমছড়া

ক) গ্রামীন রাস্তা নির্মান — ১২;৬৫৪;০০ এন আর ই পি

খ) গ্রামীন রাস্তা সংস্কার — ৩৪;২৩৪;০০ এস আর ই পি

গ) বন্যানিয়ন্ত্রন বাঁধ — ৫,৬৭৮,০০ ঐ

ঘ) মিনি ব্যারেজ — ৯,০০,০০ ঐ

ঙ) ভূমি সংস্কার — ৯,০০০,০০ ঐ

চ) পাট ভিজানো কূঁয়া — ১১,৬৫৭,০০ এস আর ই পি

ছ) নালা খনন — ১৭,৮০০,০০ ঐ

জ) স্পান পাইপ কালভার্ট — ৪৫,৬৭৮,০০ ঐ

১৭) পূর্ব ছামনুগাঁওসভা

চ) বন্যানিয়ন্ত্রণ বাধ	—	৪৮,৯০০,০০	এন আর ই পি
১৮) দুর্গাছড়া গাঁওসভা			
ক) গ্রামীন রাস্তা নির্মান	—	৬,৭৮৮,০০	এন আর ই পি
খ) গ্রামীন রাস্তা সংস্কার	—	৭,৮০০ ০০	এস আর ই পি
গ) নালা খনন বন্যানিয়ন্ত্রন বাঁধ	—	৮,৮৯০,০০	এস আর ই পি
ঘ) বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার	—	৮,৯৫৬,০৯	এন আর ই পি
ঙ) নালা খনন	—	৬,৫০০,০০	এস আর ই পি
চ) মিনি ব্যারেজ	—	৪,৫০০,০০	ঐ
ছ) পাট ভিজানো কূঁয়া	—	৭৭,৬০০,০০	ঐ
১৯। পশ্চিম ছামনু গাঁওসভা			
ক) গ্রামীন রাস্তা নির্মান	—	৯,৭৬৬,০০	এন, আর ই পি
খ) গ্রামীন রাস্তা সংস্কার	—	১৮.৮০০,০০	এস আর ই পি
গ) মিনি ব্যারেজ	—	১২,০০০,০০	ঐ
ঘ) পাট ভিজানো কূঁয়া	—	২৩ ০০০,০০	ঐ
ঙ) বন্যানিয়ন্ত্রন বাঁধ	—	২৮,৭৫৬,০০	ঐ
চ) ভূমি সংস্কার	—	৭,৬০০.০০	ঐ
২০। উত্তর লংথরাই গাঁওসভা			
ক) গ্রামীন রাস্তা নির্মান	—	৩,২০০,০০	এন আর ই পি
খ) গ্রামীন রাস্তা সংস্কার	—	৬,৭০০,০০	এস আর ই পি
গ) বন্যানিয়ন্ত্রন বাঁধ	—	১২'০০ ০০	ঐ
ঘ) মিনি ব্যারেজ	—	৭'৮৬৫.০০	ঐ
ঙ) ভূমি সংস্কার	—	৩৩'২৮৯.০০	ঐ
চ) নালা খনন	—	৫৭'৮৯০.০০	ঐ
ক) গ্রামীন রাস্তা নির্মান	—	৭,৮৯০,০০	এস আর ই পি
খ) গ্রামীন রাস্তা সংস্কার	—	৫,৬৭৮,০০	এন আর ই পি
গ) নালা খনন	—	৬২,৩০০;০০	এস আর ই পি
ঘ) মিনি ব্যারেজ	—	৫,৬০০,০০	এন আর ই পি
ঙ) পাট ভিজানো কূয়া	—	৮,৯০০,০০	এস আর ই পি

২১) মানিকপুর গাঁও সভা

ক) গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ	১২,০০০'০০	এন আর ই পি
খ) গ্রামীণ রাস্তা সংস্কার	৯,০০০'০০	এস আর ই পি
গ) ভূমি সংস্কার	৬,৭৮৮'০০	এন আর ই পি
ঘ) কালভার্ট	১২,০০০'০০	ঐ
ঙ) নালা খনন	৭,৮০০'০০	এস আর ই পি
চ) মিনি ব্যারেজ	৯,৯৮৭'০০	ঐ
ছ) পাট ভিজানো কূয়া	৫৮,৭০০'০০	ঐ

২২) রাজধর গাঁও সভা

ক) গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ	৬,৭৯৯'০০	এন আর ই পি
খ) গ্রামীণ রাস্তা সংস্কার	৬২,০০০'০০	এস আর ই পি
গ) মিনি ব্যারেজ	৩,২০০'০০	ঐ
ঘ) বন পরিষ্কার	৫২,০০০'০০	ঐ
ঙ) ভূমি সংস্কার	৭,৬৮৯'০০	এন আর ই পি

২৩) মালিধর গাঁও সভা

ক) গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ	৭,৮৯৯'০০	এন আর ই পি
খ) গ্রামীণ রাস্তা সংস্কার	২৫,০০০'০০	এস আর ই পি
গ) মিনি ব্যারেজ	১১,৩৪০'০০	ঐ
ঘ) ভূমি সংস্কার	২,৩০০'০০	এন আর ই পি
ঙ) পাট ভিজানো কূয়া	৪৪,৫৬৬'০০	এস আর ই পি

২৪) গোবিন্দপুর গাঁও সভা

ক) গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ	১২,৫৬০'০০	এন আর ই পি
খ) গ্রামীণ রাস্তা সংস্কার	১২,০০০'০০	এস আর ই পি
গ) ভূমি সংস্কার	৬,৭৮৮'০০	এন আর ই পি

ঘ) বন পরিষ্কার	৬ ৭৮৮'০০	এস আর ই পি
ঙ) মিনি ব্যারেজ	৬[illegible],[illegible]৬৮'০০	ঐ

২৫) নাতিনমনু গাঁও সভা

ক) গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ	৬,[illegible]৫৫'০০	এন আর ই পি
খ) গ্রামীণ রাস্তা সংস্কার	১২,০০০'০০	এস আর ই পি
গ) ভূমি সংস্কার	৯,৮০০'০০	এন আর ই পি
ঘ) মিনি ব্যারেজ	৬১,১[illegible]৩০,০০	এস আর ই পি,
ঙ) পাট ভিজানো কূযা	৩,৪[illegible]০,০০	ঐ

২৬) জয়চন্দ্রপাড়া গাঁও সভা

ক) গ্রামীন রাস্তা নির্ম্মাণ	৭,৮৯১ টাকা	এন আর ই পি,
খ) গ্রামীন রাস্তা উন্নয়ন	২১,[illegible]৫০ ,,	এস আর ই পি
গ) মিনি ব্যারেজ	১২,৪৫৬ ,,	ঐ
ঘ) খাল খনন	[illegible],৭৬[illegible] ,,	ঐ
ঙ) সিজনেল বাধ	৬,৭৮৫, ,,	ঐ
চ) ল্যাণ্ড লেভেলিং	৫,৬৪৩ ,,	এন আর ই পি
ছ) পাট ভিজানোর জলাশয়	৫৬,৭৮৮ ,,	এস আর ই পি

২৭) লাবণ ছড়া গাঁও সভা

ক) গ্রামীন সড়ক নির্মাণ	২৪,৫৬৭ ,,	এন আর ই পি
খ) গ্রামীন সড়ক উন্নয়ন	১৫,৭৮৯ ,,	এস আর ই পি
গ) মিনি ব্যারেজ	[illegible]৭,৭৮৬ ,,	ঐ
ঘ) ল্যাণ্ড লেভেলিং	১৯,৮৭৮ ,,	এন আর ই পি
ঙ) পাট ভিজানোর জলাশয়	[illegible]৫,৮৯৯ ,,	এস আর ই পি

২৮) কাঠালছড়া গাঁও সভা

ক) গ্রামীন সড়ক নির্মাণ	৩১ ০০০ ,,	এন আর ই পি
খ) গ্রামীন সড়ক উন্নয়ন	[illegible]২,৮৯০ ,,	এস আর ই পি

গ) ল্যাণ্ড লেভেলি	৩১,০০০	,,	এন আর ই পি
ঘ পাট ভিজানোর জলাশয়	২৩,৮৯০	,,	এস আর ই পি
চ) জঙ্গল পরিস্কারকরণ	২১.৮৮৮	,,	ঐ
ছ) খাল খনন	৩৪,৫৬৭	,,	ঐ
জ) মিনি ব্যারেজ	১২,৬৬৬	,,	ঐ

২৯) করাতিছড়া গাঁও সভা

ক) গ্রামীন সড়ক নির্মাণ	৫৪.৫৬৯	,,	এন আর ই পি
খ) গ্রামীন সড়ক উন্নয়ন	১৬,৬৬৬	,,	এস আর ই পি
গ) সিজনেল বাঁধ	৪১,০০০	,,	ঐ
ঘ) পাট ভিজানোর জলাশয়	৩৩৪৫০	,,	এন আর ই পি
ঙ) ল্যাণ্ড লেভেলিং	৩২,১২১	,,	এস আর ই পি
চ) খাল খনন	৩২,০০০	,,	ঐ
ছ) মিনি ব্যারেজ	২৯,৭৮৯	,,	ঐ

৩০) দেও রিজার্ভ গাঁও সভা

ক) গ্রামীন সড়ক নির্মাণ	৪২,০০০	,,	এন আর ই পি
খ) গ্রামীন সড়ক উন্নয়ন	৩৮,৫৪৫	,,	এস আর ই পি
গ) ল্যাণ্ড লেভেলিং	৭৯,০০০	,,	এন আর ই পি
ঘ) মিনি ব্যারেজ	৩২,৩১২	,,	এস আর ই পি
ঙ) সিজনেল বাঁধ	২১,৬৫৬	,,	ঐ
চ) খাল খনন	২১,৫২০	,,	ঐ
ছ) পাট ভিজানোর জলাশয়	১২,৭৫৪	,,	ঐ

৩১। লংথরাই গাঁওসভা

ক) গ্রামীন সড়ক নির্মান	৩৪,৭৬৫	টাকা	এন আর ই পি
খ) গ্রামীন সড়ক উন্নয়ন	১২,৫২২	,,	এস আর ই পি
গ) মিনি ব্যারেজ	১১,৭৭৪	,,	এস আর ই পি
ঘ) ল্যাণ্ড লেভেলিং	১৭,৭৫৪	,,	এন আর ই পি
ঙ) পাট ভিজানোর জলাশয়	১০,২১২	,,	এস আর ই পি

৩২। ডেমছড়া গাঁওসভা

ক)	গ্রামীন সড়ক নির্মান	৪১,৬৫৬	,,	এন আর ই পি
খ)	গ্রামীন সড়ক উন্নয়ন	১২,৩২৩	,,	এস আর ই পি
গ)	খাল খনন	৩২,২৩৩	,,	এন আর ই পি
ঘ)	মিনি ব্যারেজ	১১,৫৮৫	,,	এস আর ই পি
ঙ)	ল্যাণ্ড লেভেলিং	৩৪,৮০০	,,	এস আর ই পি
চ)	পাট ভিজানোর জলাশয়	৫৮,০৪২	,,	এস আর ই পি
ছ)	সিজনেল বাঁধ	৪৫,০০০	,,	এন আর ই পি

Admitted Unstarred Question No. 58

Name of the M.L A. Shri Diba Chandra Hrangknal.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to state-

১) উত্তর ত্রিপুরার কমলপুর সি, ডি ব্লক, ছামনু টি, ডি, ব্লক কুমারঘাট সি, ডি ব্লক পানিসাগর সি, ডি, ব্লক, কাঞ্চনপুর টি, ডি, ব্লকগুলিতে ১৯৮৩-১৯৮৪, ১৯৮৪ ১৯৮৫ ইং আর্থিক বৎসরে আর, এল, ই, জি পি, স্কীমে কত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে? (ব্লক ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)?

২) উক্ত ব্লকগুলির অধীনে উপরোক্ত সময়ে কোন কোন গাঁও পঞ্চায়েতে আর, এল, ই, জি, পি, স্কীমে মোট কত টাকার কি কি কাজ হয়েছে (নাম সহ পঞ্চায়েত ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)?

REPLY

Minister in charge of the Rural Davelopment Department
SHRI DINESH DEB BARMA

১)
২) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION No 60

Name of M.L A Shri Jawhar Saha
Sunil Knmar Choudhury
Matilal Saha
Kashiram Reang
Monorajnan Majumder,
Narayan Das

Will the Hon'ble minister-in charge of the Forest Department be pleased to state :—

১। ১৯৮০ ইং থেকে ১৯৮৫ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত চোরাকারবারীদের দ্বারা ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্ত পথে কি পরিমান এবং কত টাকা মুল্যের ছন, বাঁশ কাঠ প্রভৃতি বনজ সম্পদ বহিঃ রাজ্যে বিচার হয়েছে,

২। উক্ত সময়ে কতজন চোরাকারবারীকে আটক করা হয়েছে এবং কত মুল্যের বনজ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ? এবং

৩। ঐ চোরা কারবারীদের বিরুদ্ধে কি কি শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে,

৪। বে-আইনী ভাবে বনজসম্পদ পাচাররোধে সরকার রাজ্যের কোন্ কোন্ বিভাগে কোন্ কোন্ সীমান্তে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন,

৫। ইহা কি সত্য সিপাহীজলা, গোলাঘাটি চড়িলাম, কলমছড়িয়া এলাকার বিস্তির্ন বনাঞ্চলের বনজসম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে,

৬। সত্য হলে, এই ব্যাপারে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Forest Deptt. Shri A. Rahaman

১। ১৯৮০ সন হইতে ১৯৮৫ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত চোরাকারবারীদের দ্বারা ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্ত পথে ১২১৫ ঘন মিটার কাঠ, ১১৬৫ মেঃ টন জ্বালানী কাঠ, ১১৫ মেঃ টন বাঁশ ও ২২০ মেঃ টন ছন অর্থাৎ ১,৫০,০০০ টাকার কাঠ, ৪৭,৫০০

টাকার জ্বলানী কাঠ. ১৯০০০ টাকার বাঁশ ও ২২,০০০ টাকার ছন প্রভৃতি নজ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

২। উক্ত সময়ে মোট ৭ ০ জন চোরা কারবারীকে আটক করা হয়েছে এবং তাহাদের কাছ থেকে অনুমানিক ১.২১,৯১০ টাকা মূল্যের বনজসম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

৩। ঐ চোর কারবারীদের ২৯ জনকে অপরাধের জন্য আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে অবশিষ্ট ৬ জনের অপরাধের জন্য জরিমানা ও মাশুল আদায় করিয়া বিভাগীয় নিস্পত্তি করা হইয়াছে।

২৯ জনের মধ্যে ১ ০ জনেক আদালতের আইনানুযায়ী শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট ১১৪ জনের বিরুদ্ধে আনিত মোকদ্দমা বিভিন্ন আদালতের বিচারাধীন আছে।

৪। বে আইনী ভাবে বনজসম্পদ পাচার রোধ করার জন্য রাজ্যে সরকার আঞ্চলিক বন বিভাগীয় টহলদার বাহিনী ও বিভাগীয় বনসংরক্ষণ টহলদার বাহিনী পুলিশকে বিগত নভেম্বর, ১৯৮১ ইং হইতে নুতন ভাবে সংগঠিত করা হইয়াছে। ঐগুলির. অবস্থিত নিম্নে দেওয়া হইলো।

১। সদর বিভাগীয় বনসংরক্ষণ টহলদার বাহিনী, আগরতলা।

২। উদয়পুর বিভাগীয় বনসংরক্ষণ টহলদার বাহিনী, গেবাচৌরা

৩। দক্ষিণ বিভাগীয় বন সংরক্ষণ টহলদার বাহিনী, বগাফা।

৪। গোমতী বিভাগীয় বন সংরক্ষণ টহলদার বাহিনী, নতুন বাজার।

৫। তেলীয়ামুড়া বিভাগীয় বনস রক্ষণ টহলদার বাহিনী, তেলীয়ামুড়া।

৬। আমবাসা বিভাগীয় বন সংরক্ষণ টহলদার বাহিনী, আমবাসা।

৭। মনু বিভাগীয় বন সংরক্ষণ টহলদার বাহিনী, মনু।

৮। কাঞ্চনপুর বিভাগীয় বন সংরক্ষণ টহলদার বাহিনী, কাঞ্চনপুর।

৯। উত্তর বিভাগীয় বন সংরক্ষণ টহলদার বাহিনী, পানীসাগর।

আঞ্চলিক টহলদার বাহিনীগুলির অবস্থান নিম্নে দেওয়া হইলো।

ক) সদর বন বিভাগ ঃ— ১। সুবল সিং

২। সদর
৩। চড়িলাম
৪। আশাবাড়ী
৫। হরিনাচেপা

খ) উদয়পুর বন বিভাগ :— ১। জাজজুরী
২। গর্জি
৩ বাগমা
৪। যাত্রাপুর
৫। নির্ভয়পুর

গ) দক্ষিণ বন বিভাগ :— ১। বিলোনীয়া
২। রাজনগর
৩। কাকুলিয়া
৪। মনুবাজার
৫। শ্রীনগর

ঘ) গোমতী বন বিভাগ— ১। অমরপুর
২। নূতন বাজার

ঙ) তেলীয়ামুড়া বন বিভাগ— ১। তেলীয়ামুড়া
২। খোয়াই
৩। আশারামবাড়ী
৪। চম্পকনগর
৫। মান্দাই বাজার

চ) আমবাসা বন বিভাগ— ১। আমবাসা
২। সালেমা
৩। মায়াছড়ি
৪। গণ্ডাছড়া

ছ) মনু বন বিভাগ — ১। মনু

জ) উত্তর বন বিভাগ, কৈলাশহর — ১। কৈলাশহর
২। বাগপাশা
৩। ফটিকরায়

ঝ) কাঞ্চনপুর বন বিভাগ — ১। জুরী
২। মাছমারা
৩। লক্ষীপুর

৫। ইহা আংশিক সত্য।

৬। ঐ সমস্ত অঞ্চলের বনজ সম্পদ রক্ষার জন্য আঞ্চলিক টহলদার বাহিনী ও বিভাগীয় বন সংরক্ষণ টহলদার বাহিনী ইত্যাদি গঠন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও জনসাধারনকে বনের প্রয়োজনীয়তা ও বন রক্ষার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে অবহিত করা হইতেছে। স্থানীয় জনসাধারনের দৈনন্দিন বনজ বস্তুর চাহিদা পূরণ করার জন্য সামাজিক বনায়ন প্রথায় বন সৃষ্টির ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

Admitted Unstarred Question No 63
Name of Member : Shri Dhirendra Debnath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতি ব্লকে কতটি Progress Assistant এর Post আছে ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। মোহনপুর ব্লকের Progress Pssistant দের নাম

Reply furnished by theHonble Minister in charge of the Statistical Department of statisttics :—

উত্তর

১। প্রতি ব্লকে একটি করিয়া Progress Assistant এর পদ আছে ১৭টি ব্লকে ১৭টি পদ এবং Jumpaijala sub-block এ একটি পদ আছে।

২। কক্ষনে দুজন Progress Assistant আছেন, তাহাদের নাম—

ক) শ্রীনীহার রঞ্জন রায় চৌধুরী
খ) শ্রীসুধীর রঞ্জন সাহা

Admitted Unstarred Question No 65
Name of M. L. A : Shri Sudhir Ranjan Mazumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :

১। ত্রিপুরার বিভিন্ন হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে রেশন সরবরাহের জন্য কাহাদের contract দেওয়া হয়েছে, এবং

২। এই ব্যাপারে সমস্ত হাসপাতাল ও চিকিৎসা ক্ষেত্রেই টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছিল কিনা ?

Answer

Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department
Name of the Miniter : Shri Khagcen Das,

১। নিম্নলিখিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ব্যতীত ত্রিপুরার বিভিন্ন হাসপাতাল

গ্রামীন হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে রেশন সরবরাহের জন্য ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে দেওয়া হইয়াছে। ইহার জন্য টেণ্ডার আহ্বানের কোন প্রয়োজন হয় না।

ক) নরসিংগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খ) কালাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র

গ) মহারানী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঘ) তীর্থমুখ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র।

উল্লিখিত ৪টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ঠিকাদারী দেওয়া হইয়াছে।

২। উপরিউক্ত ৪টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের রেশন সরবরাহ করার জন্য দরপত্র আহ্বান করিয়া ঠিকাদারী দেওয়া হইয়াছিল। অন্যান্য কেন্দ্রের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয় নাই।

Admitted Unstarred Question No. 71

Name of M L A, : Shri Samar Chowdury,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :

১। রাজ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্প্রসারণে এবং উন্নত ও আধুনিকীকরণে ৬ষ্ঠ পরিকল্পনায় কি কি কর্মসূচী প্রস্তাবিত হয়েছে,

২। ষষ্ঠ পরিকল্পনার প্রস্তাবিত কর্মসূচীর কোন কোন কাজ কার্য্যকরী করা সম্ভব হয় নাই,

৩। উক্ত অসমাপ্ত কাজগুলি রূপায়িত করা সম্পর্কে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

Answer

Minister in-charge of the Health and Welfare Department.

(Name of the Minister) : Shri Khagen Das

১। রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্প্রসারণকল্পে ৭ম যোজনাকালে ৩০০টি উপস্বাস্থ্য

কেন্দ্র ৮টি নূতন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ৩৯টি সহায়ক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে পর্য্যায়ক্রমে নূতন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নয়ন, ২টি গ্রামীন হাসপাতাল কুমারঘাটে ১টি ত্রিশ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, জি, বি, হাসপাতালে Paediatric Surgery, Urolgy, Plaptic, Surgery Neurology, Cardiology, Diafetic, diric এবং চক্ষু বিভাগ (প্রতিটি ১৫ শয্যা বিশিষ্ট) সংযোজনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ইহাছাড়া শল্য চিকিৎসাগার উন্নয়ন ও আধুনিকরণের প্রস্তাব আছে। ভি, এম, হাসপাতালে Paediatric surgery এবং আরও ১১১টি শয্যা সংযোজন করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। মহকুমা স্তরে প্রতিটি মহকুমাকে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নয়নের প্রস্তাব করা হইয়াছে। আই, এস, এম, এবং হোমিওপ্যাথির জন্য প্রতিক্ষেত্রে ১০টি করিয়া ডিসপেনসারী ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ষষ্ঠ যোজনার অসমাপ্ত কাজগুলি সম্পূর্ন করার প্রস্তাব ও করা হইয়াছে।

২। ষষ্ঠ পরিকল্পনার প্রস্তাবিত কর্মসূচীর মধ্যে যোজনার ৪র্থ বর্ষের শেষ অবধি ১৩০টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে ৭০টি খোলা হইয়াছে। (চলিত বৎসরে ৭৫টি খোলার পরিকল্পনা আছে)।

উত্তর এবং দক্ষিণ জেলার জেলা হাসপাতালগুলিতে প্রতিটিতে ৫টি করিয়া শয্যা এবং জি, বি, হাসপাতালে ১২০টি নব নির্মিত শয্যা প্রায়োজনীয় নার্সের অভাবে খোলা সম্ভব হয় নাই।

কোবাল্ট সোর্স না পাওয়ার দরুন কেন্সার হাসপাতালে রেডিও থেরাপি ইউনিট খোলা সম্ভব হয় নাই।

আয়ুর্বেদ এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থায় ১টি আয়ুর্বেদিক এবং ২টি হোমিপপ্যাথিক ডিসপেনসারী খোলা সম্ভব হয় নাই।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালের নির্মাণকার্য্য পূর্ত বিভাগের নিকট হইতে প্লেন না পাওয়ার জন্য এবং আর্থিক অসঙ্গতির জন্য আরম্ভ করা সম্ভব হয় নাই।

৩। ৭ম যোজনাকালে ঐ কাজগুলি সম্পূর্ন করিবার প্রস্তাব রাখা হইয়াছে।

Admitted Unstarred Question No. 75.
Name of the M.L.A. : Shri Matilal Saha

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :-

১) বিশালগড় ব্লক অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পঞ্চায়েতগুলিতে এ, আর, ই, পি ও এস, আর, ই, পি খাতে ১৯৮২-৮৩ ও ১৯৮৩-৮৪ ইং সনে মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে (গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব) ?

২) এন, আর, ই, পি ও এস, আর, ই, পি'র টাকা ব্লক অফিস থেকে কি পদ্ধতিতে গাঁওসভা ভিত্তিক দেওয়া হয় ?

Reply

Minister in-charge of the Rural Development Department
Shri Dinesh DebBarma

১)
তথ্যাদি সংগ্রহাধীন
২)

Admitted Unstarred Question No. 83
Name of the M.L.A : Shri Kali Kumar DebBarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Devlopment Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য ত্রিপুরায় আর, এল, জি, পি (RLEGP) প্রকল্প চালু হচ্ছে

২) সত্য হইলে কবে থেকে কোন ব্লকে কাজ চালু হচ্ছে।

উত্তর

১) হ্যাঁ

২) ১৯৮৩-৮৪ সাল হইতে ত্রিপুরাতে চালু হয়েছে এবং বর্তমানে তাহার কাজ ত্রিপুরার সমস্ত ব্লকেই চালু হয়েছে।

Admitted Unstarred Question No. 84
Name of M. L. A. : Shri Samir Kumar Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) বিগত আর্থিক বৎসরে পানিসাগর ব্লকে পানীয় জলের জন্য কতটা রীংওয়েল ও মার্কট্ টিউবওয়েলের কাজ সরকার হাতে নিয়েছিলেন।

২) তার মধ্যে কতগুলির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৩) পানিসাগর ব্লকে ১৯৮২ সন হইতে ১৯৮৫ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত আর, এল ই, জি, পি, এর মাধ্যমে কি কি কাজ করার পরিকল্পনা সরকার নিয়েছিলেন এবং এর মধ্যে কি কি কাজ সম্পন্ন হয়েছে তার বিবরণ—

উত্তর

১নং, ২নং ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No. 88.
Name of M. L. A Shri Matilal Saha.

Will the Hon'ble minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

১) বিশালগড় ব্লক এলাকায় মোট কতটি টিউবওয়েল আছে ? (গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব)।

২) কতগুলি চালু কতগুলি অকেজো।

৩) অকেজো টিউবওয়েলগুলির মেরামতের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৪) থাকিলে কবে নাগাদ আশা করা যায়, না থাকিলে কারণ কি ?

উত্তর

১) বিশালগড় এলাকায় মোট ২০১৫টি টিউবওয়েল আছে (গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গিয় তালিকায় দেওয়া গেল।)

২) ১৫৮৩টি চালু এবং ৪৩২টি অকেজো অবস্থায় আছে।

৩) হ্যাঁ

৪) সীমিত অর্থ বরাদ্দের মধ্যে যাহা সম্ভব তাহা শীঘ্রই শেষ হইবে।

গাঁও পঞ্চায়েতের নাম	মোট টিউব ওয়েলের সংখ্যা	টিউব ওয়েল চালু আছে	টিউব ওয়েল অকেজো আছে
১	২	৩	৪
১। উত্তর চরিলাম	৩২	১৬	৬
২। দক্ষিণ চরিলাম	৪৪	৩৪	১০
৩। বড়জলা	৩৫	২৮	৭

১	২	৩	৪
৪। লাউিয়াছড়া	১৭	১০	৬
৫। আমতলি	৪১	৩২	৯
৬। বাসতলি	২৩	১৮	৫
৭। পদ্মনগর	১৮	১২	৬
৮। পাথালিয়াঘাট	২৫	২৭	৮
৯। সুতারমূড়া	২০	১৩	৭
১০। রংমালা	২২	১৬	৬
১১। রামনগর	২০	১২	৮
১২। গুলিরায় বাড়ী	১৭	১৩	৪
১৩। বিশালগড়	৬৭	৫৬	১১
১৪। রাউথখলা	৬২	৫০	১২
১৫। লক্ষীবিল	৪৩	৪০	৩
১৬। চন্দ্রনগর	৫৬	৫০	৬
১৭। গোলাঘাটী	৩৬	২৯	৫
১৮। দয়ারামপাড়া	১৪	১০	৪
১৯। নবীনগর	৪৭	৪৩	৪
২০। ব্রজপুর	৩৭	৩১	৬
২১। লালসিংমুড়া	২৮	২০	৮
২২। রামছড়া	৫৪	৩৫	৯
২৩। গোপীনগর	৪৪	৩৫	৯
২৪। প্রমোদনগর	১৪	১০	৪
২৫। শকুলনগর	৩২	২৫	৭
২৬। নেহালচন্দ্রনগর	২৬	১	৮
২৭। মধুপুর	৪৮	৮০	৮
২৮। দেবীপুর	২৮	২১	৪
২৯। কমলাসাগর	২৬	২০	৬

১	২	৩	৪
৩০। কোনাবন	২৮	২১	৭
৩১। কেয়াডেপা	২২	১৬	৬
৩২। পুরাথল রাজনগর	৩২	২৫	৭
৩৩। ঘনিয়ামোরা	৩৪	২৭	৭
৩৪। কৃষ্ণকিশোরনগর	৬৪	৫৫	৯
৩৫। চেলিখলা	২৩	১৯	৪
৩৬। বংশীবাড়ী	১৮	১৬	২
৩৭। বাধারঘাট	৪৯	৪১	৮
৩৮। গজারীয়া	৫৭	৪৭	১০
৩৯। চারীপাড়া	৪৫	৩৮	৭
৪০। রাজলক্ষ্মীনগর	৪৪	৩৬	৮
৪১। অরুন্ধতীনগর	৩৮	২৮	১০
৪২। সূর্য্যমণিনগর	৩৫	২৬	৯
৪৩। খাসমধুপুর	৪৬	৩৮	৮
৪৪। ইশানচন্দ্রনগর	৪৩	৩৫	৮
৪৫। চাম্পামোড়া	৪৪	৩৫	৯
৪৬। পাল্লাবপুর	৪৫	৩৬	৯
৪৭। বিক্রমনগর	৪৫	৩৬	৯
৪৮। আড়ালিয়া	৪৩	৩০	১৩
৪৯। যোগেন্দ্রনগর	৪৮	৩১	১৭
৫০। প্রতাপগড়	৪৩	২৮	১৫
৫১। আনন্দনগর	৪২	৩০	১২
৫২। ডুকলী	৪৩	২৯	১৪
৫৩। মধুবন	৪২	৩২	১০
৫৪। কাঞ্চনমালা	৪০	৩০	১০
৫৬। যুগলকিশোরনগর	৪০	৩০	১০
	২০১৫	১৫৮৩	৪৩২

Admitted un starred question No, 89
Name of member: shri Narayan Das M.L.A.

Minister-in-charge of the Rural Development Department : Shri Dinesh Deb Barma.

প্রশ্ন

আই-আর-ডি-পি বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮৩-৮৪ সালে আর্থিক বছরে কত টাকা ত্রিপুরার জন্য ধার্য্য করা হইয়াছে। এবং ২০-২-১৯৮৫ ইং পর্য্যন্ত কতজনকে আই-আর-ডি-পি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে তাহা মহকুমা ভিত্তিক হিসাবে।

উত্তর

১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বৎসরে আই-আর-ডি-পির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ ৬৮ লক্ষ টাকা ছিল।

সাহায্য প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা ১৯৮০ হইতে ১৯৮৫ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত মহকুমা ভিত্তিক পর্যশেষ হিসাব আজি তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

	মহকুমার নাম	সাহায্য প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা
১।	সদর মহকুমা	১২,৬০৪
২।	খোয়াই	৫,২০[illegible]
৩।	সোনামুড়া	২,৫[illegible]৬
৪।	ধর্মনগর	৪,২৯৪
৫।	কৈলাসহর	৮,৮[illegible]৭
৬।	কমলপুর	২,৭৩৩
৭।	উদয়পুর	৪,৬২৩

৮।	অমরপুর	১,৩৭৭
৯।	সাব্রুম	১,৫৪১
১০।	বিলোনিয়া	৬৭৫৫
		৪১,৬৮৫

ANNEXURE "C"

Number of Admitted Unstarred Question N c, 42 (Postponed)
Name of M L A.: Shri Manoranjan Majumdar

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Forest Department be ple sed to stat e :-

ক) ত্রিপুরা রাজ্যে গত দুই বছরে অতি বর্ষণ ও প্লাবন জনিত কারণে ধুস চাপায় মোট কত জনের প্রাণ হানি হয়েছে,

খ) ইহা কি সত্য যে ব্যাপক হারে বন ধ্বংসের ফলেই কি ঘন ঘন ধুস নামছে,

গ) সত্য হলে এর প্রতিকারের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWERS

Minister in-charge of the Forest Department
Shri A Rahaman

ক, ত্রিপুরা রাজ্যে গত দুই বছরে অতি বর্ষণ ও প্লাবন জনিত কারণে ধুস চাপায় মোট ১২ জনের প্রাণ হানি হয়েছে।

খ) উক্ত ধুসের কারণ সঠিক ভাবে জানা নাই।

গ) উপরোক্ত জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISOINS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

THURSDAY, THE 21 MARCH, 1985.

PRESENT

Sri Amarendra Sharma, Speaker in the Chair, the Deputy Speaker, the Chief Minister, the Dy, Chief Minister, 8 (Eight) Ministers and 39 Members.

ANSWERS QUESTIONS

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩।

মিঃ স্পীকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর হইতে কুমারঘাট পর্য্যন্ত নির্মিত রেলপথে উপজাতি অধ্যুষিত নবীনছড়া গ্রামে রেল ষ্টেশন নির্মাণ করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় রেল দপ্তরকে অনুরোধ করেছেন কি?

২। করে থাকলে উক্ত বিষয়ে রেল দপ্তরের মতামত রাজ্য সরকারের জানা আছে কিনা?

উত্তর

১। নবীনছড়া গ্রামে রেল ষ্টেশন নির্মাণের কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত যে রেলপথ তাতে মাত্র ২টি রেল ষ্টেশনের পরিকল্পনা রেল দপ্তর নিয়েছেন, একটি পানিসাগরে, অপরটি পেচারথলে। তাতে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল নবীনছড়ার একদিকে ৫ কিলোমিটার আর অন্যদিকে ২২ কিলোমিটারের মধ্যে কোন রেল ষ্টেশন থাকছে না। আবার রামনগর ও দেওছড়া এই দুই জায়গাতে জনবসতি বেশী তবু সেখানে ৭।৮ কিলোমিটারের মধ্যে কোন রেল ষ্টেশন থাকছে না। তাই এই দুই জায়গায় রেল ষ্টেশন স্থাপন করা প্রয়োজন বলে মনে করেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, রেল দপ্তর থেকে সার্ভে করে যেখানে যেখানে ঠিক করা হয়েছে তার বাহিরে স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল ষ্টেশনের যে কাজ চলছে তার মাঝে মাঝে অনেক কাজ বাকী রয়েছে, শুনেছি এই হাউজে পূর্বে যে অধিবেশন হয়েছে তাতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছিলেন যে, রেল চালু হওয়ার আর বেশী দেরী নেই। তাহলে আগামী কত দিনের মধ্যে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল চালু করা সম্ভব হবে এ ব্যাপারে রেল দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, মালিগাঁও রেল দপ্তর থেকে যে খবর পেয়েছি তাতে কুমারঘাট পর্য্যন্ত কবে রেল চালু হবে তার কোন খবর দিতে পারছিনা। তবে এই বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে মালগাড়ী চলাচল করতে পারবে বলে জানিয়েছে। পেচারথল থেকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত অনেকগুলি টানেল থাকার ফলে দেরী হচ্ছে বলে জানিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীতরণীমোহন সিনহা।

শ্রীতরণীমোহন সিনহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৮।

মিঃ স্পীকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৮।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৮।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কৈলাসহর, কমলপুর ও খোয়াই বিমান ঘাটিতে বর্তমানে বিমান চলাচল বন্ধ থাকার কারণ রাজ্য সরকার অবগত আছেন কিনা ?

২। উক্ত বিমান ঘাটিগুলিতে পুনরায় বিমান চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের কোন যোগাযোগ হয়েছিল কিনা ?

৩। হয়ে থাকলে তার ফলাফল কি ?

৪। না হয়ে থাকলে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করবেন কি ?

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। হঁ্যা।

৩। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে উত্তরের অপেক্ষায় আছে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীতরণীমোহন সিনহা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার. ত্রিপুরাতে আসাম—আগরতলা রোড ছাড়া আর কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নাই। সে দিক থেকে ত্রিপুরার ৩টি বিমানঘাটি দীর্ঘদিন যাবৎ যেভাবে পড়ে আছে তাতে যে কোন ধরণের জরুরী মোকাবিলা করতে অনেক অসুবিধা হয়, তাই কবে নাগাদ এই ৩টি বিমানঘাটি চালু হবে বলে আশা করা যায়. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, কৈলাসহরের বিমান ঘাঁটি চালু করার জন্য সিভিল এভিয়েশান ডিপার্টমেণ্ট কার্য্যকরী ব্যবস্থা নিয়েছেন। কমলপুরে চালু করা যায় কিনা দেখা হচ্ছে এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় ল্যাণ্ড নেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

শ্রীতরণীমোহন সিনহা :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, কৈলাসহরে বিমান নামার জন্য আরও ভূমি নেওয়ার জন্য নাকি ব্যবস্থা হচ্ছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, সেটা আমার জানা নাই।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়াতে একটি বিমান ঘাঁটি আছে, বর্তমানে সেটি কি অবস্থায় আছে এবং সেখানে বিমান চলাচল করবে কিনা এবং সে ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কোন যোগাযোগ হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটি মূল প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এরকম কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবসিত আলী।

সৈয়দ বসিত আলী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার ২০।

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার কুমারঘাট থেকে কৈলাসহর টাউন সংলগ্ন পর্য্যন্ত রেল যোগাযোগ করা সম্পর্কে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বর্তমান বৎসরে কোন আলাপ আলোচনা করিয়াছেন কি ?

২। করিয়া থাকিলে আলোচনার অগ্রগতি কতদূর ?

উত্তর

১। উত্তর ত্রিপুরায় কুমারঘাট থেকে কৈলাসহর টাউন সংলগ্ন পর্য্যন্ত রেল যোগাযোগ সম্পর্কে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বর্তমান বৎসরে কোনরূপ আলাপ আলোচনা করেন নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

সৈয়দ বসিত আলী :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কৈলাসহরের আশেপাশে লক্ষাধিক লোকের বাস তাই সেখানকার লোকের আর্থিক ও অন্যান্য অসুবিধার কথা চিন্তা করে রেল যোগাযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা বা বিবেচনাধীন আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এরকম প্রশ্ন ত আগেই উঠেছে যাতে করে অমরপুর, খোয়াই, সাব্রুম প্রভৃতি জায়গায় রেল যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। কিন্তু এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যেটা সেটা হল, যাও কাজ শুরু হয়েছে তাও মন্থর গতি। পূর্বে কথা ছিল ২

বছরের মধ্যে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল পৌছবে কিন্তু এখন বলা হচ্ছে ১৯৮৫ পর্য্যন্ত কুমারঘাটে মাল গাড়ী চলাচল করবে। আবার বলা হচ্ছে কবে পর্য্যন্ত চালু হবে বলা যাচ্ছে না। আমরা বিশেষভাবে বলেছি কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত চালু করার জন্য। তার উপর বর্ডার এরিয়াতে রেলপথ নিতে রেল কর্তৃপক্ষ বিশেষ উৎসাহী নয়।

সৈয়দ বসিত আলী :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন আনার সময়ে পাহাড়ী এলাকা দিয়ে আনার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের আলোচনা হয়েছে কিনা এবং কৈলাসহর, কমলপুর ও খোয়াই থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত যেখানে যেখানে জনবসতি বেশী সে সব অঞ্চলের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্য সরকার অনুরোধ করেছেন কিনা আমরা জানতে চাই, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলতে চাই যে, এই রেলওয়ে লাইন নিয়ে এই হাউসে অনেক বিতর্ক হয়েছে। তবে আমি হাউসকে জানাতে চাই যে, রেল লাইন কোন্ দিক দিয়ে আসবে সে সম্পর্কে প্রথমে আমরা এই আসাম আগরতলা রোডের পাশাপাশি যাতে না হয় তার জন্য প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু পরে অনেক আলাপ আলোচনার পর আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে, এটাকে যুক্তি যুক্ত বলে মনে করলাম এবং আসাম-আগরতলা রোডের পাশাপাশি যে রেললাইন তৈরী করা হবে সে প্রস্তাবকে আমরা সমর্থন করি। গত কালকের পত্রিকায় দেখেছি যে, ফাণ্ড-এর এভেইলেভেলিটি হলে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন আসবে। রেল কর্তৃপক্ষ আশা করছেন যে, এই বৎসরের মধ্যেই সমস্ত রকমের সারভের কাজ শেষ (আগরতলা পর্য্যন্ত) হয়ে যাবে। আমাদের নিকট প্রস্তাবিত রেল লাইনের নকসাও দেওয়া হয়েছে। এই নকসা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষ আগরতলার বাদারঘাটের কাছাকাছি রেল ষ্টেশান স্থাপন করবেন। শীঘ্রই রেল দপ্তরের চিফ ইনজিনিয়ার এখানে আসবেন এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবেন। বর্তমানে ট্রাফিক-এর জন্য সার্ভে চলছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা।

শ্রীজহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—৩৮।

শ্রীখগেন দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নম্বার—৩৮।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩ সালের আগষ্ট মাসের বন্যায় অমরপুর মহকুমার কতগুলি গবাদি পশু মারা গিয়েছিল ?

২। উক্ত বন্যায় মৃত গবাদি পশুর মালিকগণকে আর্থিক সাহায্যদানের ব্যাপারে সরকারের কোন প্রকারের ঘোষণা ছিল কি না,

৩। থাকিলে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮৫ ইং পর্য্যন্ত কতটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ঐ ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে, এবং

৪। অবশিষ্ট পরিবারদের ৩১।১।৮৫ ইং সন পর্য্যন্ত উক্ত ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য না দেওয়ার কারণ কি ?

৫। কবে নগাদ সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের আর্থিক সাহায্য নেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। মোট ৮৩১ টি।

২। হ্যাঁ, মহাশয় '

৩। ষ্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া অমরপুর শাখা গত ৩১।১।৮৫ ইং পর্য্যন্ত মোট ২৩টি পরিবারকে ৩৯,০০০ টাকা অনুমোদন দিয়েছে এবং তাহাতে সরকারী ভর্ত্তুকীর পরিমাণ মোট ১৯,৫০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তী সময়ে আরও ৫২টি ক্ষেত্রে মোট ৬৫,০০০ টাকা ব্যাংক কর্ত্তৃক ঋণ মঞ্জুর হইয়াছে। তারমধ্যে সরকারী ভর্ত্তুকীর পরিমান ৩২,৫০০ টাকা।

৪। এই স্কীমটি নতুন বলিয়া ইহা চালু করিতে প্রথমে কিছু অসুবিধা দেখা দেয়।

৫। ডি. আর, ডি, এ, কর্ত্তৃক সুপারিশকৃত আবেদন-পত্র ব্যাঙ্কের নিকট পাঠানো হইয়াছে। ব্যাংকগুলি যাহাতে তাড়াতাড়ি ঋণ মঞ্জুর করে তাহার জন্য ডি, আর, ডি, এ, কে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীজহর সাহা :—মিঃ সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিগত বন্যায় অমরপুরে কৃষি-জীবিদের গবাদি পশু বিনষ্ট হওয়ায় তারা কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তার একটা বিবরণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ব্যাংক থেকে প্রতিটি গবাদি পশু বাবদ ১০০০ টাকা করে ব্যাংক থেকে ঋণ দেওয়া হবে এবং এই ১০০০ টাকার মধ্যে ৫০০ টাকা সরকারী ভর্ত্তুকী দেওয়া হবে। কিন্তু দেখা গেছে যে, কয়েকটি পরিবারকে টাকা দেবার পর ব্যাংক টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে এই কারণে যে রাজ্য সরকার নাকি তার প্রতিশ্রুত ৫০০ টাকা ভর্ত্তুকী ব্যাংককে দিচ্ছে না, এই অজুহাতে তাদের টাকা দেওয়া হচ্ছে না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা তদন্ত করে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারকে কবে পর্য্যন্ত টাকা দেওয়া যাবে তা জানাবেন কি ?

শ্রী খগেন দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রথমে বলেছি যে নতুন স্কীমে ২টা দপ্তর এর সংগে জড়িত—রেভিনিউ, ডি, আর, ডি, এ, ব্যাংক এবং ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট। কার কত টাকা কিভাবে দেবে সেজন্য ধরা হয়েছে এটা আমি বলেছি। মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন সেটা ঠিকই এবং আমরা প্রথমে ২৩ টা দিয়েছি এবং পরে ৫২টা দেওয়া হয়েছে। এখন কাজটা সুরু হয়েছে। এখন অসুবিধা হবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেওয়া হবে।

শ্রী জহর সাহা :— ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে যাদের একাধিক গরু তাদের হাজার টাকা এবং যাদের একটা গরু সেখানে ৫০০ টাকা সাবসিডি দেওয়ার কথা। কিন্তু অমরপুর যাদের দুইটা গরু মরেছে সেখানে মাত্র ৫০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। আজ পর্য্যন্ত উনাদের সাবসিডির টাকা না দেওয়াতে সরকার থেকে, ব্যাঙ্ক থেকে যাদের দেওয়া হয়েছিল তাদের নোটিশ দিয়েছে যে তোমরা

টাকা ফেরত দাও, নইলে মামলা করব। তাদের ৫০০ টাকা করে কেন দেওয়া হলো এবং আজকের দিনে ৫০০ টাকায় একটা গরু কিনতে পারে কিনা কেউ এবং যারা পঞ্চায়েত রয়েছে তাদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় ?

শ্রীখগেন্দ্র দাস :— গাঁও পঞ্চায়েতে হবে না। তবে গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত একটা গরু মরে গেলে ৫০০ টাকা সাবসিডি দিবে এবং একটার বেশী মারা গেলে ১০০০ টাকা দিবে। আমরা ব্যাঙ্ক থেকে যে টাকা দেয় সেটা দিয়ে দেব। যেটা তিনি বলেছেন সেটা আমরা তাড়াতাড়ি দিয়ে দেওয়ার জন্য বলব যদি এমন হয়ে থাকে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— বিভিন্ন জায়গায়, বিলোনীয়াতে গত বন্যায় যাদের গরু হারানো গিয়েছে এদের কতজনকে ডি, আর, ডি, এ, স্কীমের মারফতে আবেদনপত্র জমা পড়েছে তার বিভাগ-ভিত্তিক হিসাব দিতে পারবেন কিনা ?

শ্রী খগেন দাস :— এই তথ্য এখন আমার হাতের কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মাখন চক্রবর্তী।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নম্বার ৪৬।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নম্বর ৪৬।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বর্তমান পরিবহন ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করে যাত্রী জনসাধারণের যাতা-যাতের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ;

২। বর্তমানে খোয়াই-আগরতলা টি, আর, টি, সি, এর যে সংখ্যক বাস চলিতেছে তাহা যাত্রীদের তুলনায় খুবই অপ্রতুল থাকায় উক্ত রুটে প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর একটি বাস ছাড়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না ;

৩। আগরতলা—মহারাণীপুর পর্যন্ত বাস সার্ভিস পুনঃ চালু করার বিষয়ে সরকার বিবেচনা করবেন কিনা ?

উত্তর

১। বর্তমান বৎসরে (৮৪-৮৫) টি, আর, টি, সি, দ্বারা কোন নূতন বাস গাড়ী নামানো সম্ভব নহে। তবে ১৯৮৫-৮৬ ইং সনে রাজ্যের বর্তমান পরিবহন ব্যবস্থাকে উন্নত করিবার জন্যে টি, আর, টি, সি-এর আরও ২২টি বাস কিনবার প্রস্তাব আছে।

বে-সরকারী ক্ষেত্রে বাস পরিচালনার জন্য বিভিন্ন রুটে প্রয়োজনের ভিত্তিতে নিয়ম অনুযায়ী বাসের পারমিট দেওয়া হইবে।

২। নির্দিষ্টভাবে ৩০ মিনিট অন্তর বাসের সার্ভিস দেওয়া যাইবে কিনা এখন বলা সম্ভব নহে। তবে বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে অল্প সময়ের ব্যবধানে অধিক সংখ্যক সার্ভিস ঐ রুটে চালানোর জন্য চেষ্টা করা যাইবে।

৩। আগরতলা—মহারাণীপুর রাস্তায় বাস চলাচলের জন্য বে-সরকারী মালিকানায় বাস সার্ভিস চালু ছিল। কিন্তু গত বন্যায় উক্ত রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বাস চলাচল বিঘ্নিত হয়। উক্ত রাস্তা মেরামতির পর পুনঃ বাস চলাচল করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী—কৃষ্ণনগর বাস ষ্টেণ্ডে গেলে দেখা যায় যে আগরতলা—খোয়াই রুটে ১১টা বাস প্রতি ঘণ্টায় ১টা বাস ছাড়া হবে এমন ব্যবস্থার কথা লেখা আছে। কিন্তু আমরা দেখছি, সেই ব্যবস্থা নেই এবং প্রত্যেক দিন ২/৩টার বেশী বাস ছাড়ছে না। তাছাড়া আমরা শুনেছিলাম তেলিয়ামুড়া—খোয়াই বাস যাবে। সেটাও ছাড়া হচ্ছে না। যেখানে টি, আর, টি, সি, বাস দেওয়া যাচ্ছে না। সেখানে বে-সরকারী বাসের পারমিট দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— এটা ঠিকই, সিডিউলড সার্ভিস আগে ১১টা ছিল। কিন্তু এখন আমরা এতগুলি দিতে পারছি না। তাছাড়া পরীক্ষার্থীদের জন্য বাস কিছু দিতে হচ্ছে। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আমরা আশা করব সার্ভিস ইম্প্রুভ করা যাবে। আগরতলা- সুবলসিং-খোয়াই, এটাকে আমরা ভায়া তেলিয়ামুড়া ডাইভার্ট করে দিয়েছি। তাছাড়া মেটাডোর গাড়ীর পারমিট দিয়েছি, তাছাড়া একটা অমনি বাসের পারমিট দিয়েছি। সেটা এখনও নামেনি। তবে চেষ্টা থাকবে কিভাবে সেখানে সার্ভিস ইম্প্রুভ করা যায়।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে আগরতলা—মহারাণীপুর পর্য্যন্ত বাস আবার চলবে। সেখানে সত্বর বাস সার্ভিস চালানোর ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— আমরা চেষ্টা নেব।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— খোয়াই থেকে কল্যাণপুর এবং ঘিলাতলি পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা এবং অফিস যাত্রীরা নিত্যদিন স্কুল কলেজে এবং অফিসে যেতে পারছে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে অফিস চলাকালীন সময়ে সকালে এবং বিকালের দিকে টি, আর, টি, সি, বাস চালু করার জন্য সরকার চিন্তা করছেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— আমি বলেছি গাড়ীর স্বল্পতার জন্য অসুবিধা আছে। তবে চেষ্টা করছি সার্ভিস আরও বাড়ানো যায় কিনা।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার এবং শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৪।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৪।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের নোটিফায়েড এলাকাগুলির ২য় পর্যায়ের মেয়াদ কবে কবে শেষ হচ্ছে ;

২। নোটিফায়েড এলাকাগুলিতে নির্বাচন না করার কারণ কি ;এবং

৩। কবে নাগাদ তথায় নিবাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ধর্মনগর, কৈলাসহর, উদয়পুর ও বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিগুলির ২য় পর্যায়ে কার্যকালের মেয়াদ ১৯৮৪ সালে ২৮শে অক্টোবর তারিখে উত্তীর্ণ হইয়াছে। বাকী পাঁচটি নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিগুলির ২য় পর্যায়ের কার্য্যকালের মেয়াদ নিম্নলিখিত তারিখে উত্তীর্ণ হইবে। সোনামুড়া, সাব্রুম ও কমলপুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি ৭ই জুলাই ১৯৮৫ইং তারিখে এবং খোয়াই ও অমরপুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি ১৯শে জুলাই ১৯৮৫ইং তারিখে।

২। প্রচলিত আইনের বিধান অনুসারে সরকার মনোনীত সদস্য দ্বারা বর্তমান নোটিফায়েড এরিয়া কমিটিগুলি গঠন করা হইয়াছে। নির্বাচনের মাধ্যমে উক্ত কমিটিগুলি গঠন করিতে হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা সরকারের নাই। তথাপি নোটিফায়েড এরিয়াগুলিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এই সরকার প্রচলিত আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়াছেন যাহা বিভিন্ন কারণে এখনও বলবত্ করা সম্ভব হয় নাই। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ, ভোটার লিষ্ট প্রণয়ন ও যথাযথ নির্বাচনী আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হইবে। উক্ত বিষয় সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা—নিরীক্ষার পর নোটিফায়েড এরিয়াতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয় সরকার যথা সময়ে বিবেচনা করিবেন।

৩। নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এখনো কোন সিদ্ধান্ত বা সময়সূচী নির্ধারণ করা হয় নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার : – এই যে নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি কমিটি গঠিত হয়েছে এই-গুলি পরিচালনার ব্যাপারে কিংবা এই কমিটি গঠনের ব্যাপারে কোন রুলস্ ফ্রেমড করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের সুবিধার জন্য বামফ্রন্ট সরকার বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ১৯৩২-এর ৯৩ (ক) ধারা অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যে ৯টা মহকুমাকে নোটিফায়েড এরিয়া ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা এটাকে এক্সটেণ্ড করেছি, ঐ অ্যাক্টটাকে।

শ্রীজহর সাহা :— কবে নাগাদ রুলস্ তৈরী হবে এবং নির্বাচিত কমিটির হাতে নোটিফায়েড এরিয়ার ক্ষমতা তুলে দেওয়া হবে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— ১৯৩২ সালে ওয়েষ্টবেংগলে অ্যাক্ট হয়েছে। আজকে পর্যন্ত সেখানে নোমিনেটেড বডি।

শ্রীজহর সাহা :—স্যার, প্রশ্নটার বিষয়বস্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমাদের বিষয়টা ভালভাবে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য সাপ্লিমেণ্টারী করার সুযোগ দিন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এর উপর অনেকগুলি সাপ্লিমেণ্টারী হয়ে গেছে, অনেক সদস্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থাকতে পারে, সেগুলি থেকে তাহাদের বঞ্চিত করা উচিত হবে না।

শ্রীজহর সাহা :—স্যার, আমরা যা জানতে চাইছি, সেগুলির যদি পরিস্কার উত্তর পাওয়া যেত, তহেলে নিশ্চয় আমাদের এত সাপ্লিমেণ্টারী করতে হত না। মন্ত্রীরা পরিস্কার উত্তর দিতে ভয় পাচ্ছেন, আমরা কি করব ? আমাদের তো উত্তর চাই ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, মাননীয় সদস্য বড়ই আপত্তিকর কথা বলছেন। আমাদের বামফ্রণ্ট সরকার কোন রকম নির্ব্বাচনকেই ভয় পায় না।

মিঃ স্পীকার—সমীর কুমার নাথ।

শ্রীসমীর কুমার নাথ—কোয়েশ্চান নাম্বার—৬৫, স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—কোয়েশ্চান নাম্বার—৬৫, স্যার,

প্রশ্ন

১। কদমতলা, ধর্মনগর, রাণীবাড়ী, সাতসঙ্গম, চোড়াইবাড়ী প্রভৃতি এলাকায় টি, আর, টি, সি, বাস সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকিলে, তাহা কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। না থাকিলে, তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১। উল্লেখিত স্থানগুলিতে টি আর, টি, সি, বাস চালানোর কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই। তবে উল্লেখিত স্থানগুলির মধ্যে ধর্মনগর হইতে রাণীবাড়ী ভায়া বাগপাশা চোড়াইবাড়ী এই রাস্তাটির সার্ভে করার জন্য ডিপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (টি, আর, টি, সি,) ধর্মনগরকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সার্ভে রিপোর্ট পাইলে বিষয়টি বিবেচনা করা হইবে।

২। উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসমীর কুমার নাথ—মনেনীয় মন্ত্রী মাহাদয়, উক্ত রাস্তায় বাস চালু না হলে ঐ এলাকার ছাত্রছাত্রী এবং জনসাধারণের আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে সাংঘাতিক অসুবিধা হবে বলে আপনি মনে করেন কি ? এবং এই রাস্তা দিয়ে কবে নাগাদ বাস চলাচল শুরু করা হবে জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—ধর্মনগর—রাণীবাড়ী রাস্তায় বাস চালাবার জন্য আমরা ধর্মনগর মোটর ওনার্সকে পারমিট দিয়েছি এবং তাদেরকে ধর্মনগর—কদমতলা রাস্তায়ও বাস চালাবার জন্য বলেছি। কিন্তু রাস্তাগুলির মাঝপথে কিছুটা খারাপ থাকার জন্য তারা বাস চালাতে পারছে না।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ধর্মনগর থেকে দামছাড়া পর্যন্ত টি, আর, টি, সির সকাল বেলার সার্ভিসটা বন্ধ হল কেন এবং যদি টি আর, টি, সির বাস চালু রাখতে অসুবিধা হয়, তাহলে ঐ রাস্তায় প্রাইভেট বাস চালানো হচ্ছে না কেন, জানতে পারি কি ?

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটা একটা আলাদা প্রশ্ন, আলাদা ভাবে নোটিশ দেবেন তো উত্তর পাবেন।

মি: স্পীকার :—শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় :—কোয়েশ্চান নাম্বার—৮৪।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার—৮৪,

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া টাউন এরিয়ায় স্থায়ী পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

শ্রী রসিকলাল রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে, সোনামুড়া টাউন এরিয়ায় যে ডীপ টিউব-ওয়েলটি আছে সেটা থেকে সোনামুড়া টাউন এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ করা হয়, তা মাঝে মাঝে নষ্ট হয়ে যায়, ফলে শহর ও শহরতলী এলাকার লোকেরা পানীয় জল পান না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— ডিপ-টিউব-ওয়েলের জন্য জলটা আণ্ডার গ্রাউণ্ড থেকে আসছে এবং অনেক সময় আণ্ডার গ্রাউণ্ডের বিভিন্ন জলের লেয়ার থেকে জল পাওয়া কষ্টকর হয়। তা-ছাড়া ঐ ডিপ-টিউব ওয়েল থেকে সারা শহর জুড়ে প্রায় সাড়ে সাত কিলোমিটার এলাকায় জল দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, ফলে মাঝে মাঝে ওয়াটার সাপ্লাইতে ডিসটার্বড হয়। যা হউক সোনামুড়া শহর এলাকায় যাতে জল সরবরাহ নিয়মিত হয়, সেজন্য চেষ্টা চলছে।

শ্রী রসিকলাল রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সোনামুড়া শহরে জল সরবরাহের ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে, কাজেই জল সরবরাহ ব্যবস্থা সঠিকভাবে কার্য্যকরী করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে এক্ষুনি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা, জানাবেন কি ? আর পূর্বে যে ব্যবস্থা ছিল, তার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আমাদের হাতে ম্যাজিক দেখানোর মত কোন ব্যবস্থা নাই। আমরা গুরুত্ব দিয়ে চেষ্টা করছি, সেখানে টাকা পয়সার প্রশ্ন আছে, আরও নানা অসুবিধা আছে, যেমন আমাদের অনেক গভীর থেকে জল আনবার চেষ্টা করছি, সারফেস ওয়াটার থেকে আমাদের জল বের করে আনতে হচ্ছে।

শ্রী সমর চৌধুরী :— সোনামুড়া শহরে ঐ যে রিজার্ভ টেঙ্ক আছে, সেটার চারদিক থেকে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া আছে এবং সেটা নটিফাইয়েড এরিয়া কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু সেই কাটা তারগুলি মাঝে মাঝে খুলে নেওয়া হয়, আবারও লাগানো হয়, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কিছু অবগত আছে কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, রিজার্ভ টেঙ্ক সম্পর্কে আমার কাছে কোন প্রশ্ন নাই। আমার কাছে যে প্রশ্নটা আছে, সেটা হচ্ছে ডিপ-টিউবওয়েল থেকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পর্কে। কাজেই আমি এই তথ্য দিতে পারছি না।

শ্রী রসিকলাল রায় :— স্যার মাননীয় সদস্য যে রিজার্ভ টেঙ্কির কথা বলছেন, এখন সেখানে গরু স্নান করানোর ব্যবস্থা হয়েছে. জনসাধারণকে জল দেওয়ার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। তাছাড়া মাননীয় সদস্য তো সোনামুড়ার ঘর বাড়ী বিক্রি করে দিয়ে আগরতলা শহরে চলে এসেছেন, উনি সেখানকার খবর ব শ্রবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার. আমরা কাজ চাই, গলাবাজি চাই না। এখানে গলাবাজি করার জায়গা নয়।

মিঃ স্পীকার : শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা— কোয়েশ্চান নম্বার ৯৯।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, কোয়েশ্চান নম্বার ৯৯।

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে টি আর, টি, সিতে কয়টি গাড়ী আছে এবং তার মধ্যে মোট কয়টি গাড়ী চালু অবস্থায় আছে (বাস ট্রাকের আলাদা হিসাব) ?

২। বিগত আর্থিক বছরে যাত্রী পরিবহন ও মাল পরিবহনে টী, আর, টী, সির মোট কত লোকসান হয়েছে, তার হিসাব (বাস ও ট্রাকের আলাদা হিসাব) ?

৩। যাত্রীদের নিকট হইতে ভাড়া নিয়ে তাদের বাসের টিকিট দেওয়া হয়নি টি, আর, টী, সির কতজন কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই রকম অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে ?

৪। যে সকল কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই রকম অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে, তাদের বিরুদ্ধে কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১। টি, আর, টি, সিতে নিম্নলিখিত বাস ও ট্রাক আছে, বাস—১৬০ টি, ট্রাক—৫২ টি। তার মধ্যে ৭৩ টি বাস ও ৩১ টি ট্রাক চালু অবস্থায় আছে।

২। বিগত আর্থিক বছরের করপোরেশানের ফাইন্যাল একাউন্টস এখনও সমাপ্ত হয় নাই। সুতরাং এই তথ্য দেওয়া সম্ভব নহে।

৩। ১৯৮৪ সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৫ সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ১৯ জনের বিরুদ্ধে ভাড়া নিয়ে টিকিট না দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

৪। তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের জন্য ইনকোয়ারি অফিসারের নিকট প্রেরণ করা

হইয়াছে। বিভাগীয় তদন্তের রিপোট পাইলে আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে জানিয়েছেন যে, বিগত আর্থিক বছরে এই করপোরেশানের কত লোকসান হয়েছে, তার হিসাব এখনও করানো হয়নি। তা যদি না হয়ে থাকে তবে কবে নগাদ এই হিসাব শেষ করা হবে এবং শেষ করা হলে প্রত্যেক বিধায়ককে লিখিতভাবে এই তথ্য জানানো হবে কিনা যাতে আর বিধযাকদের নোটিশ না দিতে হয় ?

শ্রী রসিকলাল রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, প্রাইভেট কোম্পানির বাস রাস্তায় চললে দুই এক বছরের মধ্যেই সেই বাসের মালিক একটার জায়গায় দুইটি বাস কিনতে সক্ষম হন, কিন্তু আমাদের যে সরকারী পরিবহন সংস্থা টি, আর, টি, সি, তার বাসগুলি রাস্তায় চললে শুধু লোক-সানই হয়, এর কারণ কি ?

শ্রী বৈদনাথ মজুমদার --স্যার, এটার যখন অডিট কম্‌পিলিট হবে, আমি তখন লিখিতভাবে প্রত্যেক বিধায়ককে জানাবার চেষ্টা করব ।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার— স্যার, আমরা পার্লামেন্টের একটি প্রশ্নের উত্তরে দেখছি যে একমাত্র হরিয়ানা ছাড়া অন্য সব রাজ্যের পরিবহন সংস্থাই লোকসানে চলছে। তাছাড়া, আমাদের এখানকার যে বাস ভাড়া, তা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কম, অন্যান্য রাজে বাস ভাড়া অনেক বেশী. আর সেই জন্যই আমাদের লোকসানটা বেশী হচ্ছে। স্যার, আমরা যদি সেই হারে ভাড়া বাড়াতে চাই তাহলে তখানকার যাত্রীদের সেই ক্ষমতা নাই সেই ভাড়া দিয়ে যাতা-যাত করেন।

শ্রী জওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে সব গাড়ী অচল হয়ে পরে আছে সেগুলিকে মেরামত করে আবার চালু করতে কত টাকা লাগবে ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সেগুলির মধ্যে অনেকগুলি এত খারাপ হয়ে গিয়েছে সেগুলি আর মেরামত করা যাবে না। কাজেই সেগুলি বিক্রা করে দিয়ে কিছু নুতন গাড়ী আনার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার :--শ্রীভানুলাল সাহা

শ্রীভানুলাল সাহা :—কোয়েশ্চান নং—১১৫

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং—১১৫

প্রশ্ন	উত্তর
১। বড়জলা টি, আর, টি, সি, ওয়ার্ক-সপে মাসে কয়টি গাড়ী মেরামতের জন্য যায় এবং কয়টি মেরামত হয়ে বেরিয়ে আসে (গত এক বছরের হিসাব) ?	গত এক বছরে ১, ২; ৮৪ হইতে ৩১, ১, ৮৫ পর্য্যন্ত মোট ৬৩৯টি গাড়ী মেরা-মতির জন্য বড়জলা টি, আর টি, সির ওয়ার্কসপে যায় এবং মেট ৬৩৪ টি গাড়ী মেরামত হয়ে বেড়িয়ে আসে। ৫টি গাড়ী মেরামতির অপেক্ষায় থাকে।

প্রশ্ন	উত্তর
২। এই ওয়ার্কসপের শ্রমিক কর্মচারী এবং অফিসারদের জন্যে গত এক বছরে বেতন, ভাতা, ওভারটাইম বাবদ কত টাকা খরচ হয়েছে, তার হিসাব।	এই ওয়ার্কসপে গত এক বছরে ফেব্রুয়ারী '৮৪ হইতে জানুয়ারী '৮৫ পর্য্যন্ত শ্রমিক কর্মচারী ও অফিসারের বেতন, ভাতা ও ওভারটাইম বাবদ ৫,৭৪,৫১৪,৩৫ পয়সা খরচ হয়েছে।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই যে গাড়ীগুলি মেরামত হয়েছে এবং তার জন্য যে হিসাব দিয়েছেন সেই খরচা প্রয়োজনের তুলনায় বেশী কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এখানে ভাতার হিসাব চাওয়া হয়েছে—এই গাড়ীগুলি অনেক বেশী পুরানো কাজেই সেগুলি মেরামত করতে আমাদের মেজর রিপেয়ার করতে হয়েছে।

শ্রী জওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে হিসাব দিয়েছেন তার মধ্যে সেই ওয়ার্কসপেব কর্মীদের ওভারটাইম বাবদ কত টাকা ঐ সময়ের মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সময়ের মধ্যে শুধু শ্রমিকদের ওভারটাইম বাবদ মোট টাকা ১৩,৪৫৭,০০ টাকা দেওয়া হয়েছে

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমতী গীতা চৌধুরী।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নং ১২৪।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— কোয়েশচান নং ১২৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৭৯ ইং সালের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৪ ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কতজন পৌরকর্মীকে গৃহ নির্মাণ ঋণ দেওয়া হয়েছে ?	১৯৭৯ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৪ ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট ২৬ জন পৌরকর্মীকে গৃহ নির্মাণ বাবত ঋণ দেওয়া হইয়াছে।
২। ইহা কি সত্য উক্ত ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে কেহ কেহ গৃহ নিমাণ না করা সত্ত্বেও তাদেরকে তৃতীয় কিস্তি পর্য্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়েছে ?	হঁ্যা।
৩। সত্য হইলে এইরূপ কতজনকে দেওয়া হয়েছে ?	উক্ত ঋণ গ্রহীতাদেব মধ্যে ২জন ৭র্থ শ্রেণীর কর্মচারাকে যথাযথ অনুসন্ধান ব্যতীরেকে পৌর কর্তৃপক্ষ তৃতীয় কিস্তি পর্য্যন্ত ঋণ দিয়াছেন। উক্ত ব্যক্তিগণ এখনও গৃহ নির্মাণের কাজ শুরু করেন নাই। তবে উভয় ব্যক্তিই নিজ নিজ নামীয় ভূমি পৌরসভার নিকট বন্ধক রাখিয়াছেন।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই ঋণ নেওয়ার ব্যাপারে নিয়ম আছে যে, প্রথম কিস্তির টাকা নিয়ে কাজ শেষ করার পর দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হয় ও দ্বিতীয় কিস্তির টাকা নিয়ে সেই টাকার পরিমান কাজ শেষ করার পর তৃতীয় কিস্তির টাকা দিতে হয়, এই নিয়মের কথা ঠিক কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : - স্যার, আমি বলেছি যে কোন রকম অনুসন্ধান না করেই পৌর কর্তৃপক্ষ তাদের টাকা দিয়ে দিয়েছিল—আমি নির্দেশ দিয়েছি তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওযার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী গোপালচন্দ্র দাস।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস :—কোয়েশচান নং ১৬৫।

শ্রী খগেন দাস :— কোয়েশচান নং ১৬৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১। মহারানী ব্যাবেজ প্রকল্পের আওতাধীন খাল খনন প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণ কাজে মহারানী অঞ্চলে জমির সর্বোচ্চ দাম ও সর্বনিম্ন দাম কত নির্ধারিত হয়েছে ?	সর্বোচ্চ কানিপ্রতি ৫০,০০০ টাকা ও সর্বনিম্ন কানিপ্রতি ৫,০০০ টাকা নির্ধারিত হইয়াছে।
২। কিসের ভিত্তিতে এই দাম নির্দ্ধারণ হয়েছে ?	ল্যাণ্ড একুয়ইজিশনের এক্ট ১৮৯৪ ইং বিধান অনুযায়ী উপযুপ্ত কর্ত্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ নির্ধারন করিয়াছেন।
৩। ইহা কি সত্য যে উক্ত প্রকল্পের জন্য এ এলাকার জনৈক রঞ্জিত সিংহ রায়ের জমি অধিগ্রহন করা হয়েছে ?	হঁ্যা, মহাশয়।
৪। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে অধিগ্রহণে জমির কানি প্রতি কত করে তিনি মূল্য পেয়েছেন এবং কিসের ভিত্তিতে এ মূল্য নির্ধারিত করা হয়েছিল ?	কানি প্রতি ৩৫,০০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। ল্যাণ্ড একুয়াইজিশান এক্ট ১৮৯৪ বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ নির্ধারন করিয়াছেন।
৫। উক্ত প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণ এর মূল্য নির্ধারনে বৈষম্য করা হয়েছে এলাকাবাসীগণ সরকারের নিকট এরূপ অভিযোগ করেছেন কি না ?	হঁ্যা, মহাশয়।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ৪নং উত্তরে বলেছেন যে, কানি প্রতি ৩৫ হাজার টাকা করে ল্যাণ্ড একুইজিশন অ্যাক্ট অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে সেটা ঠিক নয়। কারণ মহারানীতে দেখা যায় কেহ কেহ ৪৫ হাজার টাকা করেও পেয়েছে। কাজেই এটা কিভাবে নির্ধারণ করা হয় সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীখগেন দাস :— এ হিসাবটা যারা কালেকটর আছেন তারা হিসাব করে দিয়েছেন। তবে মহারানী এলাকায় দেখা যায় ৪৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে মন্ত্রীসভার করণীয় কিছু নেই। তার জন্য অ্যাপীলেট কোর্ট রয়েছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ব্যাপারে একই এলাকাতে দেখা যায় কেউ পেয়েছে ৫০ হাজার, ৩৪ হাজার, ৪০ হাজার টাকা কাণি দরে। এটার পার্থক্য হওয়ার কারণ কি ? এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীখগেন দাস :— মাননীয় সদস্য যে অভিযোগগুলি এনেছেন সেগুলির জন্য আপীল করতে পারেন। তবে এই ব্যাপারে যদি কোন বৈষম্য হয়ে থাকে সেটা আমরা তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসমর চৌধুরী

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ২০৫, ল্যাণ্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীখগেন দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ২০৫।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কোন রেভিনিউ সার্কেলে কোন সময় রিভিশন অব রেকর্ডস অব রাইটস শুরু করা হয়েছে ?

	সার্কেলের নাম	যে সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে
১।	মোহনপুর, কমলপুর, উদয়পুর	১৯৭৮ইং
	বিশালগড়, তেলিয়ামুড়া, কৈলাসহর, বিলোনীয়া	১৯৮৯ইং
	খোয়াই, শান্তিরবাজার, ধর্মনগর, সোনামুড়া, মনু,	১৯৮১ইং ১৯৮২

প্রশ্ন

২। উক্ত কাজে কোন সার্কেল কতটুকু সম্পন্ন করা হয়েছে ?

উত্তর

২। ক্রমিক নং	সার্কেলের নাম	সার্কেলে মৌজার সংখ্যা	কাজের অগ্রগতি মৌজার সংখ্যায় বুঝারত	এটেস্টেশন	ড্রাফট	পাবলিকেশন.
১)	মোহনপুর	৩১	২৪	২৯	১৮	২৩

২) বিশালগড	৬১	৫৫	৩২	২৫	১৭
৩) তেলিয়ামুড়া	২০	১৯	১২	৯	৬
৪) খোয়াই	৫৯	১৬	৪	২	—
৫) সোনামুড়া	৬৩	২১	২	—	—
৬) কমলপুর	৮৩	৮৩	৭৯	৭৫	৪৮
৭) কৈলাসহর	৬০	৬০	৫৩	৪৩	২০
৮) ধর্মনগর	৫২	৪০	১০	৯	০
৯) মনু	৩৭	৯	১	—	—
১০) উদয়পুর	৬৪	৬৪	৫৭	৩৬	২২
১১) বিলোনীয়া	৪২	৪২	৩৪	১৯	১৫
১২) শান্তির বাজার	৪৫	৪৯	৬	২	—
	৬১৯	৪৫২	৩১২	২৩৮	১৪৪

প্রশ্ন

৩। উক্ত রিভিশন সম্পূণ শেষ করতে কত সময় লাগবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

৩। সপ্তম যোজনার সময় সীমার মধ্যে পুনজরীপের কাজ সম্পন্ন করা যাবে বলে আশা করা যায়।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিন্হিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে অনুরোধ করছি ANNEXURES "A" G "B"। আজ মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথের নিকট থেকে নিম্নলিখিত অ্যাডজর্ণমেণ্ট মোশনটা পেয়েছি। বিষয় বস্তু হল :—

কমলপুর মহকুমার মানিকভাণ্ডারে শ্বেতরাইতে সশস্ত্র টি, এন, ভি হামলায় ৪জন খুন ও তিনজন নিখোঁজ সম্পর্কে। আমি মনে করি বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই বিধান সভায় আলোচনার প্রয়োজন আছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এটার সময় নির্দিষ্ট করে জানাব। এটাকে মোশন হিসাবে আমি আনতে চাইছি না।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—স্যার. এর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কিছু হতে পারে না। একের পর এক খুন হয়ে গেলেও এই সরকার কিছু বলবে না। স্যার, অপনিও এই রাস্তায় যাতায়াত করেন. আপনিও একদিন খুন হয়ে যেতে পারেন। কাজেই আমরা চাই বিষয় টি নিয়ে এখনই আলোচনার সুযোগ দেওয়া হোক।

(ইণ্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করছি যে আপনারা আগামীকাল আলোচনার সুযোগ পাবেন।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—স্যার, আমরা এখনই আলোচনার সুযোগ চাইছি।

(ইন্টারাপশান)

রেফারেন্স পিরিয়ড

মিঃ স্পীকার :—এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। আমি নোটিশটি পরীক্ষা করার পর গুরুত্ব অনুসারে বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। বিষয়টি হলো—

> গত ১৬ই মার্চ্চ রাতে আগরতলা শহর সংলগ্ন আইরমারা গ্রামে মৎস্য জীবি উনিয়নের সক্রীয় কর্মী শ্রী রঞ্জিত দাসের বাড়ীতে কং (ই) সমর্থক গুণ্ডা বাহিনী কর্ত্তৃক আক্রমণ ও বাড়ীর আবাল বৃদ্ধা বনিতাদের আহত করা সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন তাঁর বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করেন।

শ্রীনকুল দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার. আমার বিষয়টি হচ্ছে---

> গত ১৬ই মার্চ্চ রাতে আগরতলা শহর সংলগ্ন আইরমারা গ্রামে মৎস্য জীবি ইউ-ইনিয়নের সক্রীয় কর্মী শ্রীরঞ্জিত দাসের বাড়ীতে কং (ই) সমর্থক গুণ্ডা বাহিনী কর্ত্তৃক আক্রমণ ও বাড়ীর আবাল বৃদ্ধা বনিতাদের আহত করা সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :—আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ২২শে মার্চ্চ হাউসে বিবৃতি দেব।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—আমি বিরোধী দলনেতা শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্যকে অনুরোধ করছি আপনারা অনুগ্রহ করে বসুন। আপনারা আগামীকাল আলোচনার সুযোগ পাবেন। আমি মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতী গীতা চৌধুরীর নিকট থেকে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। বিষয়টি পরীক্ষা করার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। বিষয়টি হলো—

> 'গত ২৮শে ডিসেম্বর ৮৪ইং জুট মিলের গেটে শ্রীমতিলাল সাহার উপর সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীদের হামলা সম্পর্কে।'

আমি এখন মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী গীতা চৌধুরীকে উনার বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় সদস্যা যদি তাঁর বিষয়টি উল্লেখ না করেন তাহলে তাঁর বিষয়টি আসবে না। যেহেতু মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী গীতা চৌধুরী তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করেন নি, সেইহেতু বিষয়টি আনার আর কোন সুযোগ আমার কাছে থাকছে না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহার নিকট থেকে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা করার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপণ করার অনুমতি দিয়েছি। বিষয়টি হলো—

'২৫শে জানুয়ারী ১৯৮৫ইং "ত্রিপুরা দর্পন" পত্রিকায় প্রকাশিত' থানা লকআপে ধর্ষণ, পুলিশের এ, এস, আই গ্রেপ্তার, শাস্তির দাবীতে ধর্মনগরে বন্ধ।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহাকে উনার বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি। যেহেতু মাননীয় সদস্য তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করেন নি, সেইহেতু তার বিষয়টি আনার আর কোন সুযোগ আমার হাতে রইল না।

গত ২০, ৩, ৮৮ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তু হলো—

'গত ১১ই এবং ১২ই মার্চ্চ, ১৯৮৫ইং সনে কমলপুর মহকুমার সালেমা বাজার অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে।'

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—এই অবস্থায় সভা চালানো সম্ভব নয় বলে আমি ৫ মিনিটের জন্য সভা মুলতুবী ঘোষণা করছি।

[৫ (পাচ) মিনিট বিরতির পর]

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— গত ১১।৩।৮৫ ইং তারিখ বিকাল ৩টা ৫ মিনিটের সময় কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত সালেমা বাজারস্থিত শ্রী মহিতোষ ঘোষের রান্না ঘরের উনানের উপর রক্ষিত লাকড়ি হইতে আগুন লাগে এবং আগুনের ফলে কনট্রাকটার শ্রীমহিতোষ ঘোষের ৯টি ঘর ও শ্রী বিনয় ঘোষের (শিক্ষক) ৫টি ঘর ভস্মীভূত হয়। স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় আগুন আয়ত্বে আসে অনুমান ৪ টার পর। আগুন আয়ত্বে আসার কিছুক্ষনের মধ্যে অনুমান ৪-৪৫ মিঃ দমকল বাহিনীর গাড়ী পৌঁছায়। উক্ত আগুনের ফলে আনুমানিক ৯০,০০০ টাকার ক্ষতি হয়। আগুনে কোন প্রকার পশু পাখীর ক্ষতি হয় নাই। কেহ কোন প্রকার জখম প্রাপ্ত হয় নাই। সালেমা বাজার হইতে কমলপুর দমকল বাহিনীর ষ্টেশন অনুমান ২২ কিলোমিটার হইবে।

ইহা একটি দুর্ঘটনা জনিত ঘটনা মাত্র। ইহাতে কোন নাশকতামূলক কার্য্য বলিয়া জানা যায় না।

দ্বিতীয় ঘটনাটি নিম্নরূপ—

গত ১৩।৩।৮৫ ইং তারিখ রাত্র অনুমান ২-৫০ মিঃ এর সময় সালেমা বাজারস্থিত শ্রীরমেশ দাসের (পিতা বনদ্বীপ দাস) দোকানের ভিতর একটি নিক্ষিপ্ত জলন্ত বিড়ির আগুন ঘরে লাগিয়া তাহার সংলগ্ন ৩১ টি দোকানঘর ও ৯টি বসতঘর ও ৫টি রান্নাঘর আগুনে পুড়িয়া যায়।

কমলপুর দমকল বাহিনী খবরটি রাত ৩-৪০ মিঃ এর সময় পায় এবং রাত্র ৪-১৫ মিঃ এর সময় ঘটনাস্থলে পৌছায়।

এই আগুন ২২টি গৃহপালিত পশু ও পাখী জীবন্ত দগধ হইয়া যায়।

সর্বমোট ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৪ লক্ষ ২৭ হাজার টাকার মত হইবে।

স্থানীয় লোকজন ও অগ্নি-নির্বাপক বাহিনীর কর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আনুমানিক ১ ঘণ্টা ২২ মিঃ এর এর পর আগুন আয়ত্বে আসে।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণেব ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ দেওয়া হলো :—

১।	শ্রী ননী নমঃ	(চায়ের দোকান)	৪.০০০ টাকা।
২।	,, সুধর দেব	(ঐ)	৩,০০০ ,,
৩।	,, রতন দত্ত	(বাজেমালের দোকান)	১৫,০০০ ,,
৪।	,, ধনচন্দ্র দাস	(ঐ)	২০,০০০ ,,
৫।	,, ব্রজেন্দ্রকুমার কর	(কর্মকারের দোকান)	১,০০০ ,,
৬।	,, জ্ঞান দেব	(স্বর্ণকারে দোকান)	৫,০০০ ,,
৭।	,, হীরেন দাস	(শাক-সবজির দোকান)	৩,০০০ ,,
৮।	,, ধরনী কর	(চায়ের দোকান)	৪,-০০ ,,
৯।	,, অনি ভট্টাচার্য্য	ঐ	৪,০০০ ,,
১০।	,, দুর্গামোহন দাস	(বাজেমালের দোকান)	৫,০০০ ,,
১১।	,, দুখাই দাস	ঐ	২,০০০ ,,
১২।	,, পরেশ দাস	ঐ	৫,০০০ ,,
১৩।	,, সুবল দাস	(সাইকেলের দোকান)	৩,০০০ ,,
১৪।	,, ব্রজেন্দ্র কর	(হোটেল)	২,০০০ ,,
১৫।	,, সুবল দাস	(গুদামঘর)	৮,০০০ ,,
১৬।	,, সুধীর দাস	(বাজেমালের দোকান)	৪ ০০০ ,,
১৭।	শ্রীমতী গীতা দাস	(চায়ের দোকান)	৪,০০০ ,,
১৮।	শ্রী রমাকান্ত দাস	(স্বর্ণকারের দোকান)	৬,০০০ ,,
১৯।	,, অনিল আচার্য্য	(বাজেমালের দোকান)	৮,০০০ ,,
২০।	,, বিমল দাস	ঐ	৬,০০০ ,,
২১।	,, পরেশ দাস	(চায়ের দোকান)	৮,০০০ ,,
২২।	,, হরেন্দ্র চন্দ	(রান্নাঘর ও দোকানঘর)	৬০,০০০ ,,
২৩।	,, সুবল দাস	(বাজেমালের দোকান)	৮,০০০ ,,
২৪।	,, শচীন্দ্র দত্ত	(চায়ের দোকান)	৯,০০০ ,,
২৫।	,, রমেশ দাস	(বাজেমালের দোকান)	২০,০০০ ,,
২৬।	,, সুনীল দাস	(কাপড়ের দোকান)	২০,০০০ ,,

২৭।	,, গোপাল দেবনাথ	(বাজেমালের দোকান)	২০,০০০ ,,
২৮।	” পরেশ দাস	ঐ	২৫,০০০ ,,
২৮।	” ধীরেন্দ্র দাস	(চায়ের দোকান)	৫,০০০ ,,
৩০।	,, নারায়ন দেবনাথ	ঐ	১২,০০০ ,,
৩১।	, কাঞ্চন পাল	ঐ	১,০০০ ,,
৩২।	,, মহেন্দ্র চন্দ	(বসতঘর ও রান্নাঘর)	৬০,০০০ ,,
৩৩।	” অশ্বিনী পাল	(বসতঘর, রান্নাঘর ও ৮ ব্যাগ সিমেন্ট)	৬০,০০০ ,,
		২টি বাচাইঘর	২,০০০ ,,

ইহা একটি দুর্ঘটনা জনিত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনামাত্র। ইহাতে কোন নাশকতামূলক কার্য্য বলিয়া জানা যায় না।

এই অগ্নি-কাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রত্যেককে ২০০ টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হইয়াছে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারদের আরও সাহায্যের বিষয় সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরসিরাম দেববর্মা মহাশয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা করার পর গুরুত্ব অনুসারে উথ্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। বিষয়টি হলো :—

“জিরানীয়া ব্লক এলাকায় বিভিন্ন গ্রামে ১৯৮৪ইং সনে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ম্যালিরিয়ার প্রকোপ ও মৃত্যু সম্পর্কে”

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীরসিরাম দেববর্মাকে উনার বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি। যে-হেতু মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত সেই-হেতু প্রস্তাবটি উথ্থাপন করা যাচ্ছে না।

মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উথ্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। বিষয়টি হলো :—

“গত ৫ই মার্চ মঙ্গলবার দামছড়া বাজারে অগ্নিকাণ্ড ও পুলিশের গুলি চালনা সম্পর্কে”।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বিষয়টি হচ্ছে :—

“গত ৫ই মার্চ মঙ্গলবার দামছড়া বাজারে অগ্নিকাণ্ড ও পুলিশের গুলি চালনা সম্পর্কে”।

মিঃ স্পীকার :—আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী-স্যার, আমি এই সম্পর্কে ২২শে মার্চ হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য সৈয়দ বাসিদ আলি এবং শ্রীতরনী মোহন সিনহা মহাশয়ের

কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকষর্ণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর গুরুত্ব অনুসারে উথ্‌থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য।

শ্রীতরনীমোহন সিনহা—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বিষয়টি হচ্ছে :—

"কৈলাশহর থানা এলাকায়" উত্তর ত্রিপুরা" গত ৮ই জানুয়ারী ১৯৮৫ইং মুনছড়াতে ১। প্রদীপ দেব, ২। করুনা দেব, ৩। রমেশ দেব, ৪। শ্রীঅনাথ দেব, ৫। নগেন্দ্র মালাকার ও ৬। শ্রী ধীরেন্দ্র মালাকারকে সন্ত্রাসবাদী উগ্রপন্থী দ্বারা হত্যা সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার :—আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কথন অথবা পরে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী —স্যার, এই সম্পর্কে আমি ২৫ তারিখ হাউসের সামনে বিবৃতি দিতে পারবো।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকষর্ণী নোটিশের উপর মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় শ্রীকালিকুমার দেববর্মা মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকষর্ণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

> "১৯৮৪ইং সনের ২৩শে অক্টোবর তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত রাঙ্গামুড়া বাজারে উগ্রপন্থী টি, এন, ভি, কর্ত্তৃক কমরেড নীলপূর্ণ কলই ও কমরেড প্রাণবন্ধু দাসের হত্যা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—গত ১৯৮৪ইং সনের ২৩শে অক্টোবর সন্ধ্যা প্রায় ৬-৩০ মিঃ এর সময় ১৫ | ২০ জন উপজাতি উগ্রপন্থী বন্দুক, টাক্কাল ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তেলিয়ামুড়া থানাধীন বাজার আক্রমন করে। বাজারের লোকদের ভয় ভীতি দেখানোর জন্য উগ্রপন্থীরা তাহাদের বন্দুক হইতে ৪ | ৫ রাউণ্ড গুলি ছোড়ে। ফলে শ্রীপ্রাণবন্ধু দাস নামে একজন রিক্সা চালক গুলি বিদ্ধ হইয়া ঘটনাস্থলে প্রাণ হারাণ এবং শ্রীনীলপুর্ণ কলই ও শ্রীমুরারী দাস নামে বাজারের এক ব্যবসায়ী উগ্রপন্থীদের গুলির আঘাতে মারাত্মক আহত হোন এবং বাজারের (১) শ্রীহিবন্য রাংখল (২) শ্রীপ্রদীপ দাস (৩) শ্রীহাবাধন দাস নামে আরও তিনজন লোক আহত হন। শ্রীনীলপুর্ণ কলই ও শ্রীমুরারী দাসকে চিকিৎসার জন্য তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে আনা হইলে শ্রীনীলপুর্ণ কলই তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে মারা যান এবং শ্রীমরারী দাসকে চিকিৎসার জন্য আগরতলা জি, বি হাসপাতালে পাঠানো হয়। শ্রীনীলপুর্ণ কলই সি, পি, আই (এম) এর নেতৃস্থানীর সভ্য ছিলেন।

উগ্রপন্থী দলটি রাঙ্গামুড়া বাজারে অবাধে হত্যা, লুট ও অগ্নি-সংযোগের ঘটনা চালায়।

ঐ দলটি বাজারের বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের দোকান ঘর লুট করিয়া কাপড়, প্রসাধনী সামগ্রী অন্যান্য মালামাল সহ মোট ১৬,৬৮৫ টাকা লইয়া পলাইয়া যাওয়ার সময় বাজারের একটি ঔষধের দোকানের মালিক শ্রীমতিলাল সরকার ও একটি সরকারী নায্যমূল্যের দোকান ঘরে (নায্যমূল্য দোকানের মালিক শ্রীগৌরী শঙ্কর সরকার) আগুন লাগাইয়া দেয়। ফলে ঐ দুইটি ঘর আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইয়া যায়।

উক্ত ঘটনার সংবাদ শ্রীঅনিল চন্দ্র দাস পিতা শ্রজামিনী কুমার দাস তেলিয়ামূড়া এর জবানবন্দীতে তেলিয়ামুড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬ | ৪৩৬ এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (এ) ধারা মূলে মোকদ্দমা নং ১৪ (১০) ৮৪ নথিভূক্ত করা হয়।

এই ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে পুলিশ শ্রীচরনমুনি রূপিনীকে গত ২৬,১০,৮৪ইং গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে প্রেরণ করে এবং বর্তমানে সে জামিনে মুক্ত আছে।

ঔষধের দোকানের মালিক শ্রীমতিলাল সরকারের ঘরে আগুন লাগাইয়া দেওয়ার ফলে ঔষধপত্র দোকান সহ আনুমানিক ৫,০০০ টাকা ক্ষতি হইযাছে।

অনুরূপ ভাবে নায্যমূল্য দোকানের মালিক শ্রীগৌরীশঙ্কর সরকার মহাশয়ের দোকান ঘর ও চাউল লবন ইত্যাদি মালামাল পুড়িয়া যাওয়ায় আনুমানিক ৯,৮১৮ টাকার মত ক্ষতি হইয়াছে।

মোকদ্দমাটির তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

মৃত নীলপূর্ণ কলই এবং মৃত প্রাণবন্ধু দাসের পরিবারকে এককালীন হিসাবে মং ৫০০০ টাকা করিয়া প্রত্যেক পরিবারকে দেওয়া হইয়াছে।

মৃত নীলপূর্ণ কলই-এর ছেলেকে ৪র্থ শ্রেণী পদে চাকুরী দেওয়া হইয়াছে। ক্ষতিগ্রস্থাদেরও সরকারী সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীকালিকুমার দেববর্মা :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, কমরেড নীলিপূর্ণ কলই এবং প্রানবন্ধু দাসের মৃত্যুর পর উগ্রপন্থী দলটি এখান থেকে গিয়ে বড়মুড়া হয়ে টি, ইউ, জে এস-এর সম্পাদকের বাড়ীতে রাত্রি কাটীয়ে পরদিন সকালে আবার বড়মুড়া হয়ে আঠারমূড়া চলে গিয়েছেন এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই।

শ্রী ভানুলাল সাহা :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা, যখন উগ্রপন্থীরা ঐ বাজারের মধ্যে উপস্থিত হয়ে এইখানে যারা উপজাতি অংশের মানুষ আছে তাদের চলে যেতে বলে, তখন গণমুক্তি পরিষদের নীলপূর্ণ কলুই সাথে সাথে প্রতিবাদ করে তাদের সামনে এসে দাঁড়ায় যে, আমি জীবিত থাকতে তাদের উপর অত্যাচার করতে দেবনা এবং প্রথমেই তার উপর গুলিবষন করা হয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি এই ঘটনার পরে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। নীলপুর্ণ কলই এর বাড়ী, বাজার, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের দোকান পরিদর্শন করি। তখন সেখানকার জনসাধারণ আমার কাছে এই ধরনের মন্তব্য করেনি।

মিঃ স্পীকার :— আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটীর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। নোটীশটীর বিষয়বস্তু হল "১৯৮৪ইং সনের ৭ই ডিসেম্বর কমলপুর মহকুমার মানিকভাণ্ডার বাজারে উগ্রপন্থী কর্তৃক ব্যাংক ডাকাতি ও হত্যা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, কমলপুর মহকুমার মানিকভাণ্ডারে জনসাধারনের স্বার্থে স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার একটী শাখা চালু আছে। ৭-১২-৮৪ইং সকালবেলা ব্যাংক অন্যদিনের মত চালু ছিল। ঐদিন বেলা অনুমান ১১.৫০ মিনিট সময় পাঁচজন উপজাতি যুবক রিভলবার দেখাইয়া ব্যাংকের ভিতর প্রবেশ করে। ঐ দুস্কৃতকারীরা রিভলবারের ভয় দেখাইয়া ব্যাংক কর্ত্তব্যরত ব্যাংক ম্যানেজার শ্রীশিশির কান্তি রায় এবং ক্যাশিয়ার শ্রীশেখর মজুমাদরকে ব্যাংকের ভিতরে ষ্ট্রং রুমের ভল্ট খুলিতে বাধ্য করে। ভয়ে ভল্টের ডালা খুলিয়া দিলে দুস্কৃতকারীরা ব্যাংকে রক্ষিত সরকারী অর্থ ব্যাগে পুরিতে থাকে। তাছাড়া ঐ এলাকার জনসাধারণের রক্ষিত সোনার অলংকার যাহা কাপড়ের পুটুলিতে বাধা ছিল তাহাও তাদের ব্যাগে পুরিয়া লয়। তাহা ছাড়া দুস্কৃতকারীরা কাউন্টারে রক্ষিত টাকা পয়সাও তাদের ব্যাগে পুরিয়া লয়। এবং ব্যক্তিগত ৬টি হাতঘড়ি ছিনাইয়া নেয়। ঘটনাকারীরা উক্ত লুট ৫ | ৬ মিনিটের মধ্যে শেষ করিয়া পালাইতে থাকে এবং ব্যাংক ম্যানেজার ও অপর কর্মীদের এক ঘন্টার মধ্যে যেন চীৎকার না করে সেইভাবে শাসায়। দুস্কৃতকারীরা বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলে এবং তাহারা স্বাধীন ত্রিপুরার কর্মী বলে দাবী করে। পালাইবার পথে দুস্কৃতকারীরা বাংলা ও ইংরেজীতে লেখা কিছু প্রচারপত্র ফেলিয়া যায়। প্রচার পত্রে নিম্নরূপ লেখা ছিল যাহা এস, কলই, এই নামে স্বাক্ষর করা ছিল। বাংলা লেখা নিম্নরূপ :— ১। ত্রিপুরা স্বাধীন না হওয়া পযন্ত এইরূপ অভিযান চলবে। ২। আমরা মৃত্যুদণ্ড চাই, যাবত জীবন কারাবাসের পক্ষপাতি নই। ৩। আমরা ত্রিপুরা উপজাতিদের উপর জুলুম করার প্রতিশোধ লইব। ৪। আমাদের সংগ্রাম বাঙালী নিধন নয়। আমাদের সংগ্রাম ত্রিপুরাকে স্বাধীন করা।"

দুস্কৃতকারীরা বড় পথ ধরে যখন দক্ষিণ দিকে পলাইতে থাকে ঐ সময় ব্যাংক কর্মীগণ চিৎকার করিতে থাকে। স্থানীয় লোকজন চিৎকারে ঐ স্থানে আসিলে ব্যাংক কর্মীরা কিছু লোক ও স্থানীয় লোকজন এবং শ্রীজীতেন্দ্র নমশুদ্র দুস্কৃতকারীদের পিছু ধাওয়া করিতে থাকেন? দুস্কৃতকারীগণ শ্রীরামপুর ও মানিকভাণ্ডারের দিকে পালাইতে থাকে এবং তাহারা তাহাদের পিছু ধাওয়া ব্যাংক কর্মী ও স্থানীয় লোকদের লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িতে থাকে। স্থানীয় লোকদের মধ্যে হইতে দুস্কৃতকারীদের দিকে লাঠি ও ইটপাটকেল ছুড়িতে থাকে। দুস্কৃতকারীগণের গুলি ছোড়ার ফলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ জখম হন :— ১। শ্রীগোপাল সরকার -পিতা মৃত মুকুল সরকার, সাং কালাছড়ি নং২ থানা—কমলপুর ২.। শ্রীকাজল মালাকার পিতা শ্রীমতিলাল মালাকার সাং কুচাইনালা, থানা কমলপুর।

শ্রীগোপাল সরকার গুলি বিদ্ধ অবস্থায় কমলপুর হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং পরবর্ত্তী সময়ে হাসপাতালে প্রাণ হারান।

নিম্নোক্ত আহত ব্যক্তদের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে প্রেরিত হয়।

১। শ্রীশিবেন্দ্র চন্দ্র দাস পিতা, শ্রীঅম্বিকা চরণ দাস সাং কালাছড়ি থানা কমলপুর	বামহাতে জখম অবস্থায় জি, বি, হাসপাতালে পাঠানো হয়।
২। শ্রীপ্রানেশ দত্ত পিতা, শ্রীপ্রহ্লাদ দত্ত সাং গান্ধীগ্রাম থানা কমলপুর	মাথায় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় কমলপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
৩। শ্রীবৈদ্য কর পিতা, শ্রীরসময় বৈদ্যকর সাং কালাছড়ি থানা কমলপুর	গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাহাকে জি, বি, হাসপাতালে প্রেরিত হন।
৪। শ্রীমিহির রায় পিতা, শ্রীমহীতোষ রায় সাং কালাছড়ি থানা কমলপুর	ডানহাতে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় জি, বি, হাসপাতালে প্রেরিত হন।
৫। শ্রীনারায়ণ গোয়ালা পিতা, শ্রীগোপাল গোয়ালা সাং হাড়ের খোলা থানা কমলপুর	গুলিবিদ্ধ অবস্থায় জি, বি, হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
৬। অমর চান্দ দত্ত পিতা মৃত উপেন্দ্র দত্ত সাং গান্ধীগ্রাম, থানা কমলপুর	গুলিবিদ্ধ অবস্থায় কমলপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
৭। শ্রীমিহির দাস (ছাত্র ক্লাশ টুয়েলভ) পিতা, শ্রীউমেশ চন্দ্র দাস সাং হাড়ের খোলা থানা কমলপুর	জখম অবস্থায় জি, বি, হাসপাতালে প্রেরিত হন।

উপরে উল্লেখিত স্থানীয় অধিবাসীরা তাহাদের জীবন বিপন্ন করিয়া দুষ্কৃতকারীদের পিছু ধাওয়া করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কের দুজন কর্মচারী কমলপুর থানায় ঘটনার সংবাদ দিতে চলিয়া যান।

দুষ্কৃতকারীগণ আঠারোমুড়ার গভীর জঙ্গলে গা ঢাকা দেয়।

স্থানীয় লোকজনদের তাড়া খাইয়া পালাইবার সময় লাঠিছোড়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করার ফলে দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে কেহ কেহ আহত হইয়াছে বলে সন্দেহ করা হইতেছে।

দুষ্কৃতকারীরা পালাইয়া যাইবার কালে স্বর্ণালঙ্কারের ২২টি প্যাকেট নগদ ১৪১০০ টাকা [সবগুলি নোট] ও ২টি হাতঘড়ি ফেলিয়া যায়।

দুষ্কৃতকারীগণ কর্তৃক অপহৃত টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার নিম্নরূপ :—

১। ভল্টের ভিতর হইতে লুট করিয়া নেওয়া—৫১,১০০ টাকা

২। কাউন্টার হইতে লুট করা টাকা —৬,৬২০ টাকা

স্বর্ণালঙ্কার লুটের পরিমাণ

স্বর্ণালঙ্কার —১২২৫,১৫ গ্রাম—৬২ প্যাকেট

লুট করা টাকা, স্বর্ণালঙ্কার হইতে উদ্ধার করার পরিমান

নগদ ১৪,৭০০ টাকার মোট

সোনার জিনিষ উদ্ধার হয় তাহার পরিমান

৪৪৯,৬৭ গ্রাম—২২টি প্যাকেটে

সর্বমোট লুট করা টাকা ও স্বর্ণলাঙ্কার

১। নগদ—৪৩,০২০ টাকা

২। স্বর্ণালঙ্কার—১.০০,৮২১.৫০ পয়সা

মোট—১,৪৩,৮৪১.৫০ পয়সা

ঐ শাখার ব্যাঙ্ক ম্যানেজার শ্রীশিশির কান্তি রায় মহাশয়ের জবানীতে কমলপুর থানায় ৩(১২)৮৪ দণ্ড বিধির ৩৯৫ | ৩৯৬ | ৩৯৭ ধারা ও অস্ত্র আইনের ২৫(১) রাধা মোকদ্দমাটি নথীভুক্ত করা হয়।

উক্ত ঘটনার সংবাদমূলে ঐখানে অবস্থানরত মহকুমার পুলিশ অফিসার শ্রীসীতেশ দাসগুপ্ত ভারপ্রাপ্ত দারোগা একদল কনষ্টেবল নিয়া দুস্কৃতকারীদের পিছে ধাওয়া করেন। দুস্কৃতকারীদের মধ্যে একজন পুলিশ দলকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলে কনষ্টেবল শ্রীজওহর লাল দেবনাথ ও কনষ্টেবল শ্রীশৈলেন্দ্র মলসুম ১ রাউণ্ড করিয়া গুলি ছোড়েন। দুস্কৃতকারীদের মধ্যে কেহ হতাহত হইয়াছে কিনা জানা যায় নাই।

পুলিশ নিম্নোক্ত মালামাল সীজ করেন :—

১। দুস্কৃতকারীগণ কর্তৃক গুলি করা—৯ এম, এম, কার্তুজ—৪টি

২। তাজা কার্তুজ ৯; এম, এম,—২টি

পুলিশ দুস্কৃতকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য লংতরাই, সাইকার ও নেপালটিলার রাস্তায় ও বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান কার্য্য চালায়, কিন্তু এখন পর্যান্ত গ্রেপ্তারের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

আহত ছাত্র শ্রীমিহির দাস এখনও চিকিৎসাধীন আছে।

ঘটনাটির তদন্তকার্য্য চলিতেছে।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার :—পয়েন্ট অফ ক্লিরিফিকেশান স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জানাবে কি যে, মানিকভাণ্ডার থেকে তিন কিলোমিটার পশ্চিমে জামপুর এবং রস্ত গাঁওসভার মানুষরা এই দুষ্কৃতকারীদের ধাওয়া করে তাদের দুইজনকে একটা পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছিল, সেই সময় পুকুরের পাড়ে মাটিওয়ালা কাজেরত শ্রীকাজল মালাকার ডাকাত ও টি, এন ,ভি, বলে চিৎকার করায় অপর একজন টি, এন, ভি, তাকে গুলি করে, সেই সময় মানুষের তাবা খেয়ে প্রাণভয়ে তারা টাকাগুলি ফেলে দিয়েছিল। এই তথ্যটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, যদিও এখানে এই কথাটা নাই। তবুও স্থানীয় ভাবে যখন

গ্রাম পরিদর্শন করি এবং যারা আহত ও নিহত হয়েছিলেন তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি তখন তারা আমাকে এইসব কথা বলেছেন।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীজওহর সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ইং তারিখ নারায়ণপুর গ্রাম [নরসিংগড থানা] থেকে পরিমল দে ও পরিমল সরকার নামীয় দুইজন ছাত্রকে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক অপহরণ এবং আটক রাখা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, পুলিশ ও বি, এস, এফ-এর রিপোর্ট থেকে জানা গেছে যে উষা বাজারের শ্রীপরিমল দে, পিতা শ্রীমিলন দে এবং গান্ধীগ্রামের শ্রীপরিমল সরকার পিতা, শ্রীলালমোহন সরকার নামের দুইটি ছেলে ১৫-২-৮৫ তারিখে বিকাল সাড়ে ৫টায় ভুল বশতঃ এয়ারপোর্ট থানার অন্তর্গত নারায়ণপুর গ্রামে আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করলে বি, ডি. আর, তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। এই ব্যাপারে ২০, ২, ৮৫ তারিখ বি, এস, এফ এর কোম্পানী কমাণ্ডার ও বি, ডি, আর, কোম্পানী কমাণ্ডের মধ্যে একটি মিটিং হয়। এবং পরে ২৫-২-৮৫ তারিখে ৮১ নম্বর বি, এস, এফ-এর ব্যাটিলীয়ান কমাণ্ডার ও বি, ডি, আর এর থার্ড রাইফেলস কমাণ্ডিং অফিসারের সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং হয়। উভয় মিটিং-এ ভারতীয় ছেলে দুইটিকে ফেরৎ দেওয়ার অনুরোধ করা হয় বি, ডি, আর, কর্তৃপক্ষের কাছে। মিটিং-এ বি, ডি, আর, জানায় যে বাংলাদেশে অনধিকার প্রবেশ করার জন্য বাংলাদেশের নাগরিকদের সাহায্যে বি. ডি, আর, ভারতীয় ছেলে দুইটি আটক করেছে এবং বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী তাদের বিচার হবে। উভয় মিটিং-এ কোন সিদ্ধান্ত না হওয়ায় ১১-৩-৮৫ তারিখ ডি, আই, জি, বি, এস, এফ, ত্রিপুরা ও সেক্টর কমাণ্ডার বি ডি আর কুমিল্লা এর মধ্যে একটি বর্ডার মিটিং হয়। এই মিটিং-এ বি, ডি, আর, সেক্টার কমাণ্ডার জানায় যে, উক্ত ছেলে দুইটিকে বাংলাদে পুলিশ ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত করেছে। ডি, আই, জি, বি, এস এফ, ছেলে দুইটিকে ছেড়ে দেবার অনুরোধ করলে বি, ডি, আর-এর সেক্টার কমাণ্ডার জানায় যে, মানবতার খাতিরে তিনি এ ব্যাপারে যাতে তাদের তাড়াতাড়ি ছাড়া হয় সে সম্পর্কে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

ধৃত ছেলেদের অবিলম্বে মুক্তির জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় জেলা শাসক ব্রাহ্মনবাড়ীয়ার ডেপুটি কমিশনারকে লিখিত ভাবে অনুরোধ করেছেন। ইতিমধ্যে ত্রিপুরা সরকার ব্যাপারটির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন এবং অনুরোধ করেছেন যাতে কুটনৈতিক পর্য্যায়ে ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারের সাথে এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলে ছেলে দুইটির অবিলম্বে মুক্তির ব্যবস্থা করেন।

শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এইটা আমাদের এখনও জানায় নি।

শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য :— স্যার, এই যে, পরিমল দে, সে ষ্টুডেন্ট এবং তাব পরীক্ষা ছিল, সে টুয়েলভ ক্লাসে পড়ে, সে নারায়ণপুর গ্রামে তার বন্ধুব বাড়ীতে যায় এবং সেখান থেকে বি, ডি. আর, ভিতরে ঢুকে তাদেরকে নিয়ে যায়, এবং প্রায়ই তারা সেই গ্রামের ভিতরে ঢুকে তাদেরকে নিয়ে যায়, এবং প্রায়ই তারা সেই গ্রামের ভিতরে ঢুকে। এই সম্পর্কে রাজ্য সরকার তদন্ত করবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই ছাত্রটি যে পরীক্ষার্থী এইটা আমার জানা আছে। তবে কি অবস্থায় সে গ্রেপ্তার হয়েছে সেই সম্পর্কে যেটুকু তথ্য আমি দিয়েছি এর বাহিরে আমার কোন তথ্য এখন জানা নাই।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর ভোট গ্রহণ। মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, গতকাল ১৯৮০-৮৫ আর্থিক সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর এবং ছাটাই প্রস্তাবের উপর আলোচনা শেষ হয়েছে। এখন আমি ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একটা একটা করে ভোটে দিচ্ছি এবং যদি কোন সংশ্লিষ্ট ডিমাণ্ডের উপর কোন ছাটাই প্রস্তাব থাকে তাহলে গতকাল আমি যে কথা বলেছিলাম, যে ডিমাণ্ডের নাম্বার উল্লেখ করব এবং সদস্যদের নাম উল্লেখ করে তাদের কাট-মোশানগুলি একত্রে সেই ডিমাণ্ডের উপর একত্রে ভোটে দেব। তারপর পুনঃ যে প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট ডিমাণ্ডগুলি ভোটে দেওয়া হবে।

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 1,75,000/- (Excluding the charged amount of Rs. 86,000) be granted to defray the charges which will come in conrse of payment during the period from Ist April 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No 2 under the flowing Major Head :—

(It was then put and passed by voice vote)

The Cut Motion of Shrimati Gita Choudhury on Demand No. 11, Major Head—344 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—'

'Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure on machinery and equipment tools and plants'.

(It was then put and lost by voice vote.)

Now the question before the House is that a further sum not exceding Rs. 25,58,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 11 under the following Major Heads :— 255. Police Rs. 20,73,000/-, 265—Other Administrative Services (Home Guard) Rs. 2,90,000/- 344— Other Transport and Communication Services

(Wireless Pl ning and Co-ordination) Rs 1,95,000 | -.

(It was then put and passed by voice vote)

Mr. Speaker— The Cut Motion of Shri Nagendra Jamatia on Demand No. 46 Major Head—766 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

'Failure to control and eliminate wasteful expenditure on House Building advances (state).

(It was then put add lost by voice vote.)

The Cut Motion of Shri Sudhir Rn. Mojumder on Demand No. 46 Major Head—766 that the amount of the Demand be reduce by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

'Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure on House Building advances.

(It was then put and lost by voice vote.)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 25,62,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 46 under the following Major Head :— 766—Loans to Government Servants. Rs. 25,62,000 | -.

(It was then put and passed by voice vote.)

The Cut Motion of Shri Rasik Lal Roy on Demand No. 20.

Major Head— 272 that the amount of the demand be reduced Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

'Failure of the Govt. to control and eliminate wastful expenditure on Grant in Aide etc '

(It was then put and lost by voice vote.)

The cut motion of Shri Rabindra Deb Barma on demand No. 20.

Major Head— 277 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100 |- to ventilate the specific grivance that—Need more furniture to Shilghati High school, Rasiabari High School, Taidu High School and Noabari High School '

(It was then put and lost by voice vote).

Mr. Speaker :— The Cut Motion of Shri Kashiram Reang on Demand No. 20

Major Head— 277 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economey that can be effected on the particular matter viz—

'Failure to control and eliminate wastefull expenditure on scholarship stypend.'

(It was then put and lost by voice vote.)

The Cut Motion of Shri Sudhir Rn. Majumder on Demand No. 20

Major Head— 277 that the amonnt of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economey that can be effected on the particular matter viz—

'Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure on wages.'

(It was then put and lost by voice vote).

The Cut Motion of Smt. Gita Choudhury on Demand No 20,

Major Head— 277 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

'Failure on the Govt to control and eliminate the wastful expenditure on Scholarship stipend'.

(It was then put and lost by voice vote).

Now the question before the house is that a further sum not exceeding Rs. 3,75,81,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 20, under the following Major Heads 277—Education Rs. 3,65,81,000 /-, 289—Relief on account of Natural Calamities. Rs. 10,00,000 /-.

(It was then put and passed by voice vote).

Mr. Speaker— Now the question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Nagendra Jamatia on Demand No. 21,

Major Head— 288 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular viz.—

'Eliminate wasteful expenditure on payment of allowances to old ago pension'.

(The Cut-Motion was put and lost by voice vote.)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs 25,32,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 21 under the following Major Heads—

277—Education. 4,92,000/-

278—Art and Culture. 1,33000/-

288—Social Security and Welfare (Social Welfare). 19,07,000/-

(The Demand was put and passed by voice vote.)

Now the question before the House is that the Cut Motions moved by Shri Dibachandra Hrankhwal on Demand No. 26.

Major Head—288 That ihe Amount for the Demand be reduced by Rs. 10 | - to represent the economy that can be effected on the particular viz—

'Failure to control and eliminate wasteful expenditure on grant in-aid to A. D. C.'

(The Cut-Motion was put and lost by voice vote.)

Now the question before the House that the Cut-Motion moved by Shri RabindraDebbarma on Demand No. 26.

Major Head— 288 That the amount of the demand be reduced by Rs. 10/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on grant-in-aid contribution to the surrendering estimates.'

(The Cut-Motion was put and lost by voice vote.)

Now the question before the House is that the Cut-Motion moved by Shri Dhirendra Debnath on Demand No. 26.

Major Head—288 'That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100 l- to represent the economy that can effected on the particular matter viz—'

Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure on grant-in-aid to A. D. C.

(The Cut Motion was put and lost by voice vote.)

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 50,56,000 | - be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 26 under the following Major Heads—

276—Secretariate Social and Community Services. 18,000 | -

288—(Social Security and Welfare) 50,38 000 | -

(The Demand was put and passed by voice vote)

Now the question before the House is that the Cut Motion by moved Shri Sudhir Ranjan Majumder, on Demand No. 43.

Major Head—287 'That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100 | - to represent the economy that can effect on the particular matter viz—

Failure of the Govt. to control and eliminate wasterful expenditure on other charges.

The cut-Motion was put and lost by voice vote.

Now the question before the House that the Cut-Motion moved by Shri Nagendra Jamatia Demand No. 43.

Major Head—287 'That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100 | - to respresent the economy that can be effect on the particular matter viz—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on 'Office Expenses'

(The Cut motion was put and lost by voice vote).

Now the question before the House is that the Demand moved by the concerned Minister that a furtl er sum not exceeding Rs. 3,05,000 | - be granted to defray the charges which *will* come in course of payment during the period from, 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 43 under the following Major Heads—

287—Labour and Employment. 3,05 000 | -

(The Demand was put and passed by voice vote.)

Now the question before the house that the Cut-Motion moved by Shrimati Gita Choudhury on Demand No. 14.

Major Head—277 'That the amount of the demand be reduced by Rs. 100 | - to ventilate the specific grivance that-Need to construct buildings for Govt. colleges in different sub-division'.

(The Cut-Motion was put and lost by voice vote).

Now the question before the House is that the Cut-Motion moved by Shrimati Gita Choudhury on Demand No. 14.

Major Head—277, That the amount of the demand be rediced by Rs. 100 | - to ventilate the specific grievance that-Need to construct buildings for Govt Secondary Schools through out the state.'

The Cut Motion was put and lost by voice vote.

Now the question before the House that the Cut-Motion moved by Shri Kashiram Reang on Demand No. 14.

Major Head—289 'That the amount of the demand be reduced by

Rs. 100 | - to ventilate the specific grievance that-Need to repair and maintanance of the Roads (i) Baikora to Lakshmi Cherra, (ii) Baikora to Muhuripur, (iii) Baikora to Kalsi, (iv) Betaga to Laowgong Bazar,

The Cut-Motion was put and lost by voice vote)

Now the question before the house is that the Cut-Motion moved by Shri Rabindra Debbarma on Demand No. 14.

Major Head—289 'That the amount of the demand be reduced by Rs. 100 | - to ventilate the specific grievance that

Need to repair the roads from Tirthamuk to Raishyabari, Amarpur, South Tripura.'

(The Cut-Motion was put and lost by voice vote.)

Now the question before the house that the Cut-Motion moved by Shrimati Gita choudhury on Demand No. 14.

Major Head—284 'That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.

Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure of maintainance govt. residential buildings'.

(The Cut-Motion was put and lost by voice vote.)

Now the question before the House that the Cut-Motion moved by Shri Diba Chandra Hrankhawl on Demand No. 14.

Major Head—289 'That the amount of the demand be reduced by Rs. 100 | - to ventilate the specific grievance that—

Need to repair the bridges of Jamir Cherra Bridge, Deb Cherra bridge (near market) Karau Cherra bridge on the Manu A. A. Road to Nepal Tilla via Manu Cherra'.

The Cut-Motion was put and lost by voice vote.

Now the question before the House that the Cut-Motion moved by Shri Diba Chandra Hrankhawl on Demand No. 14

Major Head—289, 'That the amount of the demand be reduced by Rs. 100 | - to ventilate the specifice grievance that—

Need to repair the roads from A. A. Road to Raipasa Boro Bari and KMP Road to Chantacherra via Kulai Twelve Class school under Kamalpur Sub-division, Tripura North'.

(The Cut-Motion was put and lost by voice vote)

Now the question before the House that the demand moved by the concerned Minister that a further sum not exceeding Rs. 6,22,52,000 | - be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 14 under the following--

Following Major Heads :—

259—Public Workd.	2,23,75,000/-
265—Other Administrative Service	1,05,000/-
277—Education	50,000/-
280—Medical	22,000/-
283—Housing (Govt Residential Buildings)	11,00,000/-
289—Relief on Account of Natural Calammities.	3,36,00,000/-

(The Demand was put and passed by voice vote.)

Now the question before the House is that the cut Motions moved by the following members on Demand No. 15, Major Head-459,

Smt. Gita Choudhury—"That the amount of the demand be reduced by Rs. 10 /-to represent the economy that can be effected on the particular matreer viz —

Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure of general Administration".

Shri Nagendra Jamatia—"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100 -to ventilate the specific grievance that—

Need to construct the Houes Taidu Dispensary".

Shri Kashiram Reang,—"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—

Need to construct the House of Dispensary at Lakshmicherra, Belonia, South Tripura".

Shri Diba Chandra Hrangkhawl—"That the amount of the demand be reduced by Rs 100 - to ventilate the specific grievance that—Need to establish a dispensary at Joharnagar & Kamalacherra under Kamalpur sub-division, North Tripura and Sindhukumar of Kanchancherra (Birishi miles) under Kailashahar Sub-Division".

Shri Rabindra Deb Barma—"That the amount of the demand be reduced by 100/-to ventilate the specific grievance

that—

Need to establish a dispensary at Jagabandhu (Amarpur) Bhagirath Dalapati (Amarpur South Tripura)"

(All the above cut motions were put and lost by voice vote).

Now the question before the House that a further sum not exceeding Rs. 32,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in repect of Den and No, 15 under the following Major Heads—

459—Capital outlay on Public works, 32,00,000/-

(The Demand was put and passed by the voice vote.)

Now the question before the House that the cut motions were moved by the following members :

Shrimati Gita Choudhury,—Demand No, 7 Major Head—334

"That the amount of the demand be reduced by Rs, 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

Failure of the Govt, to to control and eliminate wasteful expenditure on maintainainance"

Shri Rashik Lal Roy, Demand No, 17, Major Head—334

'That the amount of the demand be reduced by Rs, 100 - to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :

Failure of the Govt, to control and eliminate wasteful expenditure on fmport of power'',

Shri Dhirendra Debnath, Demand No. 17 289,

"That the amount of the demand be reduced by Rs, 100/- to represent the economy that be effected on particular matt- viz :—

Failure of the Govt. to control eliminate wasteful expenditure on repairs7maintainance."

Shri Dhirendra Debnath, Demand No 17, Major Head— 334,

'That the amount of the demand be reduced by Rs. 100 | - to represent the economy that on be effected on the particular matter viz-

Failure of the govt. to control and eliminate wasteful expenditure on maintainance'.

(The above Cut-Motions were put and lost by voice vote.)

Now the question before the House that the demand moved by the concerned Minister that a further sum no exceeding Rs 1,70,32,000 | - be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 17 under the following Major Heads—

289—Relief on Account of Natural Calamities	10,00,000 | -
334—Power Projects.	1,60,32,000 | -

(The demand was put and passed by voice vote)

Mr. Speaker—Now the question before the House is Demand No. 18.

1. Shri Rosik Lal Roy, Demand No. 18—282 That the amount of the demand be reduced Rs. 100 | - to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure on running and maintainence of completed schmee Public Health etc.

2. Shri Dhirendra Debnath demand No. 18—282, that the amount of the demand be reduced by Rs. 100 | - to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.— Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure on running and maintenance of completed scheme of public.'

3. Smti Gita Choudhury, Demand No. 16— 89—that the amount of the demand be reduced by Rs 100 -to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—Failure of the Govt to control and eliminate wasteful expenditure on repairs restoration of Irrigation works'.

4 Shri Rasik Lal Roy, Demand No 18—282, That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100 | to represent the economy that can be effected on a particular matter viz—Failure of the Govt to control and eliminate the wasteful expenditure on maintenence of complete scheme public Health, Sanitation and Water supply.

5. Shri Diba Chandra Hrankhwal, Demand No 18.—282, That the demand be reduced by Rs 100 | - to ventilate the specific grievance that need to repair the water supoly at Dhumcharra under Kailashahar, Sub-division, Tripura and Jampui Hills under Dharmanagar Sub-Division (N).

6. Shri Buddha Debbarma demand No. 18,—228 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100 | -to represent the economy that can be effected on a particular matter viz.—Failure to control and eliminate the westefiil expenditure on running and maintenance of completed schemes of Lift Irrigation.

7. Shri Ratimohan Jamatia, Demand No. 18,—282, That the amount of the demand be reduced by Rs, 100 | - to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—Failure to control and eliminate the wasteful expenditure or running and maintenance of completed scheme of rural water supplies.

8. Smti Gita Choudhury, Demand No. 18 289, That the amount of the demand be reduced by Rs. 100 | - to represent the economy that can be effected viz— Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure on repairs restoration of flood control project.

(All the cut-motions were put to voice vote and lost)

Mr. Speaker—Now the question before the house is the Demand No. 18, moved by the Minister Incharge of Department of Public works that a further sum not exceeding Rs 1,94,23,000 | - be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st. April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 18, under the following Major Heads—

282—Public Health, Sanitation and water Supply.	20,69,000 | -
289—Relief on Account of Natural Calamities,	1,15,00,000 | -
306—Minor Irrigation,	58,47,000 | -
333—Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control Projects—	7,000 | -

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker— Now the question before the House is Demand No. 16. There are the Cut-Motion moved by the following members—

Shri Rati Mohan Jamatia, Demand No 16, Major Head :—483 'That the amount of the demand be reduced by Rs. 100 | - to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.

Failure to control and elimination wasteful expenditure on Administrative of hetice

Shri Dhirendra Debnath, Demand No. 16.

Major Head - 683, That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditrue on loans to Tripura Housing Board.'

Srimati Gita Choudhury, Demand No. 16,

Major Head—483, That the amount of the demand be reduced by Rs. 100 | - to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure of the Govt. to control and eliminate the wastful expenditure of General services'

(All the Cut-Motion were put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker—Now the question before the House Demand No. 16. moved by the Minister Incharge of the Public Works Department, that a further sum not exceeding Rs 1,55,11 000 | - be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984. to 31st March, 1985, in respect of Demand No. 16 under the following Major Heads—

483—Capital outlay on Housing	Rs. 41,94,000/-
499—Capital outlay on Special and Backward areas.	Rs. 88,17,000/-
683—Loans for Housing	Rs. 25,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker— Now the question before the House is Demand No. 19 There are six Cut-Motions moved by the following members—

Shri Dhirendra Chandra Debnath—Demand No. 19—506, That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure on encouraging irrigation thought the use of spirnkless or surface water.

Shri Rabindra Debbarma—Demand No. 19-506, That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievence that need to set up suller pumps of Laxmipur, and Gandacherra'.

Smti. Gita Choudhury Demand No 19. 482, That the amount of the demand be reduced by Rs 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.— Failure of the Govt. Expenses' public Health etc

Sri Dhirendra Ch. Debnath— Demand No. 19-506 Tha the amount of the demand be reduced by Rs 100 | - represent the economy that can be effected on a particular matter of equipments for strengthening of ground and surface water'.

Srimati Gita Chowdhury Demand No. 19—482, That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100 | - to represent the economy that can be effected on the particular matter viz— 'Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure on C. A Scheme (10C—Share).

Shri Diba Chandra Hrangkhawal, Demand No. 19—506, that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100 | - ventilate the specific grievences that Need to set solar pumps at Jamir Cherra Twibaglai, under Kailashahar, Sub-Division and Kukicherra under Kailashahar Sub-Division.

(All the CUT MOTIONS were put to voice and lost,)

Mr. Speaker—Now the question before the House is the Demand No. 19 moved by the Minister in charge, of the P. W. D.-That a further sum not exceeding Rs. 2,08,74 000/- be granted to defry the charges which will come in course of payment during the period for 1st April, 984 to 31st. March, 1985 in respect of Demand No. 19, under the following Major Heads—

	Rs.
482-Capital outlay on public Health, Sanitation and water Supply.	1,86, 90,000/-
506-Capital outlay on Minor Irrigation. Soil Conservation and Area Development.	21,84,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker—Now the question before the House is the Demand No. 41.

The following CUT MOTIONS were moved by the following Members

Sri Sudhir Rn. Majumder, Demand No.-41 Major Head-284. "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.-Failure to control and eliminate wastful expenditure on grants to notified areas."

Shri Budha Deb Barma No —41, Major Head -- 482. That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/—t represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

Failure to control and eliminate and wasteful expenditure on minimum need programme.

(The Cut Motions were put to voice and Lost.)

Mr. Speaker : Now the question before the House is the Demand No. 41 moved by the Minister incharge of the P.W D.—that a further sum not exceeding Rs. 75,68,000/—

be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st. April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 41 under the following Major Heads :—

284—Urban Development. 73,18,000/—
482—Capital out lay on Public Health, Sanitetion and Water Supply. 2,50,000/—

(The Demand was put to vote and passed,)

Mr. Speaker : Now the question before the House is the Demand No. 24. The followings are the CUT MOTIONS moved by the following Members—

Shri Rasik Lal Roy, Demand No. 24,—285, That the amount of the Demand be reduced by Rs 100/—to represent the econmy that can be effected on the particular matter-viz.— "Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure on songs and Drama Service."

Shri Nagendra Jamatia, Demand No. 24—285, That the amount of the Demand be reduced by Rs. 10/—to represent economy that can be effected on the particular matter viz— "Failure to control and eliminate wasteful expenditure on advt. and visual publicity."

(All the Cut Motion were put to vote and lost)

Mr. Speaker Now the question before the House is the Demand No. 24, moved by the Hon'ble Minister in-charge, of the Information, Cultural Affairs and Tourism Department that a further sum not exceeding Rs. 7,00,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st. April, 1984 to 31st. March, 1985 in respect of Demand No. 24, under the following Major Head :—

285—Information and Publicity— 7,00,000/—

(The Demand was put to vote and passed)

Mr. Speaker : Now the question before the House is the Demand No 32.

There is a cut motion moved by Shri Sudhir Rn. Majumder as follows—Demand No. 32—Major Head 321. That the amount of the Demand be reduced by Rs 100/—to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—"Failure of the Govt. to control and eleminate wasteful expenditure on grand-in-aid/Subsidies.

(The Cut Motion was put to voice voie and lost .

Mr Speaker : Now th- question before the House is the Demand No. 32, moved by the Minister in charge of Industries Department that a further sum not exceeding Rs. 5,57,0C0/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st. April, 1984 to 31st. March, 1985 in respect of Demand No. 32, under the following Major Heads :—

287—Labour and Employment. 57,000/—
321—Village and Small Industries. 15 50,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed,)

(The Assembly met again at 2 P.M. after recess)

Mr. Speaker—I am now putting the Gut Motion on Demand No. 42 moved by Sri Nagendra Jamatia the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/—to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on other charges.

(The motion was put and lost by voice vote).

Mr. Speaker—I am now putting the Cut Motion moved by Shri Sudhir Rn Majumder on the Demand No. 42 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/—to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. :—

Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure on other charges.

(The motion was put and lost by voice vote).

Mr. Speaker - Now I am putting the Demand No. 42 to vote that the motion moved by the Hon'ble Minister that a

further sum not exceeding Rs. 6,96,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 42 under the Major Head—256—Jail.

(The motion was put and PASSED by voice vote).

Demand No. 31

Mr. Speaker—Now, I am putting the Cut Motion moved by Shri Ratimohan Jamatia on Demand No. 31 Major Head—314 that the amount of the Demand be reduced by Rs, 100/—to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. :—

Failure to control and eliminate wasterful expenditure on other charges.

(The motion was put and lost by voice vote).

Mr. Speaker—I am now putting the Demand No. 31 that has been maved by the Hon'ble Minister that a further sum not exceeding Rs. 95,14,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 31.

(The Demand was put and PASSED by voice vote).

Demand No. 38.

Mr. Speaker—Now, I put the Cut Motion moved by the Shri Sudhir Rn. Majumder on Demand No 38. "that the amount of the Demand be reduced by Rs 100 -to represent the economy that can be effected on the particular metter viz.—

Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure on Rural Landless employment guarntee programe".

(The Motion was put and LOST by voice vote)

Mr, Speaker—Now, I am putting the Demand for Grant No. 38 that has been moved by the Hon'ble Minister thrt a

further sum not exceeding Rs. 1,65,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st Adril, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 38, Major Head 314-Community Development.

(The motion was put and PASSED by voice vote).

Demand No. 39,

Mr, Speaker - Now, I am putting the cut Motion moved by Shri Nagendra Jamatia on the Demand No. 39-Major Head 314 "that the amount of the Demand be reduced by 100/- to represent the economy thatcan be effected on the particular matter viz :—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on sinking of Tub Wells for South Tripura District"

(The motion was put and LOST by voice vote).

Mr, Now, I am putting the Cut Motion moved by Shri Diba Ch. Hrangkhal on Demand No, 39, Major Head 314 that the amount of the Demand be reduced by Rs 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Sinking of Tube-Wells for North Tripura District.

(The Motion was put and LOST by voice vote)

Mr. Speaker—I am putting the Cut Motion moved by Ranjan Majumder on Demand No. 39, Majumder on Demand No 39, Major Head-314 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz:—

Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure on Minor warks"

(The Motion was put and LOST by voice vote),

Mr. Speaker—Now, I am putting the Demand for Grant No 39 that has been moved by the Hon'ble Minister that a further sum not exceeding Rs 2,00,000/- be granted to defray

the charges which will come in course of payment during the period form 1st April 1984 to 3 st March, 1985 in respect of Demand No, 39, Major Head 314-Communit Development.

(The demand was put and PASSED by voice vote).

(At the stage Shri Jawahar Lal Saha stage walkout for 15 minute on the demand for immediate discussion on the ineident of killiags of four person and missiag of three perssons at swetroi Kamalpur sub-Division).

Demand No, 13

Mr, Speaker—Now, I am putting the Cut Motion moved by Shri Diba Chndra Harnkhal on Demand No, 13, Major Head 298 that the amount of the demand be reduced by Rs, 1,00,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz, :—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on grants in general to co-operative,'

(The Motion was put and LOST by voice vote),

Mr, Speaker—No, I am putting the Demand for Grant No, 13 that has been moved by the Hon'ble Minister that a further sum not exceeding Rs, 7,00,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from the 1st April, 1985 to 31st March, 1985 in respect of Demand No, 13, Major Head 293-Co-operation to vote,

(The demand was put and PASSED by voice vote),

Demand No. 36

Mr. Speaker—Now, I am putting the Cut Motion moved by Shri Sudhir Rn. Majumder on Demand No 36 Major Head 287 "that the amout of the demand be reduced by Rs, .00/-to represent the economy that can be effected on the particular mater viz :—

Failure of the Govt, to control and eliminate wasteful expenditure on prevention of cattle epidemic and other Misc, expenditure."

(The motion was put and LOST by voice vote).

Mr. Speaker—Now, I am puting another Cut-Motion of Shri Sudhir Rn. Majumder on Demand No. 36—Major Head 289 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100 | - to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure of the Government to control eliminate wasteful expenditure on assistance to farmers for live stock on subsidy.

(The motion was put and lost by voice vote.)

Mr. Speaker—Now, I am putting the Demand No. 35 moved by the Hon'ble Minister that a further sum not exceeding Rs. 48,22,000 | - be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No 36 under the following Major Heads—

289—Relief on account of Natural calamities	9,42,009 | -
310—Animal Husbandry	38,78,000 | -
311—Dairy Development.	2,000 | -

(The demand was put to and was passed by voice vote).

Demand No. 10

Mr. Speaker—Now, I am putting the cut-motion moved by Shri Buddha Deb Barma on Demand No. 10, Major Head—296 that amount of the demand be reduced by Rs. 100 | - to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on office expenses.

(The motion was put and lost by voice vote).

Mr. Speaker—Now, I am putting the demand for Grant No. 10 moved by the Hon'ble Minister that a further sum not exceeding Rs 5,06,000 | - be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 10 under the following Major Heads—

296—Secretariate Economic Services.	19,000 | -
304—Other General Economic Services.	4,87,000 | -

(The demand was put and passed by voice vote.)

Demand No. 30

Mr. Speaker—There is no cut-motion on demand for Grant No. 30. So, I am putting the demand to vote.

The question that the demand for grant No. 30 moved by the Hon'ble Minister that a further sum not exceeding Rs. 17,97,000 | - be granted to

defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 30 under the following Major Heads—

289—Relief on account of Natural Calamities.	13,00,000 | -
312—Fisheries.	4,87 000 | -

(The demand was put and passed by voice vote.)

Demand No. 35.

Mr. Speaker—Now I am putting the Cut-Motion moved by Shri Budha Deb Barma on demand No. 35 Major Head—305 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100 | . to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

(The motion was put and lost by voice vote,)

Mr. Speaker—Now, I am putting the demand for Grant No. 35 moved by the Hon'ble Minister that a further sum not exceeding Rs. 2,20,11,030 | - be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of demand No, 3` under the following Major Heads—

289—Relief on account of Natural Calamities	1 09,40,000 | -
305—Agriculture	46,71,000 | -
307—Soil and Water Conservation	12,00,000 | -
505—Capital outlay on Agriculture.	52,00,000 | -

(The demand was put and passed by voice vote.)

Demand No. 4.

Mr. Speaker – Now, I am putting the Cut-Motion moved by Shri Rabindra Deb Barma on Demand No. 4, Major Head—22: that the amount of the demand be reduced by Rs 100 | - to represent the economy that can effected on the particular matte viz—

Failure to control and wasteful expenditure on other charges.

(The Cut-Motion was put and lost by voice vote,)

Mr. Speaker—Now, I am putting the Demand for Grant No. 4 to vote. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department that 'a further sum not exceeding Rs. 6,87,000/—be granted to defray the Charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 4 under the following Major heads :

220—Collection of Taxes on Income & Expenditure Rs. 2,000/—
229—Land Revenue .... 6,85 000/—,"

The Demand was Put to voice vote and PASSED.)

Now, Demand for Grant No. 5. There are 4 cut motions on this Demand. I am putting the cut motions to vote one after another :

i) The question before the House is the cut motion moved by Shri Monoranjan Majumder that ('the amount be reduced by Rs. 100/— to represent the economy that can be effected on the particular matter viz Failure to control and eliminate was efull expenditure on other charges "The motion," was put to voice and LOST.)

ii) The question before the House is the cut motion moved by Shri Ratimohan Jamatia that 'the amount be reduced by Rs. 1, 00, 000/ —to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. Failure to control and eliminate wasteful expenditure of cash doles, South Tripura the motion' was put to voice vote and LOST.

iii) The question before the House is the cut motion moved by Shri Syed Basit Ali that 'the amount be reduced by Rs 100/—to represent the economy that can be effeted on the particular matter viz Failure of the Government to coutrol and eleminate wasteful expenditure on gratuities relief the motion was put to voice vote and LOST.

iv) The question before the house is the cut motion moved by Shri Jawhar Saha that 'the amount be reduced by Rs 1, 00,000 —to represent the economy that can be effected on the particular matter viz Failure to control and eliminate wasteful expenditure on cash doles in South Tripura the motion was put to voice vote and LOST

Now, I am putting the main demand to vote. The question before the house is motion moved 'by Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department that a further sum not excedding Rs 1, 5,43, 000 —be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 5 under the following Major heads:

289—Relief on account of Natural Calamities Rs. 1, 05, 14, 000 —
295—Other Social & Community Services 58, 000 —
304—Other General Economic Services 19, 71, 000 -"

(The motion) was put to voice vote and PASSED

Now, Demand for Grant No, 22 There are three cut motions on this demand, I am putting the cut motions to vote one after another :—

i) The question before the House is the cut motion moved by Shri Kashiram Reang that 'the amount be reduced by Rs. 100 | -to represent the economy that can be effected on the particular matter viz: Failure to control and eliminate expenditure on the cost of medicines (The motion) was put to voice vote and LOST.

21—3—85(2—10 P. M.)

ii) The question before the House is the cut motion moved by Shri Rashiklal Roy that the amount be reduced by Rs. 100 —to represent the economy that can be effected on the particular matter viz: Failure of the Government to control and eleminate wasteful expendi ture on other charges the motion ," was put to voice vote and LOST.

iii) The question before the House is the cut motion moved by Shri Nagendra Jamatia that "the amount be reduced by Rs. 100—to ventilate the specific grievance viz. Need to supply machinery and equipments to Ampi primary Health Centre, Julaibari P, H, C, Gandacherra P. H - C and—Tirthamuck P. H C " (Major head 280)" was put to voice vote and LOST

Now, I am putting the mai motion to vo e The question before the House is th m tion moved by H n'ble Minister in—Charge of the Medical Department that 'a further sum not exceeding Rs. 76, 13, C00 —be granted to befray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Deman No. 22 under the following Major heads :—

265—Other Administrative Services	Rs. 1000 —
2c0—Medical	56, 00, 000 —
282—Public Health	12, 000 —
289—Relief on account of Natural calamities	20, 00, 000 —,"

(The demand was put to voice and PASSED.-)

Mr Speaker—Next Demand for Grant No. 28. There is only one cut motion this demand. I am putting the cut mot on to vote first. The question before the House is the cut motioned by Shri Nagendra Jamatia that 'the amount be reduced by Rs. 10 — to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Transport and handling charges of Foodgtains" the motion," was put to vote and LOST.)

Now, I am putting the main the motion to vote The question before the House is the motion moved by Honble Minister in—charge of the Food & Civil Supplies Department that 'a further sum not excedding Rs. 1, 35, 00, 000 —be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 3rst March, 1985 in respect of Demand No 28 under the following Major head:

505—Capital Outlay on Food and Nutrition Rs. 1,35,00,000 —,"

(The dimaod was put to voice vote and PASSEd.)

Next, the demand for Grant No. 37, There are two cut motmons on this demand. I am putting the cut motions to vote first.

i) The question before the House is the cut motion moved by Shri Sudhir Rn. Majumder that 'the amount be reduced by Rs, 100 —to represent the economy that can be effected in the particular matter viz; Failure of the Government to control and eliminate wasteful expenditure on other charges (Forest Dep) (the Motion," was put to voice vote and LOST.)

ii) The question before the House is the cut motion moved by Shri Buddha Deb Barma that 'the amount be reduced by Rs.100/- to represent economy that can be effected on the particular matter viz : Failure to control and eliminate wasteful expenditure on minor works' (The motion was put to voice vote and Lost)

Now, I am putting the main motion to vote. The question before the House is the moved by Hon'ble Minister in charge, of the Forest Department that 'a further sum not exceeding Rs. 52,46,000/be granted to defry the charges which will come in course of payment during the period from 1st. April, 1984 to 31st March, 1935 in respect of Demand No. 37 under the following Major heads—

	Rs.
299—Special and Backward areas	1,78,000/-
307—Soil & Water Conservation	11,08,000/-
313—Forest	39,60,000/-

(The demand was put to voice and PASSED).

মি: স্পীকার—এই সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো, The Tripura Appropriatio (No. 2) Bill, 1985 (Tripura Bill No 5 of 1985) উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 5 of 1985) এই সভায় উত্থাপন জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার—এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো—The Tripura Appropriation (2) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 5 of 1985)

এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।"

(সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনিভোটে বিলটি সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হয়।)

(At this stage copies of the Bill circulated to the Hon'ble members of the House)

মি: স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো—The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1985 (Tripura Bill No, 5 of 1985) এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that "The Tripura Appropriation (No. 2 Bill, 1985 (Tripura Bill No. 5 of 1935) be taken into consideration"

মিঃ স্পীকার – মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বিলটি বিবেচনার জন্য হাউসের সামনে রেখেছেন। এখন মাননীয় সদস্যদের যে কেউ ইচ্ছা করলে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারেন।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য—মি: স্পীকার স্যার, এই যে The Tripura Appropriation (No 2) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 5 of 1985) যেটা হাউসের বিবেচনার জন্য রাখা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে the money required to meet the expenditure of the Government of Tripura for the period from the 1st April, 984 to the 31st March, 1985 of the financial year 1984-85 এখানে দেখছি কনসোলিডেটেড ফাণ্ড থেকে টাকা তোলার অনুমতি চাওয়া হয়েছে।

সেটা একটা ইলেকশান হইয়াছিল—১৯৮৪ সালে যে ইলেকশান হয়েছে সেখানে পার্টির লোকদের পাশ করিয়ে নেওয়ার জন্য এই টাকাগুলি খরচা করা হয়েছিল। এই টাকাগুলি পাবলিক বেনিফিটের জন্য খরচা করা হয় নাই। সেজন্য এটাকে ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশাণ বিল না বলে ত্রিপুরা মিস-এপ্রোপ্রিয়েশান বিল বলা উচিত, তাই আমি এটাকে সমর্থন জানাতে পারছি না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী — স্যার, বিলটি আমি সভায় আলোচনার জন্য উপস্থিত করেছিলাম মাননীয় সদস্যরা এবং মাননীয় বিরোধী দলনেতা আলোচনা করেছেন—এখন বিলটি বিবেচনার জন্য ভোটে দেওয়া হউক।

মি: স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল "The Tripura Appropriation (No 2) Bill, 1985 (Tripura) Bill No. 5 of 1985)" বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

এখন আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১, ২, ৩ এবং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সিডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সিডিউল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত অনুসূচীটি (সিডিউল) এই বিলের অশংরূপে ধ্বনিভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে ধ্বনিভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল-- "The Tribura Appropriation (No. 2) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 5 of 1985)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 5 of 1985)" পাশ করা হউক।"

মি স্পীকার—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল "Tripura Appropriation (No. 2) Bill 1985 (Tripura Bill No. 5 of 1985)" পাশ করা হউক।"

আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক ধ্বনি.ভোটে গৃহীত হয়।

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE OF THE HOUSE

Mr. Speaker সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল "Laying of

a) The Tripura Sales Tax (Amendment) Rules, 1977
b) The Tripura Sales Tax (Second Amendment) Rules, 1982
c) The Tripura Sales Tax (Third Amendment) Rules, 1982
d) The Tripura Sales Tax (Fourth Amendment) Rules, 1982
e) The Tripura Sales Tax (Fifth Amendment) Rules, 1983
f) The Tripura Sales Tax (Six Amendment) Rules, 1984"

আমি মাননীয় রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলসগুলি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীখগেন দাস—Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House a copy each of—

a) The Tripura Sales Tax (Amendment) Rules, 1977
b) The Tripura Sales Tax (Second Admenment) Rules, 1982

c) The Tripura Sales Tax (Third Amendment) Rules, 1982

d) The Tripura Sales Tax (Fourth Amendment) Rules, 1982

e) The Tripura Sales Tax (Fifth Amendment) Rules, 1983

f) The Tripura Sales Tax (Sixth Amendment) Rules, 1983

মিঃ স্পীকার—এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী Laying of (a) The Tripura Panchayats (Administration of GAON Panchayats) Rules, 1985 and (b) The Tripura Panchyate (Audit) Rules, 1985"—আমি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলসগুলি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— Mr Speaker Sir, I beg to lay before the House a Copy of each of—

a) The Tripura Panchayats (Administration of Gaon panchayats) Rules, 1985

b) The Tripura panchayats (Audit) Rules, 1985".

Mr Speaker :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল Laying of the Tripura Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 1984. আমি মাননীয় পরিবহণ বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলসটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House a copy of the Tripura Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 1984.

Ma Speaker :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আজকের এই সভায় পেশ করা রুলসগুলির প্রতিলিপিগুলি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

I would now call the Chief Minister to move the motion for extension of time for presentation of the Report of the Select Committee.

Shri Nripen Chakraborty —Mr. Speaker Sir, I beg to move "that the time for presentation of the Report of the Select Committee on the Tripura Agricultural Workers' Bill, 1984 as referred by the House on 17. 9. 1984. be extended upto the next Session of the Assembly".

Mr: Speaker — Now the question before the House is the motion moved by the Chief Minister "that the time for presentation of the Report of the Select Committee on the Tripura Agricultural Workers' Bill, 1984 as referaed by the House on 17 9 1984, be extended upto the next sessien of the Assembly".

(The motion was but to voice vote and the adopted by the house)

PRESENTATION OF THE COMMITTEE REPORT

Mr. Speaker — সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—ডেলিগেটেড লেজিসলেশান কমিটির ১০ম (দশম) প্রতিবেদন (রিপোর্ট) সভায় উত্থাপন।

আমি ডেলিগেটেড লেজিশলেশান কমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি (রিপোর্ট) সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীনকুল দাস (চেয়ারম্যান) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডেলিগেটেড লেজিসলেশান কমিটির ১০ম (দশম) প্রতিবেদন (রিপোর্ট) সভার সামনে পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আজকের সভায় পেশ করা রিপোর্টের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

সরকারী বিল উস্থাপন

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল "The Tripura Prefessions, Trades, Calling and Employments Taxation (Amendments) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 6 of 1985) 2 উস্থাপন।

আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উস্থাপন করার জন্য সভায় অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Khagen Das মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় "The Tripura professions, Trades, Calling and Employments Taxation (Amendments) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 8 of 1985)" এই সভায় উস্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উস্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল—"The Tiipura Protfessions, Trades, Calling & Emplovments Taxation (Amendments) Bill, 1985 (Tripura Bill No 8 of 1985)" এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(বিলটি সভায় উস্থাপিত হওয়ার জন্য ধ্বনি ভোটের মাধ্যমে সভা অনুমতি দিলেন।

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল —' The Tr pura Lepers (Repeal) Bill, 1985 (Triura Bill No. 9 of 1985)" উস্থাপন। আমি এখন মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয়কে করছি বিলটি সভায় উস্থাপন করার জন্য সভার অনমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীখগেন দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, The Tripura Lepers (Repeal) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 9 of 1985)" বিলটি এই সভায় উস্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উস্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোনাশটি হল "The Tripura Lepers (Repeal) Bill, 1985 (Tripura Bill, 1985 (Tripura Bill No, 9 of 1985) "এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।"

(বিলটি সভায় উস্থাপিত হওয়ার জন্য ধ্বনি ভোটে অনুমতি দেওয়া হয়।

আজকের সভায় যে সমস্ত সরকারী বিল উস্থাপিত হয়েছে সেগুলির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

VOTE ON ACCOUNI

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল "১৯৮৫—৮৬ইং আর্থিক সনের ভোট অন একাউণ্ট' অনুমোদন। ভোট অন একাউণ্ট গত ১৮ই মার্চ, সোমবার, ১৯৮৫ইং তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী (অর্থমন্ত্রী) মহোদয় এই সভায় উস্থাপন করেছিলেন। যদি কোন মাননীয় সদস্য এই মোশানের উপর আলোচনা করতে চান তাহলে আলোচনা করতে পারেন।

শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য্য :— স্যার, আমার একটি পয়েণ্ট অব অর্ডার আছে—ভোট হয়ে যাক।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী (অর্থমন্ত্রী) মহোদয়কে ভোট অন একাউ মোশানটি সভায় মুভ করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I b g to move that a sum not exceeding Rs. 59,84,55,000 | - excluding the charged expenditure of Rs. 4,30,50,000 | - be granted on account for or towards defraying charges for the following services and purposes for the part of the financial year ending 31st March, 1986, namely.

Demand No.	Services and purposes	Sums not exceeding.
		Rs.
1.	211—Parliament/State | Union Territory Legislature.	7,77,000 | -
	288—Social Security and Welfare	87,000
	Total—	8,64,000
2.	213—Council of Ministers.	2,89,000
3.	214—Administration of Justice.	26,09,000
	215—Election.	17.50,000
	265—Other Administrative Services.	36,000
	Total Demand No. 3	43,95,000

Demand No.	Service and purpose	sums not exceeding
4.	220—Collection of Taxes on Income and Expenditure.	38,000
	229—Land Revenue.	37.09,000
	230—Stamp and Registration.	3,34,000
	239—State Excise.	1,31,000
	240—Sale Tax.	3,67,000
	Total Demad No. 4.	45,79.000
5.	288—Social Security and Welfare.	2,50,000
	289—Relief on Account of Natural calamities.	4,50,000
	295—Other Social and Community Services.	1,24,000
	304—Other General Economic Services.	20,71,000
	Total Demand No. 5.	28,95.000
6.	253—District Administratation.	32,16,000
	254—Treasury and Accounts Administration.	5,25.000
	Total Demand No. 6.	37,41,000
7.	265—Other Administrative Services.	2,63.000
8.	252—Secretariat General Services.	35,35,000
	265—Other Administrative Services	3,94,000
	Total Demand No, 9	39.29,000
10.	296—Secretariat Economic Services (Evalution)	1,05,000
	304—Other General Economic Services (Economic Advice and Statistic)	7,85,000
	Total Demand No. 10.	8,90,000
11.	255—Police.	3,33,83,000
	260—Fire Protection and Control.	27,63,000
	265—Other Administrative Services. (Civil Defence)	1,07,000

Demand No.	Service and purpose	Sums not exceeding
	265—Other Administrative Services. (Home Guard Training)	36,74,000
	344—Other Transport and Communication Services. (Wirless, Plpnning and Co-ordination).	18.91,000
	Total Demand No. 11,	4,18,23,000
12.	241—Taxed on Vehicles.	1,16,000
	338—Road and Water Transport Service	25,000
	344—Other Transport and Communication services.	49,000
	538—Capital outlay on Road and Water Transport Services.	16,00,000
	Total Demand No. 12	17,90,000
13.	298—Co-operation.	47,08,000
	498—Capital outlay on Co-operateon.	58,75,000
	698—Loans for Co-operation.	50,75,000
	Total Demand No. 13	1.56,58,000
14.	259—Public Works.	4,75,93,000
	277—Education.	75,000
	278—Art and Culture	13,000
	280—Medical.	1,07,000
	283—Housing.	15,13 000
	310—Animal Husbandry.	26,000
	321—Village and small Industries.	50,000
	337—Road and Bridges.	75,04,000
	Total Demand No. 14	5,68,81,000
15.	459—Capital outlay on Public Works.	10,88,000
	477—Capital outlay on Education.	16,99,000
	480—Capital outlay on Medical.	5,75,000

Demand No.	Services and purposes	Sums not exceeding
	481—Capital outlay on Family Welfare	
	488—Capital outlay on Social Security and Welfare.	87,000
	510—Capital outlay on Animal Husbandry.	2,50,000
	511—Capital outlay on Dairy Development	25,000
	521—Capital outlay on Village and Small Industries.	2,25,000
	Total Demand No 15,	39,49,000
16.	483—Capital outlay on Housing.	16,95,000
	499—Capital outlay on Social and Backward Areas.	55,96,000
	537—Capital outlay on Roads and bridges.	2,22,55,000
	Total Demand No. 16,	2,95,16,000
17.	245—Other Taxes and Duties on Commodities and Services.	98,000
	334—Power Projects,	83,92,000
	479—Capitai outlay on special and Backward areas.	1,75,000
	499—Capital outlay on special and Backward areas.	2,50,000
	534—Capital outlay on power projects.	2,85,75,000
	Total Demand No. 17	3,74 90,000

Shri Nripen Chakraborty—

Demand No.	Services and purposes	Sums not exceeding
18.	282—Public Health, sanitation and Water Supply.	19,89,000
	306—Minor Irrigation.	25,74,000
	333—Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control Projects.	12,59,000
	Total Demand No. 18,	58,22,000

Demand No.	Service and purposes	Sums not exceeding
19.	482—Capital outlay on Public Health Sanitation and Water Supply.	79,96,000
	506—Capital outlay on Minor Irrigation.	75,00,000
	533—Capital outlay on Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control Projects.	1,30,00,000
	Total Demand No. 19.	2,84,96,000
20.	265—Other Administrative Services.	24,000
	277—Education.	7,34,72,000
	299—Special and Backward Areas.	3,38,000
	309—Food and Nutrition.	31,25,000
	Total Demand No. 20	7,69 59,000
21.	277—Education.	61,12,000
	278—Art and Culture.	7,68,000
	288—Socical Security and Welfare.	62,60,000
	Total Demand No. 21.	1,31,40,000
22.	265—Other Administrative Services.	72,000
	280—Medical.	1,55,89,000
	282—Public Health, Sanitation and Water Supply.	42,18,000
	299—Special and Backward Areas.	2,42,000
	Total Demand No. 22.	2,01,21,000
23.	281-Family Welfare.	32,94,000
24.	285-Information and Publicity.	16,66,000
	339-Tourism.	1,14,000
	Total Demand No. 24.	17,80,000

Demand No.	Services and purposes	sums not exceeding
25.	265 Other Adminstrative Services	2,000
	288-Social Security and Welfare,	2,18,000
	295-Other Social and Community Services.	26,000
	Total Demand No. 25.	2,46,000
26.	276-Secretariat Social and Community Services	87,000
	288-Social Security and Welfare.	1,53,84,000
	309-Food and Nutrition.	17,15,000
	363-Compensation and Assignments to Local Bodies and Panchayat Raj Institutions	30,00,000
	Total Demand No. 26.	2,01,86,000
27.	288-Social Security and Welfare.	36,07,000
28.	288-Social Security and Welfare,	3,47,000
	309-Food and Nutrition.	8,16,000
	509-Capital outlay on Food and Nutrition.	8,76,55,000
	Total Demand No, 28	8,88,18,000

Demand No.	Service and purposes	Sums not exceeding
29,	288-Social Security and Welfare,	2,69,000
	688-Loans for Social Security and Welfare.	26,000
	Total Demand No. 29.	2,95,000
30,	299-Special and Backward Areas.	1,18 000
	312-Fisheries.	42,26000
	Total Demand No. 30,	43,44,000
31,	314-Community Development.	49,76,000
32,	265-Other Administrative Services,	66,000
	287—Labour and Employment (Training of Craftsman).	4,27,000
	299-Special and Backward Areas	18,58,000
	320-Industries	5,35,000
	321-Village and Small Industries.	79,49,000
	Total Demand No, 32,	108,35000
33.	483-Capital outlay on Housing	1,00,000
	498-Capital outlay on Co-operation.	1,50,000

Demand No.	Services and purposes	Sums not exceeding.
	500-Investment in General Financial and Trading Institution,	4,00,000
	698-Loans to Co-operative Societies	80,000
	Total Demand. No. 33.	7, 30,000
34.	526-Capital outlay on Consumers Industries.	12,50,000
	530-Investment in Industrieal Institution.	50,000
	721-Loans for Village and Small Industries.	8,25,000
	Total Demand No. 34.	21,25,0(0
35.	299-Special and Backward Areas.	15,46,000
	305-Agriculture.	1,55,49,000
	307-Soil and Water Conservation.	27,23,000
	500-Investment in General Financial and Trading Institution.	5,19,000
	505-Capital outlay on Agriculture	90,00,000
	Total Demand No. 35,	2,93,37000
36.	299-Special and Backward Areas.	8,63,000
	310-Animal Husbandry.	67,22,000
	311-Dairy Development.	14,92,000
	Total Deman No. 36,	00‘82,000

Demand No.	Services and purposes		Sums not exceeding
37.	Special and Backward Areas		4,64 000
	307—Social and water Conservation		31,17,000
	313—Forest		1,26,08,000
	500—Investment in General Financial Trading Institution		18,75,000
		Total	1,80,64.000
38.	28`—Housing		7,50,000
	314—Community Development		1,68,19,000
	683—Loans for Housing		1,75,000
		Total	1,77,44,000
39.	314—Community Development		51,84,000
40.	314—Community Development		2,08,000
41.	259—Public Works		19,000
	284—Urban Development		38,68,000
	282—Capital outlay on public Health, Sanitation and Water Suplly.		11,00,000
		Total	49,87,000
42.	256—Jail		12,46,000
43.	283—Housing		50,000
	287—Labour and Employment		9,38,000
	683—Loans for Housing		75,000
		Total	10,63,000
44.	258—Stationery and Printing		26,88,000
45.	247—Other Fiscal Services		1,13,000
	266—Pension and other Retirement Benefits		67,50,000
	268—Miscellaneous General Services		10,88,000
		Total	79,51,000
46.	796—Loans and advances to Government		61,75,000
		Grant Total	59,84,55,000

শ্রী অশোককুমার ভট্টাচার্য্য—স্যার, এখানে ভোট অন এ্যাকাউনট আনা হয়েছে এবং সেটার কতগুলি ত্রি কনডিশ্যান থাকে সেগুলি সেটিসফাইড করতে হয় কিন্তু সেই ত্রি কনডিশ্যানটা এখানে সেটিসফাইড হয় নি, তার জন্য আমি পড়ে শুনাচ্ছি।

Vote on Account

The constitution provides for vote on account i.e for grants in advance to be made by Parliament to enable the Government to carry on until the voting of the demands for grants and the passing of the general Appropriation Bill.

The procedure of the vote on account was for the first time provided for in the constitution. In its absence, the result was that after the presentation of the Budget and the introduction of the Finance Bill on the last day of February both had perforce to be passed by the House before the end of the financial year i.e March 31, so as to provide the Government with the funds necessary for the following year and to authorize the Government to implement the taxation measure theretor This system limited the time available to the House for a proper and satisfactory consideration of the Budget. Moreover, tee system was inelastic and left very little time for adjusting the programe-. Considerable difficulty was experienced if any urgent legislative measure had to be taken up when the Budjet discussion were in progress. With the introduction of the vote on account not only the programme has become elastic but members also get sufficient time to study, scrutinize and discuss in detail over an period of time the annual financial proposals.

Normally the vote on account is taken for two months only But dnring an election year or when it is anticipated that the main demands and the Appropriation Bill will take longer than two months to be passed by the House, the vote on account may be for a period exceeding two months and may extend to 3 or 4 months

In March, Lok Sabha is asked to vote provisionally about a sixth, or other suitable proportion as the case may be of the expenditure under various grants. For this and for a similar amount in respect of charges expenditure the necessary Appropriation Bill is passed. The detailed discussion on the demands is then taken up conveniently and votin of the demands together with the passing of the general appropriation Bill is completed before the session terminates.

প্রশ্নটা হচ্ছে স্যার, এখানে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে; বাজেট প্লেশ করার পর বাজেট ডিসকাশন চলাকালীন গভর্নমেন্টের ওয়ার্ক যাতে ষ্টেগনেণ্ট না হয় আফটার থার্টিফাষ্ট অব মার্চ, তখন ভোট অন এ্যাকাউন্ট আনা হয় কিন্তু আমাদের এখানে দেখা গেছে গভর্ণমেণ্ট হ্যাভ নট প্লেইসডদি বাজেট বিফোর দি এসেম্বলী, বাজেট প্লেস না হলে ভোট অন এ্যাকাউন্ট আনা যায়

না, এটার কোন প্রভিশান নেই এবং এই যে আমি যেটা পড়ে শুনালাম মিঃ এম, এন কাওয়াল এবং এস এল সাগদারের বই প্র্যাকটিস এ্যাণ্ড প্রসিডিউর অব পার্লামেন্ট পেইজ-৬১১। এটা হচ্ছে যে ভোট অন এ্যাকাউন্ট, এটা পারপাস অব দি ভোট অন এ্যাকাউন্ট স্পষ্ট ভাবে এখানে লেইড ডাউন করা আছে, ভোট অন এ্যাকাউন্ট কেন বি টেকেন হোয়েন প্রেইসড গ্যাট মীন্স ফিনান্সিয়াল ইয়ারে আপনি বাজেটটা প্লেস করুন, তারপর আপনি একটা পোরশানের জন্য ২ মাস, ৩ মাস, ৪ মাস এর জন্য আপনি ভোট অন এ্যাকাউন্ট নিয়ে নিতে পারেন। সেখানে সে জন্য আরও প্রভিশান রাখা হয়েছে যে গভর্ণমেন্টের ওয়ার্ক যাতে ষ্টেগনেন্ট না হয় সেজন্য ক্লিয়ারলি গভর্ণমেন্টকে আবও সুবিধা দেওয়া হয়েছে গ্যাট ভোট অন এ্যাকাউন্ট এ ফরম্যাল বিজনেস্ এ্যাণ্ড এজ সাচ দেয়ার ইজ নরমালি নো ডিসকাশন ইন দি হাউস দেয়ার অন, সেটা হচ্ছে ভোট অন এ্যাকাউন্ট যেটা পাশ করা হবে ঠিক সেই সময়টার মধ্যে কোন ডিসকাশন নরমালি হয় না। ফর দিস এ্যাণ্ড ফর এ সিমিলার এমাউন্ট ইন রেসপেক্ট অফ চার্জ এক্সপেনডিচার দি নেসেসারি এপ্রোপিয়েশন বিল ইজ পাসড। দি ডিটেইলড ডিসকাশন অন দি ডিমাণ্ডস ইজ দেন টেকেন আপ কনেনিয়েন্টলি এ্যাণ্ড ভোটিং অফ দি ডিমাণ্ডস টুগেদার ইয়িথ দি পাসিং অফ দি জেনারেল এপ্রোপিয়েশান বিল ইজ কমপ্লিটেড বিফোর দি সেসান টারমিনেইটস। এই যে ডিমাণ্ডটা কখন আসবে, এই ডিমাণ্ডটা যখন ডিসকাশন চলছে ঠিক সেই সময়ে ভোট অন এ্যাকাউন্টে ডিসকাশন হবে না, এবং এখানে এই কথাই বলা আছে যে স্পীকার ইচ্ছা করলে একদিন বা যে সময় ভোট অন এ্যাকাউন্টটা পাশ হবে সেই সময় আদার হাউস বিজনেসটা পাশ করিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু ডিসকাশনটা হবে বাজেটের সঙ্গে, এক সঙ্গে এটার আরজেন্সির জন্য সেটা করা হয়েছে কিন্তু আমাদের এখানে সেটা সম্পূর্ণ আনকনষ্টিটিডশন্যালি এই ভোট অন এ্যাকাউন্ট নেওয়া হয়েছে। এখানে কোন প্রভিশান নেই, পার্লামেন্টের প্রসিডিউর নেই এবং রুলস যদি কিছু থাকে হুয়িচ ইজ দি বেষ্ট কনষ্টিটিউশ্যান্যাল সেই রুলসটা বাতিল বলে গণ্য হয় সেটা হচ্ছে নিয়ম। কাজেই এই যে ভোট অন এ্যাকাউন্ট ক্যান নট বি পাসড বিফোর দি হাউস একর্ডিং টু দিস প্রভিশ্যান, এটা হচ্ছে স্যার আমার সাজেশান।

As the purpose of a vote on account is to keep the Government fuctioning 'panding the voting of the final supply, it cannot normaly be used as a means to obtain parliament's for 'new services' An assurance to the effectthat the provision obtain bu vote on account will not be used for expenditure on 'new services' is therefore, usually included by the Government in the prefatory note to the relevent Book of Demands relating to the vote on Account.

এটা হচ্ছে পারপাস অব দি ভোট অন এ্যাকাউন্ট, সেটা হচ্ছে এই ত্রি কনডিশান বাজেট মাষ্ট বি সাবমিটেড দেয়ার ইজ নো এ্যাকাউন্ট, বাজেট পাশ করে আপনি এক মাস, দুই মাস, তিন মাস নিয়ে যান ভোট অন এ্যাকাউন্ট বাট দেয়ার ইজ নো এ্যাকাউন্ট বিফোর দি হাউস।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য—হাউ ক্যান ইউ পাস ইউর ভোট অন এ্যাকাউন্ট? আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এইখানে যে প্রসিডিউর আনা হয়েছে ইন মাই অপিনিয়ন হানড্রেড পারসেন্ট রং। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে যে ফাইনাল বাজেটটা হাউসের সামনে পেশ করা। এই হচ্ছে প্রভিশান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, আমি এখানে বলতে চাই এইখানে যে ভোট অন এ্যাকাউন্ট পেশ করা হল এইটার পদভূমিকাটা কি ? মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যেটা বললেন সেটা এখানে খাটেনা এইজন্য আমাদের রাজ্য সম্পূর্ণরূপে সেনট্রাল অ্যাসিসটেন্সের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সেনট্রাল অ্যাসিসটেন্স প্ল্যানিং বডি ঠিক করে দেয়। এই প্ল্যানিং বডির সঙ্গে যে ডিসকাশান সেই ডিসকাশান এখনও শেষ হয় নি এবং কবে শেষ হবে তার তারিখও নির্ধারিত হয়নি। সেই জন্য ১ মাসের বেশী আমাদের রাখতে হচ্ছে। আমরা যেটা চেয়েছি ৩ মাসের বরাদ্দ। আমাদের রিসোর্সেস কি হবে সেটা যদি আমাদের জানানো না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন বাজেট তৈরী করা যায় না। বাজেট মানেই হচ্ছে আয় এবং ব্যয়। অন্য ষ্টেইটে কি করেন সেটা সেটা আমাদের জানা নেই। তবে যেসব ক্ষেত্রে রাজ্যের কিছু আয় থাকে, ব্যয় থাকে তার ভিত্তিতে একটা বাজেট উপস্থাপিত করেন। আমাদের যেহেতু আয় এর সে সমস্ত সোর্স সেটা প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল এবং কেন্দ্র তাদের সেই প্ল্যানের বরাদ্দ সুনির্দিষ্ট করে দেওয়ার আখে আমাদের পক্ষে পূর্ণাঙ্গ বাজেট তৈরী করা এই সময়েতে সম্ভব হয় না। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে আবেদন রাখব যে ফরমে ভোট অন এ্যাকাউন্ট এনেছি সেই ফরমে ভোট অন এ্যাকাউন্ট আপনারা অনুমোদন করবেন।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য—এই বাজেটের টাকা পেলাম না সেটা আমার প্রশ্ন নয়। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে প্রসিডিউর অফ মেটার যেটা, সেটা হতেই পারেনা। প্রসিডিউর অফ মেটার, ইট ক্যান নট বি প্রেইসড ভোট এ্যাকাউন্ট ফর দিস। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে টোটাল প্রসিডিউরটা বে আইনী হচ্ছে স্যার,। বাজেট প্লেইস না করে সেনট্রাল টাকা দিল কি দিলনা সেটা আইন দেখবে না, হাউস দেখবেনা। এইটা সেন্ট পারসেন্ট ইল্লিগ্যাল। ভোট এ্যাকাউন্ট এখানে আনা যায় না। কাজেই আমার প্রশ্ন হচ্ছে দিস ইজ কমপ্লিটলি ইল্লিগ্যাল। আপনারা এইখানে লিগ্যাল অ্যাসটিমেইট সাবমিট করুন। সেই সম্পর্কে আপনি বলুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, ভোট অন অ্যাকাউন্ট হাউসে অনেকবার বিভিন্ন বৎসরে উপস্থিত করা হয়েছে, তারপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফুল প্লেজেড বাজেট আনা হয়েছে যে প্রশ্ন এখানে আনা হয়েছে এই ব্যাপার অনেক বৎসর ধরে চলে আসছে। এতদিন ইল্লিগ্যাল ছিল না, এখন নতুন করে যদি প্রশ্ন ইট স্যুড বি অ্যাকজামিনড। তবে এখন পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে সেনট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকেও কোন প্রশ্ন আসেনি, কনসটিটিউশানের বারের কোন প্রশ্ন আসেনি, গভর্ণমেন্ট সেগুলিকে অ্যাগ্রি করেছেন। তারপর এইগুলি যখন পি, এ, সি, অ্যাসটিমেট কমিটি হয় অ্যাসেমব্লিতে এই বাজেটের উপর নির্ভর করা হয়। এই ব্যাপারে অডিটে যেতে হয় সেই অডিটেও এই প্রশ্ন উঠেনি। কাজেই মনে করি, ভোট অন অ্যাকাউট যেভাবে প্লেইস হয়েছে এই ভাবেই চলুক।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচায্য—স্যার, আমি বলছি প্রসিডিউরটা হচ্ছে ইল্লিগ্যাল। আমি একবার হত্যা করলাম, ধরা পড়িনি, আবার হত্যা করলাম। যদি ধরা পড়ে যাই, আমি ত আগেও হত্যা করেছি। এইটা চমৎকার যুক্তি। এইটা হচ্ছে আইনের কথা ; কি কি করছে না করছে সেটা উঠছে না।

শ্রীনকুল দাস—মাননীয় সদস্য যে আইনের প্রশ্ন তুলছেন, আইনের বিভিন্ন দিক আমরা জানি। কতগুলি আছে কনভেনশান। কনভেনশানটাকে সবসময়ই আইনের দিক দিয়ে লিগ্যাল। ভোট অন অ্যাকাউন্ট প্লেইস করে তারপর বাজেটে যাচ্ছে আইনগত ভাবে যদি প্রশ্ন তোলেন তাহলে এইটা কারেক্ট। কারন অনেক আইন লিখিত থাকে, অলিখিত থাকে, কনভেনশান থাকে। কাজেই অ্যাজ দি কনভেনশান অফ দি অ্যাসেমব্লি আই থিংক দ্যাট ইজ রাইট। দেয়ার ইজ নো বার।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যেভাবে এনেছেন সেটাও ভোটে দেওয়া হবে এবং ভোট অন্য অ্যাকাউন্টটাও ভোটে দেওয়া হবে। তবে এই সম্পর্কে আমি সকলের বক্তব্য শুনেছি। এই ব্যাপারে আমাদের যেটা রুলস আমাদের সেটা প্রসিডিউর, কণ্ডাক্ট অফ বিজনেস, এইখানে মূল পুরোপুরি বাজেটটাকে পেশ না করে ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করা যাবেনা এমন কোন প্রভিশান নাই। আমরা আমাদের যে রুল সেই অনুযায়ী আমরা বৎসরের পর বৎসর চলে আসছি। সেই রুল অনুযায়ী আমরা কাজটা চালিয়ে যাচ্ছি।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য—হ্যাঁ স্যার, কোথাও নেই। রুলের মধ্যে যে বাজেটের আগে ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করা যায়। ইন কেস নট বি অ্যাপ্লিবেল। আমার প্রশ্ন ত শুধু আইনের। মুখ্যমন্ত্রী তা বুঝবেন না কারন উনি ৬০ বৎসর আগে এম এ পাশ করেছেন। আর উনার সদস্যরা ত পড়াশুনা করেনই না। কাজেই মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু ৬০ বৎসর আগে এম এ পাশ করেছেন তিনি ভুলে গেছেন সব কিছু। কনষ্টিটিউশানের বিরুদ্ধে যদি কোন রুল তৈরী হয় তাহলে ইট ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার অনুরোধ চ্যালেঞ্জ যদি করতে হয় তাহলে অন্য জায়গায় গিয়ে উনারা চ্যালেঞ্জ করুন।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য—স্যার আমার বক্তব্য হচ্ছে কনষ্টিটিউশান-এ যদি কোন প্রভিশান থাকে তাহলে আমার মেনে নিতে কোন অসুবিধা নাই।

মিঃ স্পীকার—কনষ্টিটিউশানের বাইরে আমাদের রুলস হচ্ছে না?

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য—স্যার,আমার বক্তব্য হচ্ছে এইটা এন্টি-কনষ্টিটিউশান।

মিঃ স্পীকার—আমি আশা করি আর কোন আলোচনা এই প্রসঙ্গে আসছে না, যদি কোন আলোচনা না আসে তাহলে ভোট এ্যাকাউন্ট সম্পর্কে যে মোশানটি এসেছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত এই ভোট অন এ্যাকাউন্ট মোশানটি ভোটে দিচ্ছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মিঃ স্পীকার স্যার আমি একটু আলোচনা করতে চাই, দুই তিন মিনিটের বেশী করব না।

মিঃ স্পীকার– আচ্ছা করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে ভোট অন এ্যাকাউন্ট সম্পর্কে যে মোশানটি আনা হয়েছে, এইটার মূল লক্ষ্য হচ্ছে এখানে ইলেকশানের জন্য একটা এক্সপেনডিচার ধরা হয়েছে, সম্ভবতঃ ডিষ্ট্রিক কাউনসিল ইলেকশান সামনেই এবং সেই কারনেই প্রভিশানটা আনা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করছি যে, প্রত্যেকটা ইলেকশানের ব্যাপারেই সরকারী অর্থ দিয়ে

নির্ব্বাচনের কাজ চালান। কাজেই যে সমস্ত হেডে এই অর্থগুলি ধরা হয়েছে এইটা আমরা তাদের ট্রেডিশন্যাল কার্য্যকলাপ দিয়ে বুঝতে পারি, আসন্ন জেলা পরিষদ নির্ব্বাচনে জনগণের ভোট ক্রয় করার জন্য এই টাকা খরচ করা হবে। কারণ এই মধ্যেই ট্রাইবেল এলাকায় তাদের আস্থা ও সংগঠন নিঃশ্চিন্ন হয়ে গেছে, আর সেই কারণেই উগ্রপন্থীদের তৎপরতার মাধ্যমে উপজাতি যুব সমিতি ও কংগ্রেসকে আরও দুর্বল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অন্য দিকে এই ভোট অন এ্যাকাউন্ট পাশ করিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হবে বিভিন্ন ভাবে ভোটারদের বিভ্রান্ত করা টাকার লোভ দেখিয়ে ভোট ক্রয় করা। কাজেই এই ধরণের উদ্যোগের যে ভোট অন এ্যাকাউন্ট এখানে আনা হয়েছে এইটারই তীব্র বিরোধীতা করি।

মিঃ স্পীকার—আচ্ছা, আলোচনা শেষ হয়েছে, আমি আমার রুলিং দিয়েছি ভোট অন এ্যাকাউন্টটা প্রেজেন্ট করা সম্পর্কে বা আলোচনা সম্পর্কে. এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা আমি সভার অবগতির জন্য জানিয়ে রাখতে চাই সেটা হচ্ছে,—

Shorter Constitution of India, under Art. 116 'it has been stated. Not with standing anything in the provision of this chapter this applicability of 205 etc.

The Legislative Assembly of a state shall have power to make any grant in advances in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in the article 113 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provision of article 114 in relation to that expenditure.

শ্রী সুধীর মজুমদার— স্যার, আপনি যেটা বলেছেন, এখানে আরটিকেলে যেটা মেনশন করা হয়েছে, এইটা যে কেউ পড়েনি এমন কোন কথা নাই। এখানে বলা হয়েছে, That is not in the form of vote on account.

মিঃ স্পীকার— আমি এখন এইটা ভোটে দিচ্ছি, সভার সামনে প্রশ্ন হলো— 'That a sum not exceeding Rs. 59,84,55,000 | - excluding the Charged expenditure of Rs. 4,30,50,000/- be granted on account for or towards defraying charges for the following services and purposes for the part of the financial years ending 31st March, 1986. যেটা বিভিন্ন সারভিস এবং পারপাস, তার পার্শে টাকার অংকটা লেখা আছে এবং সেগুলি মেম্বারদের কাছে সারকুলেট করা হয়েছে। কাজেই সেগুলি আমি আমি আর পড়তে যাচ্ছি না ANNEXURE—'C'

১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক সনের ভোট অন্ এ্যাকাউন্ট সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

গভর্ণমেনট বিজনেস (লেজিসলেশ্যান)

সরকারী বিল উত্থাপন।

মিঃ স্পীকার — সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো :— 'The Tripura Appropriation (vote on account) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 3 of 1985). উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে ঘোশান মুভ করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— I beg to move that the Tripura Appropriation (vote on account) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 3 of 1985) এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার—এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উথ্‌থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো— 'Tne Tripura Appropriation (vote on account) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 3 of 1985) এই সভায় উত্থাপনের জন্য অনুমতি দেওয়া হউক। এই সভা অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি উত্থাপিত হলো।)

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয় এবং বিলটি সভায় উথ্‌থাপিত হয়)

গভর্ণমেন্ট বিসনেস (লেজিসলেশ্যান)

সরকারী বিল বিবেচনা ও পাশ করা

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো—The Tripura Approptiation (Vote on Account) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 3 of 1985) সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—I beg to move tha the Tripura Appropriation (vote on account) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 3 of 1985) be taken into comide-motion'. বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উথ্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি প্রস্তাবটি হলো— 'The Tripura Appropriation (vote on account) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 3 of 1885) বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো) হয়।

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১, ২, ৩ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সীডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সীডিউল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত অনুসূচীটি (সীডিউল) বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো—বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।'

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো— 'Tripura Appropriation (vote on account) Bill 1985 (Tripura Bill No. 3 of 1985 করার জন্য প্রস্তাব উথ্‌থাপন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উথ্‌থাপন করতে।

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Speaker sir, I beg to move 'The Tripura Appropriation (vote on acccunt) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 3 of 1985) be passed.

Mr. Speaker— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উংথাপিত প্রস্তাবটি আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো—The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 3 of 1985). পাশ করা হউক।'

(ভোটে বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়। সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল— The India stamp (Tripura Third Amendment) Bill, 1985 (Tripura Bill No. of 1985).

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি—

Shri Khagen Das—Mr. Speaker Sir, I beg to move—

'The Indian stamp (Tripura Third Amendment) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 2 of 1985).' be taken into consideration'.

Mr. Speaker—এখন মাননীয় সদস্যদের মধ্যে যদি কেউ আলোচনা করতে চান এই বিলের উপর তাহলে করতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় যে বিলটি উথ্থাপন করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে-সব জিনিষ আগে বেচা হত তা রেজিষ্ট্রি করার আগে যে পদ্ধতি ছিল তা অনেক ক্ষেত্রে বে-আইনি হত তা রোধ করার জন্য। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তার জন্য গর্ববোধ করছেন। কিন্তু যে সরকারের আমলে জিনিষ কালো বাজারে বিক্রি হয় সে সরকারের আমলে এটি নিরপেক্ষ হবে বলে আমার মনে হয় না। মাননীয় চেয়ারমেন স্যার, উনি নিশ্চয়ই জানেন যে বে-আইনি কাজ হচ্ছে তাই তিনি এই বিলটি এনেছেন। কিন্তু এই বিলের আগে যেসব দুর্নীতি হয়ে গেছে সেগুলিতে সরকার আর হাত দেবেন না তাহলে এটা কি একটা আইন হল ? মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমার মনে হয় মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় যে বিল এনেছেন সেটা অর্থহীন। এর দ্বারা কালোবাজারীকে প্রতিরোধ করা যাবে না। এটা রাজ্যের কোন উপকারে আসবে না। এটা বিশেষ ফলপ্রসু হবে না। এইবিলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীখগেন দাস—মাননীয় চেয়ারম্যান, মাননীয় সদস্য এখানে বাজারের কথা যেটা বলেছেন সেই বাজারের সঙ্গে এই বিলের কোন সম্পর্ক নাই। এটা হল ইণ্ডিয়ান ষ্টাম্প অ্যাক্ট, অন্যান্য রাজ্যেও এটা হল যারা রেজিষ্ট্রি করতে যান তাদের ব্যাপারে। কালেক্টার রেজিষ্ট্রেশন দেওয়ার জন্য অথারাইজড এবং কালেকটরের কাছ থেকে রেজিষ্ট্রেশন করে নেওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যে ভেলুয়েশানটা দেখান হয়েছে সেটা পরীক্ষা করে দেখা হয় এবং তার ফলে যদি পুনরায় ভেলুয়েশান করে দেখা যায় আরও ডিউটি দিতে হবে তাহলে সেটা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। এই বিলের প্রভিশনে কালেকটারকে সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তি বিশেষ যদি কালেকটরের সিদ্ধান্তে খুশী না হন তাহলে সেই ক্ষেত্রে একজন অফিসারকে নিয়োগ করা হবে, তিনি হবেন— নট বিলো দ্যা র‍্যাংক অব এ সেক্রেটারী। ঐ অফিসারের কাছে তখন

এপিল করা যাবে। আশা করি এই হাউজে তাই এই বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হবে।

মিঃ চেয়ারম্যান –এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উথ্‌থাপিত প্রস্তাবটি আমি ভোটে দিচ্ছি প্রস্তাবটি হল :—

'The Indian Stamp (Tripura Third Amendment) Bill 1985 (Tripura Bill No. 2 of 1985)' বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক ভোটে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার—আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং এবং ২নং ধারাগুলি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের ধারাগুলি বিলের অংশরূপে ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল—"বিলের শিরোনামাটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক"।

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল :—"The Indian Stamp (Tripura Third Amendment) Bill, 1985 (Tripura Bill No 2 of 1985)"

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উথ্‌থাপন। আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উথ্‌থাপন করতে।

শ্রীখগেন দাস—Mr. Speaker Sir I beg to move that "The Indian Stmp (Tripura Third Amendment) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 2 of 1985)" be passed"

মিঃ স্পীকার—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল—মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল—"The Indian Stamp (Tripura Third Amendment Bill, 1985 (Tripura Bill No 2 of 1985)" পাশ করা হউক।"

(আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক ভোটে গৃহীত হয়)।

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—শর্ট ডিসকাশন অন মেটারস অব আর্জেন্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স। আজকের কার্য্যসূচীতে একটি শর্ট ডিসকাশন নোটিশ আছে। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য সর্ব্বশ্রী কেশব মজুমদার ও সৈয়দ বসিত আলী মহোদয় যুগ্মভাবে। নোটিশটিশটির বিষয়বস্তু হল—

"রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পানীয় জলের সমস্যা সম্পর্কে"।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে আলোচনা শুরু করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার—মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আজকেও পানীয় জলের বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। বিশেষতঃ রাজ্যে যেসব রিং-ওয়েল বিভিন্ন জায়গায়, প্রত্যন্ত অঞ্চলে, পাহাড়ী অঞ্চলে রয়েছে সে সব জায়গার কলোনীগুলির মধ্যে যারা বসবাস করেন তারা টিউব-ওয়েল থেকে জল পান না, সেখানে রিং-ওয়েল করতে হচ্ছে। কিন্তু রিং-ওয়েলও শুকিয়ে যাচ্ছে।

পরিকল্পিত ভাবে গ্রামের মানুষের নিকট পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমি বলতে পারি যে, মাতাবাড়ি ব্লকে যতগুলি টিউবওয়েল এবং রিংওয়েল রয়েছে তাতে ২৫টি পরিবারের জন্য একটি করে রিংওয়েল এবং একটি করে টিউব-ওয়েল এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগে এটা ছিল না। গত ১৯৭৮ সাল থেকে এটা করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এতে করে পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হয় নাই। এর কারণ আমরা দেখেছি কিছু লোক রয়েছেন যারা বামফ্রণ্ট সরকারকে হেয় করবার জন্য হেনস্তা করবার জন্য এই রিংওয়েল এবং টিউবওয়েল গুলির যথেচ্ছ ব্যবহার করে নষ্ট করে ফেলে। একটা সমস্যার সমাধান করা দূরে থাকুক কোন সমস্যার সমাধান করলে সেটাকেও নষ্ট করে দিয়ে আবার সমস্যার সৃষ্টি করাই হলে এই সব লোকেদের উদ্দেশ্য। এবং এইভাবে সাবোটেজ—এর মধ্য দিয়ে এরা সাধারণ মানুষের পানীয় জলের সংকট সৃষ্টি করছে। যা হোক এই নষ্ট টিউবওয়েল গুলিকে যদি অতি সত্বর ঠিক করা না যায় তাহলে পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না। আমরা জানি সেগুলিকে মেরামত করবার জন্যে সরকার বিভিন্ন ব্লকগুলিকে টাকা দিয়েছেন ১৩ থেকে ১৫ হাজার করে যাতে তারা এই টাকা দিয়ে স্পেয়ার পার্টস্ কিনতে পারেন। কিন্তু একটা বড় অসুবিধা হলো যে এই বিকল রিংওয়েল এবং টিউবওয়েলগুলিকে সারাই করবার জন্য ভাল মেকানিক্স্ পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের যে সব মেকানিকস্ আছে তাদের সংখ্যা অপ্রতুল। কারণ একজন মেকানিক সাধারণতঃ ৫ কি ৬টা রিংওয়েল বা টিউব-ওয়েল সারাই করতে পারে। কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ব্লক এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত এর অধিন প্রতিটি গ্রামে ৭০ থেকে ৮০টি রিংওয়েল অথবা টিউব-ওয়েল আছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যে ১৭-১৮টি ব্লক রয়েছে। ফলে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে যত টিউব ওয়েল বা রিং ওয়েল রয়েছে সেগুলির নষ্ট হলে সেগুলিকে সারাই করা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। তবু সরকার চেষ্ট্র করছেন যাতে এই নষ্ট টিবউওয়েল গুলিকে সারাই করে দেওয়া যায়। তবে কেন্দ্রিয় সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী সরকার মাড্ টিউব ওয়েল স্থাপনের জন্য পরিকল্পনা নিচ্ছেন। এই মাড্ টিউবওয়েল গুলি খুব কমই নষ্ট হয়। ত্রিপুরার উচু টিলার উপর বা পাহাড়ের উপর যারা বাস করছেন যেমন ছয়গাড়িয়া এবং ব্রজেন্দ্রনগর গ্রামগুলি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। সেখানে জলের অসুবিধা সবচেয়ে বেশী। সামান্য জল সংগ্রহের জন্য মানুষকে ২০০ থেকে ২৫০ ফুট নিচে নামতে হয় কোন লুঙ্গা বা লুঙ্গার নিকট কোন ঝরনা থেকে জল আনবার জন্যে। আমরা চেষ্টা করছি সে পাহাড় অঞ্চলে কোন ঝরনার পাশে বাঁধ দিয়ে রিজারভয়ার সৃষ্টি করতে—যাতে এই খরার সময়ে সেই রিজারভার থেকে জলের অভাব দূর করা যায়। আবার কোন কোন জায়গায় ডিপ টিউব-ওয়েল দিয়ে জল সরবরাহ করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু সব জায়গায় আবার ডিপ-টিউব-ওয়েল করা সম্ভব নয়।

এই অভিযোগ থাকবে যে এই টিউবওয়েল যা আছে, প্রোবলেমটা হচ্ছে এই জায়গায় যে—যেমন মাতাবাড়ী ব্লকের কথা উল্লেখ করি, ৩৬৫টা টিউবওয়েলকে এক্ষুণি রি—সিংকিং করা দরকার। এক বছর পরে হয়ত আবার মেরামত লাগবে। পুরনো গুলিকে রিপ্লেস করার জন্য দেওয়া হয় ব্লকগুলিতে। যেখানে সম্ভব সেখানে যদি ডীপ টিউবওয়েল করার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে অত্যন্ত খরার দিনেও এই জলের সমস্যার সমাধান করা যাবে। এখন বিভিন্ন জায়গায় এই সম্পর্কে আমার একটা প্রস্তাব থাকবে, যেখানে যেখানে খুব জলের অভাব থাকবে, সেখানে

সেখানে খুব গুরুত্ব সহকারে এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসা দরকার। সকলে মিলে কিভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করা যায় সেই আহ্বান রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য সৈয়দ বসিত আলী।

সৈয়দ বসিত আলী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে এই অধিবেশনে ত্রিপুরার মানুষের বেদনা আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই। মাননীয় সদস্য এখানে যে বক্তব্য রেখেছেন তা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং আমার কাছে অন্যের বেদনাটা আরও তীব্র হয়ে দেখা দেয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরার মানুষ অধিকাংশ দরিদ্র, নির্যাতিত, বনচিত, লাঞ্ছিত। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন, গ্রামে গঞ্জের মানুষের অবস্থাটা কোথায়। আজকে অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলছি যে আমরা এই দারিদ্র্যের কি অবসান দেখতে পাব না? আমাদের কি বাঁচার অধিকার নাই? আজকে যারা দরিদ্র মানুষ, যাদের রুজি রোজগারের সুবিধা নাই, সেখানে দুর্নীতি চলছে! রেশনশপে চাউল নেই, চিনি নেই। এমন অবস্থার অন্ন সংস্থান অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়ে পড়েছে। আজকে কুঁড়ে ঘরে থাকার কোন ব্যবস্থা নাই। সরকার থেকে কোন সাহায্য দিচ্ছে না। আজকে কুঁড়ে ঘরে থাকার কোন ব্যবস্থা নাই। সরকার থেকে কোন সাহায্য দিচ্ছে না। ম্যালোরয়ায় প্রতিদিন মানুষ মরছে। এস, ডি, ও, এর কাছে আমি গিয়েছি যে তাদের যেন সাহায্য করা হয়। গ্রামে গঞ্জে মানুষের জন্য সরকার যথেষ্ট ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। কালো বাজারী সক্রিয় হয়ে রয়েছে! উগ্রপন্থীরা মানুষকে, দিনমজুরদের খুন করছে। আজকে অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, বাঁচার মত কুঁড়ে ঘরে থাকার ব্যবস্থা নাই। আজকে এই সরকার গরীব মানুষের উপকার করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। আজকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে—

শ্রী মতিলাল সরকার—স্যার, পয়েণ্ট অব অর্ডার। আমরাতো পানীয় জলের উপর আলোচনার কথা শুনব বলে জানি। কিন্তু এটা কিসের উপর আলোচনা হচ্ছে?

সৈয়দ বসিত আলী—পানীয় জলের কথাও বলব। একটা শিশু, যারা পড়াশুনা করে তারা সামান্য জল পর্যন্ত পায় না। আমার অভিজ্ঞতার কথা বলছি যে, রাস্তার কাদা মাখা জল পান করে ছাত্ররা পড়াশুনা করছে, মানুষ জীবন ধারণ করছে। আজকে কয়েকটা উগ্রপন্থী মানুষ মারছে। বাবু বাজার, শ্রীরামপুরের মানুষ জলের অভাবে মারা যাচ্ছে। একজন কেরাণীর দুটো শিশু মারা গেছে জলের অভাবে। কিছুদিন আগে হাসপাতালে একটা শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। যারা আজকে উগ্রপন্থী তাদের আর্থিক সাহায্য করা হয়। কিন্তু অত্যান্ত বিচার সাপক্ষে আমি দাবী করছি যে যারা জলের অভাবে মারা যাচ্ছে তাদেরও যেন এই ভাবে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, সরকার থেকে যে টিউবওয়েল দেওয়া হয়েছে সেগুলির প্রায় ৮০ শতাংশ নষ্ট হয়ে আছে। তাদের মেরামত করে দেওয়ার একদিন পরেই আবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জল পড়ছে না। কিন্তু কেন যে ৮০ শতাংশ টিউবওয়েল খারাপ হয়ে রয়েছে তা কেউ তদন্ত করে দেখেন না। আমার সঙ্গে মানন মুখ্যমন্ত্রী গিয়ে তদন্ত করে দেখুন কি অবস্থা। লেয়ার পেতে হলে ৯০ ফুট গর্ত করতে হয়। কিন্তু সেখানে ৫০/৬০ ফুট গর্ত করেই তারা

টিউবওয়েল বসিয়ে দেয়। টেণ্ডারের নিয়ম লঙ্ঘন করে তারা কাজ করছে। কাজেই সেখানে গিয়ে তদন্ত করা হোক। শিশু, ছাত্র, গরীব মানুষ কবরে গিয়ে তাদের অভিশাপ দিচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি জানিয়েছি যে, ৪০ | ৫০টা বাড়ীর মধ্যে একটাও টিউবওয়েল দেওয়া হয়নি। গরুকে খাওয়ার জল নাই। আমি অনেক মন্ত্রীকে জানিয়েছি।

তারপর আমি এস ডি ও, সাহেবের সঙ্গে এবং বি ডি ও, সাহেবের সঙ্গে কিছুদিন আগে যোগাযোগ করেছি, কিন্তু তাদের তরফ থেকে আজ অবধি কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এমত অবস্থায় আমি কৈলাসহর এবং অন্ত্র এলাকা থেকে খবর পেয়েছি যে এই জলের জন্য সেই এলাকায় মানুষের মধ্যে আন্ত্রিক ও বসন্ত রোগ রাতারাতি ছড়িয়ে পড়ছে এবং এটা সেখানে একটা মহামারী আকার ধারণ করেছে। কাজেই সেই এলাকার মানুষদের সঙ্কট থেকে রক্ষার জন্য যাতে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, সেজন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছে যে, তিনি যেন সেই এলাকায় গিয়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন, অথবা লোক পাঠিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেন, এই দাবী আমি করছি।

শ্রীজওহর সাহা—স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, বর্তমান সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র জলের যে একটা হাহাকার চলছে, সেই সম্পর্কে এখানে যে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছে, ঠিক এই সময়ে এখানে কোন মন্ত্রী উপস্থিত নেই। স্যার এতে আমার মনে হচ্ছে যে, এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীরা কোন জবাব দিতে পারবেন না বলেই তারা এই হাউস থেকে পালিয়ে গেছেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মশাই উপস্থিত আছেন, কাজেই আপনার এত চিন্তার কারণ নাই।

সৈয়দ বসিত আলি—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আরও অনুরোধ করছি যে তিনি ঐ এলাকায় গিয়ে এই বিষয়ে যথাযথ খোঁজ খবর নেন যে, কি কারণে টিউবওয়েলগুলি নষ্ট হয়েছে এবং কেন সেগুলি সারানো হচ্ছে না। কারণ আজকে রাজ্য সরকার জনগণের জন্য যে দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন, সেটা ঠিক ভাবে পালন করতে পারছেন না সেই সম্পর্কে মন্ত্রী মহোদয়ের অবগত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আর তারই পরিপ্রেক্ষিতেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ জানাই যে এটাকে একান্ত ভাবে জরুরী বিবেচনা করে তিনি যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন এবং সেই সঙ্গে যারা ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে তাদের যেন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষগুলি, নিপীড়িত মানুষগুলি বাঁচতে চাই, আমাদের বাঁচার অধিকার রয়েছে, আমাদের বাঁচতে দিন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে এই হাউসে জলের সম্পর্কে আলোচনা, এই আলোচনাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই আলোচনায় আমার আগে সরকার পক্ষের একজন মাননীয় সদস্য কেশব বাবু সঠিক ভাবে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন এবং তারই পাশাপাশি আমি দেখতে পেলাম বিরোধী দলের সদস্য এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় জলের জন্য আলোচনা করে, তিনি কোথায় চলে গেলেন। স্যার, আমি মেয়ে মানুষ এবং মেয়ে মানুষই

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জলের কষ্টটা ভোগ করতে হয়, সে জন্যই আমার কাছে এই আলোচনাটা আরও বেশী গুরুত্বপুর্ণ হয়ে পড়েছে। তাই আজকের এই যে জলের সমস্যা, এটা গোটা ত্রিপুরা রাজ্যেই আছে। দীর্ঘদিন ধরে জলের অবস্থাটা কি ? কিন্তু বিগত দিনের দিকে যদি আমরা তাকাই, যারা বিরোধী সদস্য আছেন, তাদেরকে আমি বলব যে ১৯৭৭ সনের আগে পঞ্চায়েতগুলিতে কয়টা টিউব-ওয়েল ছিল ? আজকে কিন্তু সেখানে কম করেও ১০০টা টিউব-ওয়েল রয়েছে প্রতিটি গাঁও সভাতে। এটা আমার কথা নয়, আমার আগে মাননীয় সদস্য ধীরেনবাবু বলে গিয়েছেন যে তার মোহনপুর ব্লকে ১০ হাজার টিউব-ওয়েল আছে কিন্তু তার কথাটা ঠিক নয়, হয়তো ১০ হাজার থাকতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে ৮ হাজারই নষ্ট। আজকে এই যে অবস্থাটা সেটা আমরা দেখছি যে ত্রিপুরা রাজ্যটা হচ্ছে পাহাড় অঞ্চল, যেখানে টিউব-ওয়েল হচ্ছে না সেখানে রিং-ওয়েল এবং যেখানে টিউব-ওয়েল হয়েছে, সেগুলি সময়মত সারানো হচ্ছে না। আর এগুলি সময় মত সারানো না হওয়ার ফলে এখন যে একটা খরা পরিস্থিতি চলছে, স্বাভাবিক ভাবেই পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে,বিশেষ করে উচ্চু জায়গাগুলিতে বা পাহাড় অঞ্চলে। সেই জায়গার জলের সমস্যার সমাধান করার জন্য আমি সরকারের কাছে আবেদন করছি যাতে টিউব-ওয়েল বসিয়ে আরও বেশী করে পানীয় জল জনসাধারণের মধ্যে সরবরাহ করা হয়। আজকে এই হাউসে আমিও সভার সাথে এই প্রস্তাবের সঙ্গে এক মত হয়ে সবাইকে আহ্বান করব যে আজকে এমন অনেক জায়গা যেখানে টিউবওয়েল আছে, সেই রকম যাতে না হয়, সেজন্য সবাই যেন দৃষ্টি দেন। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর গ্রামে গঞ্জে ব্যাপক ভাবে পানীয় জল সরবরাহের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে, এই হাউসেই এই বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনাও হয়েছে। এমন এক দিন গিয়েছে যখন এই রাজ্যে জল চুরি করা হত। একের কুঁয়া থেকে অন্যে জল চুরি করে নিজের ঘরে নিয়ে রাখত। কিন্তু আজকে তো আর সেই অবস্থা নাই। তবু আজকে জলের সঙ্কট এবং এই সঙ্কটের মোকাবিলা করার জন্য এই সরকারকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আহ্বান করছি। সেই ব্লকগুলিতে সেই বি,, ডি, সি-গুলিতে আমরা লক্ষ্য করি যে ২০০ থেকে ২৫০ টিউবওয়েল অকেজো হয়ে পড়েছে, টিউবওয়েল-গুলি অকেজো হয়ে থাকে সেইগুলি সময় মত সারানো না হয়, তাহলে যে টিউবওয়েলটি পাড়ার মধ্যে ভাল আছে, সেইটির উপর চাপ পড়বেই, তখনই পাড়ায় পাড়ায় জলের সঙ্কট দেখা দেয়। কাজেই আমি আবেদন রাখছি যাতে অতি সত্বর জলের সুব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীজওহর সাহা—মাননীর স্পীকার, স্যার আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এই হাউসে পানীয় জলের জন্য যখন সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা হাহাকার উঠেছে এবং ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্য কেশব বাবু সেই সম্পর্কে একটি প্রস্তাবে আলোচনায় অংশ গ্রহণ যে বক্তব্য তুলে ধরেছেন, তাতে মাননীয় স্পীকার স্যার, স্যার, আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে উনার বক্তব্য ছিল সবটাই যদির উপর। অর্থাৎ যদি কেউ টিউবওয়েলগুলির মাথা তুলে না নিয়ে যেত, যদি আরও বেশী পরিমাণ টিউবওয়েল বসানো হত, যদি আরও কিছু বেশী পাইপ বসানো হত ইত্যাদি। অর্থাৎ মোটের উপর এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উনার মত একজন ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্য সরকারের অপদার্থকে ঢাকবার জন্য আজকের যে জল সমস্যা, সেই সমস্যা থেকে আমাদের দৃষ্টিকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র উনি করেছেন।

অর্থাৎ যোটের উপর কথা হল উনি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সরকারের বক্তব্যকে মূল সমস্যা থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য এই সব কথা বলছেন। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ত্রিপুরায় পানীয় জলের সঙ্কটময় মুহূর্তে আমি এমন কতগুলি ঘটনার কথা তুলে ধরতে চাই যার ফলে কেন আজকে ত্রিপুরার প্রান্তে প্রান্তে জলের জন্য এই হাহাকার সেটা আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, টিউবওয়েলের জন্য ফিল্টারের দরকার হয় এবং অন্যান্য জিনিষেরও দরকার পরে সেটা আপনারা অবগত আছেন। আমাদের এই সরকার মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করছেন বলে সব সময় আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে থাকেন। তিনি কালকেও বলেছেন যে দুর্নীতির ব্যাপারে যদি কোন অভিযোগ আসে তাহলে আমরা নিশ্চয় ব্যবস্থা নেব। আমি জানিনা তিনি সেগুলি বিশ্বাস করে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন কিনা। তবু আপনার মাধ্যমে দুই একটি তথ্য তুলে ধরছি। স্যার, আপনারা নিশ্চয় জানেন যে 'জৈন উদ্যোগ' নামে একটা ফার্ম আছে। সেই ফার্মটি সরকারের সঙ্গে যোগসাজসে টিউবওয়েলের যন্ত্রাংশ সরবরাহ করেন—এবং সেই ফার্মটি অত্যন্ত নিম্নমানের জিনিষ সরবরাহ করেন। অথচ সরকারের নিয়ম আছে যে এই সব জিনিষপত্র সরবরাহ করতে হলে ডি, জি. এস এণ্ড ডির সার্টিফিকেট দেওয়ার পরই সেই সব জিনিষ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই 'জৈন উদ্যোগ' ডি জি এস এণ্ড ডির সার্টিফিকেট ছাড়াই হাজার হাজার টাকার জিনিষ সরবরাহ করছেন সরকারী সব নিয়ম কানুনকে উপেক্ষা করে। এবং তার জন্য কোন ব্যবস্থা সরকার থেকে নেওয়াই হচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি শুনলে অবাক হবেন পানীয় জল সরবরাহের দায়িত্বে যে পাবলিক হেলথ ডিভিশান আছে তাদের সঙ্গে যোগসাজস করে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আত্মীয় শ্রীঅজয় চক্রবর্তী লক্ষ লক্ষ সরকারী টাকা এই ভাবে গায়েব করে দিচ্ছে। আমি এই হাউসে এই দুর্নীতির অভিযোগ আপনার মাধ্যমে জানালাম জানি না আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার জন্য তদন্তের ব্যবস্থা নিয়ে ত্রিপুরার গ্রামের এবং পাহাড় অঞ্চলের মানুষের পানীয় জলের জন্য যে হাহাকার তার থেকে তাদের বাঁচাবার কোন স্থায়ী ব্যবস্থা নেবেন কিনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, অমরপুর বি ডি সি, র মিটিংয়ে পানীয় জলের সংকটের কথা উঠেছিল তখন আমার কাছে যে সব তথ্য এসেছে আমি সেগুলি আপনার মাধ্যমে হাউসের গোচরে আনছি—বীরগঞ্জ গাঁওসভার ৫৩টি টিউব ওয়েলের মধ্যে ৪৯টি অচল, বাঙ্গামাটী ৫৫টির মধ্যে ৫০ অচল, রাজকানন্দী ২৩টির মধ্যে ২০টি অচল, দেববাড়ী ১২টির মধ্যে ১০টি অচল, উত্তর চেলাগাঙ্গ ১৮টির মধ্যে ১৬টি অচল, উত্তর একছড়ি ২৩টির মধ্যে ২০টি অচল, রামপুর ২৮টির মধ্যে ২৪টি অচল—এই হচ্ছে অমরপুরের পানীয় জল সরবরাহের চিত্র।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীজওহর সাহা—স্যার, আমাকে আর ৩ মিনিট সময় দিন

মিঃ স্পীকার—সম্ভব নয়, মাননীয় সদস্য আপনি বসে পরুন। (তারপর শ্রীজহর সাহা কিছু বক্তব্য রাখেন, কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় সেই বক্তব্য সভার কার্য্য বিবরনী থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেন)। শ্রীলেনপ্রসাদ মালসাই। (ইন্টারপশান)

শ্রীলেন প্রসাদ মালসাই—আমাদের কাঞ্চনপুর ব্লক অত্যন্ত দুর্গম এলাকা জম্পুই, শাকান এই সব অঞ্চলে পানীয় জলের অত্যন্ত সংকট। এই সব অঞ্চলে বিগত ৩০ বছর বাবদ ত্রিপুরাকে যারা শাসন করেছে তারা এই সব দুর্গম পাহারী অঞ্চলগুলির দিকে কোন দিনই নজর দেয় নাই। সেজন্য এই সব এলাকায় পানীয় জলের অত্যন্ত সঙ্কট। বিশেষ করে কাঞ্চনপুর এলাকায় শুধু যে পানীয় জলের সঙ্কট, তাই নয় গত ৩০ বছর শাসনের ফলে এই সব এলাকার মানুষ অনাহারে মরেছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আরেকটা কথা বলতে চাই যে এই বিরোধী দলের সদস্যরা কি চান না যে ত্রিপুরার মানুষ খেতে পান? ত্রিপুরার মানুষ বেঁচে থাক? তারা দেখছি পানীয় জলের বিরোধীতা করছে, সব কিছুরই বিরোধীতা করছে। জলের যে দরকার আছে এটা কি তারা মনে করেন না? এই বামফ্রন্ট সরকার মানুষের স্বার্থে কাজ করছে। যদিও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করতে এই সরকারের অসুবিধা হচ্ছে। তবুও সীমিত ক্ষমতার মধ্যে এই সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে রেল নাই। রেলের জন্য টাকা চাইলে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে না। এই কেন্দ্রের সরকার ভারতের ৭০ কোটি মানুষের উপর শোষণের রাজত্ব কায়েম করছে। গরীব আরও গরীব হচ্ছে, ধনী আরও ধনী হচ্ছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এই প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে ত্রিপুরার মানুষের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করছে। কাজেই এখানে যে প্রস্তাব এসেছে সেটা আমি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার এবং বসিত আলী পানীয় জলের সংকট সম্পর্কে আলোচনার জন্য যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছেন আমি সেটাকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে গিয়ে যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে নিজের সরকারের দোষ শাক দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করেছেন মাত্র এবং নিজের সরকারের দায়িত্বকে অন্যের ঘারে দোষ চাপিয়ে খালাস পাওয়ার চেষ্টা করছেন। এই বামফ্রন্ট সরকার প্রায়ই বলে থাকে যে কংগ্রেস গত ৩০ বৎসরে যা করতে পারেনি আমরা ৫-৭ বছরে তা করেছি। ওরা কি করছে? যে সমস্ত গাঁওসভাতে কংগ্রেস উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক বেশী সেখানে তারা টিউব-ওয়েল, রিং ওয়েল দিচ্ছে না। আর যে সমস্ত টিউব ওয়েল রিং-ওয়েল দেওয়া হচ্ছে তাও সাইয়েনটিফিক ওয়েতে দেওয়া হচ্ছে না। তারা দেখবে তাদের দলের সমর্থক কোন কনট্রাকটার আছে তাকেই টেণ্ডার দেওয়া হচ্ছে। সেই কনট্রাকটার টীলার উপরে টিউবওয়েল দিলে বলার কিছু নেই। বলে যে টিলার উপর ভাল জল উঠবে। সাইয়েনটিফিক চিন্তাধারাতে টিউবওয়েলগুলি বসালে হয় তো এত দিনে সমস্যার সমাধান হত। ওরা বলছে কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। কিন্তু কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে সেই টাকা দিয়ে কি করা হয়? দলবাজী ছাড়া ওরা কি করছে? পত্রপত্রিকা খোললে আমরা দেখতে পাই পাইপ চুঁরি যাচ্ছে, সিমেন্ট বস্তাকে বস্তা পাচার হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে। তার কোন প্রতিকার এই সরকার করতে পারছে না। ইনকোয়ারী করার কথা বলছে কিন্তু

ইনকোয়ারী কোন রিপোর্ট অমরা দেখছি না। আজকে পাহাড় অঞ্চলে পয়সা দিয়ে এক গল্যাস জল কিনে খেতে হচ্ছে। এমন একটা অবস্থা চলছে উপজাতি এলাকায়। কিন্তু কোন প্রতিকারের চিন্তা এই সরকার করছে না। কাজেই আমি এই বামফ্রন্ট সরকারকে অনুরোধ যে. তারা যে টাকা কেন্দ্র থেকে পাচ্ছে সেই টাকা কাজে লাগানোর জন্য চেষ্টা করুক। পাইপ চুরি এবং সিমেণ্ট কালোবাজারী বন্ধ করা হউক, তা হলেই পানীয় জলের সমস্যা সমাধান হবে। এই অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: স্পীকার—শ্রীমতী গীতা চৌধুরী ।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার এবং বসিত আলী যে পানীয় জলের সংকট সম্পর্কে এখানে প্রস্তাব উথ্থাপন করছেন আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করি। সরকার পক্ষের সদস্যরাও অনুভব করছেন যে এই সরকার পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারে নাই, পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করা দরকার। এই সরকার কালোবাজারী, চোরা কারবারীদের নিয়ে রাজত্ব করছে আর এ' কংগ্রেস আমলের দোষ দিচ্ছে। কংগ্রেস আমলে এই ছিল না সেই ছিল না। ১৯৭৭ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধীর যে ২০ দফা কর্মসূচী ছিল তার মধ্যে এই পানীয় জলের সমস্যার সমাধানের কথাও ছিল। কিন্তু এই বামফ্রণ্ট সরকার পানীর জলের ব্যবস্থা করতে পারে নি। সেচের জলের কথা তো অনেক দূরে। খোয়াই সাবডিভিশনের তেলিয়ামুড়া এলাকায় কতকগুলি অভার ফলো গত বন্যায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেগুলি আজ পর্য্যন্ত ঠিক করা হয় নি। যাদের টাকা আছে তারা নিজেদের পয়সা দিয়ে করেছে। এর ফলে আমরা দেখেছি তেলিয়ামুড়া ব্লকে এবং কল্যাণপুরে আমবাশা এলাকাগুলিতে তীব্র জল সংকট দেখা দিয়েছে এবং নানা রকম রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা যে এই সরকার সামান্য একটা জলের ব্যবস্থা করতে পারছেন না, অথচ কংগ্রেস (আই) তুলনা দিচ্ছেন। বিগত জুনের দাঙ্গার সময় হদ্রা এবং মাছমারায় দুইটা কলোনী হয়েছে, একটা ট্রাইবেল এবং অপরটি বাঙ্গালী কলোনী। ট্রাইবেল কলোনীর জন্য একটা রিং-ওয়েল দেওয়া হয়েছে। পান করার অনুপযুক্ত। আমি অনেক বার এই রিংওয়েলটি সংস্কার বা অলটাটিভ ব্যবস্থানরে করার জন্য দরকার করেছিলেন কিন্তু এই ব্লক থেকে কোন সাহায্যই পাওয়া যায় নি। তারপর বাঙ্গালী কলোনীর জন্য একটি টিউব-ওয়েল দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কতদিন পর্য্যন্ত এর স্থায়িত্ব থাকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বোধহয় এটা জানেন না। যে কোন টিউব ওয়েলই ২।৪ মাসের বেশী স্থায়িত্ব থাকে না। তেলিয়ামুড়া ব্লক থেকে প্রতিদিন প্রচুর লোক এসে বি, ডি, সিতে ধর্না দিচ্ছে যে—আমাদেরকে পার্টস দিন, আমরা টিউবওয়েলটা ঠিক করে নিই। আমি নিজেও এ নিয়ে অনেক দরবার করেছি কিন্তু সুরাহা হয়নি। তারপর আসাম আগরতলা রোডে অবস্থিত হাওয়াই বাড়ীতে চেষ্টা করেছি, তখন যিনি বি, ডি. ও ছিলেন তাকেও বলেছি, তিনি, বলেছেন আগামী মঙ্গলবারদিন আসতে এবং ওভারসীয়ারের সংগে আলোচনা করে তিনি এটা ঠিক করে দেবেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার সেই মঙ্গলবার আসার আগেই সোমবার দিন রাত্রে সেই টিউবওয়েলটা ওধাও হয়ে গেল। যে জল না হলে মানুষের জীবন বাঁচে না, সেই জল

নিয়েই এই সরকার ছিনিমিনি খেলেছেন। স্যার, তুইসিন্দ্রাই বাড়ীতে সরকার পক্ষের প্রধান এবং তুই মেম্বারের বাড়ীতে যথাক্রমে তিনটি টিউবওয়েল আছে। হাওয়াইবাড়ী কংগ্রেস আমলে একটা ডিপ টিউবওয়েল স্যাংশন করা হয়েছিল, কিন্তু সরকার পক্ষের পঞ্চায়েত প্রধান সেই ডিপ-টিউবওয়েলটি তুলে নিয়ে গেল তাংমুন বাজারের পাশে। আজকে পর্যন্ত সেই টিউবওয়েলটি সেখানে এলো না। এবং এটার জন্য আমি অমেকবার এস, ডি, ওর সঙ্গে দেখা করেছি, উনি বলেছেন—ওটা মহারাণীতে গেছে, সেখান থেকে হাওয়াইবাড়ীতে আসবে। কিন্তু বিগত তুই বছরের মধ্যেও সেটা ওখানে গেল না। যে সরকার পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারেনা, আমি মনে করি সেই সরকারের অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিৎ। কংগ্রেস আমলে কি হয়েছে না হয়েছে সেই গাথা গাইছেন, অথচ ত্রিপুরাবাসীর জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারছেন না। স্যার, পানীয় জলের জন্য আজকে সর্বত্রই হাহাকার, তাই অচিরেই জলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সুতরাং পানীয় জল সম্পর্কে যে প্রস্তাব বিরোধী দলের সদস্যরা এবং সরকার পক্ষের সদস্যরা এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীফয়জুর রহমানকে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীফয়জুর রহমান :—মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে পানীয় জল সম্পর্কে যে প্রস্তাবটি হাউসে উপস্থাপন করা হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করছি। আমাদের এই রাজ্য অধিকাংশই টিলাভূমি সুতরাং জল সঙ্কট থাকা অস্বাভাবিক নয়। এই বামফ্রন্ট সরকারে আসার আগে কংগ্রেস আমলে যদি এই ভাবে জল সঙ্কট মোচনের জন্য প্রয়াস চালানো হত তাহলে এই সঙ্কট অনেকাংশে লাঘব হত। আজকে টিউবওয়েল প্রতিটি ব্লকেই দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এটা মেশীনারী পার্টস, সেইহেতু এটা নষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। আমরা চাইছি এই রাজ্যে আরও উন্নত ধরনের মার্ক—২ টিউবওয়েল বসিয়ে পানীয় জলের সঙ্কট দূর করতে এবং তার জন্য রাজ্যে সরকার কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অর্থ বরাদ্দ চেয়েছেন। পানিসাগর ব্লক, পদ্মবিল, জলেবাসা এই সমস্ত দুর্গমাঞ্চলে গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। এতে একদিকে যেমন কৃষকের উন্নতি হচ্ছে, তেমনি কদমতলা ও আসেপাশের গ্রামগুলিতে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের কাজে অগ্রসর হচ্ছে। অপরদিকে পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হয়েছে। এই ওয়াটার সাপ্লাই চালু হলে অনেক লোক উপকৃত হবেন। স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারে আসীন থাকার জন্যই এখানে জল সঙ্কট দেখা দিয়েছে, কিন্তু ত্রিপুরার পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসামেতো কংগ্রেস (আই -এর সরকার, সেখানে তো জল সঙ্কট হওয়ার কথা নয়, সেখানে তো টিলাভূমিও নয়, সবই সমতলভূমি কাছাড়া জেলায় তীব্র জল সঙ্কটের জন্য আমরা দেখেছি প্রতিদিন সকালবেলা সেখানকার মেয়েরা কলসী কাঁখে ত্রিপুরারাজ্যে জল নিতে আসে। জলের জন্যতো আমরা তাদের বাধা দিতে পারি না। কংগ্রেস আমলে চা বাগানগুলিতে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা ছিলনা। পানিয়সাগর এরিয়াতে ৫টি চা বাগান আছে। সেখানে জলের সমস্যা দূর করবার জন্য রিংওয়েল, টিউবওয়েল খনন করা হয়েছে। যে সমস্ত টিউবওয়েলগুলি অকেজো আছে সেগুলি মেরামত করার জন্য প্রতিটি ব্লকেই ম্যাকানিকস আছে।

সেই ম্যাকানিকেরা নষ্ট হওয়া টিববওয়েলগুলি মেরামত করে আসেন, কিন্তু বেশীদিন লাষ্টিং করে না, নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমি মনে করি এই টিউবওয়েলগুলি বাতিল করে দিয়ে মার্ক—২ টিউবওয়েল সারা রাজ্যে ব্যাপক ভাবে বসানো দরকার। তাহলে আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে আর জলের সঙ্কট থাকবেনা বলে আমি মনে করি। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। মাননীয় সদস্য আপনি ৫ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার—মিঃ স্পীকার স্যার, এই রাজ্যে পানীয় জলের সঙ্কট নিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার এবং মাননীয় সদস্য শ্রীবাসিদ আলি যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন আলোচনার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন এটা অত্যন্ত সময়োযোগী এবং বাস্তব হয়েছে। আমি আমি অত্যান্ত দুঃখিত যে সরকারী দলের সদস্য হয়ে এই বিষয়টি কি ভাবে সমাধান হতে পারে সেই দিকে কোন দৃষ্টি না দিয়ে অত্যন্ত অপ্রসঙ্গিক কথা বলছেন যে এই ৩০ বছরে কংগ্রেস (আই) পানীয় জলের জন্য কি করেছেন ? কত টাকা খরচ করছেন ? মাননীয় সদস্যকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, পানীয় জল সরবরাহের জন্য কংগ্রেস (আই) সরকার কত টাকা পেয়েছিলেন, আর এই ৭ বছরে আপনারা কত টাকা পেয়েছেন ? নিশ্চয় তার অনেক গুন পেয়েছেন ? সুতরাং তার যে রেজাল্ট আজকে আমরা পাচ্ছি, আজকে আমরা দেখছি এই জল সংকটের কথা বিধান সভায় আলোচনা হচ্ছে অত্যান্ত জোড়ালো ভাষায়; কি সরকার কি বিরোধী দল সবাই আলোচনা করছেন কিন্তু সমস্যা সমাধানের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন না। এই জল সম্পর্কে আমরা ২টি ভাগে ভাগ করতে পারি, একটা হচ্ছে সমতল আর একটা হচ্ছে পাহাড়ী অঞ্চল। আর একটা জিনিষ আমরা ভাগ করতে পারি বর্ষা সিজন আর ড্রাই সিজন। এই জল সংকট পাহাড়ী অঞ্চলে ড্রাই সিজনে প্রতিটি মানুষ জল পায় না বিশেষ করে পানীয় জল। আমি আমার নিজের নির্বাচিত এলাকা রাধানগর গাঁও সভায় গেলে সেখানকার জনসাধারন বলেন যে. আমরা জল পাইনা বিশেষ করে ড্রাই সিজনে। আমি সরকারের কাছে একটা প্রস্তাব রাখছি যেটা অত্যান্ত বাস্তব বিশেষ দুর্গম অঞ্চলে পাহাড় খুব উচু এবং এটা সত্য কথা সেখানে টিউব ওয়েল, রিংওয়েল ড্রাই সিজনে জল নিস্কাসিত হয় না, প্রাকৃতিক কারনে এটা হয়। এটা কংগ্রেস (আই) বা বামফ্রন্ট সরকারকে দায়ী করে লাভ নেই, কারণ প্রাকৃতিক কারনেই সেটা হচ্ছে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন, আমি মনে করি বিশেষ করে এই ড্রাই সিজনে আগরতলা শহরের মতো টাইম করে জল দিলে ভাল হবে, টাইম করে মেকানিক্যাল সেখানে জল পৌছে দেবার চেষ্টা করুন এবং আমার মনে হয় এটা সম্ভব হতে পারে। আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সামনে এই সমস্যাটা তুলে ধরতে চাই এবং এই ভাবে সমাধান করতে পারবেন কি না অন্ততঃ ড্রাই সিজনে এবং গাড়ী করে প্রতিটি ব্লকে এই ভাবে পৌছে দেওয়া যায় কিনা সেটা দেখবেন। এই আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল। আপনি ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে পানীয় জলের সমস্যা সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা যে প্রস্তাব এনেছেন সে জন্য তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৭৮ সাল থেকে বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছেন এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন দলে যারা আছেন উনারাইতো বি, ডি, সির চেয়ারম্যান, আপনারা বলুনতো যে সমস্ত এলাকায় বিরোধী দলের পঞ্চায়েত আছে, গাঁও পঞ্চায়েত আছে তাদের প্রস্তাব অনুসারে আপনারা বি,ডি, সি থেকে কয়টা রিং-ওয়েল দিয়েছেন, কয়টা টিউবওয়েল দিয়েছেন ? পানীয় জলের সমস্যা কি এই ভাবে সমাধান হবে ? যতক্ষন পর্য্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার উন্নয়নমূলক কাজে বৈষম্য আচরন করবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন এলাকার উন্নতি সাধন হবে না। মিঃ স্পীকার স্যার, কমলপুর সাবডিভিশনে আমবাসা, ডলুবাড়ী সেখানে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নেই, কিছু হয়েছে তাতে জনসাধারণে জল সংকট সংকুলান করা যাচ্ছে না।

শুধু তাই নয়, কৈলাশহর সাব ডিভিশানে প্রপার আসাম আগরতলা রোডে মনু স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ওয়াটার সাপ্লাই নাই। এই হসপিট্যাল-এ অনেক দূর থেকে জল নিতে হয় কুয়া থেকে জল নিতে হয়। ওয়াটার সাপ্লাই দিলে কি হত ? সেখানে গ্রামাঞ্চলের কথা ত ছেড়েই দিলাম। আসাম-আগরতলা রোডের উপর এই ৭ বৎসর প্রতি বৎসরেই বলেন এই হসপিট্যাল জল দিতে পারেন'ন। আর জম্পুই পাহাড়ের কথা ত বলেই লাভ নেই। ৭৮ সনে জম্পুই পাহাড়ে কংগ্রেস সরকার ওয়াটার সাপ্লাই দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেটা আর হলনা। পাইপ দেওয়া হয়েছিল সেগুলি যে কোথায় কেউ জানেনা। পাহাড়ের নীচে থেকে জল নিতে হয়। সেখানে বহু কর্মচারী রয়েছেন। সেখানে পুলিশ দপ্তরের কর্মচারী রয়েছেন, রেভেনিউ দপ্তরের কর্মচারী রয়েছেন। এই যে বৈষম্যমূলক আচরন সেটা দূর না হলে পরে কাজ করা কোনদিনও সম্ভব হবেনা। জম্পুই পাহাড়ের লোকেরা কাঞ্চনপুর থেকে গাড়ী করে জল নিয়ে যায়। আপনারা জিজ্ঞাসা করুন বি, ডি সির চেয়ারম্যানকে। আমার নির্বাচন কেন্দ্র নেপালটিলা বাজারের সময় পানীয় জল পাচ্ছেনা। শুধু তাই নয় ধুমাছড়া, ল্যাংছড়াতে পানীয় জলের অভাব। কাজেই আমি অনুরোধ করব ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টকে নিজের চরকায় তেল না দিয়ে অপরের চরকায় তেল দেবার চেষ্টা করবেন না। প্রথমে নিজের চরকায় তেল দিন। তাহলে সমস্যার সমাধান হবে। কেবল সমস্যা, সমস্যা, আর সমস্যা। সমস্যা সমাধানের কোন রাস্তা নেই। বি, ডি, সির চেয়ারম্যান ত আপনারাই। একটা টিউব ওয়েল, একটা রিং-ওয়েল দিয়েছেন ? আপনারা নিজেরাই চিন্তা করুন। এই ভাবে কি পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হবে ? কোনদিনও হবে না। আজকে যে আলোচনা আনা হয়েছে সেটা ধন্যবাদসূচক এবং যতক্ষন পর্য্যন্ত এই বৈষম্যমূলক নীতি বা চরিত্র বামফ্রন্ট প্রত্যাখান না করেন, ততক্ষন পর্য্যন্ত আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জলের সঙ্কটের সমস্যার সমাধান হবে না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ। আপনি ৫ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ শেষ করবেন।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য কেশব বাবু এবং আমাদের মাননীয় সদস্য বাসীত আলী সাহেব যে জলের সঙ্কট সম্পর্কে প্রস্তাব এনেছেন সত্যি এইটা গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার। আমি বুঝতে পারছিনা যে, আজকে যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসী সরকার, সেই সরকারের মাননীয় সদস্যগণও আজকে তারাও সমালোচনা করছেন ত্রিপুরা রাজ্যে জলের সঙ্কট সম্পর্কে। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায় যে, আজকে বিগত ৭ বৎসরে আমাদের কেন্দ্রিয় সরকার এই রাজ্য সরকারের হাতে কত অর্থ দিয়েছেন ত্রিপুরার জলের সঙ্কট সমাধানের জন্য। তাই আমি বলতে পারি যে আজকে বামফ্রট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে যতগুলি টিউবওয়েল, রিংওয়েল দিয়েছেন তার একটির জলও খাবারের যোগ্য নয়। কারন আমাদের মাননীয় মন্ত্রীই বলেছেন যে তাঁরা ভাল পাইপ পাচ্ছেন না। আমার মনে হয় যে এগুলি আনার সময় তাদের পার্টি লেবেলে তাদের নিজস্ব কণ্ট্রাক্টারকে দেওয়া হয়। আমি বলতে চাই যে এই টাকাটা থেকে আপনাদের ক্যাডারকে কত টাকা দেওয়া হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যেখানে কণ্ট্রাক্টারকে দেওয়া হয় এবং বি, ডি, সির সিদ্ধান্ত নিয়ে দেওয়া হয়, সেই কণ্ট্রাক্টাররা সবাই বামফ্রণ্ট সমর্থিত। বামফ্রণ্ট সমর্থিত কণ্ট্রাক্টারকে এই টাকা দেওয়া হয়। তাদের যেভাবে সুযোগ দেওয়া হইতেছে তার দরুণই আজকে এই অবস্থা জলের অপর নাম জীবন। আজকে ২২ লক্ষ লোকের জীবনকে নিয়ে ওরা খেলছে আজকে গ্রামেগঞ্জে মানুষ অনাহারে ভুগছে অন্যদিকে জলের সঙ্কটে ভুগছে। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব তিনি যেন গ্রামেগঞ্জে গিয়ে একটু দৃষ্টি দেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কিছুদিন আগে আমার গোপালনগর ডিসপেনসারীতে গিয়েছিলাম, সেখানে আমাকে ডাক্তারবাবু বললেন যে পাশেই একটা ছড়া আছে সেই ছড়া থেকে জল এনে রোগীদে ঔষধ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি এই হাউসে জোর গলায় বলতে পারি যে, এই অঞ্চলে কোন টিউবওয়েল আছে কিনা তা তদন্ত করে দেখা হোক আমি বি, ডি, সি, মিটিং-এ বলেছিলাম এখন যে একটা জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে তারজন্য গুরুত্ব দিতে হবে, তা যাতে অতি সত্বর কার্যকরী হয়, তার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। বামফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমার এরিয়াতে যে টিউবওয়েলগুলি বসানো হয়েছে সেগুলির একটাতেও জল নেই। বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর তারা বলেন যে তারা নাকি অনেক কিছু করেছেন তারা করতে পারেন না এমন কিছু নেই। আজকে মানুষের গ্রামেগঞ্জে জলের অভাবে ভুগছে, অন্যদিকে খাদ্যের সঙ্কটে ভুগছে, এই জলের জন্য মানুষের নানা রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। এই জলের জন্য মানুষের নানা রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। আমি জানি যে, উনারা যে কনট্রাক্টারকে দিয়ে এই কাজ করাচ্ছেন। তারা যে রিংওয়েল, টিউবওয়েল দিচ্ছে সেগুলি সব অকেজো। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে রাজ্য সরকারের হাতে এই ব্যাপারে অনেক টাকা এসেছে। তাই আজকে মাননীয় সদস্যরা যে জলের সঙ্কটের ব্যাপারে আলোচনা এনেছেন তারজন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীযাদব মজুমদার।

শ্রীযাদব মজুমদার– মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার এবং বিরোধী দলের সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন তার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই এই কারনে যে, এইটা সত্যি কথা যে আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে জলের সঙ্কট। এই জলাভাবের জন্য অনেক সময়ে দেখা যায় ডোবর জল, ময়লার জল পান করে নানা রকমের রোগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই সমস্যাটা আজকের নয়। আমার মনে হয় যারা ত্রিপুরায় জন্মগ্রহণ করেছেন এইটা পরিস্কায় বুঝতে পারবেন। এই সমস্যা অনেক দিনের। আমার বলার সময় অনেক কম। তাই অনেক কিছু বলতে পারব না। আজকে একটা দেশ স্বাধীন হওয়ার ৩৭ বৎসর পরে আমরা হয়ত ৭ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছি, ৮ম বৎসরে কাজ করতে চলেছি, তার আগের চিত্রটা কি ছিল? জলের অভাবে আগেও ছিল এখনও আছে প্রচুর তা ত্রিপুরার প্রত্যেকটা নাগরিকই স্বীকার করবে। সমস্যায় সমাধানের পথ আগে নেওয়া হয়েছিল কি? সমস্যাটা সব জায়গায় না। এমন কতগুলি জায়গায় আছে, যে টিউবওয়েল বসানোর পর জলের যে আবরণ সেটা জমে নিয়ে ফিল্টারটা নষ্ট হয়ে যায়।

(গণ্ডগোল)

শুনুন মশাই, আপনাদের কথা শুনেছি। এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আমাকে বলতে দিন। গত ৭ বৎসর ধরে অনেক প্রশ্ন এসেছে, মন্ত্রী মহোদয়রা উত্তর দিয়েছে। এইটা সমালোচনার বিষয়বস্তু না ৫ মিনিট্ সময়ের মধ্যে আমাকে শেষ করতে হবে।

আজকে এইট একটা সমস্যার প্রশ্ন মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার যে কথা বলেছেন সেটা শুনতে খুব ভাল লেগেছে, কিন্তু তার সলিউশানটা কি সেটা তিনি বলেন নি। ওয়াটার সাপ্লাই অনেক জায়গায় দেওয়া হয়েছে এবং তারপর দেখা গেছে একদল দুষ্কৃতকারী জলের পাইপটাকে ফুটো করে দেয়, এই রকম নানা ভাবে সেটাকে অকেজো করে দেয়। কাজেই সকলে মিলে যদি এই সমস্ত অকল্যাণমূলক কাজগুলি বন্ধ করার জন্য তাদেরকে বুঝিয়ে সুজিয়ে পথে আনতে না পারেন তাহলে কিছুই করতে পারবেন না। শুধু তাই নয় তারা ডিপ টিউবওয়েল পর্য্যন্ত নষ্ট করে দেয়। কাজেই সমস্যা এখানে অনেক, আজকে স্বাধীনতার প্রায় ৩৭ বছর পরেও ভারতবর্ষের এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে এক বালতি জল দুই চার পাঁচ টাকায় বিক্রি হয় কাবেই সমস্যার সমাধান কল্লে প্রত্যেকেই উদ্যোগ নিতে হবে এবং তারজন্য চেষ্টা করতে হবে। এই ব্যাপারে এই সরকার আপ্রাণ চেস্টা করছেন এবং আমি আশা করব এর জন্য আপনারা সকলে মিলে চেষ্টা করবেন যাতে করে এই সমস্যার সমাধান তাড়াতাড়ি করা হয় এবং তারজন্য আমি অনুরোধ রাখব এই কথা বলে এবং প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার –মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রীদীনেশ দেববর্মা।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই পানীয় জল সম্পর্কীত ব্যাপারে কালকে প্রশ্ন যখন এখানে আনা হয়েছিল এবং তার জবাবে আমি ও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমরা এইটা স্বীকার করছি যে টিউবওয়েল, রিংওয়েল কোন কোন সময় নষ্ট হয়ে যায়, আবার সেটা মেরামতের কাজ চলে। কারণ এইটা যন্ত্রের ব্যাপার, কোন যন্ত্রাংশ কখন কোথায় নষ্ট হয়ে যায় সেটা বলা মুশকিল, তবু যেভাবে একটানা ছয় সাত মাস খরা পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবে মাটির নীচে

যেটা নাকি এই সময় অনেক নীচে নেমে যায়, যার ফলে টিউবওয়েলের যে কেপাসিটি তাতে অনেক সময় জল সহজে উঠেনা, সেই জলকে আমরা সরবরাহ করতে পেরেছি। তাতে এখানে বিরোধী দলের সদস্যরা যেভাবে এখানে বক্তব্য রেখেছেন তাতে এই সমস্যাকে বিকৃত করা হয়েছে, কিন্তু সমস্যার সমাধানের কোন প্রস্তাব নাই, তার মানে হাউসের মধ্যে শুধুমাত্র বলার খাতিরেই তারা এইটা বলেছেন বিভ্রান্ত করার জন্য। কারণ জম্পুই পাহাড় থেকে সাব্রুম পর্যন্ত এই বিস্তৃর্ণ এলাকার মধ্যে আমরা যে সমস্ত ওয়াটার ফোর্স তৈরী করেছি সেটা সম্পর্কে একজন বিধায়ক বলেছেন যে জম্পুই পাহাড়ে কংগ্রেস আমলে না কি একটা পাইপ ওওয়াটার সাপ্লাই স্কীম ছিল, অথচ সেখানে রেল ওয়াটার কানেকশান করে কিভাবে যে আমরা এই উচু পাহাড়ের মানুষদের জল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি সেটা ওনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেন নি। সেখানে নদী যেমন দূরে তার নীচে পাথব থাকার জন্য কোন মতেই সেখানে রিংওয়েল বা টিউবওয়েল বা ওয়াটার সোর্স সম্ভব নয়। এই অবস্থায় আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে ওয়াটার সোর্স সৃষ্টি করার চেস্টা করছি। এবং পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম যেটা এখানে আছে তাতে বর্তমানে মাল্টি টিউবওরেল অনেক ক্ষমতা সম্পন্ন টিউবওয়েল এই টিউবওয়েলকে মাটির অনেক নীচে ডোবানো যায় যতক্ষণ পর্যন্ত না মাটির মাটির লেয়ার না যায়। কিন্তু একটা অসুবিধা হল যে, প্রতিটি প্ল্যানিক ডিসকাসানের সময় কেন্দ্রের নির্দেশ আসে এবং সেই নির্দেশ আমাদেরকে পালন করতে হয়, কারণ প্ল্যানিং ডিসকাশনের মধ্যে বলা হয় যে রিং-ওয়েল নূতন করে করা যাবে না, কারণ এইটা আন-সাইটিফিক তার মানে নূতন করে করার জন্য বা আগেরটাকে সংস্কারের জন্য কেন্দ্র কোন টাকা দিচ্ছে না। দ্বিতীয়ত টিউব-ওয়েল করার) আমাদের যে স্কীমগুলির মধ্যে থিংকিন অফ টিউব ওয়েল করার কিছু প্রভিশান অছেে, কিন্তু রিক্ল্যাসমেন্ট করার কোন প্রভিশান নাই। যেটা আমাদের রাজ্য সরকারের চিন্তার কথা কোন কোন জায়গাতে আমরা এইগুলি করিয়া থাকি। কাজেই এই যে হাজার হাজার টিউব-ওয়েল মেনটেনেনসের মধ্যে রাখতে গেলে অনেক সময় লাগে কারণ একদিক যেমন আমাদের কিছু মেকানিকসের অভাব আছে, তার জন্য সরকারীভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে আমার মিটিং করে এইটা সিদ্ধান্ত করেছি যে প্রতিটি ব্লকের মধ্যে কয়েকজন সিলেকটেড পারসনকে এই সম্পর্কে শিক্ষা দেব যাতে গ্রামের এই সমস্ত টিউব-ওয়েল -গুলি সচল অবস্থার মধ্যে রাখা যেতে পারে এবং তার পরিবর্তে তাদেরকে কিছু আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং কোন কোন জায়গায় আমরা তা শুরুও করেছি। কাজেই মাননীয় সদস্যরা যে ভাবে এখানে কথা বলছেন তাতে মনে হয় বি, ডি, সি, সম্পর্কে তারা কিছুই জানেন না। অথচ ওনারা সবাই বি, ডি, সির মেম্বার, বি, ডি, সিতে এই রাজ্য সরকার কোন পর্য্যায়ে কতটা কি দেবে সেটাতো ঐ ব্লকে যারা বি, ডি, সির মেম্বার তারাই ঠিক করে থাকেন। কাজেই এখানে প্রশ্ন উঠেছে যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়, এইটা অত্যান্ত অযুক্তির কথা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কোনটা কংগ্রেসী পঞ্চায়েত, কোনটা টি, ইউ, জে, এস, পঞ্চায়েত, কোনটা সি, পি, এম পঞ্চায়েত এই হিসাব করে বিলি বণ্টন করা হয় না। বরং এইটা ওনারা নিজেরাই ঠিক করে থাকেন, কাজেই যদি বৈষম্যমূলক কিছু হয়ে

থাকে তা হলে তার জন্য ওনারাই দায়ী এবং তার জন্য এই রাজ্য সরকার দোষী হতে পারেন না। আসলে এইটা হচ্ছে শুধুমাত্র বলার খাতিরে বলা যে, এখানে ফেডারেলিজম চলছে, তা এই সমস্ত কথা বলে গ্রামের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জায়গা নয়।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা এই সমস্ত কথা শুনতে চাই না।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :—নিশ্চয়ই, আমি এই তথ্য পরিবেশন করতে পারি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—আপনি শুনতে না চাইলে হবে না কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :— স্যার, আমরা শুনতে চাইছি, যারা জল পায় না তারা কি ভাবে জল পাবে তার ব্যবস্থা তিনি কতটুকু করতে পারবেন বা পেরেছেন।

মিঃ স্পীকার :— তিনি পানীয় জলের সেই সংকট সম্পর্কেই বলছেন।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :— কাজেই পানীয় জল যাতে আরও তাড়াতাড়ি জনগণ পেতে পারে তার জন্য আমরা নলকূপ খনন, পাকা কুয়া খনন, পাইপ ওয়াটার সাপ্লাইটাকে আরও জোরদার করে এই সব পাহাড় এলাকায় তীমার জল সরবরাহ করার মাধ্যমে সেখানে যাতে জলের সমস্ত ব্যবস্থা করা যেতে পারে, এমন কি ইদানিংকালে প্রতিটি বি, ডি, ওকে আমরা জরুরী খবর পাঠিয়েছি যাতে সেখানে যেখানে প্রয়োজন আছে সেখানে কাচা কুয়া করে হলেও জরুরী ভিত্তিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারেন তার জন্য আমরা বি, ডি, সিদের বলে দিয়েছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে ভাবে নাম্বার টিউবওয়েল আমরা করেছি তার জন্য আমরা এই কথা বলছি যে, যাতে মেকানিকস্ দিয়ে এইটাকে আপাতত সচল করানো যায় তার জন্য আমরা ব্যবস্থা করেছি।

(গণ্ডগোল)

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, হাউসের ম্যোনটেলিটি নষ্ট করে দিয়েছে, এইটাকে বাজারে পরিনত করেছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী অপনার সময় শেষ, কাজেই আপনার বক্তব্য শেষ করতে আর কতক্ষণ সময় লাগতে পারে।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :— আরও ৫ মিনিট সময় লাগবে স্যার।

মিঃ স্পীকার :— তাহলে আমরা ৫ মিনিট সময় বাড়িয়ে দিচ্ছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, একজন মিনিষ্টার ইনচার্জ কথা বলছে তার কথা শুনবে না, এখানে কি আমাদের কথা বলার অধিকার নাই ? এখানে কি আমরা বিরোধী দলের গালাগাল ও বস্তাপচা কথা শুনবার জন্য এসেছি ? মিনিষ্টার ইনচার্জকে জবাব দিতে দেবেন না এইটা কোন দেশের পার্লামেন্টরী প্র্যাকটিস আমি শুনতে চাইছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যরা একটু সংযত হয়ে থাকুন যাতে সবাই তার বক্তব্যটা রাখতে পারেন।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— যেভাবে সমতল জায়গাগুলিতে আগে ১৩ পার্সেন্ট ওয়াটার সাপ্লাই করা যায়নি বর্তমানে সেখানে ১৫ পার্সেন্ট কভার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যেখানে আগে ছিল ৯টি সেখানে আমরা করেছি ১৭টি। ৩০ বছরের সহিত যদি বামফ্রন্টের ৭ বছরের তুলনা করা হয় তাহলে দেখবেন কি উন্নতি হয়েছে। মাননীর স্পীকার স্যার, আপনার

মাধ্যমে আমি এই কথাগুলি বলতে চাই যে, বামফ্রন্ট সরকার বিরোধীদের চাইতে অনেক বেশী ওয়াকিবহাল। বিরোধীদলের সদস্যরা যে চিন্তা করেন না তার চাইতে অনেক বেশী করা হয় বলেই এই সরকার এসব করছেন। সিংকিং রি-সিংকিং প্রভৃতির জন্য যে টাকার দরকার সে টাকা কেন্দ্র থেকে পাওয়া যায় না। ৩ মাস আগে থেকে রিক্যুইজিশান দেওয়া হয়েছিল যাতে আমাদেরকে পাইপ সাপ্লাই করা হয় কিন্তু সময় মত পাওয়া যাচ্ছে না। তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের সরকারের চেষ্টায় এবং জনসাধারণের চেষ্টায় যেসব পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে সেগুলি আরও কিভাবে বেশী করে ব্যবহার করা যায় তার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। আজকে পাহাড়ী অঞ্চলে রিং-ওয়েল করতে দিচ্ছেনা। রিংওয়েল করতে গেলে খুন করা হয়। সেখানে আমাদের অফিসাররা কর্মচারীরা যেতে পারেন না. আবার গেলে ফিরে আসতে পারেন না। তাই আমি বিরোধীদলের কাছে আবেদন করে বলতে চাই আপনারা যে খুনের উস্কানীমূলক কথা বলেন সেটা বন্ধ করুণ এবং ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যায় তারজন্য যার যার লোকদের নির্দেশ দেবেন। এই কথ বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

মি স্পীকার :— আলোচনা আজকের মত শেষ হল। আমি এখন একটি ইনফরমেশন মাননীয় সদস্যদের দিতে চাই· After consultation with the Leader of the House, I have decided that the incident of killing of 4 persons and missing of of 3 persons at Swetrai of Kamalpur Sub-Division will be taken up for half-an-hour discussion before the private members business i e after the completion of the Government business, total duration of such discussion will be 30 minutes. এই সভা ২২শে মার্চ বেলা ১১টা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE 'A'

Starred Question No. 2

Name of M.L. A—Sri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার দুর্গম অঞ্চল জম্পুইহিল, দামছড়া ও খেদাছড়ায় টেলিফোন ব্যবস্থা চালু করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ করেছেন কি না. এবং

২। করা হয়ে থাকলে এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব রাজ্য সরকারের জানা আছে কি ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী।

১। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে ত্রিপুরার সর্বস্তরে টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি কল্পে পরিবহন দপ্তরের ২৭-২-৮৫ তারিখের পত্রনং এফ, ১৬ (৩)-ট্রেন্স/৮৪ দ্বারা যোগাযোগ করা হইয়াছে।

ইহা ব্যতিত ও ডাইরেক্টর টেলিকমিউনিকেশন, এন. ই, সার্কেল-এর সাথে অম্পুই ব্যতিত দাম ছড়া ও খেদাছড়া এলাকায় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করার জন্য পরিবহন দপ্তরের ২২-১০-৮২ ইং তারিখের পত্র নং এফ, ১৬(৩)-ট্রেন্স।৮১ এর মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠানো হইয়াছে।

১। অদ্যাবধি কেন্দ্রীয় সরকার এবং ডাইরেক্টর, টেলিকমিউনি-কমিউনিকেশন, এবং এন, ই সার্কেল হইতে আমাদের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই।

Admitted Question Starred No. 4

Name of the Member :— Shri Subodh Chandra Das,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Information Cultural Affairs Tourism Department be pleased to state—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা সরকার বিলোনীয়া ও ধর্মনগরে আকাশবাণীর ২টি কেন্দ্র খোলার জন্য ১৯৮২ ইং সনে থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন এবং	১। হ্যাঁ, তবে কৈলাশহর ও বিলোনীয়া, ধর্মনগর নহে।
২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব জানা আছে কি ?	২। বিগত (৬ই জুলাই ১৯৮৩ ইং) সপ্তদশ তথ্য মন্ত্রীদের বৈঠকে শহরে ও বিলোনীয়ায় রেডিও ষ্টেশন খোলার দাবীটা রূপায়নের জন্য গৃহীত হয়।

Admitted starred Question No. 28

Name of the Member :— Sri Tarini mohan Sinha,

Will the Hon'ble Minister n-charge of the Information Cultural affairs & Tourism Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন	উত্তর
১। আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র হইতে বর্তমানে কয়টি ভাষায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচারিত হয়ে থাকে রাজ্য সরকার তা অবগতি আছেন কিনা ?	হ্যাঁ।
২। বর্তমানে যে যে ভাষায় তা প্রচার করা হয়ে থাকে তার বাইরে ত্রিপুরার অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় ঐ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচার করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠানোর বিষয়ে বিবেচনা করছেন কিনা ?	হ্যাঁ।

৩। যদি বিবেচনা করে থাকেন তবে সেই প্রস্তাবে কোন কোন আঞ্চলিক ভাষা অন্তভূক্ত থাকবে। বর্তমানে মণিপুরি সম্প্রদায়ের বিষ্ণুপ্রিয়া ও মৈতেয়ী ভাষা।

Admitted Starred Question No. 48

Name of the Member ;— Shri Makhanlal Chakroborty, MLA.

Will be Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue, Department be pleased to state—

১। রাজ্যের বর্তমানে পুনর্জরীপের কাজ কবে পর্য্যন্ত সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায় ;

২। ১৯৮৫ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কোন কোন মহকুমায় জরীপের কাজ শেষ হয়েছে এবং কোন কোন মহকুমায় জরীপের কাজ চলিতেছে ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Revenue Department :— Revenue Minister.

১। সপ্তম যোজনার সময় সীমার মধ্যে পুর্ণজরীপের কাজ সম্পন্ন করা যাবে বলে আশা করা যায়।

২। কোন মহকুমায়ই জরীপের কাজ শেষ হয় নাই। বর্তমানে অমরপুর ও সাব্রুম ছাড়া সব মহকুমায়ই জরীপের কাজ চলিতেছে।

Admitted Starred Question No. 83

Name of M. L. A. :— Shri Rasik Lal Roy,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া-আগরতলা রাস্তায় আরো বাসগাড়ী চলাচলের জন্য নূতন বাসগাড়ীর পারমিট দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। উক্ত রাস্তায় নূতন গাড়ী চালানোর জন্য কোন আবেদন সরকারের নিকট কেউ করছেন কিনা ?

৩। যদি করে থাকেন তবে তদানুযায়ী পারমিট দেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী।

১। সোনামুড়া-আগরতলা রাস্তায় আপাততঃ নূতন বাসগাড়ীর পারমিট দেওয়ার পরিকল্পনা নাই।

২। Motor Vehicles Act. এর ৪৭ নং ধারা অনুযায়ী কোন দরখাস্ত আহবান করা হয় নাই।

৩। ১নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Question No. 130. (Starred)

Name of the Member—Gita Choudhry, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Information, Cultural Affairs & Turism Department be pleased to state—

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যে বামফ্রন্ট ৭ম বর্ষ পূর্তি উৎসব উদযাপনে রাজ্য সরকার কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?	১। বামফ্রন্ট সরকারের ৭ম বর্ষ পূর্তি উৎসব উদযাপনে রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর থেকে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

Admitted Question No. 132

Name of M. L. A.—Smti Gita Choudhury.

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। আগরতলায় ২নং, ৬নং এবং ১০নং বাস রুটে যাত্রী পরিবহনে বর্তমানে দৈনিক গড়ে কয়টি টাউন বাস যাতায়াত করে তার সংখ্যা ;

২। উক্ত রুটগুলিতে যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য বাসের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি না ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী—পরিবহন মন্ত্রী।

১। টি, আর, টি, সি-এর গাড়ীর স্বল্পতার দরুন ২নং রুটে দৈনিক মাত্র ১টি বাস চলাচল করে।

১০নং ও ৬নং রুটে ব্রীজ খারাপ থাকার দরুন এই দুইটি রুটে সাময়িক ভাবে বাস চলাচল বন্ধ আছে।

২। ২নং রুটে বাসের সংখ্যা বাড়ানো হইবে।

১০নং রুটে বাসের সংখ্যা বাড়াইবার সম্ভাবনা নাই কারন এই রুটটি বাস চালকদের মতে লাভজনক নয়।

বে-সরকারী বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ৬নং রুটে বাসের সংখ্যা বাড়ানো হইবে।

Admitted starred Question No 204

Name of the Member—Shri Samar Choudhury, M. L. A

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Revenue Department be pleased to State—

১। কৃষকদের জমির মালিকানা রেকর্ড আপডেটিং করে সুনির্দিষ্ট সীমানা ও ঠিকানা সহ পাট্টা পাশ বই বণ্টনের সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করার অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে।

ANSWER

Minister In-charge of the Revenue Dpartment : Revenue Minister

১। বর্ত্তমানে ৮টি মহকুমায় রেকর্ড আপডেটিং-এর কাজ চলিতেছে। যে মহকুমায় কাজ শেষ হইবে সেখানেই পাট্টা পাশ বই প্রথা চালু করার ব্যবস্থা করা হইবে।

Admitted Starred Question No. 222.

Name of M L. A. :— Sri Rabindra DebBarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সরকারী ও বেসরকারী ও বেসরকারী বাসের ভাঁড়ার হার বৃদ্ধি করা হচ্ছে ?

২। সত্য হলে বৃদ্ধি ভাড়ার হার কত এবং

৩। ভাড়া বৃদ্ধি করার কারণ কি ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—পরিবহন মন্ত্রী।

১। হ্যাঁ, গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ ইং তারিখে ত্রিপুরা সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং এফ, ২৮(১) ট্রেন্স | ৮০ তাং ১৩।২।৮৫ ইং ১লা এপ্রিল হইতে ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়া আপত্তি দর্শাইবার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হইয়াছে।

২। দূরপাল্লার গাড়ীতে এক পয়সা করিয়া জনপ্রতি, প্রতি কিলোমিটারে এবং পাচ পয়সা করিয়া টাউনবাসের ভাড়া জনপ্রতি প্রতি ষ্টেজে বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৩। তেল, টায়ার ও গাড়ীর বিভিন্ন যন্ত্রাংশের মূল্য পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধি এবং কর্মচারিদের বর্দ্ধিত হারে বেতন দেওয়ার জন্য বাস পরিচালনার খরচ বিভিন্ন খাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে, এই সমস্ত কারণে বাস ভাড়া বৃদ্ধি অনিবার্য্য হইয়া পরিয়াছে।

Admitted Starred Questton No. 245

Name of the Member :— Shri Dhirendra Debnath, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Depaitmen be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্ত্তমানে সেটেলমেণ্ট ডিপারমেণ্টে কতজন ডি, আর, ডব্লিও কর্মচারী আছেন তার সংখ্যা ;

২। কি কি যোগ্যতার উপর ভিত্তি করিয়া ডি, আর, ডব্লিউ কর্ম্মচারীদের প্রমোশন দেওয়া হয় ;

৩। ১৯৭৮ ইং হইতে ১৯৮৪ ইং পর্য্যন্ত কতজন ডি, আর, ডব্লিউ কর্মচারীদের প্রমোশন দেওয়া হয়েছে।

৪। ডি, আর, ডব্লিউদের স্থায়ী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;

৫। ডি, আর, ডাব্লওদের স্থায়ী করার যদি পরিকল্পনা থেকে থাকে তবে কবে নগাদ সেই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হবে ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Revenue Department Revenue Minister.

১। ৩৮০ জন।

২। ডি, অরে, ডব্লিউরা নিয়মিত কর্মচারী নহেন। তাই তাদের কোন প্রমোশনের প্রশ্ন উঠে না। তবে ৩য় ৪র্থ শ্রেণীর নিয়মিত পদ পূরণের সময় ডি. আর, ডব্লিউরা যদি উক্ত নিয়মিত পদের জন্য নির্দ্ধারিত যোগ্যতা সম্পন্ন হয় সেই ক্ষেত্রে তাদের সিনিয়রিটি ভিত্তেতে নিয়োগ করা হয়।

৩। ১৯৭৮ ইং হইতে ১৯৮৪ ইং পর্য্যন্ত ১১৯ জনকে নিয়মিত পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

৪। না। তবে নিয়মিত পদ খালি হইলে যোগ্যতা ও সিনিয়রিটি অনুসারে তাহাদের বিষয় বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

Admitted Starred Question—246

Name of Member—Shr' Dhirendra Deb Nath.

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Sch Castes Welfare Depart ment be pleased to St ıte—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা রাজ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ের লোককে ব্যাকওয়াড ক্লাশ হিসাবে গণ্য করা হয়;	১। ত্রিপুরা রাজ্যে কোন সম্প্রদায়কেই ব্যাকওয়াড ক্লাশ হিসাবে গণ্য করা হয় ন।
২। ব্যাকওয়াড ক্লাশ হিসাবে দেবনাথ সম্প্রদায় কত কাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে সুযোগ সুবিধা পেয়েছিল;	২। ১৯৫৭ সাল থেকে কেবল মাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে নাথ সম্প্রদায় কিছু সুযোগ সুবিধা পেয়ে আসছিল। ১-৪-৭৮ থেকে আর্থিক দিক থেকে দুর্ব্বলতার ভিত্তিতে সকল সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এ সব সুযোগ সম্প্রসারিত করা হয়েছে।
৩। বর্ত্তমানে দেবনাথ সম্প্রদায়কে ব্যাকওয়াড ক্লাশ হিসাবে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;	৩। না।
৪। বর্ত্তমানে দেবনাথ সম্প্রদায়কে কোন ক্লাশ হিসাবে গণ্য করা হয়?	৪। সাধারণ সম্প্রদায় হিসাবে গণ্য করা হব।

Admitted Question No—257. (Starred)

Name of the member :— Sri Diba Charan Hrangkhal, MLA,

প্রশ্ন	উত্তর
১। হালাম এবং কুকী সম্প্রদায়ের ভাষায় আকাশবাণীর আগরতলা কেন্দ্র মারফত সংগীত প্রচারের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন প্রস্তাব পাঠানোর বিষয়ে বিবেচনা করবেন কিনা?	১। হালাম এবং কুকী সম্প্রদায়ের ভাষায় আকাশবাণীর আগরতল কেন্দ্র মারফত সংগীত প্রচারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠানোর বিষয়টি রাজ্য সরকার বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

২। যদি রাজ্য সরকার তা বিবেচনা না করে থাকেন তবে তার কারণ ?	২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 273

Name of Member : Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Sch. Castes welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। তপশীলি জাতি উন্নয়ন কর্পোরেশনের মাধ্যমে ১৯৮৩-৮৪ ইং সনে ত্রিপুরা রাজ্যে তপশীলি জাতির কত পরিবার উপকৃত হয়েছে ;	১। ৯৫৫টি পরিবার।
২। ১৯৮৪-৮৫ ইং সনের Target- কত ;	২। ১৯৮৪-৮৫ সমবায় বর্ষে কর্পোরেশনের লক্ষ মাত্রা হচ্ছে ৩৪৩৫ টি পরিবারকে পরিবার ভিত্তিক বিভিন্ন আয় সৃষ্টিকারী প্রকল্প রূপায়ণের জন্য বিভিন্ন ব্যাংকের সহায়তায় ঋণ দান করা।
৩। ১৯৮৫ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত উক্ত Target-এর কতটুকু পূরণ করা হয়েছে ?	৩। ১৯৮৪-৮৫ সমবায় বর্ষে ১৯৮৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ১২৫৭টি পরিবারকে উক্ত কর্পোরেশনের বিভিন্ন ব্যাংকের সহায়তায় ঋণ হিসেবে অর্থ সাহায্য দিয়েছে।

Admitted Question No—283 (Starred)

Name of the member :— Sri Matilal Sarker

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৮৩ ইং সনের জানুয়ারী থেকে এ পর্যন্ত রাজ্য সরকার থেকে কয়টি সংবাদ আকাশবাণীর নিকট প্রকাশ করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল ?	১। ১৯৮৩ইং সনের ১জানুয়ারী থেকে ১৯৮৪ইং সনের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্য সরকার ৬,২৬৫টি সংবাদ আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রে প্রচার করার জন্য পাঠানো হয়েছিল।
২। এর মধ্যে কয়টি সংবাদ আকাশবাণী থেকে প্রচার করা হয়েছে এবং তা প্রেরিত সংবাদের আয়তনের কত অংশ ? (আনুমানিক গড় অংশ)	২। এ'রকম কোন তথ্য রাখার ব্যবস্থা নেই।

৩। এতে মোট কত মিনিট সেকেণ্ড ঐ
সময় লেগেছে ?

Admitted Started Quest'on No —288
Name of the Member—Shri Mati Lal Saha.
Will the Hon'ble Minister In-charge of the Fishries Department be plessed to state—

১। ১৯৮৪ইং পর্য্যন্ত বিশালগড ব্লকের অন্তর্গত কতগুলি মিনিব্যারেজ আছে এবং ভবিষ্যতে আরও কতগুলি তৈরী করার প্রস্তাব আছে ;

২। উক্ত প্রস্তাবগুলি মিনিব্যায়েজগুলির কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়।

৩। সরকার থেকে মিনিব্যারেজগুলির মালিকদের মধ্যে কতজনকে বিনা মূল্যে মাছের চারা ও মাছের খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে এবং কতজনকে সরবরাহ করা নাই ?

ANSWER

১। ৩৫টি মিনিব্যারেজ আছে। আরও ৪৬টি মিনিব্যারেজ ভবিষ্যতে করার প্রস্তাব আছে।

২। প্রস্তাবিত ৭৬টি মিনিব্যারেজের মধ্যে ১৩টির কাজের আরম্ভ করার মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে এবং এ মাসেই কাজ শুরু হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এছাড়া আরো ৫টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে কারিগরি অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে এবং এগুলির কাজ এপ্রিল ১৯৮৫ইং মাসে আরম্ভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। এছাড়া স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় আরোও ২৮টি প্রকল্পের কাজ শীঘ্রই শুরু হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। ৯ জন মিনিব্যারেজের মালিককে মাছের পোনা ও ১০ জনকে মাছের পোনা ও মাছের খাদ্য বিনা মূল্যে সরবরাহ করা হইয়াছে। ১৬ জনকে এখনও সরবরাহ করা হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 289
Name of the Member :— Sri Rabindra DebBarma.
Will the Hon'ble Minister In-charge of the Fisheries Department be pleased to state—

১। ডম্বুর জলাশয়ে লাইসেন্স প্রাপ্ত জেলের সংখ্যা কত (উপজাতি ও অ-উপজাতির আলাদা হিসাব) ;

২। ১৯৭৮ ইং সাল হইতে ১৯৮৫ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত ডুম্বুরনগর জলাশয়ে মাছ ধরার জন্য কতজন লাইসেন্স প্রাপ্ত জেলেকে সরকার হইতে জাল ও নৌকা দেওয়া হয়েছে (উপজাতি ও অ-উপজাতির আলাদা হিসাব) ?

ANSWER

১। বর্ত্তমান ১৯৮৪—৮৫ ইং সনের ডুম্বুরনগর জলাশয়ে লাইসেন্স প্রাপ্ত জেলের সংখ্যা ৩০৬। এর মধ্যে উপজাতি ১০২ এবং অ-উপজাতি ২০৪।

২। ১৯৭৮-৭৯ ইং সন হইতে ১৯৮৫ ইং সন (জানুয়ারী) পর্য্যন্ত ১৩৭ জন উপজাতি ও ১৫৯ জন অ-উপজাতি লাইসেন্স প্রাপ্ত জেলেকে জাল ও নৌকা দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 307.

Name of the Memb r :-- Shri Kashiram Reang, M L. A
Shri Monoranjan Majun der M. L. A.

১। লক্ষীছড়ায় গত ২০শে জুন ১৯৮৪ উগ্রপন্থী হামলায় দগ্ধ এবং ২০শে জানুয়ারী অগ্নিকাণ্ডে ভষ্মিভূত বাইখোড়া বাজারের ব্যবসায়ীবৃন্দকে সরকার হইতে কি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে ;

২। যদি দেওয়া না হয়ে থাকে তবে তাদের দোকানঘর নির্ম্মানের জন্য এবং ব্যবসা পরিচালনার জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;

৩। ঐ অগ্নিকাণ্ডে বাইখোড়া বাজারে কতজন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং সর্বমোট ক্ষতির পরিমাণ কত ?

৪। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদিগকে গৃহ নির্মাণের জন্য টিন এবং সিমেন্ট দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। লক্ষীছড়ায় উগ্রপন্থীদের হামলায় ক্ষতিগ্রস্থদের ৫০ টাকা হইতে ২০০ টাকা পর্য্যন্ত এবং বাইখোরা বাজারের অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের ৫০ টাকা হইতে ২০০ টাকা পর্য্যন্ত সরকার হইতে তাৎক্ষণিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। মোট ১৫২ জন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন এবং সর্বমোট আনুমানিক ১১,৫০,০০০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

৪। এমন কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

Admitted Starred Question No—314

Name of the Member :— Shri Sudhir Ranjan Majumder, M L. A.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Revenue Department be pleased to state.

১। ১৯৮৪ সনে ত্রিপুরায় বন্যায় কত পরিবারকে সরকার বন্যা ত্রাণে সাহায্য করেছেন ; এবং

২। এতে সরকারের মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে।

উত্তর

Minister In-charge of the Revenue Deptt. Revenue Minister

১। ৬৪, ৮৭১ পরিবারকে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

২। মোট ৮১,৪৬,২০৮,১০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

Question & Answers

Admitted Starred Quesrion No.—321

Name of the Member—Shri Dhirendra Debnath, M. L A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। মোহনপুর ব্লকে তারানগর গাঁওসভায় একটি Sub Registar Office স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

২। যদি Sub Registrar Office স্থাপন করার পরিকল্পনা থাকে তবে তাহা কবে নাগাদ হবে বলে আশা করা যায় ; এবং

৩। যদি না থাকে তবে তার কারণ ?

উত্তর

১। এমন কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। মহকুমার সহরের বাইরে কোন Sub Registry Office স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No.—324

Name of the Member—Shri Fayzur Rahaman, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Revenue Department be pleased to State—

১। ইহা কি সত্য ধর্মনগর মহকুমার বিষ্ণুপুর গাঁওসভায় গত ১৯৮৪ইং সনের বন্যায় যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে কিছু লোক এখনও সরকার হইতে রিলিফের টাকা পায় নাই ; এবং

২। সত্য হলে, উক্ত টাকা না পাওয়ার কারণ ?

উত্তর

১। ধর্মনগর মহকুমার বিষ্ণুপুর গাঁওসভার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ সমস্ত পরিবারকেই রিলিফের টাকা দেওয়া হইয়াছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred Question No.—338

Name of the Member—Shri Nagendra Jamatia M. L A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। গত ১৯৮৩ সালের বন্যায় যে সব পরিবারের গরু ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু মারা গিয়াছে তাদের ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা হয়েছে কিনা ;

২। হয়ে থাকলে এ পর্য্যন্ত কত পরিবারকে কি হারে ঐ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ।

উত্তর

Minister In-charge of the Revenue Deptt. Revenue Minister

১) ২) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Question No. 342 (starred) asked by Sri Fayzur Rahaman M. L A.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা বাজারে তথ্য কেন্দ্র পাওয়ার জন্য সরকারের কাছে এলাকা থেকে কোন দরখাস্ত এসেছে কি ?	১। হঁ্যা
২। কদমতলা বাজারে তথ্য কেন্দ্র খোলার জন্য সরকার কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি ?	২। না

Admitted Starred Question No.—357

Name of the Member—Sri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Sch. Castes Welfare Department be please to State—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে শব্দকর, বাদ্যকর, নট্ট ও কপালী ইত্যাদি অমুন্নত সম্প্রদায় ভুক্ত লোকেরা ত্রিপুরা রাজ্যে তপশীলি জাতির অন্তর্ভুক্ত নয় বলে তারা তপশীলি জাতির জন্য সংরক্ষিত সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতেছে ; এবং	১। হঁ্যা।
২। সত্য হলে উক্ত সম্প্রদায় ভুক্ত লোকদের তপশীতি জাতিভুক্ত করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব রাখবেন কি ?	২। বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট উত্থাপন করা হইয়াছে। যদিও এখন পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত জানা যায় নাই।

Admitted Qnestion No,—358

Name of M. L. A.—Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Transport Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে Trunk Telephone যোগাযোগে রাজধানী আগরতলা এবং জেলা সদর কৈলাসহর এর সাথে কমলপুর মহকুমা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে ;

২। যদি সত্য হয় তবে রাজ্য সরকার কর্তৃক এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে কিনা ;

৩। যদি হঁ্যা হয় তবে ইহার ফলাফল ।

উত্তর

পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী—পরিবহণ মন্ত্রী

১। হঁ্যা

২। হঁ্যা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ করা হইয়াছে।

৩। এখনও উন্নতি কিছুই হয় নাই। তবে উন্নত প্রথার UHF system দ্বারা যোগাযোগ স্থাপন করার প্রস্তাব আছে।

Admitted Starred Question No. 370

Name of the meber :— Shri Hari Charan Sarker MLA.

Will the Hon'ble- Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৩১।১২।৮৪ ইং তারিখের মধ্যে ত্রিপুরায় বে-আইনীভাবে হস্তান্তরিত জমি উপজাতিদের ফেরৎ নেওয়ার ফলে কত জন অ-উপজাতি ভূমিহীন হয়েছেন ;

২। এর মধ্যে কতজন পুর্নর্বাসন পেয়েছেন ? (মহকুমা ভিত্তিক. হিসাব) এবং

৩। কি কি স্কীমে তাহাদিগকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে ?

Answer

Minister-in-charge of the Revenue Department :—Revenue Minister

১। ২,৪১২ জন।

২। ১৮৭৩ জন। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব এইরূপ —

সদর	৩৯১ জন
সেনামুড়া	৯ ,,
খোয়াই	৫২৮ ,,
ধর্মনগর	১১২ ,,
কৈলাসহর	১৭৫ ,,
কমলপুর	১৪৩ ,,
উদয়পুর	১৩৮ ,,
অমরপুর	১৭৪ ,,
বিলোনীয়া	১৩৭ ,,

সাব্রুম	৬৫ ,,
	১৮৭৩ জন

৩। উপজাতীয়দের জমি ফেরৎ দেওয়ার ফলে যে সমস্ত অ-উপজাতী ভূমিহীন হয়েছে তাদের পুর্ণবাসনের জন্য একটি স্কীমই চালু আছে।

Admitted Question No.392

Name of the Member—Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Information, Cultural Affairs & Tourism Department be Pleased to srate—

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যে বে-সরকারী সাংবাদিকদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা উন্নয়ণে এবং চাকুরীর নিরাপত্তা বিধানে, রাজ্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কিনা ?	১। রাজ্যে বে-সরকারী সাংবাদিকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং চাকুরীর নিরাপত্তা বিধানে কি করা যায় তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।
২। করে থাকলে তাহা কিরূপ ?	২। পালেকার রোয়েদাদ-এর সুপারিশ সমূহ এ রাজ্যে প্রয়োগ করার বিষয়টি শ্রমদপ্তরে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।
৩। রাজ্য সরকার স্বীকৃত বে-সরকারী সাংবাদিকের সংখ্যা কত ?	৩। রাজ্য সরকার স্বীকৃত বে-সরকারী সাংবাদিকের সংখ্যা ৫৩।
৪। ঐ সকল স্বীকৃত সাংবাদিকরা রাজ্য সরকারের নিকট থেকে কোন প্রকার সাহায্য পেয়ে থাকেন কিনা ?	৪। হ্যাঁ।
৫। পেয়ে থাকলে কি সাহায্য পাচ্ছেন ?	৫। ১) বিমান পথে যাতায়াতের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাচ্ছেন। ২) রাজ্যের বে-সরকারী সংবাদিকদের সুবিধাদানের জন্য রাজ্য সরকার উত্তর পুর্ব্ব সীমান্ত রেল কর্তৃকপক্ষের সাথে যোগাযোগ করছেন। ৩) একটি প্রেস ক্লাব গঠন করে তাদের কর্মক্ষেত্রে উৎকর্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

৬। এবং না পেয়ে থাকলে তার কারণ ?

১) সংবাদ সংগ্রহের কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতার জন্য বিভিন্ন স্থানে যৌথ ভ্রমণের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

৬) প্রশ্নই উঠে না।

Admitted un starred Question No. 3

Name of the member— Shri Subudh Ch. Das.
Shri Matilal Sarker.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be plesed to state—

১। ১৯৮৩-৮৪ ইং ১৯৮৪-৮৫ ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরার কোন ব্লকে কতটি 'মিনি ব্যারেজ' নির্মাণ করা হয়েছে ;

How many 'Mini-Barrage' have been constructed in each of the Blocks in Tripura during the Financial year 1983-84 and 1984-85.

২। ঐ নির্মিত মিনি ব্যারেজ উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর ও কাঞ্চনপুর ব্লকে কোন পঞ্চায়েতে কতটি ?

Answer

১। (১৯৮৩-৮৪ ইং ও ১৯৮৪-৮৫ ইং ফেব্রুয়ারী '৮৫) পর্যন্ত আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরার বিভিন্ন ব্লকে নির্মিত সি সি ব্যারেজের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল—

ব্লকের নাম	মিনি ব্যারেজ নির্মাণের সংখ্যা	
	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫ ফেব্রুয়ারী ৮৫ পর্যন্ত
কাঞ্চনপুর	১৯	৫
পানিসাগর	৭৮	--
কুমারঘাট	৫৭	৪০
ছামনু	২৪	১০৮
সালেমা	১১৫	৫৪
খোয়াই	৮	—
তেলিয়ামুড়া	২৮	—
মোহনপুর	৭	—
জিরানীয়া	৩২	২০
বিশালগড়	১৪	৪
টাকারজলা	১	—

মেলাঘর	৩৫	—
মাতায়বাড়ী	১৩৫	—
বগাফা	৪	৫০
রাজনগর	২০	৬
সাতচাঁদ	১০	—
অমরপুর	৪০	১১
ডুম্বুরনগর	২২	—
মোট	৬৪৯	২৮৯

২। পানিসাগর ও কাঞ্চনপুর ব্লক নির্মিত মিনি ব্যারেজের পঞ্চায়েত ভিত্তিক সংখ্যা নিম্নরূপ :—

ব্লকের নাম	পঞ্চায়েতের নাম	নির্মিত মিনি ব্যারেজের সংখ্যা	
		১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫ (ফেব্রুয়ারী ৮৫ পর্যন্ত)
পানিসাগর	গঙ্গানগর	৭	—
	হাফলং	৫	—
	শনিছড়া	৭	—
	রাজনগর	৪	—
	জৈথং	৯	—
	উত্তর পদ্মবিল	৪	—
	দক্ষিণ পদ্মবিল	৫	—
	রাণীবাড়ী	৯	—
	পেকুছড়া	৬	—
	বালিছড়া	৪	—
	সরসপুর	২	—
	তিলথৈ	৪	—
	জলেবাসা	৪	—
	পানিসাগর	৮	—
	মোট	৭৮	—
কাঞ্চনপুর	লালজুরি	৬	—
	নবীনছড়া	৫	—
	আন্ধারছড়া	৫	—
	মহুছৈলেংটা	৩	—
	পিপলাছড়া	—	—
	ভাংমুন	—	১

ছাবুয়াল	—	২
পশ্চিম মুনপুই	—	১
মোট	১৯	৫

ADMITTED UN STARRED QUESTION NO—21

Name of the Member : Shri Subodh Ch. Das, MLA.

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :

১। ১৯৮৪-৮৫ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরার কোন ব্লকে মোট কত গৃহহীন পরিবারকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে ;

২। উক্ত বন্দোবস্ত প্রাপ্ত গৃহহীনদের মধ্যে এই সময়ের মধ্যে কোন ব্লকে কত পরিবারকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে তাহার হিসাব ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Revenue Department : Revenue Minister.

১। ব্লক ভিত্তিক হিসাব রাখা হয় না। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ

মহকুমার নাম	বাস্তুভিটি বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা
সদর	১০০৪
সোনামুড়া	৪৪
খোয়াই	৭৭৪
ধর্মনগর	২৯৩
কৈলাসহর	১১৮৬
কমলপুর	৭৮০
উদয়পুর	৫৬০
অমরপুর	৯৭
বিলোনীয়া	৭২১
সাব্রুম	৪০

২। আর্থিক অনুদান দেওয়ার জন্য রাজস্ব বিভাগে কোন প্রকল্প নাই।

ADMITTED UN STARRED QUESTION NO—22

Name of the Member : Shri Subodh Chandra Das, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Depatment be pleased to State :

১। ১৯৮৩-৮৪ ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরার কোন ব্লকে কত গৃহহীন পরিবারকে বাস্তুভিটে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে ;

২। ১৯৮৪-৮৫ ইং আর্থিক বছরে কোন ব্লকে কত গৃহহীন পরিবারকে বাস্তুভিটে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে বলে লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য হয়েছে ;

৩। ১৯৮০-৮১ ইং আর্থিক বছর হতে ১৯৮৩-৮৪ ইং আর্থিক বছর পর্য্যন্ত বাস্তুভিটা বন্দোবস্ত প্রাপ্ত কোন ব্লকে কতটি পরিবারকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে তার হিসাব ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Revenue Department : Revenue Minister.

১। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব রাখা হয় না) বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

সদর	১৮৭৬
খোয়াই	৯২৮
সোনামুড়া	১৬৩
ধর্মনগর	৪৭৪
কৈলাসহর	১০৭১
কমলপুর	১১৯১
উদয়পুর	৬০৩
অমরপুর	১০৭৬
বিলোনীয়া	১৮৫৫
সাব্রুম	৭৫

২। ব্লক ভিত্তিক কোন লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য হয় নাই। তবে রাজ্যের লক্ষ্য মাত্রা ৬,৬৬৬।

৩। আর্থিক অনুদান দেওয়ার কোন প্রকল্প রাজস্ব বিভাগে চালু নাই।

Admitted Un starred Question No—23.

Name of the Member :— Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Printing and Stationery Department be pleased to state :—

১। ক) ১৯৭৮ ইং সন থেকে ১৯৮৪ইং সনের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ত্রিপুরার সরকারী ছাপাখানার জন্য কত টাকার কাগজের ইনডেণ্ট দেওয়া হয়েছিল (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

খ) উক্ত ইনডেণ্ট ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সালের তুলনায় কত বেশী এবং যদি বেশী হয়ে থাকে তার কারণ ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Sudhanwa Deb Barma.

Minister, Printing and Stationery Department.

উত্তর ১ম প্রশ্ন (ক)

১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকারী ছাপাখানার জন্যে যত টাকার কাগজের ইনডেণ্ট দেওয়া হইয়াছে তাহার বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল—

১৯৭৮-৭৯——১০৬,৯০,৮৯২,০৭ টা:

১৯৭৯-৮০——১০,৬৭,১৪৬,৫৩ টা:

১৯৮০-৮১——২২,০৪,৭২১,৪০ টা:

১৯৮১-৮২——৩২,৬৩,৭২১,৫২ টা:

১৯৮২-৮৩——২৮,৩১,৬৯৩, ২৮ টা:

১৯৮৩-৮৪——৯,১৫,৪৪১,৩০ টা:

মোট--১,১৯,৭৩,৬১৬,১০ টা:

উত্তর ১নং প্রশ্ন (খ)

১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ইনভেণ্ট করা কাগজের পরিমাণ নিম্নরূপ—

১৯৭২-৭৩—২.৯০,৯৭০,০০টা:

১৯৭৩-৭৪—৭,০৫,৩৯৭,৬৮টা:

১৯৭৪-৭৫— ৫,২৭,১৪৫,৯৬টা:

১৯৭৫-৭৬—৭,০৪,৯০৪,৬০টা:

১৯৭৬-৭৭—৫,৭৩,৬০৯,১৪টা:

১৯৭৭-৭৮—৪,৩৩.৩১৪,৯১টা:

মোট—৩২,৫৫,৩৩২,২৯টা:

উহা ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সালের তুলনায় মোট টাকা ৮৭,৬৮,২৭৩,৮১ বেশী ছাপাখানার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন কাগজের বিভিন্ন বৎসর ও সময়ে মূল্য বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন অফিসে সরবরাহকৃত বিভিন্ন প্রকার ষ্ট্যাণ্ডার্ড, নন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও বিশেষ ফর্ম, বিজ্ঞপ্তি, প্রচার দপ্তর হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত পাক্ষিক পত্রিকা, গেজেট, এসেম্বলী পাবলিকেশন সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের রিপোর্ট, রিটার্ণ ও আইন সংক্রান্ত বহি প্রকাশ ইত্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ ১৯৭৮ সাল হইতে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত বেশী টাকার কাগজ ব্যয় হইয়াছে।

Admitted UnStarred Question No. 24

Name of M.L. A—Sri Makhan Lal Chakraborty and
Syed Basi: Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state—

১। রাজ্যে মৎস্য চাষ বাড়ানোর জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ;

What are the measures taken by the Gove nment to increase the cultivation of fish in the state.

২। সরকার পরিচালিত ফার্মগুলি গত ৫ (পাঁচ) বৎসরে মাছ উৎপাদনের জন্য কত টাকা ব্যয় করিয়াছে এবং কি পরিমাণ মাছ কত টাকায় বিক্রয় করা হইয়াছে (প্রতিটি ফার্মের আলাদা হিসাব)।

৩। ইহা কি সত্য যে প্রতি বৎসর বি, ডি, সি, গুলি কর্তৃক মৎস্য স্কীম অনুমোদন করে পাঠানো হয় তাহার অধিকাংশই সরকার কর্তৃক কার্য্যকরী করা হয় না ;

৪। সত্য হয়ে থাকিলে তাহার কারণ ?

ANSWER

১। মৎস্য চাষ বাড়ানোর জন্য সরকার নিম্নবর্ণিত উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন :

ক) উপজাতিদের দখলভূক্ত খাস্ লুংগা ভূমিতে সম্পূর্ণ সরকারী ব্যয়ে বাঁধ (মিনি ব্যারেজ) তৈরি করিয়া মৎস্য চাষোপযোগী জলাশয় সৃষ্ট করিয়া মৎস্য চাষের আওতায় আনয়ন ?

খ) খাস পতিত জলাভূমি পুনরুদ্ধার ক্রমে মৎস্য চাষোপযোগী করিয়া সরকার নির্দ্ধারিত হারে মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলিকে ইজারা দেওয়া ;

গ) মৎস্য-চাষী উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে আগ্রহী মৎস্য-চাষীদের পতিত জলাশয় সংস্কার, নূতন জলাশয় খনন ও উন্নত প্রথায় মৎস্য-চাষের জন্য ভর্ত্তুকী সহ ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা ;

ঘ) সকল স্তরের মৎস্য-চাষীদের মধ্যে সরকারী মাছের চারা উৎপাদন ক্ষেত্র হইতে সরকার নির্দ্ধারিত মূল্যে মাছের চারা পোনা বিতরণ ;

ঙ) কৃত্রিম উপায়ে মাছের পোনা উৎপাদনের জন্য প্রতি বৎসর আগ্রহী মৎস্য চাষীদের সরকারী ব্যয়ে স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষন দান এবং চারা পোনা উৎপাদনে মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলির বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণে সহায়তা করা ;

চ) আধুনিক মৎস্য চাষ পদ্ধতির কারিগরি জ্ঞান গ্রাম পর্যায়ে সম্প্রসারণ ; ও

ছ) জাতীয় সমবায় উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে প্রাথমিক মৎস্য সমবায় সমিতিগুলির উন্নয়ন প্রকল্পে অল্প সুদে ঋণ দানের ব্যবস্থা।

২। সরকার পরিচালিত বিভিন্ন ফার্মে গত ৫ (পাঁচ) বৎসরে (১৯৭৯-৮০ইং হইতে ১৯৮৩-৮৪ ইং পর্যন্ত) মৎস্য উৎপাদনের জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ, মোট ধৃত মৎস্যের পরিমাণ ও তাহার বিক্রয় মূল্যের মোট পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ফার্মের নাম	মৎস্য উৎপাদনের জন্য ব্যয়ের মোট পরিমাণ (টাকা)	ধৃত মৎস্যের মোট পরিমাণ (কিলোগ্রাম)	মাছের মোট বিক্রয় মূল্য (টাকা)
১	২	৩	৪
১। কাঞ্চনপুর ফিশ্ সীড সেন্টার	—	৪৭৮,৩০০	৩,৪৫৪,০০
২। পানিসাগর ফিশ্ সীড সেন্টার	১,১২৯ ০০	৭৭৭·০০০	৫৪৭২·০০
৩। ধর্মনগর ফিশ্ সীড সেন্টার (গঙ্গানগর সহ)	১,৮৬৪ ০০	১০৬৩·৩০০	৮,২৫৬·০০
৪। রিজিওনাল ফিশ্ ব্রিডিং ফার্ম কুমারঘাট	৪৬,০৭৯ ০০	৩,০০৫.৮০০	২২,৪৩২·০০

১		২	৩	
৫।	আভাঙ্গা ফিশ্ সীড্ সেণ্টার	৫,৮২৮.০০	৭২৩.০০০	৫,৩৫৬.০০
৬।	চাকমাঘাট ফিশ্ সীড্ সেণ্টার	—	১৬২.৮০০	১,১১৭.০০
৭।	গনকী ফিশ্ সীড্ সেণ্টার	—	৬৬,৯০০	৫৪৪.০০
৮।	লেম্বুছড়া ফিশ্ সীড্ সেণ্টার	২৮,১১৪.০০	৮৮৪ ৫০০	[illegible] ৬০০
৯।	আগরতলা ফিশ্ ব্রিডিং ফার্ম	১৪,৮৫৭ ০০	৯৬৬৩.০০০	[illegible],১৮৭.০০
১০।	রামনগর ষ্টেট-ফিশ্ ব্রিডিং ফার্ম	১২,৫৪২ ০০	৫২৮.০০০	৩৮৫৭.০০
১১।	সোনামূড়া ফিস্ সীড সেণ্টার	—	১১৩ ৬০০	২,১৭৬.০০
১২।	রাজধর মাণিক্য দীঘি, উদয়পুর	—	১০,৪৯৪ ৬০০	৫২,৮৭৫.০০
১৩।	ধনীসাগর উদয়পুর	—	১৪,০৭৬.০০০	১,০০,৮৩৪ ০০
১৪।	কমলাসাগর ফিশ্ সীড্ সেণ্টার, বাগমা।	৫,৫০০.০০	১,১৬৩.৮০০	৭.২৩৫.০০
১৫।	সাতচাঁদ ফিশ্ সীড্ সেণ্টার	—	৫৪৫ ৯০০	৩,৫৮৪.০০
১৬।	অমরসাগর ফিশ্ ব্রিডিং ফার্ম; উদয়পুর।	৬৬,৩৮২.০০	৩৫,২১৫ ১০০	,৫৩,৭৬২ ০০
১৭।	ফটিকসাগর ফিশ্ ব্রিডিং ফার্ম, অমরপুর।	৮,৮৬৩ ০০	১০,০৬৮ ২০০	৫৭,৮১৪ ০০
১৮।	সরমা ফিশ্ ব্রিডিং ফার্ম	—	৫৬ ৮০০	৪২৬.০০
১৯।	গোমতী জলাধার।	২৪,৯৪,৮১৯ ০০	৮,৪৭,২০৭.১০০	২৭,[illegible],২৯৪.০০

৩। ইহা সত্য নহে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No—31

Name of M. L. A — Shri Rasik Lal Roy.

Name of Minisrer- Minister in-charge of L. S G Department.

প্রশ্ন

১। ক) সোনামুড়া এন এ সির জন্য ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৪-৮৫ইং সন পর্যন্ত কত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল (বৎসর ভিত্তিক হিসাব);

খ) উক্ত বরাদ্দকৃত টাকা নির্ধারিত কাজে ব্যয় করা হইয়াছে কিনা ;

গ) হয়ে থাকলে কি কি কাজে ব্যয় করা হইয়াছে ;

ঘ) নির্ধারিত কাজে ব্যয় করা না হয়ে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। ক) সোনামূড়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিকে ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৪-৮৫ইং সন যে টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহার বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন বিভাগ		পরিকল্পনা খাতে	পরিকল্পনা বহিভূত খাতে
	১৯৮০-৮১	২,৬১,৯৬৬,২০	২০,০০০
	১৯৮১-৮২	৩,৩৩,৫৩৩,০০	২০,০০০
	১৯৮২-৮৩	৩'১১,৭০৮,০০	২৫,০০০
	১৯৮৩-৮৪	৩,৮৮,৮৮৮,০০	৩০,০০০
	১৯৮৪-৮৫	৩,৮৯,০০০,০০	৩৮.৮৮৮
		১৬,৮৪,৮৯৫,২০	১,৩৩,৮৮৮
রাজ্য ষ্টেট লটারী, (টাউন হল নির্মাণের জন্য)।	১৯৮০-৮১	৫,৫০,০০০ | -	
উপজাতি কল্যাণ দপ্তর, (চর্মকারদের জন্য	১৯৮০-৮১	২০,০০০ | -	
দোকান ঘর নির্মাণ বাবত)	১৯৮১-৮২	২৫,০০০ | -	
সমাজ কল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর। (বিকলাঙ্গ-দের জন্য দোকান ঘর নির্মাণ বাবত)	১৯৮১-৮২	৩০,০০০ | -	

খ) হ্যাঁ সোনামূড়া টাউন হল নির্মাণের জন্য প্রদত্ত অর্থ এবং বর্তমান আর্থিক বৎসরের জন্য প্রদেয় চতুর্থ কিস্তির মোট ১,০৬,৯১২ টাকা ব্যতীত সম্যক অর্থই নির্ধারিত কাজে ব্যয় হইয়াছে।

গ) উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ সোনামূড়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি নিম্নে উল্লেখিত উন্নয়ন মূলক ও জনহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিয়াছে।

১) বাজার উন্নয়ন ও বেকার যুবকদের জন্য ষ্টল নির্মাণ মাংস বিক্রেতা ও সব্জি বিক্রেতাদের জন্য সেড নির্মাণ প্রভৃতি।

২) একটি মুক্তাঙ্গন মঞ্চ ও একটি বাসকেট বলের কোর্ট নির্মাণ

৩) শহরের অনেক বড় ও ছোট রাস্তা নির্মাণ ও উন্নয়ন।

৪) বাজার এলাকা ও অন্যান্য স্থানে পাকা নর্দমা নির্মাণ।

৫) জল সরবরাহ ব্যবস্থা।

৬) শহরের রাস্তায় টিউব লাইট ও বালভের ব্যবস্থা করা।

৭) দৈনিক বাজার ও অন্যান্য স্থানে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য শৌচাগার নির্মাণ।

৮) শহরের নীচু স্থানে মাটি ভরাট করা।

৯) হরিজন মহিলাদের Training Centre এর জন্য সেড নির্মাণ।

১০) চর্মকার ও বিকলাঙ্গদের জন্য সেড নির্মাণ।

১১) Duckery Fishery Scheme এর উন্নয়ন।

১২) সোনামুড়া অনাথ শিশু নিবাসের গৃহ নির্মাণ।

১৩) সোনামুড়া বাস ষ্ট্যাণ্ডে যাত্রীদের জন্য বিশ্রামাগার নির্মাণ

১৪) Duckery Godown নির্মাণ।

প্রয়োজনীয় ভূমি সংগ্রহীত না হওয়ায়, টাউন হল নির্মাণের কাজ আরম্ভ সম্ভব হয় নাই।

ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No. 23.

Name of the Member—Sri Sunil Kumar Choudhury M. L. A.

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Revenue Departmenr be pleased to State—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে রেজেষ্ট্রীকৃত বর্গাদারের সংখ্যা কত ;

২। বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ পাওয়ার জন্য সমগ্র রাজ্যে মোট কতটি দরখাস্ত জমা পড়েছে ; (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ৩১।১২।৮৫ ইং পর্য্যন্ত)

৩। উক্ত সময়ের মধ্যে কত সংখ্যক ক্ষেত্রে হস্তান্তরের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ;

৪। বাকীগুলি হস্তান্তরের কাজ কবে নগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister In-chrge of the Revenue Dpartment : Revenue Minister.

১। ৫,১৯৪ জন।

২।	সদর	৩,৬৮৫ টি
	সোনামুড়া	৮৬ ,,
	খোয়াই	৫,৮৮২ ,,
	ধর্মনগর	৭১৬ ,,
	কৈলাসহর	৬১৫ ,,

কমলপুর	২,২৭৬	,,
উদয়পুর	১,০১৩	,,
অমরপুর	৯৪৮	,,
বিলোনীয়া	১,৭৩১	,,
সাব্রুম	৫১৫	,,
	১৭,৪৬৭	টি
৬। সদর	৫৫৪	টি
সোনামুড়া	১৯	,,
খোয়াই	৭১৫	,,
ধর্মনগর	১৮০	,,
কৈলাসহর	১৮৮	,,
কমলপুর	৪৪১	,,
উদয়পুর	১৫৯	,,
অমরপুর	২৮০	,,
বিলোনীয়া	২২৮	,,
সাব্রুম	১৪৯	,,
	২৯৩৫	টি

৪। ১৭,৭৬৭টি দরখাস্তের মধ্যে ১১,২১৯ টি দরখাস্ত আইনের আওতায় আসে না বলিয়া বাতিল করা হইয়াছে। ৬৩৪টি দরখাস্ত প্রার্থীরা উঠাইয়া নিয়েছেন। ৩৬০৭ ক্ষেত্রে জমি পুনরুদ্ধারের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫০ টি দরখাস্ত বর্তমানে বিচারাধীন আছে।

Admitted Question No. 38

Name of the Member — Sri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister In-charg of the Sc'. Castes Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্য তপশীলি জাতি উন্নয়ন কর্পোরেশনে ৩১-১-৮৫ ইং পর্যন্ত কয়টি সমিতি এবং কয়জন individual সদস্য-ভুক্ত হয়েছে ;	১। ৩১-১-৮৫ ইং পর্যন্ত ৩০ টি সমবায় সমিতি ও তপশীলি জাতিভুক্ত ৩৯৬০ জন ব্যক্তি ত্রিপুরা তপশীলি জাতি সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশনের সদস্যভুক্ত হয়েছে।
২। এই কর্পোরেশনের আওতায় উপ-রোক্ত সময় পর্যন্ত কতটি সমিতিকে ও কয়জন individual কি কি কি আর্থিক	২। উপরোক্ত সময় পর্যন্ত তপশীলি জাতিভুক্ত ২২২১ টি পরিবারকে সরাসরি ও ২টি মৎস জীবি সমবায় সমিতির মাধ্যমে

সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে ;

সর্বমোট ৩০ লক্ষ ১০ হাজার ৫ শত ১৬ টাকা ৩২ পয়সা পরিবার ভিত্তিক বিভিন্ন আয় সৃষ্টিকারী প্রকল্প যথা—মাছের চাষ, হালের বলদ ক্রয়, শুকর পালন ছাগল পালন, দুগ্ধবতী গাভী পালন. হাঁস পালন, মিস্ত্রীর কাজ, দর্জির কাজ, ফলের বাগান করা, ভূমি উন্নয়ন, লণ্ড্রি ব্যবসা, রিক্সা ক্রয়, ঠেলাগাড়ী ক্রয়, জুতা তৈরী, বাঁশ ও বেতের কাজ, হস্তচালিত তাঁত ক্রয় ইত্যাদি রূপায়ণের জন্য ঋণ হিসাবে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া শুকনো মাছের ব্যবসা করার জন্য একটি প্রাথমিক মৎস জীবি সমবায় সমিতিকে ৫ হাজার টাকা তপশীলি জাতিভূক্ত গরীব মানুষের তৈরী ও বিক্রির জন্য আনিত আগরবাতির শলা ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করার জন্য একটি প্রাথমিক হস্ত শিল্প সমবায় সমিতিকে ৬০ হাজার টাকা এবং জুতা তৈরীর জন্য একটি প্রাথমিক চর্ম শিল্প সমবায় সমিতি-কে ২৫ হাজার টাকা ঋণ হিসাবে সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

৩। তার মধ্যে তপশিলী জাতি বেকার ছেলে মেয়েদের কি কি সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

৩। জম্পুইজলা টাকারজলা সাব ব্লকে ১৬ জন যুবককে ক্ষুদ্র ব্যবসা., মেলাঘর ব্লকে ১ জন যুবককে ক্ষুদ্র ব্যবসা, জিরানীয়া ব্লকে ২ জন মহিলাকে হস্ত শিল্পের জন্য কমলপুর ব্লকে ৩ জন যুবককে ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

Admitted UnStarred Question No 39

Name of Member—Shri Gopl ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Sch. Castes welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। Scheduled Cast Welfare এর আওতায় গ্রুপ হাউসিং স্কীমের অধীনে রাজ্যের কোন কোন স্থানে হরিজন বা তপশীলি ব্যক্তিদের জন্য বাস গৃহ

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

প্রকল্প নেওয়া হয়েছে ;

২। উক্ত প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকার চলতি আর্থিক বছরে কোন কোন স্থানে কত টাকা ব্যয় করেছেন ;

২। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে

৩। মাতাবাড়ী ব্লক এলাকাধীন গকুলপুরে হরিজন ঋষিদাসদের কোন কলোনী আছে কিনা ;

৩। হ্যাঁ।

৪। থাকলে তাঁদের উক্ত স্কীমের আওতায় আনার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

৪। নাই।

Admitted Starred Question No. 44

Name of the MLA.—Shri Matilal Saha.

Will be Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বিগত সাত বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন রুটে কতগুলি নূতন বাসের পারমিট দেওয়া হইয়াছে ? (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

২। তার মধ্যে কতগুলি পারমিট শ্রমিকদেরকে দেওয়া হইয়াছে এবং কোন ভিত্তিতে ঐ পারমিট বণ্টন করা হইয়াছে।

৩। যে শ্রমিকগণ পারমিট পাইয়াছেন তাহাদের শ্রমিক হিসাবে সদস্যপদ কত সনের ;

৪। শ্রমিক নয় এমন কত ব্যক্তিকে পারমিট দেওয়া হইয়াছে ;

৫। আরও নূতন বাসের পারমিট দেওয়ার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী

১। বিগত সাত বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন রুটে মোট ১৩৭টি বাসের পারমিট দেওয়া হইয়াছে।

নিম্নে বৎসর ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হইল।

সন		পারমিট সংখ্যা
১৯৭৮		৩ টি
১৯৭৯	—	৫৩ ,,
১৯৮০	—	৪ ,,
১৯৮১	—	৪৩ ,,

১৯৮২	—	২৪ ,,
১৯৮৩	—	৭ ,,
১৯৮৪	—	৩ ,,
		মোট—১৩৭ টি

২। তন্মধ্যে ২৭টি পারমিট মটর শ্রমিক সমবায় সমিতিকে, ৮টি মালিক ড্রাইভারগণকে, ৩টি বাস কণ্ডাক্টরকে ও ও ১টি উপজাতি ড্রাইভারকে দেওয়া হইয়াছে।

STA. কর্তৃক স্বীরীকৃত নির্দ্দেশিকা অনুযায়ী এবং STA- কর্তৃক নির্ব্বাচিত সমবায় সমিতি, প্রাক্তন সৈনিক, মালিক ড্রাইভার, প্রতিবন্ধী, শিক্ষিত বেকার ও অন্যান্যদের পারমিট দেওয়া হইয়াছে।

৩। শ্রমিক হিসাবে তাহাদের সদস্যপদ কতদিনের এই তথ্য এই দপ্তরের হাতে নাই।

৪। মোট ৯৮টি পারমিট শ্রমিক নয় এমন অন্যান্যদের দেওয়া হইয়াছে।

৫। বাসে যাতায়াতকারী যাত্রীদের প্রয়োজন অনুযায়ী নূতন বাসের পারমিট দেওয়া যাইতে পারে।

Admittedun Starred Question No. 49

Name of the Member :— Sri Matilal Saha

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Fisheries Department be pleased to state—

১। মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে কি কি নিয়মনীতি অনুযায়ী মৎস্য চাষীদের লোন দেওয়া হয়?

২। উক্ত নিয়ম নীতি অনুযায়ী বর্তমান আর্থিক বৎসরে মৎস দপ্তরের মাধ্যমে ব্যাংক বিশালগড ব্লকে দরখাস্তকারীদের মধ্যে কতজন মৎস চাষীকে লোন দেওয়া হইয়াছে এবং কত জনকে কি কি কারণে দেওয়া হয় নাই?

৩। বিগত ১৯৮৪ ইং সনের বন্যায় বিশালগড় ব্লকে কতজন ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে মাছের পোনা বিলি করা হইয়াছে?

ANSWER

১। জেলার মৎস চাষী উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত নিয়মনীতি অনুযায়ী মৎস্য চাষীদের ব্যাংক থেকে ঋণ দেওয়া হয় :—

ক) নূতন জলাশয় খননের পরিমাণ অবশ্যই ১ (এক) কানি হইতে হইবে;

খ) পুরাতন জলাশয়ের পরিমাণ ।। (আধা) কানি হইতে হইবে;

গ) দরখাস্তকারীর নামে জমির মালিকানা সত্ত্ব থাকিতে হইবে।

ঘ) দরখাস্তকারী ব্যাংক-ঋণের খেলাপকারী হইলে আবেদনপত্র সুপারিশ করা হয় না।

ঙ) প্রস্তাবিত জলাশয় অবশ্যই বন্যামুক্ত হইতে হইবে।

চ) প্রস্তাবিত জলাশয়ের আবেদনপত্র ব্লক উন্নয়ন কমিটির অনুমোদন থাকিতে হইবে।

২। ১৯৮৪-৮৫ ইং সনে এ পর্যন্ত বিশালগড় ব্লকে মোট ৬৬৮ টি ব্যাংক ঋণের আবেদন-পত্র বি ডি, সি, কর্তৃক অনুমোদন হইয়াছে তার মধ্যে ৬৪৪ টি আবেদন পত্র মৎস্য-চাষী সংস্থা কর্তৃক সুপারিশ ক্রমে ব্যাংকে পাঠানো হইয়াছে। ব্যাংক ১৯২ টি আবেদন পত্রের ক্ষেত্রের ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে এবং বাকী ৪৫২ টি আবেদন পত্র এখনও ব্যাংকের বিবেচনাধীন আছে। মৎস চাষী সংস্থার নিকট ২৭টি আবেদন পত্র কারিগরি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

৩। ৩৮১ জন ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষীকে বিনামুল্যে মাছের পোনা দেওয়া হইয়াছে এবং আরোও ৮৬৯ জনকে বর্তমানে আর্থিক বৎসরে দেওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে আগরতলা শহরে বে-আইনী ভাবে অনেক রাস্তার পাশে ড্রেইনের জায়গা দখল করে এবং কোথায় কোথায়ও রাস্তার উপরে অনেক দোকান রয়েছে যার ফলে জনসাধারণের চলাচলের অসুবিধা হচ্ছে;

২। সত্য হলে ঐ দোকানদারদিগকে বে-আইনী দখলকৃত জায়গা থেকে উচ্ছেদ করে তাদের জন্য একটি সুপার মার্কেট গঠন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

৩। সরকার কি অবগত আছেন যে আগরতলা শহরের রোনাল্ডসে রোড, হরিগঙ্গা বসাক রোড নেতাজী সুভাষ রোড নেতাজী চৌমুহনী মহারাজগঞ্জ রোড কামান চৌমুহনী মটর ষ্ট্যাণ্ড প্রভৃতি রাস্তায় এবং রাস্তার পাশে রিক্সা টেম্পো এবং গাড়ী দাঁড় করিয়ে রাখার ফলে জন-সাধারণের যাতায়াতের যথেষ্ট অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে;

৪। অবগত থাকলে, উক্ত রাস্তাগুলির স্থানে স্থানে যানবাহন রাখার জন্য স্থায়ী ষ্ট্যাণ্ড করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আগরতলা শহরে কোন কোন স্থানে রাস্তার দুইধারে ফুটপাতের একাংশে ছোট ছোট দোকানদার বে-আইনী ভাবে দখল করিয়া ব্যবসা করিতেছে। তবে রাস্তার উপরে এইরকম কোন বে-আইনী দখলদার নাই।

২। এইসব বে-আইনী দখলদার ব্যক্তিগণকে পর্যায়ক্রমে উচ্ছেদ করিয়া তাহাদের কিছু লোককে বিকল্প স্থানে দেওয়ার জন্য বটতলার একটি সুপার মার্কেট ও শান্তিপাড়ায় একটি দ্বিতীয় হকার্স কর্ণার নির্মাণের পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শহরের কতকগুলি নির্দিষ্ট স্থান হইতে বে-আইনী দখলদার ব্যক্তিবর্গকে উচ্ছেদ করার জন্য সরকার আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিসহ একটি কমিটি এবং একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করিয়াছেন। উক্ত কমিটির সুপারিশক্রমে পুলিশের সহায়তায় এ পর্যন্ত মোট প্রায় ১০৫০টি বে-আইনী দখলদারকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হইয়াছে।

৩। হ্যাঁ, এইসব রাস্তাকে কিভাবে অনাবশ্যকভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যানবাহনমুক্ত করা যায় সেই সম্পর্কে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পৌরসভাকে নির্দেশ প্রেরণ করিয়াছেন।

৪। আগরতলা শহরের উপকণ্ঠে স্থায়ী মোটর স্ট্যাণ্ড তৈরী করার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Un Questton No. 72

Name of the M mber :— Shri Rudreswar Das, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state

১। বর্গাদারগণকে তাদের বর্গা জমি হতে উচ্ছেদ করার জন্য জোতদার কর্তৃকদায়ের করা মামলার সংখ্যা কত তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব (৩১,১,৮৫ তারিখ পর্য্যন্ত);

২। এরূপ মামলায় বর্গাদারদিগকে সাহায্য করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Revenue Department : Revenue Minister.

১। মামলার সংখ্যা সঠিক বলা সম্ভব নয় তবে আজ পর্য্যন্ত ৩১৩ জন বর্গাদার মামলায় জড়িত হয়েছেন। তাদের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল। ব্লক ভিত্তিক হিসাব রাখা হয় না।

মহকুমার নাম	সংখ্যা
সদর	১৩
খোয়াই	৫২
সোনামুড়া	৪৯
ধর্মনগর	২৯
কৈলাসহর	১০
কমলপুর	১২৮
উদয়পুর	১৪
অমরপুর	১৫
বিলোনীয়া	[illegible]

২। বর্গাদার এবং প্রান্তিক চাষীগণকে ত্রিপুরা 'বর্গাদার এণ্ড মার্জিনেল ফার্মারস (পেমেন্ট অব লিগেল এক্সপেনসেস্) রুলস্ ১৯৭৯ অনুসারে আইনের সাহায্য দেওয়া হয়।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO—79

Name of Memper :— Shri Samar Choudhury, M. L. A.
Shri Sunil kumar Choudhury, M. L. A.
Shri Samir Deb Sarkar, M. L. A.
Shri Subodh Ch. Das, M L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। ১৯৭৮ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৫ ইং সনে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কত ভূমিহীন এবং গৃহহীন পরিবার ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে ; (ব্লক ভিত্তিক তাহার সংখ্যা)

২। ঐ বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তপশীল জাতি ও তপশীল উপজাতি পরিবারের সংখ্যা ;

৩। ঐ বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের কোন স্কীমে কতজনকে গৃহনির্মাণের ও পুর্ণবাসনের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে এবং সর্ব্বমোট সাহায্যের পরিমাণ কত ;

৪। উপরোক্ত সময়ে শহরাঞ্চলে বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা কত ;

৫। কত পরিমাণ জমি ভূমিহীনদের বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য এখন সরকারের হাতে আছে (প্রটেকটেড ফরেষ্ট এরিয়ার ভূমিসহ) তাহার হিসাব ;

৬। ভূমিহীনদের পুর্ণবাসন স্কীমে কি কি সুযোগ সুবিধা তাদের দেওয়া হচ্ছে তার বিবরণ ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Reveeue Deparment : - Revenue Minister.

১। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব রাখা হয় না) মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ : -

মহকুমার নাম	ভূমিহীন	গৃহহীন	ভূমিহীন ও গৃহহীন
সদর	৫৬৮৯	৩৯৫৫	৩৯১৯
খোয়াই	২৭৩০	১০৫৪	১৯৭২
সোনামুড়া	১৮৭১	২৯১	৯০২
ধর্মনগর	৪০৭৩	৬৮৪	৩০৫৪
কৈলাসহর	৬২৬৮	১৮৮৭	৩৪৪৪
কমলপুর	২৩০৩	১২৯৪	২০১৩
উদয়পুর	১৬৫৪	৫২৪	১৩৮৮
অমরপুর	৫৭৪	১৩৬০	২০৬১
বিলোনীয়া	৩৭০০	১৬৪৬	৬০৭৯
সাব্রুম	১১২০	৪৫২	১৯৪১
	২৯,৭৮২	১২,৯২৬	২৬,৭৭৩
২। তপশীল জাতি	৫৬৪১	২৯৩৫	৪৫০২
তপশীল উপজাতি	৯৩৫০	৩০২৬	১২০৬০

৩। রাজস্ব দপ্তর হইতে কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় না।

৪। ৯৫৩।

৫। পুর্ণজরীপের কাজ সম্পূর্ণ হইলে সঠিক হিসাব পাওয়া যাইবে।

৬। গৃহ নির্মাণ ও পুর্ণবাসনের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন বিভাগে স্কীম চালু আছে। গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের ৭৫০ টাকা RMNP Schem, তপশীলি জাতি ও উপজাতি দপ্তরের পুর্ণবাসন স্কীম ইত্যাদি

(Questions & Answers)

Admitted Un Starred Question No. 86

Name of Member ;— Shri Diba Chandra Hrankhal

Will the Hon'ble Minister in-charge Sch, Castes Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন	উত্তর
১। উত্তর ত্রিপুরার ছামনু টি, ডি ব্লকে ও কমলপুর সি, ডি, ব্লকে ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বৎসর এস সি, কর্পোরেশন থেকে কতজন লোককে কি কি বাবদে লোন দেওয়া হয়েছে তার গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব ;	১। ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বৎসরে ছামনু টি, ডি, ব্লকে তপশিলী জাতি উন্নয়ন কর্পোরেশন থেকে কোন ঋণ দেওয়া হয় নি। ঐ সময়ে কমলপুর ব্লকে তপশীলি জাতি ভুক্ত ১৪টি (চৌদ্দটি) পরিবারকে উক্ত কর্পোরেশন থেকে বিভিন্ন ব্যাংকের সহায়তায় ঋণ দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ভূমি সংস্কারের জন্য ৪টি (চারটি) পরিবারকে হালের বলদ ক্রয়ের জন্য ১টি (একটি পরিবারকে, মাছের চাষ করার জন্য ৩টি পরিবারকে, রাইস মিল করার জন্য ১টি পরিবারকে, এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য ৫টি (পাচটি) পরিবারকে মোট ১৪টি পরিবারকে ঋণ দেওয় হয়েছে। কুলাই গাঁওসভায় ২টি (দুইটি) পরিবারকে, লালছড়ি গাঁওসভায় ৯টি (নয়টি) পরিবারকে এবং পূর্ব্ব ডলুছড়া গাঁওসভায় ৩টি (তিনটি) পরিবারকে সর্ব্বমোট ১৪টি (চৌদ্দটি) পরিবারকে কর্পোরেশন থেকে ব্যাঙ্কের সহায়তায় ঋণ দেওয়া হয়েছে।
২। উক্ত লোন এ কোনরকম সাবসিডি দেওয়া হয় কিনা ?	২। কর্পোরেশনের প্রান্তিক অর্থ ঋণ দান প্রকল্পে (মার্জিন মানি লোন প্রোগ্রাম) এ গ্রহীতাদের প্রত্যেককে তাদের গৃহীত মোট ঋণের ৫০ শতাংশ অনধিক ১ হাজার (এক হাজার) টাকা হারে রাজ্য সরকারের তপশীলি জাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে ভর্তুকি দেওয়া হয়।
৩। দেওয়া হলে উপরোক্ত সময়ে উক্ত অঞ্চলগুলিতে কতজনকে সাবসিডি দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব ?	৩। ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বৎসরে ছামনু এবং কমলপুর ব্লকে কর্পোরেশনের উক্ত প্রকল্পে ঋণ গ্রহীতা কোন পরিবারকে ভর্তুকী (সাবসিডি) দেওয়া হয় নি।

ANNEXURE—'C'

MOTION FOR VOTE ON ACCOUNT

On the recomendation of the Guvernor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 59,84,55,000/- excluding the charged Expenditure of Rs. 4,30,50,000/-, be granted on accounted on account for or cowards defraying charges for the followiug Services and purpose for the Part of the financial year ending 31st March, 1986, namely—

Demand No.	Services and purposes	sums not exceeding
1.	211—Parliament/State/Union Territory Legislature.	Rs. 7,77,000
	288—Social Security and Welfare.	87,000
	Total :—	8,64,000
2.	213—Council of Minister	2,89,000
3.	214—Administration of Justice.	26,09,000
	215—Election.	17,50,000
	265—Other Administrative Services	36,000
	TOTAL : DEMAND NO, 3	43,95,000
4.	220—Collection of Taxes on Income and Expenditure.	38,000
	229—Land Revenue.	37,09,000
	230—Stamp and Registration.	3,34,000
	239—State Excise.	1.31,000
	240—Sale Tax.	3,67,000
	TOTAL DEMAND NO 4	45,79,000
5.	288—Social Security and Welfare.	2,50,000
	289—Relief on Account of Natural Calamities.	4,50,000
	295—Other Social and Community Services.	1,24,000
	304—Other General Economic Services.	20,71,000

	TOTAL DEMAND NO. 5	28,95,000
6	253—District Administration	32,16,000
	254—Treasury and Accounts Administration.	5,25,000
	TOTAL : DEMAND NO. 6	37,[illegible],000
7.	265—Other Administrative Services-	[illegible],63,000
8.	252—Secretariat General Services.	3[illegible],35,000
	265—Other Administrative Services.	3,94,000
	TOTAL DEMAND NO 9	39,29,000

Demand No.	Services and purposes	Sums not exceeding
		Rs.
10.	29[illegible]—Secretariat Economic Services (Evaluation)	1,05,000
	304—Other General Economic Services. (Economic Advice and Statistic).	7,85,000
	TOTAL DEMAND NO, 10	8,90,000
11.	255—Police.	3,33,88,000
	260 Fire Protection and Control.	27,63,000
	265—Other Administrative Services. (Civil Defence).	1,07,000
	265—Other Administrative Services. (HomeGuard/Traning).	36,74,000
	344—Other Transport and Communication Services. (Wireless, Planning and Co-ordination).	18,91,000
	TOTAL DEMAND NO. 11	4,18,23,000
12.	241—Taxes on Vehicles.	1,16,000
	338—Road and Water Transport Services.	25,000

	344—Other Transport and Communication Services	49,000
	538—Capital outlay on Roads and Water Transport Services.	16,00,000
	TOTAL DEMAND NO 12	17,90,000
13.	298—Co-operation.	47 08,000
	498—Capital outlay on Co-operation.	58,75,000
	698—Loans for Co-operation.	50,75,000
	TOTAL DEMAND NO. 13	1,56,58 000
14.	259—Public Works.	4,75,9 ,000
	277—Education.	75,000
	278—Art and Culture.	13,000
	280—Medical	1,07,000
	283—Housing	15,13,000
	310—Animal Husbandry.	26,000
	321—Village and Small Industries.	50,000
	337—Roads and Bridges.	75,04 000
	TOTAL DEMAND NO. 14.	5,68,81,000

Demand No.	Services and purposes	Sums not exceeding
		Rs.
15.	459—Capital outlay on Public Works.	10.88,000
	477—Capital outlay on Education.	15,99,000
	480—Capital outlay on Medical.	6,75,000
	481—Capital outlay on Family Welfare.	
	488—Capital outlay on Social Security and welfare-	87,000
	510—Capital outlay on Animal Husbandry.	2.50,000
	511—Capital outlay on Dairy Development.	25.000
	521—Capital outlay on Village and	

No.	Head	Amount
	Small Industries.	2,25,000
	TOTAL DEMAND NO. 15.	39,49,000
16.	483—Capital outlay on Housing.	16,65,000
	499—Capital outlay on Special and Backward Areas.	57,96,000
	537—Capital outlay on Roads and Bridges.	2,22,55,000
	TOTAL DEMAND NO. 16.	2 95,16,000
17	254 –Other Taxes and Duties on Commodities and Services.	98,000
	334—Power Projects	83,92,000
	479—Capital outlay on Scientific Services and Research.	1,75,000
	499—Capital outlay on Special and Backward areas.	2,50,000
	534—Capital outlay on Power Projects.	2,85,75,000
	TOTAL DEMAND NO. 17	3,74,90,000
18.	282—Public Health, Sanitation and Water supply.	19,89,000
	306—Minor Irrigation	25,74,000
	333—Irrigation, Navigation. Drainage and Flood Control Projects.	12,59,000
	TOTAL DEMAND NO. 18	58,22,000
	TOTAL DEMAND NO. 18.	58,22,000
19.	482—Capital outlay on Public Health, Sanitation and Water Suppty	79,96,000
	506—Capital outlay on Minor Irrigation.	75,00,000
	533—Capital outlay on Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control Projects.	1,30,00,000

	TOTAL DEMAND NO. 19	2,84.96,00
20.	265—Other Administrative Services.	74,000
	277—Education.	7,34,72,000
	299—Sbecial and Backward Areas.	3,38,000
	30̶5—Food and Nutrition.	31,25,000
	TOTAL DEMAND NO 20.	7,69,59,000

Demand No.	Serviecs And purposes	Sums Not Exceeding Rs.
21,	277-277-Edueation	61,12,000
	278-Art and Culture.	7,68,000
	288-Social Security and Welfare,	62,60,000
	Total Demand No. 21	1,31,40,000
22.	265—Other Administrative Service.	72,000
	280—Medical,	1,55,89,000
	212—Public Heaith Sanitation and Water Supply.	42,18,000
	299—Special and Backward Areas.	2,42,000
	Total Demand No. 22	2,01,21,000
23.	281— Family Welfare.	32,94,000
24.	285—Information and Publicity.	16,66,000
	339—TOurism.	1,14,000

Demand No.	Services And Purposes	Sums Not Exceeding
	Total Demand Nr. 24	17,80,000
25	265—Other Administrative Services.	2,000
	288—Social Security and Welfare.	2,18,000
	295—Other Social and Commonity Services.	26,000
	Total Demand No 25	2,46000
2`.	276—Secretariat Social and Community Services	87,000
	288 - Social Security and Welfare.	1.53,84,000
	309—Food and Nutrition.	17,15.000
	363—Compensation Assignments to Local Bodies and Panchyat R; j Institutions.	30,00,000
	Total Dmand No. 26	2,01,86,000
27.	288—Social Security and Welfare.	36,07.000
28.	238—Social ecurity and Welfare.	8,16,000
	309—Food and Nutrition.	3,47,0`0
	509—Capital outlay on Food and Nutrition.	8.76,55 000
	Total Demand No. 27	8,88,18,(00
29	288—Social Security and Welfare.	2,69,000
	688—Loans for Social Security and Wellare	26,000
	Total Demand No 29	2,95,000

Demand No.	Services And Purposes	Sum Not Exceeding
30.	299—Special and ackward Areas.	1,18,000
	3 2—ˊlsherleries	42,26,000
	Total Demand No. 30	43,44,000
		Rs.
31.	314—Community Development.	49,70,000
32	265—Other Administrative Services.	66,000
	287—Labour and Employment (Training of Craftsman).	4,2700(
	299—Special and Backward Areas.	18,58,000
	320—Industries.	5,35,000
	321—Village and Small Industries.	79,49000
	Total Demand No, 32	1,08,35,000
33	4ˀ3—Capital outlay on Housing.	1,00,000
	498—Capital outlay on Co-operation.	1,50,000
	500—Investment in General Financial and Trading Institution.	4,00,000
	668 – Loans to Co-operative Societies.	80 0ˀ0
	Tatal Demann No, 33	7,30.0ˀ0
34.	5ˀ6—Capital outlay on Consumers Industries	12,50,000
	530—Investment in Industrial Institution.	50,000
	721—Loans for Village and Smal	

Industries.	,25,0008
Total Demand No. 34	21,2500 0
35. 299—Special and Backward Areas.	15,46,000
305—Agriculture.	1,55,49,000
307—Soil and Water Conservation.	27,23,000
500—Investment in General Financial and Trading Institution.	5,19,000
50 —Capital outlay on Agriculture.	90,00,000
Total Demand No. 35	2,93,37,000
36. 299—Special and Backward Areas.	8,68,000
310—Animal Husbandry.	67,22,000
311—Dairy Development.	14,92,000
Total Demand No. 36	90,82,000
37. 299—Special and Backward Areas.	4,64,000
307—Soil and Water Conseevation.	31,17000
313—Forest.	1,26,08,000
500—Invesmtent in General Financial aed Trading Institution.	18,75,000
Total Demand No. 37	1,80,64,000
38. 283—Housing.	7,50,000
314 ..Community Development,	1,68.19,000
682...Loans for Housing,	1,75,000
Total Dmand No, 38	1,77,44,000
39. 314—Commmunity Development,	51,40,000
40. 14—Community Development.	2,08,000

41.	259—Public Works.	19,000
	284...Urban Development.	38,68,000
	482...Capital outlay on Public Health Sanitation and Water Supply .	11,00,000
	Total Demand No. 41	49,87,000
42-	256 - Jail.	12,46,000
43,	283...Housing	50,000
	287—Labour and Employment,	9,38,000
	683...Loans for Housing,	75,000
	Total Demand No. 42	10,63,000
44,	258...Stationery and Printing,	25,88,000
45,	247...Other Fiscal Services,	1,13,000
	266...Pension and other Retirement Benefits	67,50,000
	268...Miscellaneous General Services,	10,88,000
	Total Demand No, 45	79,51,000
46.	Loans and Advances Government Service,	61,75,000
	Grand Total...	59,84,55,000

—O—